সুকবি নারায়ণ দেবের

পদ্মাপুরাণ

(মনসা-মঙ্গল)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক

শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত, এম্.এ., পি-এইচ্.ডি.

সম্পাদিত

(দ্বিতীয় সংস্করণ)

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত

১৯৪৭

মূল্য—৭৷৷৹

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পিতৃদেব

৺অবিনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত

মহোদয়ের পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে—

ভূমিকা

পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল সর্পদেবী মনসার স্তুতি উপলক্ষে রচিত এবং ইহা মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে মঙ্গলকাব্য-শ্রেণীর অন্তর্গত। মর্ত্ত্যলোকে মনসাদেবীর পূজা-প্রচারের কাহিনীর সহিত চাঁদ সদাগর, লক্ষ্মীন্দর ও বেহুলার করুণ কাহিনী জড়িত। পদ্মা-পুরাণের অন্যতম প্রসিদ্ধ কবি নারায়ণ দেব। তাঁহার পদ্মাপুরাণখানি আলোচনা করিতে গিয়া প্রথমেই এই জাতীয় সাহিত্যের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রাচীন বাঙ্গালার ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য কতিপয় বিশেষত্বের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সুতরাং এই স্থানে এই সম্বন্ধে দুই একটি কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। আশা করি ইহা অপ্রাসঙ্গিক বিবেচিত হইবে না।

(ক)

পণ্ডিতগণের মতে বাঙ্গালার ভূভাগের উৎপত্তি ভারতবর্ষের অপরাপর অংশের তুলনায় অনেকটা আধুনিক। ইঁহাদের মতে মধ্য, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের কতিপয় অঞ্চলই খুব প্রাচীন। বাঙ্গালা পলিমাটির দেশ এবং গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র-নদবাহিত মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন। পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গের কিয়দংশ নদনদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা এখনও গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এই নদী-মাতৃক দেশের ভূমিগঠন উপলক্ষে এতদঞ্চলে নিত্য কত যে ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে এবং কত বন্যা, কত প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়ের মধ্য দিয়া যে বাঙ্গালার অধিবাসিগণকে জীবন ধারণ করিতে হইতেছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কিন্তু এখানে তাহা আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে।

বাঙ্গালার ভৌগোলিক অবস্থিতি, হিমালয় ও বঙ্গোপসাগরের প্রভাব এবং নদনদীর বাহুল্য এইদেশের জলবায়ুর মধ্যে যথেষ্ট বিশেষত্ব আনিয়া দিয়াছে। তাহা ছাড়া মৌসুমী বায়ুর গতিপথে অবস্থানহেতু এদেশে ঝড়বৃষ্টির আধিক্য লক্ষিত হয় এবং এই ঝড়বৃষ্টির পরিমাণের উপর এখানকার অধিবাসিগণের সুখ-দুঃখ অনেকখানি নির্ভর করে।

এই উর্ব্বর কৃষিপ্রধান দেশের সীমান্ত দক্ষিণ ভিন্ন অন্য তিন দিক পাহাড়-পর্ব্বত, মালভূমি ও অরণ্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছে। গ্রীষ্মপ্রধান বাঙ্গালার নৈসর্গিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহা যে সব হিংস্র জীবজন্তুর বাসভূমিতে পরিণত হইয়াছে সেই সকল জীবজন্তুর মধ্যে সর্প অন্যতম। সর্পের অতর্কিতে দংশন ও ভীষণতম হিংস্রতা হেতু গৃহস্থের বিপদ্ সর্ব্বাধিক এবং সর্প তাহার পক্ষে পরম ভীতির কারণ। বাঙ্গালার পল্লীগৃহস্থের নিদারুণ সর্পভীতির ফলে সর্পের একটি দেবী পরিকল্পিত হইয়া তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবেন, তাহা আর বিচিত্র কি? এইরূপে এই দেশে বাঘের দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামেও ছড়া রচিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের রাজনৈতিক সীমার বাহিরের অনেক অংশ বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কালে আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ বাঙ্গালার সীমার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। এই দেশে প্রাচীনকালে বঙ্গ, পৌণ্ডবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং পালবংশ, শূরবংশ, সেনবংশ, চন্দ্রবংশ, খড়্গবংশ ও বর্ম্মনবংশ প্রভৃতি বংশের রাজা ও সম্রাট্‌গণ বাঙ্গালা দেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নানা কলাবিদ্যায় পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে এই দেশ নানাবিধ শাস্ত্র ও নানাপ্রকার ধর্ম্মমতের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ও নানারূপ লৌকিক ধর্ম্ম এই দেশে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া স্ব স্ব স্মৃতিচিহ্ন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশ অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রথমে অনার্য্য-অধ্যুষিত হইলেও যে সভ্যজাতি স্মরণাতীত কালে প্রথমে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট হইয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল তাহারা কাহারা? এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে বৈদিক আর্য্যগণের ভারতে আগমনের বহুপূর্ব্বে সুসভ্য এবং পরাক্রমশালী অপর একটি জাতি (সম্ভবতঃ পামিরিয়ান বা আল্পাইনগণ) উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে তথা বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারা তন্ত্রানুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল এবং বৈদিক আর্য্যগণ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্-মতাবলম্বী ছিল। এই দুই জাতি ভিন্ন দ্রাবিড় নামে অভিহিত অপর এক জাতিও কালক্রমে আংশিকভাবে বঙ্গদেশে বসবাস করিতে থাকে।[১] ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরযুক্ত মঙ্গোলিয়গণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে অষ্ট্রিকগণ নানা সময়ে দলে দলে আসিয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে। প্রথমে যেরূপই থাকুক কালপ্রবাহে প্রায় কোন জাতিই আর অবিমিশ্র থাকিতে পারে নাই। নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক কারণে সব জাতিই ক্রমে অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালায় নানাজাতির সংমিশ্রণ বা বসবাস হেতু সভ্যতার পারস্পরিক আদানপ্রদানে এক মহাজাতি গঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বৈদিক আর্যসভ্যতা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছে। উহা দেখাইবার স্থান বর্ত্তমান ভূমিকায় নাই, সুতরাং বিরত রহিলাম।

বাঙ্গালার তন্ত্রানুরাগী প্রাচীন কোন জাতির নাগপূজার সহিত তন্ত্রের দেবতা শিবের বিশেষ সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের উৎসাহ সর্ব্বজনবিদিত। এইস্থানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব্বভারতের তান্ত্রিক ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা এখনও হয় নাই। এই ধর্ম্মের উদ্ভবের কারণ ও কাল নির্ণয় করিতে পারিলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য-

১। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সমাজ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে গৌহাটিতে শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র রায়ের অভিভাষণ, ২৯ শে ডিসেম্বর, সন ১৯৩৮, এবং Indo-Aryan Races by Rai Bahadur Ramaprasad Chanda দ্রষ্টব্য।

অধুনা শুধু ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির হিসাবে আর্য্য, ইরানীয়, তুরানীয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জাতি-তত্ত্বের দিক্ দিয়া "Nordic, Alpine ও Proto-mediterranean" কর্কেশিয় জাতির এই তিন-শাখা স্বীকৃত হওয়াতে এই তিনটি নামের ব্যবহার অনেক জাতিতত্ত্ববিদ্ পছন্দ করেন।

সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যাইত। এই সাহিত্যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব অল্প নহে। প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ (মহাযানী) ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর এই তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ইহার ফলে এই সমস্ত ধর্ম্মানুগ সাহিত্যেও তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের অনেকটা সমন্বয়-হেতু শাক্ততন্ত্রে শিব বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ততান্ত্রিক সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবঠাকুরের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাঙ্গালী জনসাধারণের সাহিত্য শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যসমূহে শিবঠাকুর সাপের খেলা দেখাইয়া বেড়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গেও সর্পভূষণ। সর্প বঙ্গদেশে এমন কি সারা ভারতে, এ দেশবাসীর অন্যতম ধর্ম্মানুগ জাতীয় চিহ্ন (totem) হিসাবে কোন সময়ে গণ্য হইত কিনা তাহা দেখা প্রয়োজন। ভারতে নাগপূজার ন্যায় বানরপূজারও বিশেষ প্রচলন অদ্যাপি রহিয়াছে। সর্পের সহিত মানবজাতির সম্বন্ধের কথা বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন অসভ্য জাতি সর্পকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছে, আবার সভ্যাসভ্য-নির্ব্বিশেষে কোন কোন জাতি তাহার পূজাও করিতেছে। মানুষ সর্পকে যেমন ভয় করে এবং মারিতে দ্বিধা করেনা, আবার তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজাও করিয়া থাকে। অনেক দেশের গ্রন্থে[১], বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থে, সর্পের উল্লেখ আছে।

হিন্দুদিগের সংস্কৃত নানা পুরাণে, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও পদ্মপুরাণে, নানা নামে পরিচিতা সর্পদেবী মনসার কথা আছে। মহাভারতেও মনসাদেবীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে সর্পদিগের বৃত্তান্ত উপলক্ষে কদ্রু-বিনতা উপাখ্যান ও জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের কথা আছে। দুই প্রধান দেবতা নারায়ণ ও শিবের মধ্যে নারায়ণের অনন্ত-শয্যা এবং মহাদেবের সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত কালকূটপান ও সর্পভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্প যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। সর্পপূজক দ্রাবিড়গণের প্রভাব এবং সর্প-প্রভাবান্বিত অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় (তিব্বতব্রহ্মী) জাতির প্রাচীনতর প্রভাবও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে থাকা বিচিত্র নহে।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল রচনার ঝোঁক একটু অধিক দেখা যায়। ইহার কারণ তিনটি হইতে পারে। প্রথম,—অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় প্রভাব; দ্বিতীয়,—দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে নদনদী এবং পলিমাটির প্রভাব হেতু সর্পাধিক্য ও মনসাপূজার সমারোহ; তৃতীয়,—দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা শক্তিপূজার প্রভাবাধিক্য। এই সকল কারণে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে মনসাদেবী মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায় অন্যতমা শক্তিরূপে বিশেষভাবে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

১ Tree and Serpent Worship by Fergusson, Encyclo. of Religion and Ethics এবং Encyclopaedia Britannica দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালার ভৌগোলিক সীমা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কারণে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমান বাঙ্গালা প্রদেশের রাজনৈতিক সীমার বাহিরের অনেক অংশ বিভিন্ন সময়ে বাঙ্গালার অন্তর্গত ছিল। প্রাচীন কালে আসাম, বিহার, ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যার অংশবিশেষ বাঙ্গালার সীমার অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইত। এই দেশে প্রাচীনকালে বঙ্গ, পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও গৌড় প্রভৃতি রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল এবং পালবংশ, শূরবংশ, সেনবংশ, চন্দ্রবংশ, খড়্গবংশ ও বর্ম্মনবংশ প্রভৃতি বংশের রাজা ও সম্রাট্‌গণ বাঙ্গালা দেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি ও নানা কলাবিদ্যায় পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎসাহে এই দেশ নানাবিধ শাস্ত্র ও নানাপ্রকার ধর্ম্মমতের কেন্দ্ররূপে গড়িয়া উঠিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম, হিন্দুধর্ম্ম ও নানারূপ লৌকিক ধর্ম্ম এই দেশে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া স্ব স্ব স্মৃতিচিহ্ন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ করিয়া রাখিয়া গিয়াছে।

বঙ্গদেশ অন্যান্য দেশের ন্যায় প্রথমে অনার্য্য-অধ্যুষিত হইলেও যে সভ্যজাতি স্মরণাতীত কালে প্রথমে বাঙ্গালায় উপনিবিষ্ট হইয়া সভ্যতার আলোক বিস্তার করিয়াছিল তাহারা কাহারা ? এক শ্রেণীর ঐতিহাসিকের মতে বৈদিক আর্য্যগণের ভারতে আগমনের বহুপূর্ব্বে সুসভ্য এবং পরাক্রমশালী অপর একটি জাতি (সম্ভবতঃ পামিরিয়ান বা আল্পাইনগণ) উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে তথা বাঙ্গালায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহারা তন্ত্রানুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল এবং বৈদিক আর্য্যগণ হইতে নানা বিষয়ে পৃথক্-মতাবলম্বী ছিল। এই দুই জাতি ভিন্ন দ্রাবিড় নামে অভিহিত অপর এক জাতিও কালক্রমে আংশিকভাবে বঙ্গদেশে বসবাস করিতে থাকে।[১] ভারতের উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চল হইতে সভ্যতার বিভিন্ন স্তরযুক্ত মঙ্গোলিয়গণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব হইতে অষ্ট্রিকগণ নানা সময়ে দলে দলে আসিয়া বাঙ্গালার নানা স্থানে বসতি স্থাপন করে। প্রথমে যেরূপই থাকুক কালপ্রবাহে প্রায় কোন জাতিই আর অবিমিশ্র থাকিতে পারে নাই। নানারূপ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সমাজনৈতিক কারণে সব জাতিই ক্রমে অল্পবিস্তর মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে বাঙ্গালায় নানাজাতির সংমিশ্রণ বা বসবাস হেতু সভ্যতার পারস্পরিক আদানপ্রদানে এক মহাজাতি গঠিত হইবার সুযোগ পাইয়াছে। বৈদিক আর্যসভ্যতা এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য দান করিয়াছে। উহা দেখাইবার স্থান বর্ত্তমান ভূমিকায় নাই, সুতরাং বিরত রহিলাম।

বাঙ্গালার তন্ত্রানুরাগী প্রাচীন কোন জাতির নাগপূজার সহিত তন্ত্রের দেবতা শিবের বিশেষ সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের উৎসাহ সর্ব্বজনবিদিত। এইস্থানে ইহা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পূর্ব্বভারতের তান্ত্রিক ধর্ম্মসম্বন্ধে সম্যক্ আলোচনা এখনও হয় নাই। এই ধর্ম্মের উদ্ভবের কারণ ও কাল নির্ণয় করিতে পারিলে প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য-

১। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সমাজ-বিজ্ঞান শাখার সভাপতিরূপে গৌহাটিতে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায়ের অভিভাষণ, ২৯ শে ডিসেম্বর, সন ১৯৩৮, এবং Indo-Aryan Races by Rai Bahadur Ramaprasad Chanda দ্রষ্টব্য।

অধুনা শুধু ভাষাতত্ত্ব ও সংস্কৃতির হিসাবে আর্য্য, ইরানীয়, তুরানীয় প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়; কিন্তু জাতি-তত্ত্বের দিক্ দিয়া "Nordic, Alpine ও Proto-mediterranean" ককেশিয় জাতির এই তিন-শাখা স্বীকৃত হওয়াতে এই তিনটি নামের ব্যবহার অনেক জাতিতত্ত্ববিদ্ পছন্দ করেন।

সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা জানিতে পারা যাইত। এই সাহিত্যে তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাব অল্প নহে। প্রধানতঃ শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ (মহাযানী) ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ভিতর এই তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ইহার ফলে এই সমস্ত ধর্ম্মানুগ সাহিত্যেও তান্ত্রিক প্রভাব সুস্পষ্টভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

শৈব ও শাক্ত ধর্ম্মের অনেকটা সমন্বয়-হেতু শাক্ততন্ত্রে শিব বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া আছেন দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্ততান্ত্রিক সাহিত্য হিসাবে বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যগুলিতে শিবঠাকুরের প্রাধান্য উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন বাঙ্গালী জনসাধারণের সাহিত্য শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্যসমূহে শিবঠাকুর সাপের খেলা দেখাইয়া বেড়ান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার অঙ্গেও সর্পভূষণ। সর্প বঙ্গদেশে এমন কি সারা ভারতে, এ দেশবাসীর অন্যতম ধর্ম্মানুগ জাতীয় চিহ্ন (totem) হিসাবে কোন সময়ে গণ্য হইত কিনা তাহা দেখা প্রয়োজন। ভারতে নাগপূজার ন্যায় বানরপূজারও বিশেষ প্রচলন অদ্যাপি রহিয়াছে। সর্পের সহিত মানবজাতির সম্বন্ধের কথা বিচার করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন কোন অসভ্য জাতি সর্পকে খাদ্যরূপে ব্যবহার করিতেছে, আবার সভ্যাসভ্য-নির্ব্বিশেষে কোন কোন জাতি তাহার পূজাও করিতেছে। মানুষ সর্পকে যেমন ভয় করে এবং মারিতে দ্বিধা করেনা, আবার তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজাও করিয়া থাকে। অনেক দেশের গ্রন্থে[১], বিশেষতঃ ধর্ম্মগ্রন্থে, সর্পের উল্লেখ আছে।

হিন্দুদিগের সংস্কৃত নানা পুরাণে, যথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ও পদ্মপুরাণে, নানা নামে পরিচিতা সর্পদেবী মনসার কথা আছে। মহাভারতেও মনসাদেবীর বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। শেষোক্ত গ্রন্থে সর্পদিগের বৃত্তান্ত উপলক্ষে কদ্রু-বিনতা উপাখ্যান ও জনমেজয়ের সর্প-যজ্ঞের কথা আছে। দুই প্রধান দেবতা নারায়ণ ও শিবের মধ্যে নারায়ণের অনন্ত-শয্যা এবং মহাদেবের সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত কালকূটপান ও সর্পভূষণ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থাদি ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্প যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহাই আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়। সর্পপূজক দ্রাবিড়গণের প্রভাব এবং সর্প-প্রভাবান্বিত অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলিয় (তিব্বতব্রহ্মী) জাতির প্রাচীনতর প্রভাবও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে থাকা বিচিত্র নহে।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ও পূর্ব্বাঞ্চলে মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে মনসামঙ্গল রচনার ঝোঁক একটু অধিক দেখা যায়। ইহার কারণ তিনটি হইতে পারে। প্রথম,—অষ্ট্রিক ও মঙ্গোলীয় প্রভাব; দ্বিতীয়,—দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে নদনদী এবং পলিমাটির প্রভাব হেতু সর্পাধিক্য ও মনসাপূজার সমারোহ; তৃতীয়,—দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা শক্তিপূজার প্রভাবাধিক্য। এই সকল কারণে দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে মনসাদেবী মঙ্গলচণ্ডীর ন্যায় অন্যতমা শক্তিরূপে বিশেষভাবে পূজিতা হইয়া আসিতেছেন।

১ Tree and Serpent Worship by Fergusson, Encyclo. of Religion and Ethics এবং Encyclopaedia Britannica দ্রষ্টব্য।

(খ)

বাঙ্গালা দেশে শৈবধর্ম্মের প্রভাব খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। বাঙ্গালার শাক্তগণের স্ত্রী-দেবতার স্তুতিবাচক গানগুলির মধ্যে যেমন " মঙ্গলকাব্য," সেইরূপ শৈবগণের শিবঠাকুর-সম্বন্ধে নানা ছড়া ও গানের মধ্যে " শিবায়ন "কাব্য উল্লেখযোগ্য। মঙ্গলকাব্যের কবিগণের ন্যায় শিবায়নের কবিও অনেক ছিলেন। বৈদিক রুদ্র, পৌরাণিক শিব, তন্ত্রের শিব ও বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্যের কৃষি-দেবতা শিবঠাকুর একই দেবতা অথবা বিভিন্ন দেবতার কালক্রমে সমন্বয়ের ফল, তাহা বলা কঠিন। শিবের সহিত মনসাদেবীর বিশেষ সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। মনসাদেবীর জন্ম শিবঠাকুর হইতে হইয়াছে বলিয়া মনসামঙ্গল কাব্যগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে মনসামঙ্গলের কবিরা পুরাণের মত মানিয়া চলেন নাই। হিন্দুদিগের নানা ধর্ম্মগ্রন্থে বর্ণিত শিব দেবতার কথার মধ্যে তন্ত্রোক্ত শিব দেবতা প্রথমে পূর্ব্ব-ভারতীয় অবৈদিক কোন জাতির দেবতা ছিলেন কিনা তাহা কে বলিবে? তবে এই শিব দেবতাতে মঙ্গোলীয় প্রভাব থাকারও সম্ভাবনা রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা চলে না; তবে শৈব পামিরিয়গণের ধর্ম্মাশ্রিত মঙ্গোলীয় জাতির সহিত মনসা-পূজকগণের উত্তর-পূর্ব্ব-ভারতে এবং বিশেষ করিয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। মনসামঙ্গলের প্রমাণানুসারে দক্ষিণ ভারতের প্রাচীন সর্পপূজক দ্রাবিড়দের সহিত বাঙ্গালার মনসা-পূজার সম্বন্ধ অপেক্ষা উত্তর-পূর্ব্বভারতের শৈবধর্ম্মাশ্রিত মঙ্গোলীয় ও অষ্ট্রিক জাতিদ্বয়ের সহিত ইহার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর ছিল বলিয়াই মনে হয়। মনসামঙ্গল সাহিত্যে মনসা-দেবীর বাসস্থান জয়ন্তী নগর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। হিমালয়ের পাদমূলে ও বাঙ্গালার উত্তরে জয়ন্তী নামে পাহাড় এবং আসাম প্রদেশের খাসিয়া-জয়ন্তীয়া নামে পাহাড়ের কথা এই উপলক্ষে বিবেচনা করা যাইতে পারে। এই উভয়স্থানই মঙ্গোলীয় জাতির বাসভূমি। ইহা ছাড়া সর্পের সহিত দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়ার অষ্ট্রিকজাতির বিশেষ সম্বন্ধ অনুমান করিবারও প্রচুর কারণ বর্ত্তমান রহিয়াছে। শৈবধর্ম্ম ও অষ্ট্রিক প্রভাবের ফলে সর্পপূজা দ্রাবিড়দের দেশে বোধ হয় অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী সময়ে বিশেষ বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। আর একটি কথা এইস্থানে উল্লেখ করিতেছি। সম্ভবতঃ অনার্য্য কৈবর্ত্তগণ ও চণ্ডালগণ মনসামঙ্গলে এবং কিরাতগণ চণ্ডীমঙ্গলে কিয়ৎ পরিমাণে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। ইহারা মনসাদেবীর ও চণ্ডীদেবীর আদিপূজক বলিয়া মনে হয়।

মঙ্গলকাব্য ও শিবায়ন—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিশেষ সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। উভয়ই লৌকিক সাহিত্য। মঙ্গলকাব্যসমূহের প্রথমভাগে শিবায়নের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। খুব সম্ভব শিবায়ন প্রথমে স্বতন্ত্র কাব্য ছিল না। ইহা নানাশ্রেণীর প্রাচীন বাঙ্গালা কাব্যসমূহের অংশহিসাবে গণ্য হইত। কালক্রমে শিবায়ন স্বতন্ত্রভাবে রচিত হইয়া পৃথক্ কাব্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকিবে। অবশ্য এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধমতও বর্ত্তমান রহিয়াছে। শিবায়নে শিবঠাকুর ও তাঁহার পরিবারবর্গের বর্ণনাই কাব্যের বিষয়-বস্তু এবং কাব্যবর্ণিত যাবতীয় ঘটনা ঘটিয়াছে কৈলাসে, অর্থাৎ স্বর্গলোকে। অপরপক্ষে মঙ্গলকাব্যের ঘটনা ঘটিয়াছে প্রধানতঃ মর্ত্ত্যলোকে। বাঙ্গালা দেশে শৈবধর্ম্মের প্রসার-প্রতিপত্তি ও প্রাচীনত্ব ইহাকে যে বিশেষত্ব দান করিয়াছে, তাহাতে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে

শিবঠাকুরকে বাদ দেওয়া অসম্ভব। অবশ্য শিবায়নের শিব বাঙ্গালার জলবায়ুর গুণে অভিনব-ভাবে পরিকল্পিত হইয়াছেন। বৈদিক রুদ্র ও পৌরাণিক শিব হইতে মূলগত পার্থক্য শিবায়নের এই শিব-দেবতাতে প্রচুর রহিয়াছে। যাহা হউক সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবে অন্যান্য দেবতার ন্যায় এই শিব সংস্কৃত হইয়া পৌরাণিক শিবের সহিত অভিন্ন পরিকল্পিত হইয়াছেন। শিবায়ন গ্রন্থ ছাড়াও প্রাচীন নানা বাঙ্গালা কাব্যগ্রন্থে, যেমন নাথপন্থীদিগের গোরক্ষবিজয়ে, শিব-ঠাকুরেব উল্লেখ আছে, এবং এই গ্রন্থগুলিব অনেকস্থলে হর-গৌরীর তান্ত্রিক শাস্ত্রালোচনায় অথবা প্রসঙ্গক্রমে তান্ত্রিক মতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

মঙ্গলকাব্যকে পুরাণেব ছাঁচে লিখিতে যাইয়া স্বর্গলোকের কাহিনী-বর্ণনা প্রাচীন কবিগণেব পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। ইহার ফলেই মঙ্গলকাব্যেব ভিতরে শিব-ঠাকুরেব প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। এইরূপে শিবঠাকুরেব উল্লেখের হেতু এই যে, তিনিই সম্ভবতঃ বাঙ্গালাব প্রাচীনতম বিশিষ্ট দেবতা। শিবঠাকুর অতি প্রাচীনকাল হইতে বাঙ্গালী হিন্দুব ঘবে ঘবে পূজা পাইয়া আসিতেছেন। ১১শ-১২শ শতাব্দীতে সেনরাজগণের যে পবিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, তাঁহাবা প্রথমে শৈব ছিলেন। শিবের গাজন, নীলের পূজা, চৈত্র-সংক্রান্তিব উৎসব, চৈত্র-বৈশাখ-মাসব্যাপী শিবঠাকুরেব নামে সন্ন্যাস-গ্রহণ, বাঙ্গালী হিন্দুর ধর্ম্মোৎসবেব এক স্মবণীয় অধ্যায়। ব্রতকথা, গাজন প্রভৃতি ধর্ম্মোৎসব, শিব-দুর্গার নানা উপাখ্যান, দুর্গাপূজায় শিবেব কাহিনী, আগমনী গান, নাথধর্ম্মে শিবেব কথা এবং মঙ্গল-কাব্যে শিবদুর্গাব উল্লেখ বাঙ্গালীচিত্তকে এমন ভাবে অধিকার করিযাছিল যে, কালক্রমে শিবায়ন অর্থাৎ শিবচবিত-কথা নামক এক শ্রেণীব কাব্যগ্রন্থ স্বতন্ত্রভাবে বচিত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের একদিক উজ্জ্বল কবিয়া তুলিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত পুরাণ ও তন্ত্রসমূহে শিব-দেবতাব নানারূপ উল্লেখ এখানে তুলনীয় হইতে পাবে। এই গ্রন্থসমূহে শিব একদিকে যোগশাস্ত্র, চিকিৎসাশাস্ত্র ও কৃষিবিদ্যাব এবং অপব দিকে গীত ও নৃত্য প্রভৃতি কলা-বিদ্যার উৎসাহদাতা দেবতারূপে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। শিবায়ন কাব্যে প্রাচীন বাঙ্গালী সমাজের কৌলীন্য-প্রথা, কৃষকদিগেব কৃষিকার্য্য ও দবিদ্র পবিবারেব দারিদ্র্য প্রভৃতির একটি নিখুঁত আলেখ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। নামে দেবলোকেব কাহিনী হইলেও প্রকৃতপক্ষে শিবায়নে আমাদের বাঙ্গালী পবিবাবেব সাংসাবিক সুখদুঃখের একটা মর্ম্মস্পর্শী চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, এবং এই হিসাবে ইহা একান্তই বাস্তবধর্ম্মী। শিবায়নগুলিব মধ্যে রামেশ্বরের শিবায়ন (১৭শ শতাব্দী) এবং বামকৃষ্ণেব শিবায়ন (১৮শ শতাব্দী) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নানারূপ প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া শিবায়ন-কাব্যের কবিগণ মঙ্গলকাব্যের কবিগণের তুলনায় সংখ্যায় অধিক হইতে পারেন নাই। শাক্ত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়েব প্রতিপত্তি এবং প্রভাব ইহার অন্যতম কারণ।

শিবায়নে দেবলোকের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া কবিগণ যেমন আমাদের ঘরের ছবি আঁকিয়াছেন, তেমন তাঁহারা শাক্তসাহিত্যে কোন দেবীর পূজা-প্রচার উপলক্ষে নর-লোকের কাহিনী বর্ণনা করিতে যাইয়া আমাদের ঘরের কথাই বলিয়াছেন। সেইজন্য এই সকল কাব্য স্বভাবতঃই কতকটা বাস্তবধর্ম্মী হইয়া পড়িয়াছে। এই হিসাবে শাক্তসাহিত্যের অন্তর্গত মঙ্গলকাব্যগুলি শিবায়ন অপেক্ষা আমাদের কাছে অধিক মর্ম্মস্পর্শী, কেননা দেব-লোকের কাহিনী অপেক্ষা মনুষ্যলোকের কাহিনীই আমাদের চিত্তকে অধিক আকর্ষণ করে।

মঙ্গলকাব্য-সমূহের প্রথমাংশ সাধারণতঃ শিবায়নের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইহা দ্বারা দেব-লোকের সহিত মনুষ্যলোকের যোগসূত্র রক্ষিত হইয়াছে এবং অসংস্কৃত নায়ক-নায়িকাগণকে সংস্কৃত মহাকাব্যের আদর্শে মার্জিত করিয়া উচ্চকুলজাত বলিয়া গণ্য করিবার সুবিধা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য-প্রভাবান্বিত হিন্দুসমাজে মঙ্গল-কাব্যসমূহের গান যাহাতে রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত-গানের নিকট পরাজিত হইয়া লুপ্ত হইয়া না যায় সম্ভবতঃ সেইজন্যই এইরূপ পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে মঙ্গলকাব্যের কবিগণ বাধ্য হইয়া থাকিবেন। সাধারণ জনগণের মনের উপর মঙ্গলকাব্যগুলির বিশেষ প্রভাব থাকায় ব্রাহ্মণগণ এই সাহিত্য-বিলোপের চেষ্টা না করিয়া বরং ইহাকে সংস্কৃত মহাকাব্যের ছাঁচে ঢালিয়া নূতন রূপ দিয়াছিলেন এবং ইহার ভিতর দিয়া তাঁহাদের বিশেষ ধর্ম্মমত ও সংস্কৃতির প্রচারের জন্য চেষ্টিত হইয়া পড়িয়াছিলেন—ইহা অনুমান করিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না। নানা ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব মঙ্গলকাব্য-সমূহের উপর পড়িয়াছিল। এত সাবধানতা ও যত্ন সত্বেও একদিকে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বাহন রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত প্রভৃতি অনুবাদ-সাহিত্যের প্রভাবে, ও অপর দিকে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতিপত্তিতে লৌকিক সাহিত্যের প্রতীক এই মঙ্গল-কাব্যগুলিকে যে বিশেষ প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহাব ফলে ইহাদের আদর ক্রমশঃ জনসাধারণের নিকট কমিয়া আসিতেছিল। খুবসম্ভব সেইজন্যই ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রসিদ্ধ কবি ভারতচন্দ্র তাঁহার "অন্নদামঙ্গল"কাব্যের আখ্যানবস্তু, নায়ক-নায়িকা, দেবীর নাম প্রভৃতি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে রচনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাব অঙ্কিত ভবানন্দ মজুমদার—ব্রাহ্মণ, সুন্দর—ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও বিদ্যা—ক্ষত্রিয় রাজকুমারী। মুকুন্দরাম (১৬শ শতাব্দী)-রচিত "অভয়া-মঙ্গল" বা "অম্বিকা-মঙ্গল" (চণ্ডীমঙ্গল) নামক প্রসিদ্ধ কাব্যের বিষয়বস্তুর সহিত ভারতচন্দ্র (১৮শ শতাব্দী)-রচিত অন্নদামঙ্গলের বিষয়বস্তুর কোনই মিল নাই। অথচ "চণ্ডী" ও "অন্নদা" (অন্নপূর্ণা) একই দেবীর বিভিন্ন রূপ মাত্র। ভারতচন্দ্র মঙ্গলচণ্ডীর কথা না কহিয়া অন্নপূর্ণাব কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন, এবং এই কারণে তাঁহার কাব্যের নাম "অন্নদা-মঙ্গল" রাখিয়াছেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের "অভয়া-মঙ্গল" ও ভারতচন্দ্রের "অন্নদা-মঙ্গল" রচনার কারণ বিভিন্ন এবং উভয় যুগের রুচিও স্বতন্ত্র। তবুও বলা যাইতে পারে, ভারতচন্দ্র তাঁহার রচনার আদর্শরূপে কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গল পুথিখানিকে অনেকাংশে গ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয় পুথিতে দেবীব দ্ব্যর্থবোধকভাবে আত্মপরিচয়-দান, ছায়া ও রতি দেবীর শোকপ্রকাশ, বন্যা-বর্ণনা, স্তবস্তুতি প্রভৃতি ইহার কতিপয় উদাহরণ।

এই মঙ্গল-কাব্যগুলিকে এক হিসাবে ১৯শ শতাব্দীর বাঙ্গালা নাটকের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রচেষ্টা বলা যাইতে পাবে। বাঙ্গালা সাহিত্যে নাটক পুরাতন নহে। ইহা ১৯শ শতাব্দীর আমদানী, সুতরাং বয়সে নবীন। ইহার পূর্ব্বে যাহা ছিল তাহার মধ্যে কবিগান, যাত্রাগান ও পাঁচালী গান (যথা—মঙ্গলগান) উল্লেখযোগ্য। যাত্রাগান বিষয়বস্তুর বিভিন্নতা-হিসাবে নানারূপ ছিল, যথা—কৃষ্ণযাত্রা, (মনসাদেবীর) ভাসান যাত্রা, রামযাত্রা (অথবা রামমঙ্গল) প্রভৃতি। পাঁচালীগুলির মধ্যে চণ্ডীদেবী, মনসাদেবী প্রভৃতির নামে চলিত পাঁচালীর উল্লেখ করা যাইতে পারে। গান গাওয়া হইত বলিয়া রামায়ণ ও মহাভারতকে সময়-বিশেষে "পাঁচালী" আখ্যা দেওয়া হইত, যেমন "ভারত-পাঞ্চালী"। পাঁচালী ভিন্ন শিবঠাকুরের নামে নৃত্য-গীতবহুল এক প্রাচীন উৎসবের নাম করা যাইতে পারে। ইহা "গাজন" নামে প্রসিদ্ধ ও

স্থানবিশেষে (যথা উত্তরবঙ্গে) "গম্ভীরা" নামে চলিত। এইরূপ পৌরাণিক গল্পগুলি আশ্রয় করিয়া "কথকতা" এক সময়ে খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের "কীর্ত্তন" এই উপলক্ষে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মপূজকগণের ও নাথপন্থীদিগের বিভিন্ন সঙ্গীতময় উৎসব, অপেক্ষাকৃত অখ্যাতনামা দেব-দেবীর কাহিনী ও স্থানীয় মর্ম্মস্পর্শী ঘটনাসমূহ অবলম্বনে রচিত নানারূপ গান প্রাচীনকালে বাঙ্গালার বিভিন্ন পল্লী অঞ্চলে যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। এই দেশে ধর্ম্মোপলক্ষে অনুষ্ঠিত নানারূপ সমারোহ ও উৎসবের ভিতর দিয়া অলক্ষ্যে সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছে। ব্রতকথাগুলিও এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছে। সাহিত্য-রচনার উদ্দেশ্য লইয়া অনেক প্রসিদ্ধ কবিই সাহিত্য রচনা করেন নাই। কোন দেবদেবীর প্রতি ভক্তির উচ্ছ্বাস-বশতঃ পালা রচনা করিতে যাইয়া এই কবিগণ ক্রমে কাব্য-সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। মঙ্গলকাব্যগুলির উদ্ভব এইরূপেই হইয়াছিল। অঙ্গভঙ্গী ও বচন-বিন্যাস-সহকারে এইগুলি গাহিতে যাইয়া গায়ক অলক্ষিতে নাটকের সূচনা করিয়াছিলেন। যদিও বাঙ্গালা নাটকের আবির্ভাব-সময় ১৯শ শতাব্দী ও উহা বর্ত্তমানে পাশ্চাত্ত্য আদর্শে গঠিত তথাপি ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, পল্লী অঞ্চলের এই মঙ্গলগান, যাত্রাগান প্রভৃতির মধ্যে আধুনিক নাটকের বীজের সন্ধান পাওয়া যায়। যদিও উভয়ের রীতি ও আদর্শের পার্থক্য অনেক, তবুও ইহা বলা যাইতে পারে যে, এই সকল মঙ্গল-গানই এই দেশে আধুনিক নাটক-প্রচলনের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে। এখনও পল্লী-অঞ্চলে প্রাচীন বাঙ্গালার বিভিন্ন শ্রেণীর গানগুলির প্রভাব অল্প নহে।

ধর্ম্মানুগ বিষয়বস্তুর দিক দিয়া দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, মঙ্গল-চণ্ডীদেবীর কথা প্রধানতঃ ব্রতকথাতে, চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে (যাহার আর এক নাম অষ্টমঙ্গলা) এবং যাত্রাগানে আছে। মনসাদেবীর কথা প্রধানতঃ ব্রতকথাতে, মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ পাঁচালীতে এবং যাত্রাগানে আছে। রাধাকৃষ্ণের কথা প্রধানতঃ বৈষ্ণব পদাবলীতে, কীর্ত্তনে, ধামালীতে, কথকতাতে ও যাত্রাগানে আছে। কবিগানের মধ্যেও রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের কাহিনীসমূহের সঙ্গে অথবা অন্তর্গত হিসাবে উল্লিখিত নানা বিষয় স্থান পাইয়াছে।

মধ্যযুগে অর্থাৎ ১৩শ হইতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে, বাঙ্গালা সাহিত্য মোটামুটি কাব্য-সাহিত্য। এই কাব্যসাহিত্য প্রধানতঃ তিনভাগে বিভক্ত, যথা,—লৌকিক সাহিত্য, অনুবাদ-সাহিত্য ও বৈষ্ণব সাহিত্য। শিবায়ন ও মঙ্গলকাব্য লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্গত; রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অনুবাদ-সাহিত্যের উদাহরণ, এবং বৈষ্ণব পদাবলী ও বৈষ্ণব মহাজন-গণের জীবন-কথা বৈষ্ণব সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। লৌকিক সাহিত্য তান্ত্রিক (প্রধানতঃ শাক্ত) সাহিত্য। লৌকিক সাহিত্যের অন্তর্গত উৎকৃষ্ট মঙ্গল-কাব্যগুলির বেশীর ভাগই কোন দেবীর গুণ-কীর্ত্তন ও পূজা-প্রচার উপলক্ষে রচিত। এইরূপে চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের উদ্ভব হইয়াছে। পুরুষ দেবতার মধ্যে ধর্ম্ম-দেবতার নামাঙ্কিত ধর্ম্মমঙ্গল বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-দেবতা দক্ষিণ রায়ের নামেও "রায়-মঙ্গল" রচিত হইয়াছিল।

মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে বিশেষ করিয়া চণ্ডীমঙ্গল আটদিন ধরিয়া গীত হইত। প্রত্যহ দিনে একবার ও রাত্রে একবার গানের আসর জমিত। আটদিন গান হইত বলিয়া চণ্ডী-মঙ্গলকে "অষ্টমঙ্গলা"ও বলিত। মনসামঙ্গলের গান এইরূপ সমস্ত শ্রাবণ মাস ধরিয়া

হইত। বরিশাল অঞ্চলে এই গানকে "রয়াণী" বলিয়া থাকে এবং উহা এখনও প্রচলিত আছে। মঙ্গল-কাব্যগুলির মধ্যে "চণ্ডীমঙ্গল" ও "মনসামঙ্গল" বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এই কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য বলা হইত, কারণ মঙ্গল-কাব্যের কবিগণ প্রচার করিতেন যে, তাঁহাদের বর্ণিত দেবীর পূজা করিলে অথবা মঙ্গল-গীতি গাহিলে ও শ্রবণ করিলে গৃহীর, শ্রোতার এবং গায়কের মঙ্গল হইয়া থাকে। এই দেবীগণের সকাম পূজা ও গান গৃহীর নিজের ও পরিবারবর্গের পরম মঙ্গল সাধন করে, এই বিশ্বাস প্রাচীন যুগের বাঙ্গালীগণ মনোমধ্যে পোষণ করিতেন এবং সেইজন্যই বোধ হয় মঙ্গলগান বিশেষ জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। "মঙ্গল" নামটি প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যান্য শাখাতেও কিয়ৎপরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে। উদাহরণস্বরূপ বৈষ্ণব সাহিত্যের নাম করা যাইতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্যেও যে ইহার ছাপ পড়িয়াছে, তাহার প্রমাণ "চৈতন্য-মঙ্গল," "অদ্বৈত-মঙ্গল" ইত্যাদি নাম।

শাক্ত ও শৈব ধর্ম্মের নিদর্শন এই মঙ্গল কাব্যসমূহে বিশেষভাবে পাওয়া যায় এইরূপ একটি মত আছে। এই মত আংশিক ভাবে সত্য বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। বিভিন্ন শাক্ত সম্প্রদায়ও যে খুব মনের মিলে বাস করিত, তাহাও নহে। উদাহরণস্বরূপ চণ্ডী-উপাসক এবং মনসাপূজকগণের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। মনসামঙ্গল কাব্যে এই উভয় সম্প্রদায়ের বিরোধের সুস্পষ্ট আভাষ আছে। দুর্গাদেবী ও মনসাদেবীর বিবাদ উপলক্ষে ইহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। মনসামঙ্গল-কাব্য-পাঠে ইহাও ধারণা হয় যে, দুর্গা বা চণ্ডীর উপাসকগণ মনসা-পূজকগণের পূর্ব্বে শৈবগণের সহিত মিলিত হইয়াছিল এবং তাহাদের চণ্ডীদেবী ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-প্রচারে মনসাদেবী অপেক্ষা অধিক প্রয়োজন সাধন করিয়াছিলেন।

(গ)

আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয় পদ্মাপুরাণ বা মনসা-মঙ্গল এবং বিশেষ করিয়া সুকবি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ। এই প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখযোগ্য যে পদ্মাপুরাণ-রচক কবিগণের মধ্যে প্রায় সত্তরজন কবির নাম এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য এই সম্বন্ধে সঠিক সংখ্যা দেওয়া সম্ভবপর নহে। ভণিতায় প্রাপ্ত রচক ও গায়কের সংখ্যা একত্র যোগ করিলে ইহাদের সংখ্যা দ্বিগুণ হওয়া অসম্ভব নহে বলিয়া কাহারও কাহারও অভিমত।

এই কবিগণের মধ্যে কাণা হরিদত্ত মনসামঙ্গলের আদি কবি বলিয়া পরিচিত। তাঁহার পুথির অতি সামান্য অংশই এই পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। কবি হরিদত্ত ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন বলিয়া অনেকের অনুমান। হরিদত্ত বা কাণা হরিদত্তের পরে যে সব মনসা-মঙ্গলের কবির নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের নাম সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বিজয় গুপ্ত, বংশীদাস ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের পুথি বিভিন্ন সময়ে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সুকবি নারায়ণ দেব রচিত নির্ভরযোগ্য মনসা-মঙ্গল আজ পর্য্যন্ত একখানিও মুদ্রিত হয় নাই। অথচ যে সব প্রাচীন কবি পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন, ময়মনসিংহ জেলার অধিবাসী নারায়ণ দেব তাঁহাদের অন্যতম। এই সম্বন্ধে ময়মনসিংহবাসিগণ একাধিকবার চেষ্টিত হইলেও তাহাদের এই সদুদ্দেশ্য নানাকারণে আশানুরূপ সফল হইতে পারে নাই।

ইদানীং কোন কোন স্থান হইতে কবি নারায়ণ দেবের জীবনী-সবলিত তাঁহার সম্পূর্ণ পদ্মাপুরাণখানি মুদ্রণের চেষ্টা চলিতেছে। ইহা সাফল্যমণ্ডিত হইলে সুখের কথা। প্রায় ষোল বৎসর পূর্ব্বে বহু অনুসন্ধানের পর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামের অধিবাসী ও হেমনগরস্থ আম্বারিয়া ষ্টেটের তদানীন্তন কর্ম্মচারী আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান্ মহেন্দ্রনাথ দাসের নিকট আমি বর্ত্তমান পুথিখানি প্রাপ্ত হই। পুথিখানি খুব প্রাচীন না হইলেও নানা কারণে অনেক পরিমাণে নির্ভরযোগ্য বলিয়া আমার বিশ্বাস।

এই পুথিখানি সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায় নাই—ইহা খণ্ডিত। পুথিখানিতে প্রথম পত্রাঙ্ক থাকিলেও মনে হয় যেন অকস্মাৎ মাঝখান হইতে ইহা আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালায রক্ষিত ৬১০৮ সংখ্যক পুথি (নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ) হইতে কিয়দংশ লইয়া আমাকে বর্ত্তমান পুথি সম্পর্ণ কবিতে হইয়াছে। অথচ এই ৬১০৮ সংখ্যক পুথির অবস্থাও একইরূপ। মৎসম্পাদিত পুথিব শেষ ভাগে কতিপয় পত্র না থাকিলেও একখণ্ড ছিন্ন পত্রে লেখকেব নাম, সাকিন ও তাবিখ দেওয়া আছে। ইহা ছাড়া মাঝে মাঝে পত্রের একপাশে লেখকেব নাম ও দেশেব কথাব উল্লেখ আছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, লেখকের নাম কৃষ্ণানন্দ দাস ও সাকিন চেচুয়া। পুথিখানাব লেখার তারিখ দেওয়া আছে ১৭১৮ শক। সুতরাং আলোচ্য পুথিখানি প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে নকল করা হইয়াছিল। পুথিখানির হস্তাক্ষর ভাল এবং তুলট কাগজে লেখা। এই খণ্ডিত পুথির প্রাপ্ত পত্রসংখ্যা ১৭৯ ও আকার ১৩ × ৪ ইঞ্চি। পুথিব হস্তাক্ষব প্রাচীন ধবণেব ও ভাল। চেচুয়া গ্রাম ময়মনসিংহ জেলাব টাঙ্গাইল মহকুমায় অবস্থিত। পুথিখানি এই জেলাতেই পাওয়া গিয়াছে, এবং সুকবি নারায়ণ দেবও এই জেলাবই অধিবাসী ছিলেন। লেখকসম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পাবা যায় নাই। তবে কৃষ্ণানন্দ নামে একজন মনসা-মঙ্গলের কবির নাম পাওয়া যায়। লেখক এই কবি কৃষ্ণানন্দ কিনা বলা যায় না।

নাবায়ণ দেবের বংশ-পবিচয় আমাব পুথি হইতে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে পুথিতে নানাস্থানে এইরূপ ভণিতা আছে "নবসিঙ্গ-তনয়, নারাযণ দেবে কয।" ইহাতে জানা যায় নারায়ণ দেবের পিতাব নাম নবসিংহ। সুকবি নাবাযণ দেবের পরিচয় স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশ চন্দ্র সেন নিম্নলিখিতরূপ দিয়াছেন—

"নারায়ণ দেবেব পিতামহের নাম নবহরি, পিতাব নাম নরসিংহ। ইঁহাদের আদি বাসস্থান মগধ ছিল। ইঁহারা মধুকুল্য গোত্র এবং গুণাকর গাঁই। নারায়ণ দেবের মাতার নাম রুক্মিণী বা রত্নাবতী, মাতামহের নাম প্রভাকব। নারায়ণ দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম বল্লভ, ইনি নারায়ণ দেব অপেক্ষা বয়সে চৌদ্দ বৎসবের ছোট।...... নারায়ণ দেব বলিয়া যাইতে লাগিলেন ও বল্লভ লিখিতে লাগিলেন, এইভাবে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ মনসার ভাসান রচিত হয।" তাঁহার অপর মন্তব্য এইরূপ,—"নারায়ণ দেব অনুমান ১২৪৬ খৃঃ তাঁহার মনসা-মঙ্গল রচনা করেন। ময়মনসিংহের বুঢ়গ্রামে নারায়ণ দেবের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। তাহারা নারায়ণ দেব হইতে অধস্তন বিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত।"

—বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, প্রথম খণ্ড।

নারায়ণ দেবের বংশ-পরিচয়-সম্বন্ধে আমি অনেক স্থানে অনুসন্ধান করিয়াছি, কিন্তু সন্তোষ-জনক কোন নূতন তথ্য প্রাপ্ত হই নাই।

আসামবাসিগণ নারায়ণ দেব আসামের অধিবাসী ছিলেন বলিয়া মনে করেন। ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণের অসমিয়া সংস্করণের প্রচলনই ইহার কারণ। ময়মনসিংহের কবির ইহাতে গৌরবই বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। অসমিয়া ভাষা বাঙ্গালা ভাষার প্রাদেশিক রূপ মাত্র। ইহা ছাড়া আসাম-সীমান্তবাসী বাঙ্গালী কবির খাস আসামে গতিবিধি থাকাও অসম্ভব নহে। আমরা একাধিক নারায়ণ দেবের কল্পনাও করিতে পারি না। যাহা হউক আমরা বাঙ্গালী কবি নারায়ণ দেবকে আসামের কবি বলিয়া ধরিয়া লইতে একেবারেই প্রস্তুত নহি।

নারায়ণ দেব কোন্ সময়ে বৰ্ত্তমান ছিলেন তাহা অনুমানের উপর নির্ভর করা ছাড়া সঠিক জানিবার উপায় নাই। কেহ কেহ নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের (১৫শ শতাব্দী) সমসাময়িক কবি বলিয়া মনে করেন। স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁহার "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" ও এতৎসংক্রান্ত ইংরেজী গ্রন্থে এইরূপই মন্তব্য করিয়াছেন। এই মত তাঁহার "বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে" প্রকাশিত মতের সহিত মিলে না। যাঁহারা নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক মনে করেন, আমরা তাঁহাদের সহিত একমত নহি। অবশ্য নারায়ণ দেবকে খুব প্রাচীন কবি প্রতিপন্ন করিবার আমাদের কোন স্বার্থ বা আগ্রহ না থাকিলেও প্রমাণ অনুসারে আমরা নারায়ণ দেবকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য কি শেষভাগের কবি বলিয়া মনে করি। কাণা হরিদত্তের সময় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ ধরিয়া লইলেই যেন ঠিক হয়। উভয় কবির ব্যবধান ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া লইলে কোন ক্ষতি হয় না।

নারায়ণ দেবকে ময়মনসিংহবাসী কেহ কেহ মনসা-মঙ্গলের প্রথম কবিরূপে গণ্য করিবার পক্ষপাতী। আমরা এই মতের সমর্থন করি না এবং এই মতের পরিপোষক প্রমাণ সম্বন্ধেও সবিশেষ অবগত নহি। কবি বিজয় গুপ্ত কাণা হরিদত্তকে প্রথম কবি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই মতই বোধ হয় ঠিক। নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের সমসাময়িক কবি বলিয়া মনে হয় না। কবি বিজয় গুপ্ত পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বৰ্ত্তমান থাকিলে কবি নারায়ণ দেব সম্ভবতঃ তাঁহার অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বৰ্ত্তমান ছিলেন। এইরূপ মনে করিবার যে সমস্ত কারণ আছে তন্মধ্যে নারায়ণ দেবের বংশ-পরিচয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্বর্গীয় ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন বর্ণিত পূর্ব্বোল্লিখিত নারায়ণ দেবের বংশপরিচয় নির্ভুল হইলে কবির বৰ্ত্তমান বংশধরগণ অধস্তন বিংশ কি একবিংশ পর্য্যায়ে অবস্থিত আছেন। প্রতি একশত বৎসরে গড়ে তিন পুরুষ সময় ধরিয়া লইলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগেই নারায়ণ দেবকে পাওয়া যায়। অবশ্য তিন পুরুষে একশত বৎসরের হিসাব করিয়া সব সময়ে সঠিক কাল পাওয়া কঠিন; তবে ইহা অনুমানের পক্ষে অনেকটা সাহায্য করে, এই মাত্র।

নারায়ণ দেবের যে কয়খানি পুথি আমি দেখিয়াছি, তাহার কোনটিতেই পৌরাণিক ও বৈষ্ণব প্রভাব বিশেষ লক্ষ্য হয় না। নারায়ণ দেবের মূল পুথি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। চৈতন্য-পরবর্ত্তী লেখকগণ নারায়ণ দেবের পুথির যে নকল রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা পড়িলে দেখা যায় যে, বিজয় গুপ্তের পুথির মধ্যে পৌরাণিক ও বৈষ্ণব প্রভাব যতটা আছে নারায়ণ দেবের পুথির মধ্যে উহা ততটা নাই। নারায়ণ দেব মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী ও বিজয় গুপ্ত

মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া বৈষ্ণব প্রভাব-সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া এইরূপ ঘটিয়াছে কিনা তাহা কে বলিবে? চৈতন্য-পূর্ব্ববর্ত্তী কবি নারায়ণ দেবের পুথিতে মহাপ্রভুর কোন উল্লেখ না থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু বিজয় গুপ্তের পুথিতে মহাপ্রভুর কোন উল্লেখ নাই, ইহার কারণ কি? নারায়ণ দেবের বিভিন্ন পুথিতে অল্পবিস্তর বৈষ্ণব প্রভাবের হেতু হয়তো মহাপ্রভুর সমসাময়িক কি পরবর্ত্তী গায়কগণ ও পুথি নকলকারিগণ। আলোচ্য পুথিতে যে বৈষ্ণবপ্রভাব দেখা যায়, তাহাতে খুব সম্ভব ইহাদেরই হস্তচিহ্ন বর্ত্তমান।

বিজয় গুপ্তের পুথিতে "হাসন-হুসেনের পালা" বলিয়া একটি পালা দেখা যায়। এই পালাটিতে মনসা-পূজক রাখালগণের সহিত জনৈক মুসলমান কাজি ও তাঁহার অনুচরবর্গের বিবাদের একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া মুসলমান জোলাদের পাড়ায় মনসাদেবীর কোপের বর্ণনাও বিজয় গুপ্তের পুথির একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু নারায়ণ দেবের কোন পুথিতে জোলাদের উল্লেখ নাই। হাসন-হুসেনের সম্বন্ধে যে কথা আছে, তাহাও অতি সামান্য। শুধু সামান্য কয়েক স্থানে মৎসম্পাদিত পুথিতে হাসন-হুসেনের নাম পাওয়া যায়। পুথির একস্থানে আছে পুত্র লক্ষ্মীন্দরকে বিবাহ করাইয়া বণিক চন্দ্রধর শীঘ্র দেশে ফিরিবার কারণ-সম্বন্ধে বৈবাহিক সাহেরাজার নিকট বলিতেছেন যে,—

"হুসেন হাসনের নিকটে আমার পুরি।
না জানি বাজ্যেত কীবা হইল ডাকা চুরি।"

অন্য একস্থানে এইরূপ আছে। মনসাদেবী কালিনাগিনীকে দুঃখ করিয়া বলিতেছেন :—

"হাসন হুসেন দুই ভাই আমি গেলাম তার ঠাই
দিল্লিপের হয়ে রাজা।
আমার রাখাল মারি ভাঙ্গিছিল ঘট বাড়ি।
ভয়ে দিল নব লক্ষের পূজা ॥"

নারায়ণ দেবের পুথিতে এই পালাটির এত সামান্য উল্লেখের কারণ কি? ১৫শ—১৬শ শতাব্দীর বাঙ্গালার পাঠান সুলতান প্রসিদ্ধ হুসেন সাহ কিছুকাল হিন্দু প্রজাদের উপর উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসের কথা; সুতরাং এই সময়ের হিন্দুরচিত পুথিগুলিতে, বিশেষতঃ বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল পুথিতে, হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের কথার উল্লেখ থাকা বিচিত্র নহে। তাঁহার পুথিতে বর্ণিত "হাসন-হুসেনের পালা"তে তৎকালীন বাঙ্গালার রাজনৈতিক অবস্থার একটি সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। নারায়ণ দেব, বিজয় গুপ্ত ও হুসেন সাহের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ব্যক্তি বলিয়া এই পালাটি তাঁহার পুথিতে পাওয়া যায় না। হাসন-হুসেনের যে সব উল্লেখ নারায়ণ দেবের পুথিতে পাওয়া যায়, তাহা যে অনেক পরবর্ত্তী গায়কগণ ও লেখকগণ কর্ত্তৃক সংযোজিত হইয়াছে সুতরাং প্রক্ষিপ্ত, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।

বিজয় গুপ্তের সময়ে, অর্থাৎ ১৫শ শতাব্দীতে, বাঙ্গালায় মুসলমান প্রভুত্ব দৃঢ় ও সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহার ফলে রাজকার্য্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য-ক্ষেত্রে এই দেশে আরবি ও ফারসি ভাষার যথেষ্ট প্রচলন হওয়ার কথা। বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে ইহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া

যায়। চাঁদসদাগরের ডিঙ্গাগুলির নৌকর্ম্মচারিগণ ও তাহাদের পদের নাম প্রায় সবই মুসলমান আমলের ইঙ্গিত করিতেছে। নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণে ইহা ততটা দেখা যায় না এবং যাহা আছে তাহাও সম্ভবতঃ অনেকটা পরবর্ত্তী যোজনা। এই সম্বন্ধে মতভেদ স্বাভাবিক। নারায়ণ দেবকে বিজয় গুপ্তের পূর্ব্বের ও বাঙ্গালাদেশে মুসলমান রাজত্বের প্রথম সময়ের কবি বলিয়া গ্রহণ করিবার পক্ষে ইহা খুব বিচারসহ এবং যথেষ্ট প্রমাণ না হইলেও অন্যতম কারণ বলা যায় কি?

শাক্ত মঙ্গল-কাব্যগুলিতে যে সমস্ত বিশেষ বিষয়বস্তু থাকে, তন্মধ্যে চৌতিশা, কাঁচুলি-নির্ম্মাণ, রন্ধন-বিবরণ ও বারমাসী প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া পুথির প্রথম দিকে নানা পৌরাণিক দেবদেবীর স্তুতি, সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেবলোক-সম্বন্ধে কিছু বিবরণ উল্লেখ-যোগ্য। পুথি যত প্রাচীন এই সকল বিষয়ের তত অভাব এবং যত আধুনিক ততই ইহাদের বাহুল্য পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খুব সম্ভব সংস্কার-যুগে, ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের ফলে, ১৫শ শতাব্দী হইতে পুথিগুলি এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করে। পুথিগুলির রচকগণ ও লেখকগণ সংস্কৃত পুরাণ ও মহাকাব্যকে ক্রমশঃ আদর্শ রূপে গ্রহণ করার ফলে, যত দিন যাইতে লাগিল ততই পুথিগুলিতে রামায়ণ ও মহাভারত প্রভৃতির অনুকরণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ১৩শ কি ১৪শ শতাব্দীতে রচিত কোন পুথির সহিত ১৭শ কি ১৮শ শতাব্দীতে লিখিত তাহার অনুলিপির ('কপি'র) তুলনা করিলেই ইহা স্পষ্ট দেখা যাইবে। এই পৌরাণিক প্রভাব বিজয় গুপ্ত ও নারায়ণ দেবেব পুথিতে কি পরিমাণে পড়িয়াছে, তাহা লক্ষ্য করা যাইতে পারে। পৌরাণিক স্তবস্তুতি ও বিষয়সমূহ বিজয় গুপ্তের পুথিতে যতটা দেখিতে পাওয়া যায়, নারায়ণ দেবের পুথিতে ততটা দেখিতে পাওয়া যায় না। মৎসম্পাদিত পুথিতে তো ইহার একান্ত অভাব। অথচ এই পুথিটি খুব প্রাচীন নহে। নারায়ণ দেবের নামে চলিত পুথির কোন কোন অনুলিপিতে যে উহা কিয়ৎপরিমাণে পাওয়া যায়, তাহা পরবর্ত্তী কালের যোজনা হওয়াই সম্ভব। নানা কবির রচনা নারায়ণ দেবের পুথিতে মিশ্রিত রহিয়াছে।

আদ্যন্ত নারায়ণ দেবের রচিত পুথিতো পাওয়াই যায় না। ইহা সত্ত্বেও পূর্ব্বোক্ত কারণ-সমূহ আলোচনা করিয়া বলিতে হয়, নারায়ণ দেব বিজয় গুপ্তের অনেক পূর্ব্বের কবি। মৎ-সম্পাদিত পুথির অনেক পরে লিখিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণ তারিখযুক্ত ৬১০৮ সংখ্যক খণ্ডিত পুথিতে একস্থানে একটি স্তুতি এইরূপ আছে। ইহা কবি বংশীদাসের রচিত এবং ইহাতে পৌরাণিক প্রভাব সুস্পষ্ট।

লাচারি।

প্রণমহ সঙ্কর ভবানি।
পুরুস প্রকৃতিমএ জোগভাবে সর্ব্বদাএ
সর্ব্ব লোকের তুমি সে জননি॥
অদ্ধ সরির হর অদ্ধ গৌরি কলেবর
কেনে বিধি করিলা নিম্মান।
রজত কাঞ্চন কিবা চন্দ্র অরুণ শোভা
অলক্ষিত করিছে সন্ধান॥

বাম পাসে বৈসে গৌরি দক্ষিণে যে ত্রিপুরারী
সিভে তাল বাজে গুরি২ ।
পিঙ্গন জটার সজ্জা চৌদ্ধ ভুবন রাজা
বাম ভাগে সোবে গৌরি ।।
বাম গলে হারবর ডাকিআছে পশুধর
দক্ষিণে সোবে ধুস্তর মালা ।
বিচিত্র দক্ষিণ করে কিমত ফণী এ বেরে
বাম হাতে সুরঙ্গ পটলা ।।
কস্তুরি চন্দর চুয়া লেপিআছে অদ্ধ কাআ
অদ্ধ অঙ্গ বিভূতি ভূষণ ।
সিঙ্গা ডম্বরু বাজে গৌরি অদ্ধ অঙ্গে সাজে
বাম ভাগে কেয়ুর কঙ্কন ।।
বৃস সোবে অদ্ধ মাজে কেসরি অদ্ধেতে সাজে
দুই মিলি একই সাজন ।
দক্ষিণে নন্দিকে রাখি বামে বিজয়া সখি
অপরূপ হইল দরসন ।।
জগতের মাতাপিতা পরম নিব্বান দাতা
গুজ্যলোকে উমা মহেসর ।
দিজ বংসিদাসে কহে তুমি পরে কেহ নহে
জুগে ২ রাখ দাস কর ।।

কঃ বিঃ ৬১০৮ সংখ্যক (নারায়ণ দেবের) পুথি ।

বিজয় গুপ্তের পুথিতে একটি ছত্র পাওয়া যায়, উহা এইরূপ :—"প্রথমে রচিল গীত কাণা হরি দত্ত।" মনসামঙ্গলের প্রথম কবির নাম আমরা বিজয় গুপ্তের পুথিতে প্রাপ্ত হইলেও নারায়ণ দেবের কোনরূপ উল্লেখ তাঁহার পুথিতে পাওয়া যায় না। অথচ কাণা হরিদত্ত ও নারায়ণ দেব উভয়েই ময়মনসিংহের অধিবাসী। যতটা দেখিয়াছি নারায়ণ দেবের কোন পুথিতেও বিজয় গুপ্তের কোনরূপ উল্লেখ নাই। "কাণা" হরি দত্তের উল্লেখ বিজয় গুপ্ত যে ভাবে করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মনসামঙ্গলের কবিগণের মধ্যে সময়ের দিক্‌ দিয়া দ্বিতীয় ও কবিত্ব-গুণে প্রথম স্থান লাভে ইচ্ছুক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। পরবর্ত্তী অন্য কবিগণের মধ্যে কেহই বিজয় গুপ্তের পুথিতে নারায়ণ দেবের উল্লেখ ও নারায়ণ দেবের পুথিতে বিজয় গুপ্তের উল্লেখ আবশ্যক মনে করেন নাই। অথচ দুই পুথিতেই অন্য নানা কবির ভণিতা সংযুক্ত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা উভয় পুথির গায়কগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফল কি না তাহা কে বলিবে ? মোট কথা অনুমানদ্বারা এই জাতীয় প্রশ্নের মীমাংসা করা একরূপ অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়।

মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পুথিতে অনেক কবির ভণিতা সংযুক্ত আছে। ইঁহাদের নাম—চন্দ্রপতি, বৈদ্য জগন্নাথ, বিপ্র জগন্নাথ, শ্রীজগন্নাথ, বংশীদাস, দ্বিজ জয়রাম, বল্লভ,

মাধব, হরি দত্ত, দ্বিজ বলরাম (বলাই), শিবানন্দ ও বিপ্র জানকীনাথ। ইঁহাদের মধ্যে কবি চন্দ্রপতির পদসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। বিজয় গুপ্তের পুথিতেও (প্যারীমোহন দাস গুপ্তের সং) কবি চন্দ্রপতির ভণিতা পাওয়া যায়। কবি হরি দত্তের নাম বিশেষরূপে উল্লেখ-যোগ্য। এই নামের ভণিতা মাত্র দুইস্থানে আছে। এই হরিদত্ত "কাণা" হরি দত্ত হইলে মনসামঙ্গলের আদি কবির দুইটি পদ এই পুথিতে পাওয়া যাইতেছে। জগন্নাথ নামটি তিন প্রকার পাওয়া যাইতেছে; যথা—বিপ্র জগন্নাথ, বৈদ্য জগন্নাথ ও শ্রীজগন্নাথ। শ্রীজগন্নাথ "বিপ্র" বা "বৈদ্য" জগন্নাথের একজনও হইতে পারেন, আবার স্বতন্ত্র ব্যক্তিও হইতে পারেন। "বিপ্র" জানকীনাথ নামটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক জানকীনাথের নাম বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে এইরূপ পাওয়া যায়,—"জানকীনাথের বাণী, শুন দেবী ব্রাহ্মণী, দাস করি রাখিবা চরণে।" এখানে "বিপ্র" কথাটি নাই। শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন দাস গুপ্ত সম্পাদিত ও ৺শরৎচন্দ্র সেন পরিবর্দ্ধিত বিজয় গুপ্তের পুথিতে এই জানকীনাথকে বিজয় গুপ্তেব সহিত অভিন্ন বলিয়া ধরা হইয়াছে। বিজয় গুপ্তের স্ত্রীর নাম জানকী ধরিয়া লইলে অবশ্য জানকীনাথ হইতেছেন বিজয় গুপ্ত। "বিপ্র" জানকীনাথ ও এই জানকীনাথ ভিন্ন মনসামঙ্গলের কবি আর একজন জানকীনাথ ছিলেন। তাঁহার নাম জানকীনাথ দাস। এই তিনজন জানকীনাথ-সম্বন্ধে সবিশেষ অনুসন্ধান করিয়া তবে স্থির করা উচিত যে, জানকীনাথ বিজয় গুপ্তকে বলা হইয়াছে কিনা।

অন্য কবির ভণিতাবিহীন একেবারে খাঁটি নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল আজ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। সাধারণতঃ নারায়ণ দেবের নামের যে সব পুথি পাওয়া যায়, তাহাতে অপর অনেক কবির ভণিতাযুক্ত পদ মিশ্রিত থাকে। নারায়ণ দেবের আসল পুথি এইরূপ দুর্লভ হওয়াতে এই দুষ্প্রাপ্যতা পুথির প্রাচীনত্ব কতকটা প্রমাণ করিতেছে বলিয়াই মনে হয় না কি? নাবায়ণ দেবেব পদ্মাপুরাণেব প্রসিদ্ধি এক সময়ে কিরূপ ছিল তাহা পরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ কবি বংশীদাস ও কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলে এবং "বাইশ কবি মনসার পাঁচালী"তে তাঁহার ও তাঁহার পুথিব উল্লেখেই বুঝিতে পারা যায়। সমগ্র উত্তর ও পূর্ব্ব-বঙ্গের কবিগণের উপর নারায়ণ দেবের প্রভাব বিশেষভাবে পড়িয়াছিল। কবি বংশীদাস, তাঁহার কন্যা চন্দ্রাবতী-রচিত "দস্যু কেনারাম"-এব পালাতে নারায়ণ দেব-রচিত পদ্মাপুরাণের অনেকগুলি পঙ্‌ক্তি অবিকল গ্রহণ করিয়াছেন। বংশীদাসের কোন ভণিতা তাঁহার অন্যতম পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বিজয় গুপ্তের পুথিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু নারায়ণ দেবের পুথিতে পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের কোন কোন পদ পর্য্যন্ত বংশীদাসের নামে চলিতে দেখা যায়। রাঢ়ের কবি কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ, পূর্ব্ববঙ্গের (ময়মনসিংহেব) কবি নারায়ণ দেবকে প্রণাম জানাইয়া মনসামঙ্গল রচনা আরম্ভ কবিয়াছেন। এই কবি ক্ষেমানন্দ "ক্ষেমানন্দ" নামে পরিচিত কবিগণের অন্যতম। নাবায়ণ দেবের পরবর্ত্তী কবি ও গায়কগণ তাঁহাদের পাঁচালী গাহিতে যাইয়া যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত নারায়ণ দেবের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, সেইরূপ নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল গাহিতে যাইয়াও অনেকে স্ব স্ব রচিত পদ তৎসঙ্গে গাহিয়া গিয়াছেন। নারায়ণ দেবের অনেক পবে যাঁহারা কবির পদগুলি সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও নকল করিবার সময়ে অন্যান্য কবির ২।৪টি পদ তাহাতে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দেবের প্রাচীন পুথির পদগুলি স্থানে স্থানে হারাইয়া যাওয়ায় বা বিস্মৃত হওয়ার ফলে এইরূপ করিতে

গায়ক ও লেখকগণ বাধ্য হইয়া থাকিবেন। এই সুদীর্ঘকাল পরে প্রকৃত কারণ নির্ণয় করা বিশেষ কঠিন।

নারায়ণ দেবের নামে চলিত বিভিন্ন পুথি নানা গায়কের ভণিতাযুক্ত হওয়াতে এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে যে, প্রকৃত নারায়ণ দেবকে তাহার ভিতর হইতে আবিষ্কার করা বিশেষ আয়াসসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা যে পুথিটি প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতে অপর কবিগণের নাম ও পদ অপেক্ষাকৃত অল্প। পুথিটির অধিকাংশস্থলেই নারায়ণ দেবের ভণিতা রহিয়াছে। অপর কবিগণের ভণিতাযুক্ত যে সামান্য কয়েকটি পদ ইহাতে আছে, তাহাতে মূল নারায়ণ দেব মোটেই ঢাকা পড়েন নাই। নারায়ণ দেবের ভ্রাতা বলিয়া অনুমিত বল্লভের ভণিতাও আলোচ্য পুথিতে খুব অল্প পাওয়া যায়। নারায়ণ দেবের সহিত বল্লভের কি সম্পর্ক ছিল, তাহা এই পুথি হইতে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। বল্লভ নারায়ণ দেবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং 'পদ্মাপুরাণ' প্রণয়ন-সম্বন্ধে নারায়ণ দেব বক্তা ও বল্লভ লেখকের কাজ করিয়াছিলেন, এইরূপ প্রবাদের অনুকূলে বিশেষ কোন সূত্র আলোচ্য পুথি হইতে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। "নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়"—এই ভণিতাটিই উক্ত অনুমানের মূলে রহিয়াছে। অথচ নারায়ণ দেবের নামের পূর্ব্বেও ভণিতায় "সুকবি" কথাটি পাওয়া যায়। এই "সুকবি" বা "সুকবি-বল্লভ" উপাধিটি কাহারও দত্ত কিনা তাহাও জানা যায় নাই। আসামে নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণকে চলিত কথায় "সুকবির পদ্মাপুরাণ" বলে।

(ঘ)

নারায়ণ দেবের পুথি যত প্রাচীন ততই রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির প্রভাব-বর্জিত ও যত আধুনিক ততই ইহাদের দ্বারা প্রভাবান্বিত ; ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য ও সমাজের সংস্কার-যুগ অন্ততঃ ১৫শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ হইয়াছে ধরিয়া লইলে এই সময় হইতেই পুরাণাদির প্রভাব অন্যান্য বাঙ্গালা গ্রন্থের ন্যায় নারায়ণ দেবের গ্রন্থেও বিশেষভাবে পড়িয়াছে। ময়মনসিংহের চারুপ্রেসে মুদ্রিত পুথিতেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালার ৬১০৮ সংখ্যক পুথির সহিত আমাদের আলোচ্য পুথির সামান্য তুলনা করিলেই ইহা বুঝা যাইবে। উক্ত পুথিদ্বয়ে ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব প্রভাবের আধিক্য দেখা যায় এবং কোন কোন সমালোচক নারায়ণদেবের মূল পুথিতে ইহা স্বীকার করেন। আমাদের পুথিতে তাহার বিশেষ কোন লক্ষণ নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে পুরাণ হইতে সংগৃহীত শিবদুর্গার গৃহস্থালির কথা, গণেশ জন্ম, তারকাক্ষবধ প্রভৃতি বহু বৃত্তান্ত রহিয়াছে। আমাদের পুথিতে তাহা নাই। নারায়ণ দেবের ভণিতাযুক্ত গ্রন্থোৎপত্তির কারণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিতে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা যেন মহাভারতের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। পঙ্‌ক্তি কয়টি পরবর্ত্তী কালের যোজনা বলিতে ইচ্ছা হয়। আমাদের পুথিতে ইহা নাই।

পয়ার ।।

জানকি জিবন হরি কবে দেকিব নয়ান ভরি ।।—
পদে ২ পুণ্য কথা সোন বৈঞা জন।
মুনি মুখে সুনি কিছু শ্রীষ্টির পত্তন ।।

বালম্মিকি ব্যাস মারকণ্ড প্রভৃতি।
লোমস নারদ আদি মুনিগণ জথি॥
হর্ষিস হইলা সঙ্গে সব দেবগণ।
মোহাজজ্ঞ আরম্ভিল লোমস আশ্রম॥
লোমসে কহিলা কথা সোনকের ডাই।
পদ্মাপুরাণ কথা কহত গোসাঞি॥
সর্গ মর্ত্ত পাতাল হইল জেন মতে।
সত রজ তম গুণ হইল কাহা হোতে।
কি কারণে হইল সমুদ্র মন্থন॥
কহ কি কারণে হইল ভস্ম মদন॥
কি কারণে জোগভঙ্গ কৈল মহেসর।
কি কারণে জন্মে চণ্ডি হিমালয়এর ঘর।
কি কারণে পুস্পবাড়ি কৈলা ত্রিপুবারি।
কেমন কারণে জন্ম হইলা বিসহরি॥
সোনকে ষুনিয়া কহে লোমসের স্তান।
ভাল পুণ্য কথা তোমি করাল্যা স্মরণ॥
জে কথা সোনিলে পাপ হএত বিনাস।
রাহু ছাড়িলে জেন চন্দ্রের প্রকাশ॥
একে ২ সব কথা জিজ্ঞাসিও তুমি।
মুনি মুকে সোন কথা কহি ষুন আমি॥
সুকভি বলাব রাম দেব নারায়ণ।
এক লাচারি কহি ষুন দিআ মন॥

—কঃ বিঃ ৬১০৮ পুথি।

এই পঙ্‌ক্তি কয়টি ছাড়া বংশীদাস-রচিত যে স্তব এই পুথিতে দেওয়া হইয়াছে, তাহা ইতঃপুর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পৌরাণিক নানা খুঁটিনাটিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথি পূর্ণ। পৌরাণিক বা সংস্কারযুগের পূর্ব্বের কবি নারায়ণ দেবের পুথিই যখন পরবর্ত্তী যুগের লেখকগণের হস্তে পড়িয়া এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তখন সংস্কার-যুগের কবিগণের লেখা মূল পুথিতে যে এই পৌরাণিক প্রভাব বহুল পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা সহজেই অনুমেয়। উদাহরণ-স্বরূপ পঞ্চদশ শতাব্দীর বিজয় গুপ্ত, ষোড়শ শতাব্দীর বংশীদাস ও সপ্তদশ শতাব্দীর কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইঁহাদের লেখার উপর আবার ইঁহাদের পরবর্ত্তী লেখকগণ পৌরাণিক প্রভাবের ফলে আরও গাঢ়তর রং ফলাইয়াছেন।

নারায়ণ দেবের মূল পুথিতে মনসাদেবীর বৃত্তান্ত যে ভাবে প্রথম রচিত হইয়াছিল, খুব সম্ভব, গায়কগণ পরবর্ত্তী সময়ে পাঁচালীটির সে শৃঙ্খলা রক্ষা করেন নাই। ইহা পৌরাণিক প্রভাবের ফল কিনা তাহা সঠিক বলিবার উপায় নাই। মনসাদেবীর জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনা ও প্রভাব-প্রদর্শনই মনসামঙ্গল-কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং নারায়ণ দেব ইহার উপরই

অধিক নির্ভর করিয়াছিলেন। মনসাদেবীর প্রভাব দেখাইতে যাইয়াই লক্ষ্মীন্দরকে সর্প দংশন করাইবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইয়া থাকিবে। ইহা হইতেই বেহুলার অপূর্ব্ব কাহিনীর সৃষ্টি। নারায়ণ দেবের যে পুথি আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাতেও ঘটনা এইভাবেই সাজান আছে অর্থাৎ মনসার জন্মকাহিনীর পরে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখাইবার উদ্দেশ্যেই প্রথমে কতিপয় অনুকূল ঘটনার সমাবেশ করিয়া তৎপরে লক্ষ্মীন্দরের সর্প দংশন-বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছে। লক্ষ্মীন্দরের জন্মবৃত্তান্ত ও তদুপলক্ষে চাঁদ সদাগরের কাহিনী আনুষঙ্গিক ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। গায়কগণ ও লেখকগণ ঘটনাটিকে পরে নিজেদের ইচ্ছামত অন্যভাবে সাজাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিজয়গুপ্ত, বংশীদাস প্রভৃতি কবির রচিত মনসামঙ্গলের পদ্ধতি অনুযায়ী নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলও কালক্রমে গীত হইত বলিয়া ঘটনার পৌর্ব্বাপর্য্য সব পুথিতেই প্রায় একইরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমাদের এই পুথিতে ঘটনাগুলির সমাবেশ একটু বিশৃঙ্খল মনে হইলেও মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনরূপ হিসাবে ইহার মূল্য আছে।

আমাদের সংগৃহীত নারাযণ দেবের পুথিখানি সম্ভবতঃ মূল পুথি অনুযায়ী লিখিত হইয়াছিল। এই জন্য ইহা দেবতার স্তবস্তুতি দিয়া আরম্ভ হয় নাই, কোনরূপ পৌরাণিক প্রসঙ্গের সবিস্তার অবতারণাও ইহাতে নাই। পুথিখানি খণ্ডিত হইলেও ইহা দেখিয়া এইরূপই মনে হয়। বারমাসী, ছয়মাসী, কাঁচুলী নির্ম্মাণ, চৌতিশা প্রভৃতি সংস্কার-যুগের সাহিত্যের অনেক বিষয়বস্তু পুথিখানিতে নাই। এমন কি ইহাতে গুয়াবাড়ী-কাটা পালা, ধন্বন্তরি-বধ পালা, হাসন-হোসেন পালা প্রভৃতিও নাই। এই পুথিখানির একটি বিশেষত্ব এই যে ইহাতে "বারক্ষেত্র" নামক বারটি যক্ষের ও তাহাদের অনুচরবর্গের উল্লেখ আছে। ইহা ছাড়া পুথির আর এক বিশেষত্ব চন্দ্রধর ও সাহেরাজার যুদ্ধ-বর্ণনা। ইহা নারায়ণ দেবের অন্য কোন পুথি বা অন্য কোন কবির পুথিতে দেখা যায় না। এই পুথিতে বৈষ্ণব-প্রভাব খুব অল্প, এবং যাহা আছে তাহাও একটু বিশেষত্বব্যঞ্জক। সাধারণতঃ "হরি" বা "কৃষ্ণ" নামের উল্লেখ না করিয়া তৎস্থলে "রাম" নাম ব্যবহার করা হইয়াছে। এই সব বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়া কোন সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কঠিন হইলেও ইহা হইতে নারায়ণ দেবের প্রাচীনত্ব-সম্বন্ধে কতকটা নির্দ্দেশ পাওয়া যায়।

(৬)

মনসাদেবীর জন্ম ও বিবাহ প্রভৃতির বিভিন্ন কাহিনী সংস্কৃত সাহিত্যের দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, পদ্মপুরাণ ও মহাভারতে পাওয়া যায়। ঘটনাগুলি সম্বন্ধে মতানৈক্যও দেখা যায়। বাঙ্গালা মঙ্গলকাব্যে এই দেবী-সম্বন্ধে বর্ণিত আখ্যানবস্তু সংস্কৃত পুরাণাদি হইতে মূলতঃ গৃহীত হইলেও সংস্কৃত পুরাণবহির্ভূত অনেক কথা ইহাতে আছে। ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। চাঁদ সদাগর ও বেহুলার বৃত্তান্তের ন্যায় অপৌরাণিক ঘটনাগুলির মূল কোথায় তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। তাহাতে অনেক নূতন তথ্য জানা যাইতে পারে। নারায়ণ দেব ও মনসামঙ্গলের অন্যান্য কবিগণ মনসাদেবীকে অত্যন্ত হীনস্বভাবসম্পন্না করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মনসাদেবী ভক্তের ভক্তির পাত্রী হইলেও তাঁহার স্বভাব উন্নত স্তরের করিয়া অঙ্কিত হয় নাই। স্বীয় পূজা-প্রচারের জন্য তিনি অনেক হীনকার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

অবশ্য আমাদের বর্ত্তমান কালের নৈতিক মানদণ্ড দিয়া প্রাচীন কালের ভক্ত তাঁহার দেবতার কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতেন না। মনসাদেবীর লীলা বা ছলনা বলিয়াও কেহ কেহ বর্ণনাগুলিকে লঘু করিবার প্রয়াস পাইতে পারেন। অথবা এইরূপ বর্ণনা দেবতার প্রকৃত চরিত্র অপেক্ষা তৎকালের এদেশবাসীর নৈতিক অবনতিই সূচিত করিতেছে কিনা কে বলিবে? চণ্ডীমঙ্গলের চণ্ডীদেবী ও মনসামঙ্গলের মনসাদেবী নৈতিক আদর্শের দিক্ দিয়া একভাবে পরিকল্পিতা হইয়াছেন। এখনকার ও প্রাচীনকালের নৈতিক আদর্শের মধ্যে যে অনেক প্রভেদ রহিয়াছে তাহা নারায়ণ দেবের পুথি পাঠে অবগত হওয়া যায়। চাঁদসদাগর বাণিজ্যযাত্রায় মধুকর-সহ চৌদ্দডিঙ্গা হারাইয়া নানারূপ কষ্টে পড়িলেও একস্থানে তাঁহার ব্যবহার এইরূপ :—

"হরসিত হইল সাধু মৎস্য বেচিয়া।।
কানা পিতা জত কড়ি লইল বাছিয়া।।
চান্দো বোলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আমি নাটিরে বিলাইব।।"

—মৎসম্পাদিত নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণ।

বিজয় গুপ্তের পুথির একস্থানে আছে যে উল্লিখিত দুরবস্থায় পতিত হইয়া চাঁদ সদাগর বলিতেছেন,—

"একপণ কড়ি দিয়া ক্ষৌর শুদ্ধি হব।
আর একপণ কড়ি দিয়া চিড়া কলা খাব।।
আর একপণ কড়ি দিয়া নটী বাড়ী যাব।
আর একপণ কড়ি নিয়া সোনেকারে দিব।।"

—প্যারীমোহন দাস গুপ্ত সম্পাদিত বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃঃ ১৪৯।

অথচ এই চাঁদ সদাগর বাণিজ্য কবিতে বাহির হইয়া নীতি-বিগর্হিত কার্য্যকলাপের জন্য অনেক দেশে যাইতে অসম্মত হইয়াছিলেন। বিজয় গুপ্তের পুথিতে ছদ্মবেশিনী মনসাদেবীর সহিত চাঁদ সদাগরের ব্যবহারে যেরূপ আদিরসের ছড়াছড়ি আছে, নারায়ণ দেবের পুথিতে সেরূপ কিছু নাই। নারায়ণ দেব চাঁদ সদাগরের চরিত্র খুব উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করিলেও, এবং অনমনীয় দৃঢ়তার প্রতীক করিয়া তাঁহাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেও, সদাগরের চরিত্রের দুইটী দুর্ব্বলতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ইহার একটি হইতেছে, তাঁহার বণিক্-সুলভ অসাধুতা ও অপরটি হইতেছে, মনসার সহিত দ্বন্দ্বব্যপদেশে তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা। তাঁহার অসাধুতা বাণিজ্য-ব্যাপারে বস্তুবদল করিবার সময়ে বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতা-সম্বন্ধে সদাগরের পত্নী সনকার বারবার মন্তব্যই যথেষ্ট প্রমাণ।

সমগ্র কাব্যখানি পাঠ করিলে মোটামুটি দেখা যাইবে, প্রাচীন কবিদের গ্রন্থে যেরূপ অশ্লীলতার বাহুল্য থাকে নারায়ণ দেবের পুথিতে ততটা নাই। পুথির নানাস্থানে উহা কিয়ৎপরিমাণে আছে মাত্র। উদাহরণ-স্বরূপ লক্ষ্মীন্দরের বিবাহ উপলক্ষে নারীগণের হাস্য-

পরিহাস ও চন্দ্রধরের নিকট ধনাইর নানাদেশের বর্ণনা উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে (যেমন নারায়ণ দেবকে অথবা অন্য কোন প্রাচীন কবিকে) দায়ী করিয়া লাভ নাই। এই অশ্লীলতা ভাল ও মন্দ বহু ব্যাপারের ন্যায় প্রাচীন বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করিতেছে মাত্র।

চম্পকনগরের অধিপতি বণিক্ চন্দ্রধর বা চাঁদ সদাগর ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন কিনা ইহা লইয়া জল্পনা-কল্পনার অবধি নাই। এই সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা না গেলেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক স্থানেই যে এই বণিক্-রাজের উল্লেখ আছে তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই। চাঁদ সদাগর সত্যকার মানুষই হউন, অথবা কবি-কল্পনাই হউন, তিনি কোন এক বিস্মৃত যুগের বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্য-সমৃদ্ধির নির্দ্দেশ করিতেছেন। এই বহির্বাণিজ্যের যে বিবরণ মঙ্গল-কাব্যগুলিতে পাওয়া যায়, তাহার সবটাই নিছক কবিকল্পনা নহে। চাঁদ সদাগরের নাম ও মনসামঙ্গলের ঘটনাবলীর সহিত বাঙ্গালার বিভিন্ন কাব্যের ও স্থানের যোগাযোগ সম্পাদন করিয়া বাঙ্গালার জনসাধারণ অদ্যাপি আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। এক চম্পকনগরকেই এই দেশের বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিগণ নিজ নিজ দেশে স্থাপন করিয়া গৌরব বোধ করেন। চম্পকনগরকে কেহ বর্দ্ধমান, কেহ ত্রিপুরা, কেহ ধুবড়ি, কেহ বগুড়া, কেহ মালদহ, কেহ দার্জিলিং ও কেহ বিহার প্রদেশে স্থাপন করিতে প্রয়াসী দেখিতে পাওয়া যায়। দিনাজপুরে, বীরভূমে ও চট্টগ্রামে বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের স্মৃতি-চিহ্ন আছে বলিয়া সেই সব স্থানের ব্যক্তিগণের নিশ্চিত বিশ্বাস বর্ত্তমান।

প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধযুগের বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী-সমাজ-সম্বন্ধে নারায়ণ দেব একটি সুন্দর আলেখ্য আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তারকার রন্ধন, লক্ষ্মীন্দরের বাসরঘরে হাস্যকৌতুক, চন্দ্রধরের সমুদ্রযাত্রা ও প্রসঙ্গতঃ বিভিন্ন দেশের বর্ণনা, নানা নদনদীর নাম ও নানাবিধ সর্পের বর্ণনা, চন্দ্রধরের ডিঙ্গাডুবি, চন্দ্রধরের বিপদের ফলে দারিদ্র্যের করুণচিত্র, লক্ষ্মীন্দরকে সর্পদংশন, সনকার ও বেহুলার বিলাপ, বেহুলার মৃত পতিসহ ভেলায় যাত্রা, পথে বেহুলার বিপদ্, বেহুলার পরীক্ষা, মনসাদেবীর সহিত চন্দ্রধরের শক্তি-পরীক্ষা ও অবশেষে নতিস্বীকার প্রভৃতি হইতে পূর্ব্বকালের বাঙ্গালী পরিবারের সুখ-দুঃখের অনেক কথা ও বাঙ্গালী-জাতির লুপ্ত গৌরবের অনেক কাহিনী আমাদের চক্ষুর সম্মুখে জীবন্ত হইয়া উঠে। মুসলমান আমলেরও পূর্ব্বের সেই প্রাচীনকালের বাঙ্গালীর পল্লীজীবন, রীতি-নীতি, সমাজ ও অন্তরের কথায় নারায়ণ দেবের পদ্মাপুরাণখানি পরিপূর্ণ।

মনসা-মঙ্গলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র—বেহুলা। বেহুলার চরিত্র কোমলে-কঠোরে এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এই চরিত্রের যথাযথ স্ফুরণে নারায়ণ দেব যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। মনসাদেবীর প্রতি বেহুলার ভক্তি, বাসরঘরে স্বামীর সহিত তাঁহার প্রথম সলজ্জ বাক্যালাপ, স্বামীর মৃত্যুতে বেহুলার শোক, স্বামী-বিয়োগ-বিধুরার মৃতস্বামী-সহ ভেলায় যাত্রা, যাইবার সময়ে শাশুড়ীর নিকট বিদায়-গ্রহণ, পথে বিভিন্ন বাঁকে নানারূপ বিপদ্, নেতার সাহায্য-প্রার্থনা, শিব ঠাকুরের করুণা-ভিক্ষা, দেব-সভায় নৃত্য, স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া শ্বশুর-গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, শ্বশুরের আদেশে নানা প্রকার কঠিন পরীক্ষা-দান, ছদ্মবেশে মাতা-পিতার সহিত সাক্ষাৎ ও স্বর্গারোহণ প্রভৃতি ঘটনা নারায়ণ দেব অতি নিপুণ চিত্র-করের ন্যায় চিত্রিত করিয়া সূক্ষ্ম রসবোধের পরিচয় দিয়াছেন। তেজস্বিতা ও মৃদুতার একত্র

সমাবেশে বেহুলার চরিত্রটি অপূর্ব্ব গরিমায় মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। এই এক কারণেই নারায়ণ দেবকে মধ্যযুগের কবিদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ আসন দেওয়া যাইতে পারে। লক্ষ্মীন্দরের চরিত্রের মধ্যে মৃদুতা প্রশংসনীয় হইলেও তাহাতে তেজস্বিতা মিশ্রিত নাই এবং বেহুলার চরিত্রের পাশে তাহা যেন ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। নারায়ণ দেবের কবিত্ব-শক্তি অনন্যসাধারণ ছিল। তাঁহার বর্ণনা যে বাস্তবধর্ম্মী তাহা "রন্ধন রাধে তারকা কানের লড়ে সোনা" "কাজলের জেন রেখা, সাগরের কূল দিল দেখা" প্রভৃতি পঙ্‌ক্তি হইতে জানা যায়। তাঁহার দুই একটি শ্লেষপূর্ণ মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য।

ডিঙ্গাডুবির ফলে বিপন্ন চাঁদ সদাগর উপকূলে উঠিলে—

"ব্রহ্ম দিজে শুনিয়া চান্দোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্দ্ধেক দিল ততক্ষণ॥
জথা তথা ব্রাহ্মণ না হয় তবে দানী।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দিল কড়াটেকের কানী॥"

চন্দ্রধরের শ্বশুর রঘুদেব জামাতাকে তিরস্কার করিতে করিতে বলিতেছেন ;—

"দেবগুরু ব্রাহ্মণ আর মাতা পিতা।
বানিয়ার ঠাই নাহি এতেক মান্যতা॥
কাক হন্তে সেআন জে বানিয়া ছাওয়াল।
বানিয়া হন্তে ধুত্ত জেই তারে দেই পান॥"

সুকবি নারায়ণ দেবের হাস্যরসের নমুনা এইরূপ ;—বিবাহের পর লক্ষ্মীন্দরকে পরি-বেশনের সময়ে পরিহাসের ছলে তারকাসুন্দরী,—

"আড়রা চাইলের অর্ন্ন কথ পোড়া করি।
লখাইর থালে আনিয়া দিল তারকাসুন্দরি॥
তাহার সেসে আনিয়া দিল তলিত অষ্টাদস।
ভোজন করিতে লখাই না পাইল রস॥
তবে আনিয়া দিল সুখত পঞ্চসাত।
সোন্তোস না পাইল না খাইল ভাত॥
তাহার পাছে আনি দিল মরিচ অষ্টাদস।
মহা তিতা দেখিলেক আর নিমের রস॥" ইত্যাদি।

লক্ষ্মীন্দরের বিবাহের সময়ে কুরূপা এয়োগণ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণনা আছে ;—

"কুরূপের প্রধান নাম তার ইতি।
দুই হাত পাও গোধ হইয়াছে বিচি॥
তাহার পাছে আইয় বেটী সিগ্র আইল ধাইয়া।
মাথা হনে পায়ের তলা দাউদে নিছে খাইয়া॥" ইত্যাদি।

এক বৃদ্ধা এয়ো লক্ষ্মীন্দরকে এইরূপ বলিতেছে ;—

"চুলপাকা জে কারণ　　　　সুন তার বিবরণ
ঔষদ করিল সতিনে।
অনেক খাইলাম কাফুর　　　　তেকারণে দন্ত চুর
বুড়ি হেন না ভাবিয় মনে ॥"

প্রবঞ্চনাপটু চাঁদ সদাগর দক্ষিণ-পাটনের বুদ্ধিহীন রাজাকে এইরূপ উপহার দিতেছেন ;—

"চান্দো বোলে শুন তেড়া আমার উত্তর।
কাপড় ভেটাও গিয়া মিতার গোচর ॥
কাপড় মেলিয়া রাজা বোলে চাই-২।
চুন হলদির ছাপ চটের কাবাই ॥
রাজা বোলে সুনরে পরদেশী সদাগর।
আমারে ভাড়িলা থুইয়া ইহেন কাপড় ॥" ইত্যাদি।

কবি নিপুণ তুলিকার সাহায্যে কতিপয় দুষ্ট ও দুষ্টা নরনারীর আলেখ্য আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে বেহুলার মৃতস্বামী-সহ ভেলায় যাত্রাপথে জমদানির স্ত্রী, গোধার বাঁকে গোধা, ধনা-মনার বাঁকে ধনা-মনা, রঙ্গাইর বাঁকে রঙ্গাই সাধু প্রভৃতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই দুষ্টচরিত্রগুলির বর্ণনা দিতে গিয়াও কবি নানা প্রকার রসিকতা করিতে ছাড়েন নাই। এইখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সেকালের অনেক কবির ন্যায় নারায়ণ দেবের রসিকতা স্থানে স্থানে স্থূল ও অমার্জিত।

সুকবি নারায়ণ দেব যেমন হাস্যরসে পটু ছিলেন তেমন করুণরস ফুটাইয়া তুলিতেও তুল্যরূপ নিপুণ ছিলেন। বলিতে গেলে পদ্মাপুরাণ করুণরস-প্রধান কাব্য। সুতরাং তাঁহার পদ্মাপুরাণেও করুণরসই প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। এই সম্বন্ধে নারায়ণ দেব রচিত দুই একটি অংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সর্পদংশনে স্বামী লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুতে বিহ্বলা বেহুলা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেছেন ;—

"লখাই কোলে লইয়া বেউলা কান্দে।
পাপ কর্ম্মের ভাগে　　　　তোরে খাইল কাল নাগে
প্রাণ গেল সম্বুরের বিবাদে ॥
সেবিনু পার্ব্বতি হর　　　　তুমি প্রভু পাইতে বর
আমি অর্ন্য না ভাবিনু দিবা রাত্রী।
আগে সিদ্ধি করি কাম　　　　পাছে বিধি হইল বাম
কপটে হরিলা পার্ব্বতি ॥
তপস্যা করিনু আমি　　　　তোমাকে পাইতে স্বামী
মনে মোর আছিল ভরসা।
হাসিতে হারাইনু নিধি　　　　বিপাকে ঠেকাইল বিধি
সর্ব্বনাশ করিল মনসা ॥" ইত্যাদি।

এবং,—

"জে বিধি লিখিয়াছে অভাগীর কলেবর।
মহাসাপ দিব আজি বিধাতা উপর ॥
সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্মরাসি।
বিধাতারে কি বলিব মুঞি কর্ম্ম দুসি ॥
অভাগিনির সরির অগ্নিতে করো খয়।
এহি কর্ম্ম কবিবারে মোর মনে লয় ॥
ক্ষ্যাতি রাখিব আমি সংসারে যুড়িয়া।
মুঞি অগ্নিত পুনি মরিব পুড়িয়া ॥
চিতা সাঞ্জাইব অমি গুঞ্জড়িযাব তিবে।
তোমা লইয়া প্রবেসিব চিতার উপরে ॥" ইত্যাদি।

পুত্রের মৃত্যুতে মাতা সনকা বিলাপ করিতেছেন ;—

পুত্র ২ বুলি সোনাঞি তুলিয়া লইল কোলে।
কান্দিয়া আকুল সোনাই লোটায় ভূমিতলে ॥
বুকে মাবে ঘাও সোনাই মুখে না আইসে রাও।
দুঃখিনি সোনাইবে হাসিয়া বোলান দেও ॥
কোন রাজ্যে জাইব আমি তোমা না দেখিয়া।
পুত্রেব কাবণে মোব পুড়িয়া উঠে হিয়া ॥
ছয়পুত্র মরণে লাগিল জত তাপ।
তুমি পুত্র লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ ॥
চিতা সাঞ্জাইব আমি গুঞ্জড়িয়ার তিরে।
তোমা লইয়া প্রবেসিব চিতাব উপবে ॥" ইত্যাদি।

পুত্রশোকাতুরা মাতার মর্ম্মভেদী দুঃখেব যে সুন্দর বর্ণনা নারায়ণ দেব এই স্থানে দিয়াছেন তাহার সম্বন্ধে মন্তব্য অনাবশ্যক।

নারায়ণ দেবেব পদ্মাপুরাণ যে শুধু কাব্যাংশে শ্রেষ্ঠ তাহা নহে ইহার আর এক গুণ এই যে, ইহার মধ্যে প্রচুর ঐতিহাসিক উপাদান নিহিত রহিয়াছে। কাব্য ইতিহাস না হইলেও অনেক ঐতিহাসিক মূল্যবান্ তথ্য কাব্যপাঠে অবগত হওয়া যায়। খাঁটি ইতিহাস অনেক সময়ে মিথ্যার কুয়াসায় ঢাকা থাকে। ইহার হেতু এই যে, প্রবল ব্যক্তিবিশেষ, প্রবল দল বা প্রবল জাতির স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইতিহাস লিখিত হয়। বিজয়ী ও বিজিতের বর্ণিত ঘটনাবিশেষে অনেক পার্থক্য থাকে। তদুপরি এই দেশে মূক জনসাধারণকে লইয়া জাতির ইতিহাস বিশেষ লিখিত হয় নাই। বৃহৎ বৃহৎ রাজনৈতিক ব্যাপার, রাজা, রাজপুরুষ, অথবা রাজার জাতির প্রবল ব্যক্তিগণ-সম্পর্কেই এই দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস সীমাবদ্ধ। দেশের জনসাধারণের সংস্কৃতি ও ইতিহাস খুঁজিতে হইলে এই দেশের দুর্গম পল্লী অঞ্চলের কুটীরে, মন্দিরগাত্রে, শিল্পকলা ও কাব্যের ভিতরে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ

করিতে হইবে। প্রত্যক্ষে না বলিয়া পরোক্ষে কোন কিছু বলার একটা স্বতন্ত্র মূল্য আছে। মঙ্গল-কাব্য ইতিহাস নহে, ইহা কাব্য ; অথচ কবি কাব্য রচনা করিতে যাইয়া প্রসঙ্গতঃ এমন অনেক কথা বলিয়া থাকেন যাহার ভিতরে আমরা দেশের লুপ্ত ইতিহাস ও গুপ্ত গৌরবের কতকটা সন্ধান প্রাপ্ত হই। এই হিসাবে মঙ্গল-কাব্যগুলির মূল্য অনেক। উদাহরণস্বরূপ নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গল, বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল, বংশীদাসের মনসামঙ্গল, ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল, মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল, মাণিক গাঙ্গুলির ধর্ম্মমঙ্গল, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রভৃতি কাব্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

নারায়ণ দেবের মনসামঙ্গলে বৃহৎ বৃহৎ জলযানের কবিসুলভ বর্ণনা থাকিলেও ইহাতে প্রাচীনকালের বাঙ্গালীর সমুদ্রযাত্রার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। এখানে পুথির কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি :—

"প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
যাহার উপরে আছে শিবলিঙ্গ ঘর॥
দ্বিতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা আগল-পাগল।
জাহাতে ভরিচে চান্দো গাড়র ছাগল॥
ত্রিতিয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে চন্দনপাট।
জাহার গলইতে থাকিয়া দেখে শ্রীকলার হাট॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নামে টিঞাঠুটী।
জাহাতে ভরিছে খেস খুঞা ভুটী॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে জাত্রাবর।
গুয়া পান ভরিয়াছে জাহার উপর॥
সষ্টে মেলিল ডিঙ্গা নামে সুতারেখি।
জাহাতে থাকিয়া লঙ্কার দ্বার দেখি॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা মাণিক্য মেড়ুয়া।
উড়াইয়া দাড় বাহে সোলস দাড়ুয়া॥" ইত্যাদি।

অপর একস্থলে এইরূপ আছে :—

"ধনাই বোলে পাটনের কথা শুন চন্দ্রধর।
মূর্দ্ধা মাঝি আর শতেক গাবর॥
পূর্ব্বে বাণিজ্য করিছি তোমার বাপের সনে।
একবার আসিছিলাম দক্ষিণ পাটনে॥
কলিঙ্গা নামে এক পুরি উত্তম সহর।
স্ত্রীয়ে পুরুস বলে ধরি করয় শ্রীঙ্গার।
ছল গ্রহ করি রাজা ধন নেয় তারি।
শুনিয়াত চন্দ্রধর বোলে রাম হরি॥

ইপাটনেতে গিয়া মামা নাহি কিছু কাজ।
তবে আর সহরের কথা শুন মহারাজ।।
কিন্যাত নামেত পুরি বড় ই সহর।
সেই পাটনের কথা কহি শুন সদাগর।।
সে পাটনের কথা কহিতে বাসি শঙ্কা।
মাসিক লয়া করে ঘর মাসিক করে সাঙ্গা।।" ইত্যাদি।

উল্লিখিত কবিসুলভ অতিরঞ্জনের ভিতর কতক সত্য কথাও নিহিত আছে।[১] বাণিজ্য-যাত্রা উপলক্ষে যে সব স্থান অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালী বণিক্‌গণ সমুদ্রপথে নানাদেশে যাতায়াত করিত এই প্রকার বিবরণসমূহের মধ্যে তাহার প্রচুর ঐতিহাসিক ইঙ্গিত নিবদ্ধ রহিয়াছে।

মঙ্গল-কাব্যগুলিতে প্রাচীনকালে পতির মৃত্যুতে স্ত্রীর সহমরণের কথা আছে। ইহার সত্যতা-সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কিছু নাই, কারণ ইহা ইতিহাসের কথা ও সর্ব্বজনবিদিত। ইহা ছাড়া স্ত্রীর সতীত্ব-পরীক্ষার জন্য নানারূপ পরীক্ষার কথা মঙ্গল-কাব্যগুলিতে বিশেষভাবে পাওয়া যায়। চণ্ডীমঙ্গলে খুল্লনা ও মনসামঙ্গলে বেহুলা এইরূপ পরীক্ষা দিয়া সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। মৎপ্রণীত Aspects of Bengali Society নামক ইংরাজী গ্রন্থে এই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিয়াছি। অনুবাদসাহিত্যে বর্ণিত "সীতার অগ্নি-পরীক্ষা"র সহিত ইহার বেশ সাদৃশ্য আছে। নাথপন্থী সাহিত্যের রাণী ময়নামতীকে এইরূপ পরীক্ষা দিতে দেখা যায়। বেহুলার মৃতস্বামী বাঁচাইবার চেষ্টার সহিত মহাভারতের "সাবিত্রী-সত্যবান্" উপাখ্যান এবং নাথপন্থী সাহিত্যের রাজা মাণিকচন্দ্র ও রাণী ময়নামতীর ঘটনা তুলনা করা যাইতে পারে। এই কাহিনীগুলি কোন্ যুগের আমদানি ও ইহাতে তান্ত্রিকতা কি পরিমাণে মিশ্রিত আছে তাহার অনুসন্ধান আবশ্যক। মহাভারতে সুধন্বার কথা, ধর্ম্ম-মঙ্গলে রাণী রঞ্জাবতীর "শালে ভব," রামায়ণে রাবণাদি ভ্রাতৃত্রয়ের কঠোর তপস্যা ও সংস্কৃত উপাখ্যানে বীরবর-কথা প্রভৃতি যেন কতকটা সমগোত্রীয় মনে হয়। এতদ্দেশে এই জাতীয় গল্পের প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়।

(চ)

নারায়ণ দেবের পুথিখানিতে তৎসম ও তদ্ভব শব্দগুলির মধ্যে তৎসম শব্দগুলি বহুস্থলে বিকৃত করিয়া লিখিত হইয়াছে। যথা—'উদ্দেশ' স্থলে 'উর্দ্দেস,' 'দ্রব্য' স্থলে 'দির্ব্ব,' 'পদ্মা' স্থলে 'পদ্যা', 'সুবর্ণ' স্থলে 'সোবর্ণ1' ও 'সুবস্ত', 'সিবা' স্থলে 'সিভাই,' 'উচ্ছিষ্ট' স্থলে 'উৎসিষ্ট,' 'বুদ্ধি' স্থলে 'বুদ্দি', 'শৃগালি' স্থলে 'শ্রীকালি', 'ত্রয়োদশ' স্থলে 'ত্রিয়োদস,' 'ভিক্ষা' স্থলে 'ভির্ক্ষা' প্রভৃতি। অনেক শব্দের প্রাকৃতরূপও পুথিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুথিটিতে ময়মনসিংহের স্থানীয় ভাষার দৃষ্টান্তের

১। মঙ্গল-কাব্যে বর্ণিত বাণিজ্যযাত্রার বিবরণগুলির ঐতিহাসিক সত্যতা-সম্বন্ধে আলোচনা উপলক্ষে মৎপ্রণীত Aspects of Bengali Society (C. U. Publication) দ্রষ্টব্য।

অভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ ছোকলা, তোলম, ঘুগনি, নেঙ্গাপেঙ্গা, সাচুন, খোগচা প্রভৃতি বহু শব্দ উল্লেখ করা যাইতে পারে। পুথিতে ব্যবহৃত শব্দগুলির বানানের বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। পূর্ব্ব-ময়মনসিংহে প্রচলিত "ও"কার স্থলে "উ"কার এবং "উ"কার স্থলে "ও"কারের উচচারণের নিদর্শন পুথিটিতে প্রচুর রহিয়াছে। ইহা ছাড়া "ন" ও "ণ"র মধ্যে "ন," "ই" ও "ঈ"র মধ্যে "ই," "উ" ও "ঊ"র মধ্যে "উ" এবং "শ," "ষ" ও "স"র মধ্যে "স" খুব বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। বানান-সম্বন্ধে যদৃচ্ছা-প্রয়োগে প্রাচীন রীতি অনুসরণ করা হইলেও কতকটা লেখকের অজ্ঞতা এবং কতকটা স্থানীয় উচচারণ অনুযায়ী লিখিবার আভাস দিতেছে। বোধ হয় পূর্ব্বে বানান-সম্বন্ধে কোন বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। সংযুক্ত বর্ণগুলি লেখা ও প্রয়োগের মধ্যে যথেষ্ট প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। পুথিখানি এই দিক্ দিয়া বিশেষ মূল্যবান্। এই গ্রন্থের প্রথম কতিপয় পত্র ভিন্ন সর্ব্বত্র "পদ্যা" স্থানে "পদ্মা" বানান ব্যবহার করিয়াছি। ইহা ছাড়া অন্য শব্দগুলিতে আমি কতিপয় স্থল ভিন্ন আর বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন না করিয়া পুথিতে ব্যবহৃত বানানই যথাসম্ভব রাখিতে চেষ্টা করিয়াছি।

সমগ্র পুথিখানি কতকগুলি সঙ্গীতের সমষ্টি। রাগ-রাগিণীর মধ্যে করুণ ভাটীয়ালি রাগ, ধানসী রাগ, বেলয়ারি রাগ, পঠমঞ্জরি রাগ, সুহি (সুই) রাগের উল্লেখ দেখা যায়। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে আগাগোড়া এই পাঁচালীটি[১] রচিত হইয়াছে। পয়ার বা ত্রিপদী যাহাই থাকুক না কেন গান গাহিতে হইলেই "লাচাড়ি"[২] শব্দের প্রয়োগ আছে। ইহা ছাড়া "দিসা" বা নির্দ্দেশজ্ঞাপক "দিসা পয়ার," "দিসা পদবন্ধ" ও "দিসা পদকহনি" গান না গাহিবার উপলক্ষে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে "দিসা" ধুয়ার সহিত তাহার নির্দ্দেশকরূপেও রহিয়াছে। ইহাতে অলঙ্কার-প্রয়োগ-সম্বন্ধে সংস্কৃতের প্রভাব সাধারণমত রহিয়াছে। ইহার জন্য গায়কগণ কিয়ৎপরিমাণে দায়ী হইলেও তাহার মূল পরিমাণ নির্দ্দেশ করা কঠিন।

পুথিটির ভিতরে কোনরূপ বিভাগ না থাকাতে পাঠের সুবিধার জন্য আমি শীর্ষক বা 'সাবহেডিং' বসাইয়া দিয়াছি এবং অপর পুথি হইতে পাঠান্তর ও অতিরিক্ত পাঠ যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করিয়াছি। পাদটীকা ছাড়াও পুথির শেষভাগে শব্দকোষ সন্নিবেশ করিয়া দিয়াছি।

পুথিখানিতে আলোক-চিত্র হইতে দুইটি ছবি দেওয়া গেল। প্রথমটির মূল দশম শতাব্দীর একটি প্রস্তরমূর্ত্তি ও দ্বিতীয়টির মূল বিগত শতাব্দীর একখানি পটে অঙ্কিত ছবি। প্রস্তর-মূর্ত্তিটি ও পটখানি উভয়ই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পত্তি। ছবি দুইখানি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে প্রাপ্ত হওয়াতে তাঁহাদিগকে আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

পুথিখানি সম্পাদন করিতে যাইয়া আমাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইহার

১। "পাঁচালী" কথাটির ব্যাখ্যা করিতে গিয়া কেহ কেহ বলেন "পাঞ্চাল" দেশ হইতে এই রীতি বাঙ্গালাতে আসিয়াছে বলিয়া ইহা "পাঞ্চালী" বা "পাঁচালী" বলিয়া কথিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে পাঁচজনে অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া গান করিত বলিয়া ইহাকে পাঁচালী বলিয়া থাকে।

২। "লাচাড়ি" কথাটির মূল কাহারও মতে "লহরি" এবং কাহারও মতে "নৃত্য।"

বর্ত্তমান দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় আবশ্যক পরিবর্ত্তন-সাধন করিয়াছি ও গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের নানা স্থানের ত্রুটি-বিচ্যুতি যথাসাধ্য সংশোধন করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। তথাপি ছাপা বা আমার মতামত-সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা অথবা অনবধানতাবশতঃ ইহাতে যে সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ রহিয়া গিয়াছে তজ্জন্য আমি পাঠকবর্গের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি। সহৃদয় পাঠকবর্গ এই গ্রন্থখানি সহানুভূতির চক্ষে দেখিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পুথিখানি পুনর্ব্বার মুদ্রণের ভার গ্রহণ করায় আমি তাঁহাদিগকে আমার অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। এই পুথি সম্পাদন উপলক্ষে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে পরমশ্রদ্ধেয় ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ., ডি. লিট্., এল্-এল্. ডি., ব্যারিষ্টার-এ্যাট্-ল, এম্. এল্. এ. মহোদয়ের নিকট আমার অপরিশোধনীয় ঋণ স্বীকার করিতেছি। তাঁহার সাহায্য ও সহানুভূতি ভিন্ন পুথিখানি সম্পাদন ও প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব হইত বলিয়া মনে করি। আমার কর্ম্মজীবনে এই মহোদয়ের এবং মিঃ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্. এ., বি. এল্., ব্যারিষ্টার-এট্-ল. (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার) মহোদয়ের উৎসাহ ও সহানুভূতি আমাকে সতত প্রেরণা জোগাইয়া আসিতেছে। এইজন্য আমি উভয়ের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। অপর বন্ধুবান্ধব ও সহকর্ম্মিগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান পুথি প্রকাশে আমাকে নানারূপ সাহায্যদানে উপকৃত করিয়াছেন তাঁহাদিগের নিকট এবং বিশেষভাবে রায় বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ., ৺যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী. এম্. এ. (প্রাক্তন রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), ডাঃ বিনোদবিহারী দত্ত এম্. এ., পি-এইচ্. ডি., (বর্ত্তমান রেজিষ্ট্রার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) মহোদয়গণের নিকট আমার অশেষ ঋণ স্বীকার করিতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপাখানার পক্ষে সহকর্ম্মিগণসহ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত নিশীথচন্দ্র সেন, ডিপ্. প্রিণ্ট. মহাশয়কেও পুথিখানি সুচারুরূপে মুদ্রণের জন্য আমার বিশেষ ধন্যবাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়,
৮ই জুলাই, ১৯৪১।

শ্রীতমোনাশ চন্দ্র দাশ গুপ্ত

মনসা দেবী

(বালালাপাড়ার প্রাপ্ত)

আনুমানিক খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দী

আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

সূচী-পত্র

পদ্মাপুরাণ

শ্রীশ্রীমনসাএ নমঃ।

* তারকাক্ষ বধ কথা সংক্ষেপে কহিয়া। †
পুষ্পবাড়ি দুঃখ কিছু কহিব বিস্তারিয়া॥
লুকাইয়া রাখিছে মহেশ্বর।
বাসুকি আনিয়া দিলা সিবের গোচর॥
সহিতে না পারি বিষের পদভর।
আপনেহি পদ্মা আন ঈশ্বর॥
সিবে বোলে রাখ নিঞা দিন দুই চারি।
জাহা রঞ পুষ্পবাড়ি জর্ম্মো বিসহরি॥
ক্ষেনেক নারোদ তুমি হইবা অন্তর।
কহিতে লাগিলা সিব নারোদ গোচর॥
সিবে বোলে সুন নারোদ আমার বচন।
পুষ্পবাড়ি জাহো যথা সাতালির বন॥
বসোয়া সাজায়া আনে সিবের গোচর।
সোনার চামর তার দিল চারি ধার॥
সন্ন পাটের থোপ দিল সিংহ মুলে।
সজয়া উপর অতিরাম দোলে॥
রবির কিরন জেন ঝলমল করে॥

* তারকাক্ষ-বধ কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা পুথিশালায় সংরক্ষিত ৬১০৮ সংখ্যক পুথিতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

† তারকার্ক বধ কথা কহিব নাচারি॥ ৬১০৮ সংখ্যক পুথি, পত্র ১৭।২।

বৃষের সজ্জা ও শিবের যাত্রা

স্বর্দ্ধ চামব তবে বান্ধি দিল গলে।
রত্ন ঘণ্টা বান্ধি দিল সুললিত বোলে ।।
গলাতে বান্ধিয়া দিল সু-রূপাব কাটী।
পাটেব থোপ লেঞ্জেব উপবে দিল বান্ধি ।।
তাহাব উপবে পাতে নাগেস্ববী বাঘেব ছড়ি
সমুখে বিস ভাঙ্গ উখলিযা বড়ি ।।
বত্নেব কলি [১] দিল হাড়িয়া চামব।
পাটেব থোপ বান্ধি দিল লেঞ্জেব উপব ।।

পাঠান্তব।

ক বি ২৩৩৬ সংখ্যক পুথি।

পঞাব ।।

* সুবর্নেব চন্দ তবে দিলেক কপালে।
ববিব কিবণ হেন বত্ন মনি জলে ।।
সুবর্নেব পাত বেড়ে কর্ন মুলস্তন।
তাহাব দুসব দিল তামাব কুণ্ডল ।।
সুন্ধ সেত চামব তলিঅা দিল গলে।
বত্ন ঘাঘর বাজে সুললিত বোলে ।।
গলাএ তোলি দিল সুবনেব কাটি।
পাটেব পাছবা পুনি দিল বোকে পিট্ট ।।
রত্ন মন করি হারিঅা চামব।
সুন্ধ পাটেব থোপ বান্ধে লেজেব উপব ।।
বিস খাইলে মহেস্বার জখনে পুরে গায়।
লেজেব বাতাসেক সিবেবে কবে বাও ।।
নানান প্রকার বৃস সাজাইয়া জথ।
ঐরাবত হস্তি কিবা কিবা দেবরথ ।।
হিরা মকরত আব কিবা বজত কাঞ্চন।
সাজাইয়া য়ানিল বৃস সিব বির্দ্যমান ।।
সিবে বোলে সুনহ নাবদ মহামুনি।
পলাইয়া জাইব আমি না জানে আনি ।।
* * *
একেত বসিক মুনি আব বস পাএ।
চণ্ডিকা নিকটে মুনি কহিবারে জাএ ।।

মূল পুথি খণ্ডিত; এইস্থান হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পুর্ব্বের পঙ্‌ক্তিগুলি ক: বি. ৬১০৮ সংখ্যক পুথি হইতে উদ্ধৃত হইল।

১। কড়ি।

বিস খাইয়া মহেস্বৰ জখনে পোড়ে গাও।
লেঞ্জের পাকে বসোয়া সিবেক কবে বাও॥
নানান প্রকারে বসোয়া সাজাইল সোভিত।
ঐরাবত হস্তি জেন দেবগণেৰ বথ॥
হিরামন মানিক্যে সাজাইল জেন বথ।
সাজাইয়া নিল বসোযা সিবের অগ্রত॥
সিবে বোলে স্তন হে নাবদ মহামুনি।
পলাইযা যাই আমি না জানে ভবানি॥
একেত নারদ বসিয়া আবো বস পায়।
চণ্ডিব নিকটে কথা কহিবাবে জায॥
নাবোদে বোলে স্তন চণ্ডি আমাব বচন।
তোমা এড়ি জায় সিব কমলেব বন॥
কুপিত হইলা চণ্ডি নাবোদ বচনে।
সিংহ বাহনে চণ্ডি আইল আপনে॥
চণ্ডি বোলে স্তন সিব জটীযা ভাঙ্গড।
আমা এডি কথা তুমি জাইবা একেস্বব॥
বিতুবতি প্রসব নিযম বিসেসে।
হেনকালে ভাঙ্গড তুমি যাও দুবদেসে॥
কুকিলেব কলোববে 'ভ্রমবে ঝংকাব।
তোমা লাগি সর্ব্ব তনু দহিব আমাব॥
সিবে বোলে জাইব আমি দিন দুই চাবি।
জাবত আইসোঁ মুঞি দেসান্তব ফিবি॥
সন্তাপে জানিল সিব জাইব দেসান্তর।
হাতে ধবি লইযা গেল হেঙ্গুলানি ঘব॥
বাব খেত্র চণ্ডিকাব দ্বাব প্রহবি।
সযন কবিল চণ্ডি সিব কোলে কবি॥
কাপডে কাপড় চণ্ডি কবিলা বন্ধন।
মন কথা কহিযা চণ্ডি করিলা সযন॥
কেলি কলা কুতুহলে তিন প্রহব জায।
পলাইয়া যাইতে সিব ছিদ্র নাহি পায॥
নিদ্রালি[৬] বুলিয়া সিব মাবিল হুঙ্কাব।
জত সব নিদ্রালি[৭] হইল আগুসাব॥*

৬, ৭। ৬১০৮ সংখ্যক পুথি—নিদ্রানি।

* শিবেক গোচরে নিদ্রানি হইল আগুসার।

সিবে বোলে নিদ্রালি সুন আমার উত্তর।
আমার বচনে জাও চণ্ডীকার গোচর ।।
সিবের বচনে নিদ্রালি চলিল কৌতুকে।
হায়ন দিয়া পৈল গিয়া চণ্ডিকার চোখে।।*
নিদ্রাতে পড়িয়া চণ্ডি হইল অচেতন।
পলাইতে চাহে সিব সাত পাচ মন।।
চণ্ডিকে জানাইয়া চাইলা দেব ত্রিপুরারী।
পলাইয়া জায় সিব বসোয়ার পিঠে চড়ি।।
প্রস্তুসে চৈতন্য পাইয়া কান্দেন ভবানী।
আমা ছাড়ি কথা গেলা দেব সুলপানি।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার প্রবন্ধে বোলম এক লাচাড়ি।।

ভবানীর বিলাপ

পঠমঞ্জরি রাগ ।।

চৈতন্য পায়া কান্দেন ভবানী।
পুরুস ভ্রমরা জাতি না বুঝি তাহার মতি
আমা ছাড়ি গেলা সুলপানি ।।
জর্ম্মাবধি পাগল বঞ্চিয়ে তাহার ঘর
মোরে বিধি লেখিছে কপালে।
বুলিলাম বাউলের পায় ধরী আমাক নিয় সঙ্গে করি
কোন দোসে ছাড়ি গেলা মরে ।।
চৌখাট কপাট ঘর উটিয়া না পাইল হর
কোন পথে গেলবে পলায়া।
আমা হৈতে সুন্দর আছে কন্যা কার ঘর
তারে সিব করিতে গেল বিহা ।।
পরিধান পাট সাড়ি সিবের কোমরে বেড়ি
সয়ন কৈলাম প্রভু কোলে লইয়া।
বুলিলেক ভগবতী সুন লক্ষী সরেস্বতী
প্রাণ পোড়ে প্রভু না দেখিয়া ।।

* ৬১০৮ সংখ্যক পুথি—সিবেব বচন নিদ্রা সুনিয়া কৌতুকে।
আছাদিয়া ধরিলেক চণ্ডিকার চোকে।।

চণ্ডির কন্দনা স্থনি সখিগনে বোলে পুনি
স্থির হও মাও না কর ক্রন্দন।
ডাকি আনি নরোদ মুনি জিজ্ঞাসিয়া চাও তুমি
নারায়ণ দেবের সুরচন ॥

দিসা ॥ এ আমি কথায় গেলে লাইগ পাবরে।
আরে প্রাণের নাথা কালিয়া ॥ পদবন্ধ ॥
সখিগণে বোলে মাও সম্বর ক্রন্দন।
ডাক দিয়া আনিল নারোদ তপধন ॥
চণ্ডী বোলে স্থন নারোদ আমার বচন।
আমা ছাড়ি কথা গেলা দেব ত্রিলোচন ॥
নারোদ বোলে স্থন চণ্ডী হেমন্ত নন্দিনি।
পদ্য বনে স্থনিআছী জন্মিছে পদ্যিনি ॥*
তাহার এক কলা রূপ তোমার ঠাঞি নাঞি।
তাকে বিহা করিবাব চলিছে গোসাঞী ॥ †
কুপীত হইলা চণ্ডী নারোদ বচনে।
সিংহ বাহনে দেবী চলিলা আপনে ॥

চণ্ডীর ডুমনীবেশ ধারণ। ডুমনী-সংবাদ

লাচাড়ি ॥

চণ্ডী বলে স্থন সরয়া আমার উত্তর। ‡
তর মব অলঙ্কার পরিবর্ত্ত কর ॥
তর অঙ্গের পিন্ধন দেও আমাক পরিবার।
তুমি লয়া জাও আমাব রত্ন অলঙ্কার ॥

* পদ্মবনে জন্মিয়াছে জাতিএ পদ্মিনি ॥—(৬১০৮ পুঃ)

† তাহার অধিক রূপ নাহিক তোমার।
তথাএ গিছে সিব বিহা করিবার ॥
তোরিতে মিলিল গিয়া নদির নিকটে।
ডুমনি ২ বলি ঘন ঘন ডাকে ॥—(৬১০৮ পুঃ)

‡ চণ্ডি বোলে সরুজা স্থনহ বচন।
আপুনি করিচ পার দেব ত্রিলোচন ॥
সরুজাএ বোলে স্থন হেমন্ত নন্দিনী।
য়াজি পার না করিছি দেব স্থলপানি ॥
কেয়াঘাটে নাও মোবে দেয়ত আনিয়া।
মন্তর হইয়া তুমি তাকত লুকাইয়া ॥—(৬১০৮ পুঃ)

খেওয়া ঘাটের নৌকা খানি খেওনির ঠাঞি দিয়া।
অন্তর হইওয়া পুন রহিল লুকাইয়া।।
জেহি রূপে চণ্ডিকা বচন বুলিল।
সেহি রূপে ডুমনি বদল করিল।।
খেওয়া ঘাটের নৌকা দিয়া হইল অন্তর।।
হেনকালে ঘাটে আইল দেব মহেস্বর।।
সিবে বোলে সরূয়া মোরে পার কর।
জাবত চণ্ডীকা আসী লাইগ না পায় মর।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাচালি।
ডুমনির সম্বাদে বোলম এক লাচাড়ি।।

পঠমঞ্জরি রাগ।।

সুন ২ সরূয়া ডুমনি।
বিলম্ব না কর লাইগ পাইব ভবানি।।
তাহা সুনি ডুমনি বুলিল ডাকিয়া।
ঘরের স্ত্রীর ডরে তুমি জায়[১] পলাইয়া।।
লাইগ পাইলে নিব চণ্ডি খেতা কাড়িয়া।
অকারণে চণ্ডিকারে ঘরে জাও থুইয়া।।
* পুনরপি ডুমনি লাগিল বুলিবারে।
ত্রিদশের নাথ ওরে বোলে কোন ছারে।।
ঘরের স্ত্রী তুমি রাঁখিতে না পার।
দেবের দেবরাজ নাম কেনে ধর।।
জর্ম্ম ভিকারি বাউল বচন মাত্র সার।
কড়া গোটা নাহি তোমার পাব হইবার।।
জদিই ঘাটে বাউল পার হইতে চাও।
খেওয়ার কড়ির লাগিয়া বসোয়া বান্ধা দেও।।

১। জাও।

* অতিরিক্ত পাঠ :—

জদি সিব তোমা ডব তাকে চণ্ডিকারে।
অকারণে কেন এরি আইলা চণ্ডিকারে।।
ডুমনির বচন সুনিআ মহেস্বর।
স্ত্রি লৈআ যুক্ত নহে জাইতে দেশান্তর।।
আমি অচল বৃদ্ধ যুবুতি ভবানি।।
সঙ্গে করি আনিব লইব পরাণি।।—(৬১০৮ পুঃ)

সুখান হাড়িয়া ঝুলি লাড়ি ত্রিপুরারি।
ঝলমলি লাড়ি বোলে হের আছে কড়ি।।
তাহা সুনি ডুমনি লাগিল হাসিবাব।
নাবাযণ দেবে কয চবণ মনসাব।।

অপব লাচাড়ি।।

ঘণ্ট পাড়ে দাডাযা সঙ্কব।
ডুমনি ডুমনি বুলি ডাক পাড়ে অধিকারি *
নৌকা লইযা আইস সত্তব।।
ডাক দিযা বোলে সিব অবস্য কিছু দিব
তবে কেনে পাব না কব আমাবে।
বেলা হৈল অতিসয বিলম্ব উচিত নয
যাইব কোমল তুলিবাবে।।
কৌতুকে মাযা কবি ডুমনিব বেস ধবি
ধীবে ২ চলিলা ভবানি।
মোব পতি নাহি ঘবে এত ডাক ছাড কাবে
ঘাটে নাহিক নৌকাখানি।।
জেবা আছে নৌকাখানি বাইলে ২ লয় পানি
ঝাট্টি বান্ধি ইতিন বহব।
ফাঙ্গা কেডোযাল খান না ধবে পানিব টান
কেমতে হইবা তুমি পাব।। †
জদি পাব হইতে চাও জন পিছে নও বুডি দেও
না থাকে কড়ি চলি জাও ঘব।।
ডুমনিব রূপ বড হৃদযে হইল মোর
স্থন ২ ডোমেব কুমাবি।
ঝুলিত আছে ইন্দ্রাসন ত্রিভুবনেব সাবধন
পাব হইলে কিছু দিতে পাবি।।

* ঘাটেব কুলে রইলা মাহসব।।
ডুমনি ডুমনি কবি ডাক ছাবে ত্রিপুবারি—(৬১০৮ পুঃ)

† অতিবিক্ত পাঠ —
বুকেতে চাপর মাবি বোলিল ডোমের নাবি
মায়া পাতি ছলিবাব আসা।
খেওআ দেয় ভাজরা পার হতে চাহ বুড়া
দুর হও ভাজর মুনিসা।।—(৬১০৮ পুঃ)

সঙ্কর বোলে ডুমনি সুন ২ আমার বানি
পার কর জাই সিগ্র করি ।।
এক্ক চাপড় মারি বলে ডোমের কুমারি
মায়া পাতি ভাড়িবারে আসা ।
খাইয়া ভাঙ্গের গুড়া পার হইতে চাহ বুড়া
দুর ঘুচ ভাঙ্গড় মনিসা ।।
ডুমনি না জানিয়া জিঙ্গাস কর জদি কিছু খাইতে পার
সংসার নঞান গোচর ।
জোগ পথে মন দড় ঝিমাইতে সুখ বড়
সদায় আনন্দ কলেবর ।।
হাসি বোলে মহামায়া নায়ে চড় তপস্বিয়া
মনে কিছু না করিহ বাধা ।
পার হৈবা কেমনে খেওয়ার কড়ি না দিলে
ঝুলি খেতা থুইয়া জাও বান্ধা ।। *
সংসার মহিতে পারে হেন রূপ চণ্ডি ধরে
দেখিয়া বিকল সিব মনে ।
রমন করিতে আস সিবে করে পরিহাস
সুকবি নারায়ণ দেবে ভণে ।। †

* হাসি বোলে মহামায়া উট উট তপসিয়া
মনে কিছু না ভাবিয় দ্বিধা ।
একেবাবে করি পার সংসারে জানিবার
ঝুলিকাথা থুহিয়া জাও বান্ধা ।।—(৬১০৮ পুঃ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—
সংসার মহিতে পাবে হেন রূপ চণ্ডি ধরে
দেখী সিব বিচলিত মন ।
জগত মোহিনি গৌরী নানা অলঙ্কাব পরি
পবিহাস করে মনে মন ।।
ডাক দিয়া বোলে সিব অবশ্য তোবে কিছু দিব
কেনে পার না কর আমারে ।
বেলি অতিসএ বিলম্ব অচিত নহে
যাম্নি জাই কমল তুলিবারে ।।
কৌতুকে মায়া করি ডুমনির ভেস ধরি
ধিরে ২ বোলএ ভবানি ।
মোর ডোম নাহি ঘরে এথ ডাক ডাক কারে
ঘাটেত নাহিক নৌকাখানি ।।

দিসা ।। পয়ার ।।*

ডুমনির কথা সুনি দেব মহেস্বর।
তুরিতে চড়িলা সিব নৌকার উপর ।।
খেওয়া হৈল ডুমনি ধরিল কাড়ার।
সাতরিয়া বসোয়া হইল গঙ্গার পার ।। †
ডুমনির রূপ দেখি অতি বিলক্ষণ।
কামে ব্যেকুল সিব সাত পাচ মন ।।
‡ ডুমনি বোলে মোর ডোম গিছেত গাওয়ালে।
একাস্বরে খেওয়া মুঞি দেম ঘাটের কুলে ।। §
ডুমনির বোলে সিব পরম কৌতুকে।
চোরে ভাণ্ডার পাইলে জেন সাত হাতে লোটে ।।
কাড়ার ধরে ডুমনি বৈসে নাসে বেসে।
খেনে ২ ডুমনির গায়ের কাপড় খৈসে ।। ¶

জেবা আছে নৌকাখানি বানি ২ উটে পানি
ভাঙ্গিয়াছে এ তিন বৎসব।
ভাঙ্গা খেব্বয়াল খান পানিএ না ধরে টান
এহাতে কেমতে হইতে পার ।।
জদি পার হইতে চাহ নয় বুড়ি কড়ি দেহ
না থাকিলে ঘবে চলি যাহ।
শুনিয়া ডুমনিব বানি বলিলেক শূলপানি
করি দিমু পার কবি দেহ ।।—(৬১০৮ পুঃ)

* দিসা ।। মোরে দান দিয়া জায় স্বনগ প্রিয়সি।

† খেওয়া লইয়া ডুমনিএ ধরিল কাণ্ডাব।
সাঁতারিয়া গোটা নদি হইল পার ।।

‡ অতিরিক্ত পাঠ :—

কি করিব কি বলিব এক না পাএ আস।
মনে তোলপাড় কবে বোলে পবিহাস ।।
সিবে বোলে ডুমনি তোমি মোর সই।
তোব সামি ডুমনাবে পাটাইলা কৈ ।।—(৬১০৮ পুঃ)

§ পাঠান্তর।

ডুমনি বোল এ সামি গিয়াছে আওয়াসে।
একস্বর হই খেওয়া দেম নাএর পাসে ।।—(৬১০৮ পুঃ)

¶ অতিরিক্ত পাঠ :—

ভুবনমোহন দুই কুচের ঘটন।
দেখী প্রাণ পাটে সিবের বিচলিত মন ।।—(৬১০৮ পুঃ)

ইসদ কটাক্ষে তবে হাসেত ডুমনি।
কামবানে মহাদেবের না ধরে পরানি ॥
সিবে বোলে সুন ২ সরুয়া ডুমনি।
থাকি ২ দেখি জেন স্বরূপ ভবানি ॥
তব রূপ দেখি মোর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মোর প্রাণ রক্ষা কর ॥
ডুমনি বোলে দাড়ি গোপ পাকাইলা কি কারণ।
আপনার বোল তুমি না বুঝ আপন ॥*
বালকের মুখে জেন ঝুনা নারিকেল।
কাকের মুখেত জেন দেখি পাকা বেল ॥
বুড়া হইলে পাইকে জেন ভাবুকি করে।
তোমার মুখের পর্ত্ত দেখনি আমারে ॥
আমি ভর যুবতি তুমি জিস্ত বুড়া।
দন্ত পড়া বাঘে জেন কামড়ায় মুড়া ॥
বয়েস কালে জত কহিছ তাই লয় মনে।
চারি যুগের বুড়া আমি বান্ধি আছি মনে ॥ †
পুরাক্কিলে জানিবা বুড়া গামারের সাব।
আমাব গুণ তুমি স্বরিবা অপার ॥
হাসিয়া ২ ডুমনি জায় বৌটা বায়া।
*   *   *   *   খাইয়া ॥ ‡
ডুমনি বোলে যুগি তুমি কড়ার ভিকারি।
কি দিয়া বস করিবা পরের নারি ॥
সিবে বোলে খেওয়া দিয়া পাও জত কড়ি।
তাহার দিগুণ দিব লও লেখা করি ॥
কাইল প্রভাতে জাইব কোচের নগরে।
ভিক্ষ্যা করি জত পাই আনিয়া দিব তরে ॥

* ডুমনি এ বোলে কথা না বুঝ আপনে।
রসের কালে জেই কৈইচ সেই ভাব মনে ॥—(৬১৩৮ পুঃ)

† অতিরিক্ত পাঠ ;—
সিবে বোলে বর কথা না কহিহ আপনি।
বুড়া কিবা বৃদ্ধ রস পসিলে সে জানি ॥—(৬১৩৮ পুঃ)

‡ হাসে রসে জাএ ডুমনি বৌটা বাইআ।
এক কুচ ঢাকে আর কুচ দেখাইয়া ॥—(৬১৩৮ পুঃ)

ডুমনি বোলে শিব মোর হেন কী ভরসা।
ভিক্ষ্যা করিয়া পুরিবা মোর আশা ॥
মুলে ভাঙ্গড় তুমি কিবা আছে জ্ঞান।
ভাল মতে জানিলাম তোমার জোগ ধ্যান ॥
ভিক্ষ্যা করিয়া তুমি করহ ভক্ষণ।
পরনারি দেখিয়া তোমার সাত পাচ মন ॥
কড়ার ভিক্ষারি তুমি না জান আপন।
তিন পুরুসে তোমার বলদ বাহন ॥
জুগি বোলে ডুমনি না বোল নিষ্ঠুর।
তোমার নিষ্ঠুর বানি মন জায় দুর ॥
সিবে বোলে জদি কিছু না পারি দিবার।
ছয়মাস খাটিয়া সুজিব তোমার ধার ॥
হাসেত ডুমনি সুনি সিবের বচন ॥
আস্থে বেস্থে ঘাটে নৌকা চাপায় ততক্ষণ ॥
লোড দিয়া সামায চণ্ডি ডোমের বাসরে।
পাপা দিয়া ধরিলা সিব চণ্ডিকার * করে ॥
বড় ডাকে চণ্ডি কাজে এড় ২ করে।
আস পরসি নাহি সাক্ষি করিব কারে ॥
জদি ডোম আসিযা তোমার লাইগ পায়।
তবেত করিব আসি আপন সাজাই ॥
তোমাকে কাটিয়া আইজ ফালাইব গাড়ি।
বসোযা বেচিযা লইব খেওযার কড়ি ॥
কামে হত সিব তরে আর নাহি মন।
হাতে ধরি ডুমনিরে দিলা আলিঙ্গন ॥
উনমত হইযা দুই জনের আরতি।
কেলি কলা কুতুহলে ভূঞ্জিলা ছুরতি ॥
পুস্পের মধু খায়া জেন ভ্রমর পড়িলা।
হেন মত্তে মহাদেব ভুঞ্জে রতি কলা ॥
রতি ভুঞ্জি মহাদেব হইলা আনন্দিত্।
ডুমনি বোলে এহি সময করম লজ্জিত ॥
আপনার নিজরূপ ধরিলা ভবানি।
লজ্জিত হইলা তবে দেব সুলপানি ॥

* ৬১০৮ পুথির এইরূপ স্থানে সর্বত্র 'ডুমনি' দৃষ্ট হয়।

ভাগ্যে সে আইলাম আমি ডুমনি রূপ ধরি।
তেকারণে সত্য রক্ষা .পাইল ত্রিপুরারি ।। *
এহি কথা কহিব কাইল ব্রহ্মার বিদিত।
ডোমের কুমারি সিবের মজিয়া গেল চিত ।।
সিবে বোলে স্থন চণ্ডি আমার বচন।
অজ্ঞানে করিলাম দোস খেমহ সুজন ।।
জম্ব করি থাক গিয়া দিন দুই চারি।
আমার সপদ জদি সঙ্গে আইস গৌরি ।।
এত সুনি চণ্ডি তবে হইল অন্তর।
কমল বনে মহাদেব চলিল একাম্বর ।।

নেতার জন্ম

দেখিলেক পশু পক্ষি যত থাকে বনে।
কেলি কলা কুতুহলে বঞ্চে নাবি সনে।।
তাহা দেখি সিব লাগিল বুলিবাবে।
অকারণে এড়ি মুঞি আইলাম চণ্ডিকাবে ।।
চণ্ডি জানিল তাহা ধ্যান মূর্ত্ত হয়া।
কালিদহ কুলে বইলা বেল বির্ক্ষ হয়া ।।
দৈবের নিবন্ধ কর্ম্ম ভাঙ্গিতে না পারে।
কালিদহেব তিরে সিব মিলিল সর্ত্তবে ।।
গাছের উপবে দেখে যুগল শ্রীফল।
চণ্ডিকার স্তন জানি হইল বিকল ।।
হৃদয় বুলায়া সিব লইল চণ্ডির নাম।
মদনে পিড়িত সিবেব ফুটিলেক কাম ।।

* পাঠান্তর।

অহে সিব আমি নহে ডুমের জে নারি।
ভাইর্গ সে আইল আমি ডুম রূপ ধরি ।।
তে কারণে জাতি রৈক্যা হইল ত্রিপুরারি।
জাতিনাস হইত ভাঙ্গর ভিকারি ।।
এইকথা কহি আজি ব্রহ্মার বিদিত।
ডুমের কুমারিতে মজ্জি গেল চিত।।
সিবে বুলে সুন চণ্ডি বচন আমার।
না জানি আকুল হৈল খেম একবার ।।
জম্বে যবে রহ গিয়া দিন দুই চারি।
আমার সপত লাগে জদি সঙ্গে আইস গৌরি ।।—(৬১০৮ পুঃ)

পদ্ম পত্রে চালিয়া থুইল মহেশ্বরে।
স্নান করিতে নামে সিব জলের ভিতরে॥
বিজ্য তেজি মহাদেব নামিলেক জলে।
স্নান করিবারে নামে কালিদহের জলে॥
স্নান করি মহাদেব উঠিল বিক্ষ মুলে।
কটি অঙ্গ আচ্ছাদিল দিয়া বাঘ ছালে॥
স্নান করি মহাদেব উঠিলা সকালে।
চাপিয়া বসিল সিব সেহি বৃক্ষ মুলে॥
খিদাব কারণ সিব বিচিড়ায় ঝুলি।
ভাঁঙ্গ ধুতুরা খায় আর সতাবড়ি॥
সপুর্ন করিয়া সিব বিস কৈল পান।
বিসে মত্ত হইয়া সিবের ঘুন্নিত নঞান॥
দুই আখি হৈল জেন অরুন আকাব।
নৃর্ত্ত কবিবার সিবের হইল খেয়াল॥
এক মুখে গিত গায় আব মুখে হাসে।
আর মুখে ভ্রকুটী আর বদন প্রকাসে॥
আব মুখে ঘন ২ সিঙ্গা ফুকরি॥
ডম্বুর বাজায়া সিব নাচে ফিরি ২॥
ভাঙ্গের লাইগে মহাদেব নাচয় উর্দ্ধাসে।
প্রেত ভূতগণ বেড়ি নাচে চারি পাসে॥
ভ্রমিত হইয়া তেজিছে বহু কাম।*
প্রচণ্ড ববিব তাপে নিকলিল ঘাম॥
ললাট হইতে ঘর্ম্মা জায় পদতলে।
মুছিয়া তুলিল সিব নেতের আচলে॥
নেত চিপি মহাদেব ফেলিল ভুমিত।
কামরূপে কন্যা গোটা জন্মিল আচভিত॥ †
অতি বড় সুলক্ষণ পরম সুন্দরি।
কথা হইতে কথা জাইবা কাহার কুমাবি॥ ‡

* শ্রম জুক্ত হইআ তেজি বহু কাম।—(৬১০৮ পুঃ)

† নেত চিপিআ ঘর্ম ফেপায় ভুমিত।
কামরূপে কৈন্যা গোটা জর্মে আচম্ব্রিত॥—(৬১০৮ পুঃ)

‡ অতিরিক্ত পাঠ :—

অকস্মাত বাম পাশে দেখে ত্রিপুরারি।
সিবে বুলে মুর বাক্য মুনহ সুন্দরি॥—(৬১০৮ পুঃ)

কথা হনে, বা আসিছি জন্মিছি এথাই।
তুমি পরে বাপ মোর আর কেহ নাই।।
এত সুনি ধ্যান করি চাহিল ভোলানাথে।
জন্মিছে কুমারি মোর নিজ ঘর্ম্ম হইতে।।
সর্ব্বাঙ্গ দেখিল কন্যার নাহি আচ্ছাদন।
পরিতে ফেলায়া দিল নেতের বসন।।
নেতের বামে জন্মিল কন্যা নেতের বসন ধরে
তেকারণে নেতা[১] নাম থুইল মহেস্বরে।।
নেতার নিকটে সিব লাগে বুলিবার।
তুমি চলি জাও মাও কৈলাস উপর।।
বিলম্ব না কর মাও চল সিগ্রগতি।
জথা আছে মাও তোর গঙ্গা ভাগিরতি।।
করুণ ভাবে নেতা লাগিল বুলিবার।
কিমতে চলিয়া জাইব কৈলাস সিখর।।
একখানি রথ শ্রিজিলা মহেস্বরে।
রথ শ্রিজিয়া দিলা নেতার গোচরে।।
রথে চড়িয়া নেতা করিল গমন।
অষ্টাবক্র মুনির সনে পথে দরসন।।
অষ্টাবক্র মুনি জায় ভূমিতলে। *
তারে দেখি নেতাবতি পরিহাসে বোলে।।
তোমার হেন রূপ নাহি ত্রিভুবনে।
অষ্টখান বাকা হইলা কি কারণে।।
কত জর্ম্ম অধর্ম্ম করিলা গুরুতর।
তার প্রতিফলে এত বিড়ম্বন তর।।
বিফলে জন্মিলা তুমি মনস্য হইয়া।
কোন ভাগ্যবতি তোমাতে বসিব বিহা।।
মুনি দেখিল তারে উর্দ্ধ মুখ করি।
রথের উপরে দেখে এক গোটা নারি।।
বর্ত্তমান ভবিস্বত সকল জানে মুনি।
জানিলেক কন্যা গোটা সিবের নন্দিনি।।
সিবের গৌরবে না করিল ভস্যরাসি।
বুলিলেক হও তুমি কনেষ্টের দাসি।।

১। 'নেতা' নামের কারণ।

* অষ্টাবক্র মুনি জাএ নামিবারে জলে।—(৬১০৮ পুঃ)

চিরকাল না করিহ স্বামির রুয়।
জর্দ্ধাইর বেস তুমি কাটিবার সত্তর ॥
এহি পাপ ভুঞ্জিয় নাহিক খণ্ডন।
মুনিপুত্রে জত কহিল না করিল মন ॥
রথভরে কৈলাসেত মিলিলেক নেতা।
সতমাও সনে কহিল জর্ম্মের কথা ॥
গঙ্গা গৌরীর চরণ বন্দিলেক সিরে।
তাহাক দেখি দুই জনের বাড়িল আদরে ॥
গঙ্গা গৌরী দুইজন ধ্যানেত বসিয়া।
নেতারে লইল কোলে লক্ষ চুম্ব দিয়া ॥
সতমাও সনে নেতা রহিলেক তথা।
মন দিয়া শুন কহি পদ্মার জর্ম্মের কথা ॥
খেমা নামে পক্ষি গোটা পদ্ম বোনে থাকে।
মহাদেবের বির্জ্য দেখিল সুমুখে ॥
অমৃত বুলিয়া তারে পান কবিল।
এক গোটা বৃক্ষের উপর উড়িয়া পড়িল ॥
সহিতে না পাবি বির্য্যেব পদ ভর।
পক্ষিনির ভবে ভাঙ্গি পড়ে তরুবব ॥ *
পক্ষিনি বোলয় পক্ষিয়া স্তন বিবরণ।
আইজ কেনে গাও মোর করে বিঘোরণ ॥
নির্ম্মল জল খুটি খাইলাম পত্রেব উপব।
সেহি হইতে পোড়ে মোব সবিব সকল ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সবস পাচালি।
পক্ষিনিব সংবাদে বোল এক লাচাড়ি ॥ †

* খেমা নামে পক্ষিনি পদ্মবনে থাকে।
মহাদেবের বিজ্জ পক্ষি দেখিল সমুখে ॥
অম্রিত বলিআ পক্ষি ভইক্ষন করিল।
এখ গুটা বির্ক্ষে তবে উটীআ বসিল ॥
সহিতে না পারি বির্ক্ষ প্রতাপের ভাব।
পক্ষিনিব ভাবে বির্ক্ষ ভাঙ্গিআ পবে ডাল ॥—(৬১০৮ পুঃ)

† পক্ষিবুলে পক্ষিনি ষুন বিববণ।
আজ্ মুর গাও কেনে করে দাহন ॥
নিরমল জল খুটী খাইল পদ্মের উপর।
সেই হতে মুর পুরএ কলেবর ॥
সুখবি নারাএআণ দেবের সরস পাঞ্চালি।
পক্ষিনির সমুদে মুন একটী লাচারি ॥—(৬১০৮ পুঃ)

লাচাড়ি ॥ *

পক্ষিনি বোলে আরে পক্ষিয়া
সুন সুন আমার উত্তর ।
বুঝিলাম কার্য্যের গতি স্থির নহে মোর মতি
আইজ প্রাণ করয়ে ফাফর ॥
পক্ষিনি বোলে প্রভু সুন চরা কৈলাম পদ্যবন
নির্ম্মল জল খাইলাম পদ্যপাতে ।
খাইয়া না পাইলাম সুখ পুড়িয়া উঠয় বুক
প্রাণ মোব পোড়ে সেই হইতে ॥ †
পক্ষিয়া বোলে পক্ষিনি হেন কথা অনুমানি
ঝাটে চল জথা কৈলা আর ।
ভালমন্দ দেখি জার তরে পাবি বুলিবার
আর মোরে নাহিক নিস্তার ॥
দুই পক্ষি কৈল উড়া কালিদহের কুলে বুড়া
রহিয়া বোলে সিবের গোচর ।
পদ্য বোন ভিতর চরা কৈলাম নিরান্তর
আইজ প্রাণ দহে কলেবর ॥
ধ্যান করি সিবে চাইল মহাবির্জ্য পক্ষিনি খাইল
অক্ষয় বির্জ্য কভু পাত নয় ।
সিবে বোলে ঝাটে চল জথা আইছ তথা যেড়
সুকবি নারায়ণ দেবে কয় ॥ ‡

---

* লাচারি : রাগ পটমঞ্জরি । (৬১০৮ পু:)

† পক্ষিণিএ কহে কথা সুনিআ উপজে বেথা
সুন সুন আমাব বচন ।
জানিলু কাইর্জেব গতি স্থির নহে মুব মতি
আজি প্রাণ কবএ ফাফব ॥—(৬১০৮ পুঃ)

‡ দুই পক্ষি দিল উবা কালিদহেব তিবে বুরা
পক্ষি বুলে তাহাব গুচব ।
পদ্দবনে চবা তরে করিআচি বাবে বাবে
আযু কেনে দহে কলেবব ॥
ধ্যান করি সিবে চাইল পক্ষিনিএ বিজ্জ খাইল
আমার বিজ্জ জিনু নাহি হএ ।
সিবে বুলে ঝাট লব জথা খাইচ তথা এর
সুখবি নারাএঅণদেবে কএ ॥—(৬১০৮ পুঃ)

পদ্মার জন্ম

পয়ার ॥

দিশা ॥ *

সিবের আদেসে পক্ষী নড়িল সত্তবে।
পুনরপি থুইল বির্জ্য পত্রের[১] উপবে॥
সত্ত্বনাসে নামিলেক পাতাল ভুবন।
বাসুকি নিকটে জাইয়া দিল দরশন॥
সুর্দ্ধ ফটিক জিনি নির্ম্মল জল।
বাসুকি দেখিযা তাবে হইল বিকল॥
ধ্যান কবি বাসুকি চাহিল সেহিক্ষন।
মহাদেবেব বির্জ্য আইল পাতাল ভুবন॥
কূর্ম্ম বাসুকি তবে যুক্তি কবিয়া।
নির্ম্মালিক তখনে আনিল ডাকিযা॥
বাসুকি বোলে নির্ম্মালি সুনহে উত্তব।
মহাদেবেব বির্জ্যে কন্যা গোটা নির্ম্মান কব॥ †
চাবিখান হস্ত দেহ তিন নঞান।
সিবেব লক্ষন কবি কবহ নির্ম্মান॥
এত স্তনি নির্ম্মালি হুঙ্কাব মারিল।
ততক্ষণে পদ্যাবতি নির্ম্মান হইল॥ ‡
ধাযা গিযা পাইলেক কন্যাব মুবতি।
স্তভক্ষণে জর্ম্ম হইল মাও পদ্যাবতি॥
সুবি নাবায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পদ্যাব জর্ম্মে বোলম এক লাচাডি॥

১। জলের।—(৬১০৮ পুঃ)

* দিশা॥
সইল হরি বিনে আর গতি নাই।
তিল মাত্র না দেখিলে আকৌল হৃদএ॥—(৬১০৮ পুঃ)

† কূর্ম্ম বাসোকি তবে যুক্তিজে কবিআ।
নির্ম্মালিক এক কন্যা আনে ডাক দিয়া॥
বাসুকি বোলে নির্ম্মালি সুন আমার উত্তর।
মহাদেবের বির্জ আইল পাতাল কন্যা গোটাকর॥—(৬১০৮ পুঃ)

‡ মহাদেবের বির্জ হোতে কন্যাজে করিল॥—(ঐ)

লাচাড়ি ॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥

জয় জয় পদ্যাবতি পাতালেত উৎপতি
জয়ে নির্ম্মালি করয়ে নির্ম্মান।
আনন্দিত নাগপুরি জর্ম্ম হইল বিসহরি
ঘটে জীব হইল দিষ্টান ॥
আগে রক্ত বির্য্য হইল তার পাছে মাংস হইল
দেবির সরির গঠিল ভাগে ভাগে।
দাড়া সুন্দর বত্তিস পাঞ্জর
দেবির মস্তগ নির্ম্মান কৈল আগে ॥
শ্রিজিলেক দুই কান তিন গোটা নঞান
বিমল কমল মুখ জার।
খগপতি জিনি নাসা জর্ম্ম হইল মনসা
নারিলোকে দেয়ন্তি জোকার ॥
প্রকাসিত তিন আখি জেন রক্ত বর্ণ দেখি
সর্প ফনা সিরেত স্তভিত।
জ্ঞানে চৈতন্য পায়া বসিলেন উঠিয়া
নাগ অলঙ্কারে বিভূসিত ॥
সুন্দর গঠন বারি মুষ্টিক মাঞ্জা ধরি
সর্ব্ব অঙ্গ হইল গঠন। *
ধবল আপন মুত্তি রক্ত গৌর হেন কান্তি
হইলেক সিবেব লক্ষন ॥
বিস্বেস্বরের কুমারি জর্ম্ম হইল বিসহরি
জয় জয় হইল নাগপুরি।
যে বিস গছায়া ছিল সিগ্রগতি আনি দিল
বাসুকি তার আছিল ভাণ্ডারি ॥
জর্ম্মা হইল বিসহরি সানন্দিত নাগপুরি
প্রকাসিত পাতাল ভুবন।
হেন দেবের পূজা জথা লক্ষিয়ে না ছাড়ে তথা
নাবায়ণ দেবের স্তরচন ॥

* হেমঘট কুচ জানু মুষ্টি মাজা অতি চারু
সর্ব্বাঙ্গ হইল সুগঠন ॥—(৬১০৮ পুঃ)

পয়াব ॥

দিসা ॥ *

শিবের লক্ষন হেন কুমারি দেখিয়া।
বাসকি লইল কোলে লক্ষ চুম্ব দিয়া ॥
জে বিস গচ্ছায়া রাখিছে মহেশ্বরে।
বাসুকি আনিয়া দিল পদ্মার গোচরে ॥
সাবধানে স্থন মাও বচন আমাব।
এহি বিস কারণে হইল জর্ম্ম তোমাব ॥
সংহাবিবা তুমি বিসহবি মুত্তি ধবি।
কুর্ম্ম বাসুকি নাম থুইল বিসহবি ॥
সকল নাগে আসিয়া লামাইল মাথা। †
আইজ হইতে বিসহবি সকল নাগেব মাতা।
কথগুলা নাগ পদ্যা সঙ্গে করি লয়া। ‡
সিবের নিকটে পদ্যা জায়েত চলিযা ॥
জে নালে নামিল বির্জ্য পাতাল ভুবন।
সেহি নালে উঠিলেক কমলের বন ॥
সিবেব নিকটে গেল পরম উর্ল্বাসে।
আচম্বিতে মহাদেব দেখিল বাম পাসে ॥
সিবে বোলে মোর বাক্য স্থনহ সুন্দরী।
কথা হইতে কথা জাও কাহাব কুমারি ॥ §
তব রূপ দেখি মোব দহে কলেবব।
আলিঙ্গন দিযা মোর প্রাণ বক্ষা কর ॥
স্থকবি নাবাযণ দেবেব সুবস পাচালি।
পযাব যেডিযা এক বুলিব লাচাডি ॥

লাচাডি ॥

কন্যা কেনে একেস্বর পদ্যবনে।
প্রথম জোবন রস জেন মধুব কলস
বিনে স্বামি বঞ্চয়ে কেমনে ॥

---

* দিসা ॥

প্রানেব জাধবরে কে মারিল কে দরিল ধুলা কেনে গায়।—(৬১০৮ পুঃ)

† সকরানে নাগ গনে নআইল মাথা।—(৬১০৮ পুঃ)

‡ কতগোলা পদ্যপুষ্প সংহতি করিয়া।—(ঐ)

§ কথা হোন্তে জন্মিয়াছ কাহার কুমারি ॥—(ঐ)

কেমন কুন্ধারে তর[১] গঠিলেক পয়োধর[২]
নিন্মায়াছে দিয়া গজমতি।
দেখি তোর রূপ ছান্দ[৩] লজ্জায় পলায়ে চান্দ
ভোমে পড়িল পসুপতি ॥
চণ্ডিকা সুন্দরি ঘরে এড়ি আইলাম একাম্বরে
প্রাণ মোর পোড়ে রাত্রি দিনে[৪]।
তব রূপ জৌবন দেখি স্থির নাই রই আখি
প্রাণ রাখ আলিঙ্গন দানে ॥
পদ্যা বোলে রাম ২ জপিলেক অবিরাম[৫]
হেন বাক্য কহ কি কারণ।
পদ্যা কহিল কথা আমি তোমার দুহিতা
নারায়ণ দেবের সুরচন ॥

পয়ার ॥

দিসা ॥ *

সিবে বোলে জদি হও আমার কুমারি।
এহিক্ষণে মুর্ত্তি ধর দেখিয়ে তোমারি ॥
এতস্তনি পদ্যাবতি অন্তরিক্ষ হইল।
জত সব নাগ লয়া সাজিতে লাগিল ॥
নাগের হার নাগের কঙ্কন নাগের বসন।
নাগের সঙ্খ সিন্দুর পদ্যার সাজন ॥
নাগের খাট সিংহাসন নাগের বিছান।
নাগের ঝারিতে জল খায়ে নাগের বাটাতে পান ॥
সাজিলেক পদ্যাবতি লইয়া নাগগণ।
ব্যাল্লিস নাগে হইল পদ্যার সাজন ॥
বিস নঞানে জদি চাহিলা বিসহরি।
ঢলিয়া পড়িল সিব উত্তর সিয়রি ॥ †

১। তোর।—(৬১০৮ পুঃ)
২। কলেবর।—(ঐ)
৩। মুখচান্দ।—(ঐ)
৪। কামবানে।—(ঐ)
৫। না বোল এ পাপ কাম।—(ঐ)

* দিসা ॥
বিনোদ নাগর বেহারে চলিল সাম্বরাএ।—(৬১০৮ পুঃ)

† কোপ করি পদ্মাবতি চাহে আর চোখে।
ঢলিয়া পড়িল সিব পদ্মার সমুখে ॥—(৬১০৮ পুঃ)

ইন্দ্র আদি চলি আইল জত দেবগণ।
নারোদ আদি চলি আইল জত মুনিগণ ॥
দেবগণ মিলিয়া পদ্যারে করে স্তুতি।
কেন হেন সৃষ্টি নাস করিলা পদ্যাবতি ॥
দেবগণে বোলে সুন জয় বিসহরি।
বিলম্ব না কর মাও জিয়াও ত্রীপুরারি ॥ *
দেবগণের স্তুতি পদ্যা সুনিয়া শ্রবনে।
সত্তরে চলিয়া গেল সিবের সদনে ॥
অমৃত নজনে জদি চাহিল বিসহরি।
উঠিয়া বসিলা তবে দেব ত্রিপুরারি ॥
ত্রিজগত হরসিত ইতিন ভুবন।
জয় ২ স্বব্দ করি নাচে দেবগণ ॥
পুষ্প বিষ্টি হুলাহুলি করে দেবগণ।
বিজয়া পদ্যার নাম থুইল ততক্ষণ ॥
দেবগণে পুছিলেক মহেস গোচর।
কুমারি লইয়া সিব চলি জায় ঘর ॥
সম্মোদিলা বিস্বকর্ম্মা অনাদি ধর্ম্মেরে।
একখানি করণ্ডি গরিয়া দেও মরে ॥
দেবগণ চলি গেলে দেব মহেষর।
কহিতে লাগিল সিব পদ্যার গোচর ॥ †
সাবধানে সুন মাও কম জত কথা।
এক পুরি নিম্মায়া দেই তুমি থাক তথা ॥
তোমা লইয়া কিমতে চলিয়া জাইব ঘরে।
দুষ্ট চণ্ডিকা মন্দ বুলিব আমারে ॥
কান্দিয়া পদ্যাবতি বুলিলা উর্ত্তর।
তোমার সহিতে জাইব সতাইর কিবা ডর ॥
বিস্বকম্মা মহাদেব মারিল হুঙ্কার।
একখানি করণ্ডি করিল সুসার ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সুরস পাচালি।
করণ্ডি গঠনে বোলম এক লাচাড়ি ॥ ‡

* সাবধানে সুন মাও আমার উর্ত্তর।
বিনাস না কর জিআস্ত বাপ মহেস্বর ॥—(৬১০৮ পুঃ
† এতবলি দেবগণ হইলা অন্তরে।
পদ্মার নিকটে সিব গেলা বলিবারে ॥—(৬১০৮ পুঃ)
‡ কান্দিয়া ২ পদ্মা বলিলা উত্তর।
তোমার সহিত গেলে সতমাএর কিবা ডর ॥

কয়ড়ি-নির্ম্মাণ নাচাড়ি ।।

সাথে দিয়া বিশ্বকর্ম্ম আনিব অনাদি ধর্ম্ম
কবড়ি গঠিয়া দেও মরে ।
পর্ব্বত ভুবনে জাইব পঞ্চাননে
পদ্মা জাইব গৌবিব গোচবে ।। *
আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বকর্ম্ম জানিয়া সকল মর্ম্ম
কবড়ি গঠে পাতিয়া আফব ।
সোবন্তেব তাল সোবন্তেব চৌচাল
চিত্র করে দেখিতে সুন্দব ।। †
কবড়িব চাবিদ্বাব বিসধর অবতাব
মৈধ্যে বেদি নাগেব মণ্ডল ।
জেখানে বৈব বিসহবি নির্ম্মাইল কোঠা কবি
কোঠাব মৈদ্ধে বচিল মঙ্গল ।।
সিবে দেখে অদভুত বোলে নন্দার সুত
কাপে পূজিব নরগণে ।
কতি— কবড়ি বচিয়া ভোলা
সুকবি নাবায়ণ দেবে ভূনে ।। ‡

§ দিসা ।। পযাব ।।
সিবেব আগে মেলানি কবিলা দেবগন ।
পদ্যাবি লইয়া চলে দেব ত্রিলোচন ।। ¶

বিশ্বকর্ম্মা ডাক দিআ আনিল হুঙ্কাবি ।
কবড়ি কারণে বোলি একটি নাচারি ।।—(৬১০৮ পুঃ)

* জাইব পর্বত বনে সুক্লা পঞ্চমি দিনে
জাইব পদ্মা গৌবির গোচর ।
সাথে দিয়া বিশ্বকর্ম্মা বোলেন্ত অনাদি ধর্ম্মা
করড়িকান গটিবা সর্থর ।।—(৬১০৮ পুঃ)

† সুবন্যে ঘটিল তাল সুন্দর জে চৌচাল ।
চারিপাসে দেখীতে সুন্দর ।।—(ঐ)

‡ দেখী সিব অধভুৎ বোলে নন্দাব সুৎ
কিরূপে পুজিব নবগণে ।
ভরহিতে কলিকাল কবড়ি বচিয়া ভাল
কভি নারাঅন দেবে ভণে ।।—(৬১০৮ পুঃ)

§ অতিরিক্ত —
দিসা ।। মাএর জাদবরে মাএর কুলে আএ ।
কে মারিল কে ধরিল ধুলা কেনে গাএ ।।—(৬১০৮ পুঃ)

¶ পদ্মা লোইআ নিজপুরে করিলা গমন ।—(৬১০৮ পুঃ)

করণ্ডির মৈধ্যে সিব পদ্যারে থুইয়া।
নানান পুষ্প লইল সিব করণ্ডি ভরিয়া।।
করণ্ডি তুলিয়া সিব বেসেক উপরে।
প্রথমে চলিয়া গেল গোয়াল নগরে।।

পদ্মা-পূজা প্রচারের সূচনা

গোয়ালের সিসুগণে[১] ধেণু রাখে মাটে।
করণ্ডিত থাকিয়া পদ্যা খির মাগে গোটে।।
সিসুগণে খির না দিল গোট মাঝে।
এক সিসু চলিল সেহি কাজে।। *
গোঠেত বসিয়া কান্দে জত গোপনারি।
সিবে বোলে পুজা কর জয় বিসহরি।। †
গোপে বোলে সিব দেব গুণনিধি।
পদ্যা পুজিতে কভো নাহি জানি বিধি।।
সিবে বোলে আন গিয়া মুনি সুরবর[২]।
কালি দহের কুলে তপ করে নিরন্তব।।
গরুড়ের ভয়ে অনেক নাগ তাহার আশ্রমে
আপনে আইল সুনি গঙ্গাধবেব[৩] নামে।।
পদ্যাপুরাণ চাহিয়া পুজা করাইল। ‡
পদ্যা দেবির নামে তারা জিয়া উঠিল।।
দেসে ২ মনসা পুজা বড় পায়।
জে জেহি কামনা করে সিদ্ধিবব পায।।
কথদুরে চলি গেল বিজয়ে গমন।
হালুয়া বাছাইর পুরে দিল দরসন।।

১। স্ত্রীসবে।—(৬১০৮ পুঃ)
২। সুতবর।—(ঐ)
৩। পদ্মাবতিব।—(ঐ)

* একসত সিসু ডলি পবে সেই কাজে।।—(ঐ)

† অতিরিক্ত পাঠ :—
গোয়াল সকল কান্দে পারি লড়ালড়ি।।
তাহা সুনি সকরুন দেব ত্রিপুরারি।—(ঐ)

‡ অতিরিক্ত পাঠ :—
এথসুনি গোপগণ সর্থর করিয়া।
মুনিবর তরে গিয়া আনিল ডাকিয়া।।

হাল চষিতে চাষাগণ দেখিল সুন্দরি। *
বুলেলেক চাষাগণ দেখিয়া বিসহরি॥
নাচে বাছাইর মাও বিনতা সুন্দরি।
কন্যা বিহা দিতে আইল শিব অধিকারি॥
সাত নাহি পাচ নাহি একখানা বাছাই।
বিধি আনিয়া নিধি মিলাইল এথাই॥
বাছাই বোলয় বুড়া খাও ঘৃত ভাত।
এহিত পদ্যানি বিহা দেহ আমা সাত॥ †

* কুমারি লইয়া শিব আনন্দেতে যাইসে।
সাতস্থান যুরিয়া বাচাই হাল চসে॥
বৃদ্ধের সহিতে দেখে পরম সুন্দরী।
সমুখে দাণ্ডাইল যুয়াল কান্দে করি॥—(৬১০৮ পুঃ)

† অতিরিক্ত ও পাঠান্তর (৬১০৮ পুঃ):—
বৃদ্ধ কালেত জেন ভণ্ড তপস্বিয়া।
কাহার যুব কন্যারে নেয় পলাইয়া॥
কপট ভাবনা তোর বলেদে চরিয়া।
চুরি করি নেয় কন্যা খাইতে বেচিয়া॥
ভাঙ্গের লাইগে শিব যাছে চবিযানে।
বাছাই জতেক বোলে তাহা নহি স্বনে॥
বাছাই বোলে সুন্দরি সুন সাবধানে।
বুয়ার সঙ্গে তুমি চলিছ্ কনখানে॥
য়াহ্মি মহামনিষ্য কহিল তোমার ঠাই।
ইছাই পাতরের বেটা হালুয়া বাছাই॥
মন দিয়া সুন কন্যা আমার বচন।
বৃদ্ধের সঙ্গ ছার তোহ্মি য়াস মোর স্থান॥
আহ্মি পুরুস হইলে তোমি ভার্গ্যবতি।
আমা ভাই বিহা বইস জদিল এমতি॥
ঘরের জতেক নারি তেজিব তাহাকে।
তোমা বিহা করিয়া রক্ষিব বর সুকে॥
কোপ করি পদ্মাবতি চাএ য়ার চৌকে।
চলিয়া পরিল তবে পদ্মার সমুকে॥
রাখয়াল কহে গিয়া তার মাহের ডাই।
পন্তে চলিয়া পরে তোর ছাওল বাছাই॥
এই সুনি মালতি উঠিয়া দিল লড়।
চুল নাহি বান্দে বেটি না পিন্ধে কাপর॥
কান্দিতে লাগিল পদ্মার বির্দ্যমানে।
মনিষ্য মুগধ জাতি কিছু নাহি জানে॥

সকরুন হইআ কান্দে পদ্মার চরণে।
এক গোটা পুত্র মোর দেয় পুত্রদানে॥
পদ্মাএ বোলেন সাস্থরি স্থির কর হিয়া।
তোর পুত্র নিদ্রা জাএ আমা করি বিহা॥
চেতাইআ তোল অন্ন্যা লৈয়া জাউক ঘর।
বধূপুত্র সঙ্গে তোহ্মি চলহ সর্থর॥
কোন ছার কার্য্যে তুমি রাইলা মোর ভাই।
তোহ্মি আমি সঙ্গে চল বাছাইর জাই॥
মালতি বোলে এমত বোল কেনে।
মনিস্য হইয়া তোমা চিনিব কেমনে॥
তোব পুত্র জথ বোলে লোকে তাহা স্থনে।
নফর সঙ্গে পুত্ত তোব না দিল সমানে॥
আমাব তবে সে জথ মন্দ বলিল।
মুখ দোসে তাব ফল তখনে পাইল॥
কোন দেব বলি মাও কন অবতার।
পরিচয় দেও তুমী পূজা করউক তোহ্মার॥
আহ্মি বিসহবি জান সঙ্কর কুমারি।
আমা জে পুজএ তার বাহে ঠাকুবালি॥
তাহা স্থনি মালতি এ বোলে জোর হাতে।
কোন বস্তু লাগে মাতা তোক পূজিতে॥

পূজাবিধি—

এথ স্থনি পদ্মাবতি হবসিত হইল।
পূজার বিধান তবে কহিতে লাগীল॥
কবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পূজার বিধানে স্থন একটি নাচারি॥

নাচারি॥ পটমঞ্জরি রাগ॥

হরসিতে বোলে পদ্মাবতি।
জন্ম মোর সংসারে বাগে পূজা তোব ঘরে
সাবধানে স্থনে মালতি॥
নবনাগে নটিঘট জেন ধরি থাকে পট
যাব লাগে সেত রাসন।
লাগাই আগুনেব বাতি পুস্পধূপ সংহতি
বিস্তর লাগে অগর চন্দন॥
হংস ছাগল বেড়া পূজা দিয় মইস গেজা
নির্ত্তগিত মঙ্গল জয়কার।
চাঁপা কলা পঞ্চপাতে তিল চাউল দুগ্ধসাঁতে
কৈল তোরে পূজার বিস্তার॥

জন্ম মোর শ্রাবণ মাসে কিছু পঞ্চমী দিবসে
এথ পুজে এই তিথি পাইয়া ।
নারায়ণ দেবে কএ সকল সম্পদ হএ
কহে দেবি পুজা বোজাইয়া ।।

পয়ার ।।

দিসা ।। আনন্দ সায়র মাজে ডুবলেনা ।

এক লর্ক্ষ পুজা জথ বিবিধ বিধানে ।
পুজা দিল মালতিএ পদ্মা বির্দ্যমানে ।।
হুঙ্কারে যে পদ্মাবতি তুলিল জিয়াইয়া ।
আনন্দিত হইলা তবে লক্ষবলি পাইয়া ।।
উটিআ বসিল তবে বাছাই চতুর দিগে চাএ ।
মালতি বোলে পড় পুদ্মাবতিব পাএ ।।
মাএ পুত্রে প্রনামিল পদ্মার চরণ ।
আসির্বাদ কৈল পদ্মা জথ লএ মন ।।
বিদাএ হইল তবে পদ্মার গোচর ।
কুমারি লইআ জাএ সিব য়াপনাব ঘব ।।
গঙ্গা দুর্গা বসি আছে সখিব সংহতি ।
হেনকালে সিব গেল লইআ পদ্মাবতি ।।
চণ্ডিকাবে না বোলাইআ দেব মহেস্বব ।
পদ্মারে লোকাইআ এরে হিঙ্গুলালি ঘব ।।
বাহিব হইল সিব চডি দিব্ব রথে ।
দেআনে বসিলা গিয়া দেবেব সহিতে ।।
নাবদ বোলে অকারনে বসি আচ কেনে ।
চণ্ডিপদ্মা বিবাদ বান্ধাইব দুইজনে ।।
সবা হোতে নারধ তবে উটিল সর্থব ।
চণ্ডিকা গোচবে কতা কহে মুনিবব ।।
নারদে বোলে চণ্ডি স্থন আমার বচন ।
তোমার ঘরতে য়াজি দেখী বিবরণ ।।
সিবে পদ্মা লুকাইয়া তোলে ঘরের ভিতব ।
তোমা না জানাইয়া তোইছে করণ্ডি উপব ।।
কুপিত হইল চণ্ডি নারদ বচনে ।
কপাট ভাঙ্গিয়া ঘবে প্রবেশিল খনে ।।
গজা দুর্গা দুইজন একযুক্তি করি ।
করণ্ডি কস্নাইয়া তবে করে ধরাধরি ।।
পরম সুন্দরী দেখে করণ্ডি ভিতর ।
অপা দিয়া ধরে চণ্ডি কেসেব উপর ।।
চয়ার চাপর মারে মুখের উপর ।

বাছাইর বচন সুনি কুপিত বিসহরি।
মরিবা বাছাই আইজ না রাখিব গৌরি ॥
হাতের কঙ্কন পদ্মা মারিল মেলিয়া।
লাঙ্গল ছাড়িয়া বাছাই পড়িল ঢলিয়া ॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার বরে।
পদ্মা পুজিবার বোলে দেব মহেশ্বরে ॥
হুঙ্কারে যে পদ্মাবতি তুলিল জিয়াইয়া।
আনন্দিত হইলা তবে লক্ষ বলি পাইয়া ॥
বিদায় হৈল যদি পদ্মার গোচর।
কন্যা লৈয়া জায় শিব আপনার ঘর ॥

বেহুলা-লক্ষীন্দরের বিবাহ ও মনসা-দেবীর প্রতাপ

দিসা ॥

সোনাব খাটের উপর বসাইল লক্ষিন্দরে।
পঞ্চাস কুম্ভ জল ঢালে তার সিবে ॥

পদ্মা বোলে সতাই অধর্ম্ম না কর ॥
চণ্ডি বোলে আমাবে বাণ্ডয় কি কারণ।
কুসের বাড়িএ একচক্ষু কৈল কাণ ॥
দসদিস সাক্ষি তবে কবে পদ্মাবতি।
চন্দ্রসূর্য্য সাক্ষি করে দেব গণপতি ॥
চক্ষু বব দুক্ষ পাইআ জয় বিসহরি।
কোপ করি চাহে পদ্মা নিজ মুত্তি ধরি ॥
চণ্ডিকা ডলিআ পবে ঘরের ভিতর।
নাবদে কহিল গিয়া সিবের গোচর ॥
কি সুখে রহিচ সিব সবাতে বসিয়া।
তোমার চণ্ডিকা দেবি পড়িছে ডলিয়া ॥
যস্তেবেস্তে যাইলা সিব বাবির ভিতর।
চণ্ডিকার গলে ধবি কান্দিল বিস্তর ॥
কবি নারায়ণ দেবেব সবস পানচালি।
সিবের কল্পনাএ বোলি একটি লাচাড়ি ॥

লাচারি ॥ পটমঞ্জরি রাগ ॥

চণ্ডিকারে কুলে করি কান্দে সিব ত্রিপুরারি
কাত্তিক গনেস নিআ কোলে।
মোর বোখে দিআ যাও বধিলা তোব সতমাও
বিবাদ করিলা কি কারণ ॥
তখনে বোলিলু তোরে এথাএ না আসিবাবে
না সুনিলা আম্মার উত্তর। ইত্যাদি।]

তিতা বস্ত্র করি দুর পরিল উত্তম জোড়
সুকবি নারায়ণ দেবে বোলে ।। পদকহনি ।।

স্নান করিয়া বেস করিলা লক্ষিন্দর ।
বিশ্বকর্ম্মার নিম্মান সোনার টোপর ।।
জয়ধরে দিল লখাইর সিরের উপর ।।
লখাইর কথা রহুক এহি মোতে ।
বিপুলার কথা কহি সুন এক চিত্তে ।।
বার্ত্তা পাইয়া সাহে রাজা হইলা হরসিত ।
বিপুলার নখ কাটে আনিয়া নাপিত ।।
সুমিত্রা বোলে রতি সুন বচন আমার ।
আইয় সব আন গিয়া সোহাগ সাধিবার ।।
তাহা সুনি রতি পিন্ধিল পাটসাড়ি ।
আইয় আনাইতে জায় পৃতি বাড়ি ২ ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

হরসিত গমনে চলে রতি ।
হাতে লইয়া গুয়ার বাটী ।।

বিপুলার হইব বিহা বিলম্বু না কর রয়া
সাহের বাড়ি চলি জাও ঝাটি ।।
ব্রাহ্মণ খত্রের নারি খেত্রি বস্যের কুমারি
জার আছে জতেক সুন্দরি ।
জার রূপ অনুপাম তাহাব কিছু লইম নাম
চলি জাও সাহেরজে বারি ।।
প্রথমে চলে সত্তভামা জাহাব গুণেব নাহি সিমা
নিলাবতি চলহ বিদ্যাধরি ।
ভবানি কালিকা গৌরি সাবিত্রি সুরেশ্বিরি
সিতা তারা চল মন্দোধরি ।।
মলয়া মরূয়া চল মধুবতি সঙ্গে কর
জামুবতি চল কলাবতি ।
রেবতি জানকি লড় গঙ্গা দুর্গা সঙ্গে কর
লক্ষি চলহ সরেশ্বতি ।।

কামিনি জামিনি রাধা কেকৈ কুমুদা গান্ধা
কামাই ধামাই চলে ধাইয়া ।
অদুনা পদুনা আইয় অরিমতি চলি আইয়
গুধুলি সময় হইব বিহা ।।
বিমলা কমলা মায়া কস্তুল্যা কনকা তারা
সত্তরে চলহ অরধুতি ।
সঙ্গে করিয়া সতি চল আইয় পদ্যাবতি
হিমাবতি চল বসুমতি ।।
জয়ন্তি জোজনগন্ধা জয়মালা জসদা
হরিপ্রিয়া চল সিগ্রগতি ।
রাধাই চামুণ্ডা চল সুবভ্রারে সঙ্গে কর
সত্তরে চল তারাবতি ।।
ভদ্রকালি কৌসকী চল আইয় বিসালাক্ষি
সোমাই জানাও সুভধনি ।
ভদ্রা বিনতা সঙ্গে উর্ব্বসি চলিল রঙ্গে
মালতি চল জগতমহিনি ।।
রতি বানি ভারতি সঙ্গে করিয়া সতি
বিপুলা বিজয়া বিরূপাখি ।
সাবিত্রা পবিত্রা চল উদতারা সঙ্গে লড়
বিদ্যাধরি বিপুলার সখি ।।
চন্দ্রকলা চন্দ্রমালা চন্দ্ররেখি চন্দ্রমুখি
চিত্রা বিচিত্রা চন্দ্রাননি ।
রূহিনি সুহিনি লয়া সিগ্রগতি চল ধায়া
বৈদেহি চলহ আপনি ।।
নানা অলঙ্কার পরি জত সব সুন্ধরি
হরসিতে করিলা গমন ।
মনসার চরণ মাথে বোলে বৈদ্য জগর্নাথে
কুরূপা আইয় করয়ে ক্রন্দন ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

ভাল আইয়া রতি করিল গমন ।
আর আইয় না নিল কুরূপ কারণ ।।

কুরুপের প্রধান আইয় নাম তার ইছি।
দুই হাত পাও গোদ হইয়াছে বিচি।।
তাহার পাছে আইয় বেটী সিগ্র আইল ধাইয়া।
মাথা হনে পায়ের তলা দাউদে নিছে খাইয়া।।
হাটীতে না পারে বেটী দারুণ চুলের ভরে।
টানিঞা বান্ধীল খোপা ঘাড়ের উপরে।।
লুটুনির ভরে তার ঘাড় ভাঙ্গি পড়ে।
খান চারি ঝাটা লইল দাউদ খাউজাইবারে।।
তারে পাছে আইয় চলে নাম তার ভালা।
গলায়ে গলগণ্ড তার দুই চক্ষু ঢেলা।।
তার পাছে আইয় চলে নাম তার সুয়া।
পরপুরূস লইয়া করে ঘর সওয়ামী আচাভূয়া।।
তার পাছে আইয় চলে নাম তার উলি।
স্বামিব হাতের কিল খাইয়া ফিরে বুলি ২।।
তার পাছে চলে আইয় নাম তার উসি।
দুই পায়ে গোধ তার বড় ভয় বাসি।।
দুই পায়ে গোধ তার হালে আর ঢুলে।
অহি গোধ দেখি যাত্রাকালি পাক পাড়ে।।
পাবা না জায় সে কন্যা কাউয়ার ডরে।
দারূন কাউয়ার ডরে বেটী বসিয়া থাকে ঘরে।।
রাজিলা সে আইয় বেটী সাজিয়া ভাল আছে।
দস হাত কাপড় পিন্ধল আড়াই পেছে।।
কুমারের চাক জেন হাতের বাহুটী।
কাকালির পেট জেন মাতারের মাটী।।
তাহার পাছে আইয় চলে নাম তার ইচাই।
দুই গাল চালি হেন নাকের উদ্দিস নাই।।
দুই কাটা চাউল তার গলেত লুকায়।
ছয় কুড়ি চিল তার পিষ্টেত সুখায়।।
তাহার পাছে চলে আইয় নাম তার রাধি।
দুই কুচ পড়িছে জেন বিছানের গদি।।
সাক্ষাতে মারিতে পারে সতেক লস্কর।
সেহ বেটী চলিল সোহাগ সাধিবার।।
আলি চালি কালি আর চলিল কপালি।
রাধি ভাদি মুদি গুধি চলিল মেখালি।।
ইছি মেছি বেছি আর চলে পাটাবুকী।
সায়লি পায়লি চলে আর দুক্ষু কি।।

সাত পাচ আইয়গণ যুক্তি করিয়া।
দ্বারের কপাটখান ফেলাইল ভাঙ্গিয়া ॥
লখাইর আগে গেল তারা জয় জোকার দিয়া।
সুমুখে রহিল তারা পাটোয়ার দিয়া ॥
লখাই বোলে আপদে বেড়িল আসিয়া।
দর্পণ হাতে লইয়া লখাই রহিল বসিয়া ॥
সাহের নফর ধনা আইল ধাইয়া।
খেদাইল আইয়গণ পাচলা মারিয়া ॥
কার বলে ধাগুড়ি আসিয়াছ এথা।
চুন কালি দিয়া সবাইর মুড়াইমু মাথা ॥
আইয় সব খেদাইয়া মারিল কপাট।
হেন কালে দেখা দিল জত বির্দ্ধের ঠাট ॥
ছয়কুড়ি বুড়ির মৈদ্ধে ছয় সরদার।
কিছু ২ কহি সুন বুড়ির বিচার ॥
মুকুলি নামে বুড়ি বেটী গায়ে আছে বল।
উভা ধড়া করি সে জে কাছিল কাপড় ॥
বোলে একে ২ তোমরা আমার কান্ধে চড়।
দেওয়াল ভাঙ্গিয়া সবে পুর মৈদ্ধে পড ॥
ধড়া কাছিল জদি দেওয়াল ডেঞাইবারে ॥
উশ্চ দেওয়াল দেখি পাও কাপে ডরে ॥
সাত পাচ বুড়ি তবে যুক্তি করিয়া।
দ্বারের কপাটখান ফেলাইল ভাঙ্গিয়া ॥
লখাই বোলে আপদে বেড়িল আমারে।
হেট মাথা হইয়া কাছে রহিল সেহি ঘরে ॥
বুড়ি বোলে লক্ষিন্দর না করিয় হেলা।
সর্ব্ব রস জানি আমি সর্ব্ব রস কলা ॥
সুনহ সুন্দর লখাই আমাব বচন।
তোমাকে দেখিতে আইলাম মার কি কারণ ॥
মুকুলি নামে বুড়ি বড়ই ইতর।
কহিতে লাগিল কথা লখাইর গোচর ॥
তবে সে পুরএ মোর মনের হবিলাস।
এক রাত্রি লখাই আমি থাকো তোমার পাস ॥
একখানি ঘর নিঞা অরন্যেত তুলি।
রাত্রি দিবা থাকো তোমার গলে ধরি ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
বুড়ির বচনে বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ।। ধানসি রাগ ।।

বর বরিতে হুড়াহুড়ি ।

দেখিয়া সুন্দর বর আইএ না লয় ঘর
মোম কলা খাইয়া মরে বুড়ি ।।

জে বলে মোরে বুড়ি ধরি মার লাথি গুড়ি
লাথিয়ে করো তারে পাত ।

রবির তেজেতে মাথার কেস পাকিছে
পানা পোকে খাইআছে দাত ।।

আর বুড়ি কয় কথা ধরিয়া চালের বাতা
সেহ বুড়ির আছে কিছু দোস ।

আদি কালের বুড়ি প্রিষ্ঠে মেজ ছয় কড়ি
দুই চক্ষু জেন পেয়াজের কোস ।।

আর বুড়ির পাকা কেস দন্ত পড়া তনু সেগ
লড়ি হাতে মিলিল আসিয়া ।

দেখিয়া লখাইর মুখ বুড়ির মনে বড় দুঃখ
কান্দে বুড়ি ভূমিতে বসিয়া ।।

চুল পাকা জে কারণ সুন তার বিবরণ
ঔসদ করিল সতিনে ।

অনেক খাইলাম কাফুর তেকারণে দন্ত চুর
বুড়ি হেন না ভাবিয মনে ।।

আর বুড়ির হাতে কাচ তাহার বসের নাহি গাছ
লখাইর নিকটে গেল বুড়ি ।

সুন লখাই নিশ্চয় বিপুলা নাতি হয়
আমি তোমার বড়াই সাসুড়ি ।।

দর্পণ হাতে লইয়া আপনার মুখ চাইয়া
গালে বুড়ি মারিলেক চড় ।

জখন জৌবন মোর নাগরে নালৈ ঘর
হেন বস কথা গেল মোর ।।

এক বুড়ি খাটিয়া আর বুড়ি ঘাটীয়া
আর বুড়ি উগাবের খুটী ।

সাত পাচ ভাবি সবে কেহ নাহি চলে তবে
ধাইয়া কৈল উঠানেরে মাটী ।।

বুড়ি বড় ইতর জানিলেক লক্ষিন্দর
হাসে লখাই হেট মাথা করি ।

মনসার চরণ মাথে বোলে বৈদ্য জগর্ন্নাথে
লজ্যা পাইয়া ঘরে গেল বুড়ি ।।

দিসা ॥ পদ কড়ুনি ॥

বুড়ি সবের কথা রহুক এহি মতে।
সুমিত্রার কথা সুন একমন চিত্তে॥
সুমিত্রা বোলে রত্তি সুন বচন আমার।
আইয়গণ লয়া চল সোহাগ সাধিবার॥
এত সুনি রত্তি দিল রত্ন ঝাপনি।
জাহার বেস নাহি ছিল পরায় আপনি॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি ॥ ধানসি রাগ ॥

চলিল ২ নারি আর সাহের সুন্দরি
বিপুলার সোহাগ সাধিবারে।
জত সখির মেলা মস্তগে করিয়া ডালা
উচৈচস্বরে মঙ্গল ধনি করে॥
আইয়গণের সুবেস উড়িয়া ছান্দে বান্দে কেস
কেসের গোড়ে সোনা রূপার পাতি।
সোনা রূপার হার গাথি মৈদ্ধে পুরাল মতি
তাথে মুখ জলে যেন আতি॥
চাইর পাসে কাড়য়ার টানি মৈদ্ধে জায় সাউধানি
আগে পাছে জত সখিগণ।
সহালে ২ হরসিত সহালে ২ নাট গীত
আনন্দেতে করিল গমন॥
জার বাড়ি সুমিত্রা জায় সোহাগ কাজল পায়
নবকলা সুর্দ্ধ পান গুয়া।
সোহাগ ঢালিয়া দেয় আচল পাতিয়া লয়
পৃতি বাড়ি জয় জোকার দিয়া॥
ছয় কুড়ি বনিকের ঘর ইষ্টী কুটুম্ব সহদর
লৈল সর্জ্য কীছু ২ করি।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
হরিসে আইলা আপনার পুরি॥

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

সখি কে জো জান বোল মোরে বোল।
দুরের জামাইর ঠাই ঝি মোর বিহা দেই
তারে জামাই দেখে জেন ভাল॥

বোলে কাজলা মালিনি আমি ভাল জো জানি
হেন জো নাহিত সংসারে।
পঞ্চাস কাহন কড়ি বাছি এই কড়া পাইআছি
তার এক কড়া দিয়া বোল বেহুলারে ।।
কলার মৈর্দ্ধে কড়া থুইয়া বেহুলারে গিলাও গিয়া
এহি ঐসদ খাওয়াইবা সনিবারে।
অহি কড়া বাটীয়া লখাইর বুকে পিঠে লেপিয়া
জামাই ভাড়ু হয়া বসিয়া রহিব ঘরে ।।
পরজি গুয়ার ফুল অসতি নারির চুল
আর দিয় হাতিয়ালের মাটী।
এহি তিন একত্রে করি বুকে পিষ্টে দিয় ভরি
বেউলারে দেখিব গলার কাটী ।।
জত জোয়ের কথা কহি সুনল প্রাণের সখি
সব আছয়ে মোব ঘর।
হাতে করি কাচা সরা মাথেতে পুষ্পের ঝরা
আইয় লোকে দিয়া পাটয়ার ।।
বোলে সাহে সদাগর সুন জামাই লক্ষিন্দর
চাহ বাপু মাথা তুলিয়া।
বিহার রাত্রি আমার ঘরে যে সব বিধান আছে
তোমার সাসুড়ি আইসে সোহাগ কাজল লইয়া ।।
লখাই বোলয় আই মোর ছিল ছয় ভাই
সব খাইল কাল নাগিনি।
কালা কাজল দেখিয়া পোড়এ আমার হিয়া
ডবে হানে লখাইর পবানি ।।
বুকে মারিযা ঘাও সুমিত্রা কাড়িল রাও
তুমি বাপু সাউধের পো।
নগরিয়া টেটন সুন সাধুর নন্দন
কাজলের করিছি কোন জো ।।
স্বর্গের তারা হেন দেখি লখাইর যেন দুই আখি
সুমিত্রা দিল সোহাগ কাজল খানি।
মুকুতার গাথনি লখাইব পড়ে চক্ষুর পানি
আইয় সবের না ধবে পরানি ।।
জগতগৌরির চরণ সিরে করি বন্ধন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায়।
অষ্ট নাগের মাতা জয় দেবি মনসা
সেবকেরে হইবা স্বহায় ।।

ত্রিতির লাচাড়ি ॥ বেলয়ারি রাগ ॥

নেতা ২ করি ডাক পাড়ে বিসহরি
স্থুন স্থুইন আমার উত্তর ।
আনন্দে নাট গিত কাহার বাড়িত
বাদ্য স্থুনি কার নগর ॥
ব্যাল্লিস বাদ্য ধনি সঙ্খ বাজে রামবেনি
স্থুনিঞা বিদে মোর বুক ।
নাগ দেখি লক্ষিন্দরে জদি ঢলিয়া পড়ে
তবে সে খণ্ডিব মনের দুখ ॥
নেতা পাঠাল চর ধামলারে সত্তর
সাড়া দিল পর্ব্বতে ২ ।
বার্ত্তা পাইয়া তক্ষক নাগে আসিয়া মিলিল আগে
চলি গেল পদ্যার অগ্রেতে ॥
উনকুটী নাগ লইয়া উজানি নগরে জায়া
হঙ্গষ বাহনে পদ্যা চলে ।
নিসা ভাগ রাত্রি জায় হেন কালে মনসায়
স্থকবি নারায়ণ দেবে বোলে ॥

পয়ার ॥

দিসা ॥

উনকুটী নাগ লযা জয় বিসহরি ।
লখাইর সিরের উপর রহিল সিগ্র করি ॥
চান্দোযা উড়ায় নাগে নাসিকার বায় ।
ডর পাইয়া লক্ষিন্দর ডাহিনে বামে চায় ॥
আচভিতে লখাই দেখিয়া কাল সাপ ।
ঢলিয়া পড়িল লখাই বুলিয়া বাপ ২ ॥
সাহে রাজা চিন্তিত হইল লইয়া প্রজাগণ ।
এথায় বিপুলা তবে বিরস কৈলা মন ॥
স্থমিত্রাব ক্রন্দনে বৃক্ষের পাত ঝরে ।
চান্দোর ক্রন্দনে জেন ভাঙ্গা ঢোল পড়ে ॥
স্থকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ।। করুন ভাটীয়ালি রাগ ।।

কান্দে সাধু পড়িয়া প্রমাদে ।
বিফলে পুজিল হর বিবুদ্ধি লাগিল মোর
লঘু কানি লাগিল বিবাদে ।।
সফরে বানিজ্যে গেল তাথে জত দুঃখ পাইল
বুকে বড় আছিল পাথর ।
তাহা হৈতে অধিক দুঃখেতে বিদরে বুক
পুত্র সুন্দর লক্ষিন্দর ।।
সঙ্গসারের ভিতর এত বড় দুঃখ মর
প্রিথিবিতে না রইল সন্তুতি ।
মনসার চরণ সিরে করি বন্ধন
ভকতিতে রচিল চন্দ্রপতি ।।

অপর লাচাড়ি ।। সুহিরাগ ।।

কান্দে চান্দো অধিকারি লোটাইয়া কান্দে ধূলি
আমা ছাড়ি গেলা জমপুরি ।
সবে এক পুত্র সার তাকে না দেখিব আর
বিদেশে কানিরে দিয়া ডালি ।।
মৈল পুত্র লক্ষিন্দর তাব বড় নাহি ডর
এবে চান্দোর টুটীল বড়াই ।
অপজস রহিল মোর ত্রিভুবন ভিতর
মুঞি হারিল কানির ঠাই ।।
জনমিলে মরন তারে লেখে কোন জন
অগ্র প্রচাত বিপরিত ।
অএ সিব সঙ্কর চান্দোরে সংহার কর
জিবনের কোন ছাব উচিত ।।
জগতগৌরির চরণ সিরে করি বন্ধন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায় ।
অষ্ট নাগের মাও জয় দেবি মনসাও
সেবকেরে হইবা স্বহায ।।

ত্রিতিয় লাচাড়ি ।। ধানসি রাগ ।।

বিবাহের সময় বেউলা কান্ধে ।
আলুইয়া মাথার কেস খসাইয়া ফেলাইল বেস
আইজ পদ্যা লাগিল বিবাদে ।।

সাত পাচ সখির মেলা কার সনে পাতিলা খেলা
কে তোরে করিল পরিহাস।
না জানিঞা তোর মাথে কে তুলিয়া দিল হাতে
তে কারণে হইল সর্ব্বনাস।।
বিপুলার ক্রন্দন সুনি সাহের চক্ষুর পড়ে পানি
হরিসাধু আন ডাক দিয়া।
ভগন্ধরা করিয়া বর পাঠাইমু লক্ষিন্দর
বেউলা ঝিরে না দিব বিহা।।
বেউলা বোলে সাহে বাপ চান্দো নহে কাল সাপ
দেবে জার না ধর্‌য়াছে টান।
ভগন্ধরা করিয়া বর পাঠাইবা লক্ষিন্দর
বিৰ্দ্ধ বসে পাইবা অপমান।।
বেউলা বোলে সাহে বাপ খণ্ডুক মনের তাপ
গুটিক আইয় দেও আমারে।
কথাবার্ত্তা যে এথা রাখ সদাগরের পুতা
আমী জাবত পুজি আসি পদ্যারে।।
জগতগৌরীর চরণ সিরে করি বন্ধন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায়।
অষ্ট নাগের মাও জয় দেবি মনসাও
সেবকেরে হইবা স্বহায়।।

দিসা।। পদবন্ধ।।

আইজ বিফল হইল ইরূপ জৌবন।
বিপদ কালে পদ্যা না দেয় দরসন।।
শূন্য হৈল ঘর শূন্য হৈল য়াস।
বাহুড়িয়া না জাইব জিবন নইরাস।।
না দেখিম বাপ ভাই অন্ধকার রাতি।
অগ্নি কুণ্ডে প্রবেসিব গলায় দিয়া কাতি।।
তবেত সুন্দরি বামা নাম পাড়াইমু।
ধর্ম্ম দড়ি দিয়া য়ামি পদ্যারে য়ানিমু।।
ধর্ম্ম দড়ি দিয়া য়ামী পদ্যা আনিব।
পদ্যারে য়ানিয়া আমী কর্ম্মে সিদ্ধী করিব।।
চিন্তিয়া সুন্দরি বামা পুন্যে কৈল সার।
প্রিথিবিতে আছে দেব ধর্ম্মা অধিকার।।

সিব্বানন্দে কহে বেউলার ক্রন্দন।
হের জায় পদ্যাবতি নহে অনেকক্ষণ।।
অনন্ত বাসুকি নাগ সেহ নাহি এথা।
ঝাল মাল নাই এথা জার সনে কহিবা কথা।।
সুন্য মন্দিরে বেউলা গিয়া করিবা কী।
আচ পাচল নাহি ঘরে আর ধোবা ঝি।।
আইজ সুভদিনে বেউলা তোমার বিহা দেখি।
বিলম্ব না কর ঘরে চল সসিমুখি।।
আইজ না পাইবা লাইগ ভাবিয়া দেখ চিন্তে।
মনসার চরণে গিত গাইল জগর্নাথে।।

পয়ার।।

দিসা।।

দড়ি ধরিয়া লইল লক্ষ ছাগল।
খাচা ভরিয়া লইল হংস কবুতর।।
মৈস মেস লয় আর হরিন কালসার।
আতব তণ্ডুল লয় পদ্যা পূজীবার।।
ঝোপা ভরিয়া লয় মিষ্ট নারিকেল।
চাপা অনুপাম কলা লইল য়নেক।।
ধুপ দিপ লয় আর গন্ধ ফুল।
পুজার বিধান তবে লইল বহুল।।
সঙ্গে করি লইলা বেউলা সখী পঞ্চজন।
পুরহিত সঙ্গে বেউলা করিলা গমন।।
বিপুলা য়াইল হেন নেতা বার্ত্তা পাইল।
পদ্মার আগে কথা কহিতে লাগিল।।
হের আইল বেউলা লইয়া সখীগণ।
আপনে নিরস্ত হইয়া আছ কি কারণ।।
তাহা সুনি পদ্যাবতি আনন্দিত হইল।
যত সব নাগ তথা ডাকিয়া য়ানিল।।
পদ্যা বোলে নাগগণ কর উপকার।
বিপুলাকে না দিয় বাড়িত য়াসিবার।।
আগে পষ্ট করি বিস্তর কহিয়।
তাহার পাছে তরা দ্বার ছাড়ি দিয়।।
চাইর দ্বারে চাইর নাগে নামাইল মাথা।
হেনকালে বিপুলা য়াইলেক তথা।।

নাগে বোলে বিপুলা অবধান কর।
আইজ যাসিছু বিপুলা মনসা নাহি ঘর।।
এহিখানে আসিয়া নারদ মনীবর।।
সিবের আদেশে পদ্যাক নিলেক সর্ব্বর।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

লাচাড়ি।। বেলয়ারি রাগ।।

একমন চিত্তে বেউলা নাগেরে বুঝায়।
অদন্ত পাগল হইলে কি করিব ন্যায়।।
বুদ্ধের সায়রি বেউলা জ্ঞানে পরিপাটী।
চাইব নাগেরে দিলা দুগ্ধ চাইর বাটী।।
দুগ্ধ কলা খাইয়া নাগ পড়িয়া গেল ভোলে।
দ্বার ছাড়ি দিল জাও নিজ পুরে।।
তাহা সুনি বিপুলা আগুসার হইল।
মনসার আগে গিয়া জয় জোকার দিল।।
মনসার কপটে ঘর অন্ধকার হইল।
তাহা দেখি বিপুলা লাগিল চিন্তিবার।।
ঘৃতের প্রদিব বেউলা দিল সারি ২।
পদ্মা পুজা করে দেখ বিপুলা সুন্দরি।।
সোনার আসনে দিলা সোনার ঘট বারি।
সতে ২ বলি লইয়া উতসর্গ করি।।
ছাগল মহিস বেউলা দিতে আছে বলি।
তথাপি পদ্যাবতি না চায় মুখ তুলি।।
বেউলারে দেখিয়া পদ্যার মনে দুখ।
ফিরিয়া বসিল পদ্যা হইয়া পশ্চিম মুখ।।
হংস কবুতর বেউলা দিতে আছে বলি।
তথাপি পদ্যাবতি না চায় মাথা তুলি।।
বেউলাবে দেখিয়া পদ্যার মনে দুখ।
ফিরিয়া বসিল পদ্যা হইয়া উত্তর মুখ।।
হরিণ কালসার বেউলা দিতে আছে বলি।
তথাপি না চায় পদ্যা বেউলারে মাথা তুলি।।
বেউলারে দেখিয়া পদ্যার মনে দুখ।
ফিরিয়া বসিল পদ্যা হইয়া পূর্ব্ব মুখ।।

ছাগল গাড়ুর বেউলা দিতে আছে বলি।
তথাপি পদ্যাবতি না চায় মাথা তুলি ।।
বেউলারে দেখিয়া পদ্মা আড়মুখ হইল।
হেন কালে সুন্দরি কহিতে লাগীল ।।
বেউলা বোলে সুন মাও অস্তিকের আই।
স্ত্রি বধ দিয়া মরিমু এহি ঠাই ।।
তালু কাটীয়া বেউলা লাগাইল বাতি।
স্তন্যের প্রদিপ দিল ঘৃতে জলে আতি ।।
বুকে হনে মাংস খসাইল রূহিনি।
জবা পুষ্প দিয়া বেউলা পুজিলা ভবানি ।।
পিষ্টের মাংস দিয়া পুজিলা খড়্গ।
সুখে জেন থাকে ঘর জত বন্দুবর্গ ।।
তথাপি পদ্যার উত্তর না পাইল।
স্ত্রি বধ দিতে কাটাবি হাতে লইল ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। করুণ ভাটীয়াল রাগ ।।

কেনে যাও না দেও উত্তর।
নিষ্টুর তোমার বুক দেখিয়া আমার দুখ
এক তিল দয়া নাহি তব ।।
স্তন কাটী লইনু হাতে রক্ত পড়ে ধাবাস্রোতে
তবু মোরে না হইল দয়া।
সুনগ অস্তিকের আই জদি মরে লখাই
ইহ লোকে না বসিমু বিহা ।।
জিবনের কিবা আসা ক্রুপা কর মনসা
না বাখিয আপনা খাখারী।
পুরূস বধ হইল তথা স্ত্রি বধ দিমু এথা
দেখ গলে ভেজাই কাটাবি ।।
গলায়ে কাটারি দিতে মনসা ধরিল হাতে
স্ত্রীবধ বারণ কারন।
হাসি বোলে পদ্যাবতি বুঝিলাম তোমার মতি
জিব লখাই স্তির কর মন ।।

পদ্মা দিল সঙ্খ জল জিব তব লক্ষিন্দর
হৃদয়ে লাগাইল কাটা স্তন।
এত সুনি মনসাব বানি হরসিত হইল পুনি
নারায়ণ দেবের সুবচন ॥

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

আপনে মনসা দিল দুই স্তন জোড়া।
দুই স্তন হইল জেন কনক কোটরা ॥
ডাহিনের স্তন নিঞা বামে লাগাইল।
এহি দোষে স্ত্রী জাতির বামা বুদ্ধি হইল ॥
সঙ্খ জল বিপুলা রাখিল জতনে।
বিদায় হইয়া বোলে পদ্মা বিদ্যমানে ॥
অষ্ট নাগেরে বোলে করিয়া প্রণতি।
আমার বিহা দেখিতে জাইয় মাসির সংহতি ॥
বিদায় হইয়া বেউলা কথ দুর জায়।
ফের আইস করি তারে বোলে মনসায় ॥
জেন সুমিত্রা তেন তাহার ঝি।
তোমার বিহা হইব জৌতুক দিব কি ॥
মনিময় দিলা বস্ত্রের অলঙ্কার।
পরিতে আনিয়া দিলা সোবর্ন্নের চাইর তাড় ॥
অনেক ঔসদ দিলা হস্তলেপন।
কালরাত্রি হয় জেন লখাইর মরণ ॥
বিদায় করিয়া বেউলা আইলা আপন ঘরে।
কহিল যতেক কথা সুমিত্রার গোচরে ॥
জেহি মতে জিবে লখাইর পরাণি।
সেহি মতে কহিল আসিয়া সুরধনি ॥
সুমিত্রা পাঠিয়া দিল একজনা চর।
সংঙ্খ জল ঢালে লখাইর সিরের উপর ॥
উঠিয়া বসিলা লখাই চান্দোর গোচর।
জয় ২ বাদ্য তবে হইল বিস্তর ॥
নাচিবারে সদাগরের হইল খেয়াল।
হেমতালে কান্ধে করি লাগে নাচিবার ॥

বিবাহ উপলক্ষে বেহুলার সাজসজ্জা ও বিবাহ অনুষ্ঠান

নিধিসুন্য কহিলা সাহের গোচর।
অবিলম্বে বিহা করুক বেউলা লক্ষিন্দর॥
তাহা সুনি সাহে রাজা হইলা হরসিত।
বিপুলারে বেস পরায় জে হয় উচিত॥
সূর্য্যমণ্ডল দুই জেন কর্ণের কুণ্ডল।
সুবন্তের চাকি বলি তাহার উপর॥
গলায়ে পরিল বেউলা নব লক্ষের হার।
বাহুতে পরিল বেউলা সুবন্তের চাইর তাড়॥
আভের কাকৈ দিয়া পাইট কৈল সিথি।
নাসিকা উপরে দিলা রত্ন গজমতি॥
তোড়ল-মল পরিলা নূপুর চরনে।
সংসার মুহিত করে বেউলার সাজনে॥
সুরং সুরমা দুই পরিলা নঞানে।
মুনিরাও মুহ জায় কটাক্ষ চাহনে॥
সিথিত সিন্দুর পরে সোনার পত্রাবলি।
বাহুটী পরিলা য়ার পায়ত পাসুলি॥
পরিধান করিল এক অপরুপ সাড়ি।
নানা মতে চিত্র যাছে তাহার উপরী॥
রিদয়ের দুই কুচ চন্দনে লেপীয়া।
কনক সিখরে জেন হেম য়ারপীয়া॥
আভের কাকৈ দিয়া আউলাইল চল।
ভাল খোপা বান্ধিলেক দিয়া পাবিজাত ফুল॥
বাঙ্গালি বেহার খোপা লাগিল বান্ধিতে।
টানিতে ২ নিল বাম কভো ডাইন ভিতে॥
সেহ খোপা বেউলা না দেখিয়া ভাল।
আর খোপা বান্ধে বেউলা বান্ধি পাইকের চাল॥
নববেহার খোপা না দেখিয়া ভাল।
দেবমহল খোপা লাগে বান্ধিবাব॥
পচিমা বেহার খোপা উষার ভাতি।
কেসের গোড়েত দিল সোনা রূপার পাতি॥
পঞ্চ পাটের খোপ মুক্তার খিচনি।
অন্ধকার রাত্রে জেন দিপ্ত করে মনী॥
বান্ধীল উর্ত্তম খোপা অদিক সুন্দর।
মধু মাসে দেখি জেন কামটুঙ্গি ঘর॥

চাইর দ্বার থুইল কুসুম বিকাস।
মধু লোভে ভ্রমরা না ছাড়ে তার পাস।।
বিচিত্র কাচলি দিয়া ঢাকে পয়ধর।
নানা সারে চিত্র য়াছে তাহার উপর।।
জেহিরূপে য়বতার করিয়াছে হরি।
সেহি মতে লিখিয়াছে নানা চিত্র করি।।
নরসিংহ লিখিয়াছে হিরণ্য বিদার।
বামন রূপ লিখিয়াছে বলি ছলিবার।।
কূর্ম্ম রূপ লিখিয়াছে অধিক সুন্দর।
ধবনি ধরি আছে পিষ্টের উপর।।
পরূসরাম লিখিয়াছে ধনু বান হাতে।
খেত্রিগণ সংহার হইল জেমতে।।
বামরূপ লিখিয়াছে অধিক সুন্দর।
বানবে বেড়িয়া লঙ্কা মাবিল রাবন।।
রাম কানু লিখিয়াছে তাহারা দুই ভাই।
সোল সত সিসু সঙ্গে মাটে রাখে গাই।।
বৈদ্ধ রূপ লিখি আছে তর্ত্ত জোগ সার।
এহি মতে নানা চিত্র আছে অবতাব।।
ডাহিন পাসের কাচুলির সুনিলা বিবরণ।
বাম পাসের কিছু কহিব এখন।।
বস্ত্রের উপরের চিত্র মন দিয়া সুন।
ঠাই ২ লিখিয়াছে কানাইর বৃন্দাবন।।
সেফালিকা লিখিয়াছে কুন্দ নাগেস্বর।
মালতি বঙ্গন আর যোড টগড়।।
সেতওড় রক্তওড় রক্ত করবির।
গন্ধরাজ সোভা করে তাহার উপর।।
ভাল ফুটিয়াছে ফুল আছে জাদগুণাল।
সেত উতপল তাথে সোভিয়াছে ভাল।।
জাতি যুতি আর নব রঙ্গ মাধুরি।
দ্রোন ধুতুরা আর সেত করবিরি।।
পলাস কাঞ্চণ সোভে চাপা সারি ২।
আর জত পুষ্প আছে কত কহিতে পারি।।
পসু পক্ষি লিখিয়াছে ভালুক বানর।
নানা মতে আছে কত পক্ষি জলচর।।
লক্ষি সরেস্বতি তাহারা দুই জন।
পঞ্চভূত লিখিয়াছে অনল পবন।।

সপ্ত দিপা লিখিয়াছে সপ্ত পাতাল।
রবি সসি লিখিয়াছে রাহু সনিকাল।।
সকল সাজন বেউলা হইল সাবধান।
হেন কালে সুমিত্রা কহে বিদ্যমান।।
আইজ হনে মাও কুলের বাহির হইলা।
তাহা সুনি বিপুলা কান্দিতে লাগীলা।।
হস্তলেপের সর্জ্য লইয়া বাটা ভরি।
বিপুলার আগে দিলা সুমিত্রা সুন্দরি।।
ভাল মন্দ জত কথা সকল বুঝায়া।
বাহির করে বিপুলারে অন্তসপট দিয়া।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া এক বুলিব লাচাড়ি।।

লাচাড়ি।। পঠমঞ্জরী রাগ।।

বাহির হইল সুন্দরি বেউলা পাটেত চড়িয়া।
হরসিত হইল লখাই বেউলারে দেখিয়া।।
দস জন মাল আইল কাছিয়া কাপড।
কান্দে করি লইল বর চান্দোর কোঙর।।
আগে লখাই পাছে বেউলা সাত পাক ফিরি।
লক্ষিন্দরে রাখিলেক পূর্ব্ব মুখ করি।।
অন্তস্পট দুব করি মুখচন্দ্রিকা।
সুভ দিনে বেউলা লখাই হইয়া গেল দেখা।।
সুমুখে বহিল বেউলা ঔসদ করিবার।
নানা মতে ঔসদ বেউলা লাগে করিবার।।
পুষ্প ছিড়ি ডাহিন বামে ফালাএ উড়াইয়া।
আর পুষ্প বিপুলা বসিল পাড়িয়া।।
সোহাগ কাজল বেউলা আচলেত ভরি।
লখাইর কপালে ছোয়ায় কনেষ্ট অঙ্গুলি।।
কাল সর্প হেন রে দেখিয়া লক্ষিন্দর।
ঢলিয়া পড়িল লখাই ছায়ামণ্ডব ঘর।।
প্রভু ২ বলি বেউলা আউজাইল কোলে।
বস্ত্র চাপি জিয়াইল সেহি সঙ্খ জলে।।
শুঞা বাছা ২ পৃষ্ঠে মারে চড়।
মরিছিল জিল তবে চান্দোর কোঙর।।

ধন্য ২ সর্ব্ব লোকে লাগে বলিবার।
ধন্য কন্যা জন্মিয়াছে সাহে রাজার ঘর ।।
দর্পন বদল কৈল সাহের কুমারি।
ডরে করি লইল বেউলা সাইজ ছয় কুড়ি ।।
লখাইরে ডেঞ্চোইয়া মাইজ ফেলায় চতুর্দিগে।
পানে করি হস্ত লেপন দিল পিষ্টে বুকে ।।
হেট মাথা হইয়া লখাই ডাহিন বামে চায়।
জয়ধরে লখাইর হাতে গামছা জোগায় ।।
গামছা লইয়া ঔসদ লাগে মুছিবার।
কন্যা বরে তোলা তুলি হইল সাতবার ।।
জোকার মঙ্গল পড়ে ব্যাল্লিস ধনি।
বিপুলা লখাই লইল পুষ্পের ছায়নি ।।
পঞ্চ সব্দি বাদ্য ধনি বাজে অতিসয়।
বেহুলা লখাইতে নামিয়া ছায়ামণ্ডব রয় ।।
নারায়ণ দেবে কয় পদ্যা অদিষ্টান।
সাহে রাজা আইল কন্যা করিবারে দান ।।

দিসা ।। পদ বন্দ ।।

আপনাব গোত্রাবলি নাম উচচারিয়া।
পঞ্চ হরিতকি দিয়া কন্যা উহসিয়া ।।
পালে ২ রাজহংস করিলেক দান।
সোনা রূপার দোলা দিল একসত খান ।।
কর্পূর সহিতে বাটা দিল এর বিদ্যমান।
পালকি আনিয়া দিল করিতে দেওয়ান ।।
বানির্জ্য করিতে দিল ডিঙ্গা সাতখান।
দুলিচা গালিচা দিল করিতে বিছান ।।
দাস দাসি দান কবিল বিস্তর।
অনেক আনিয়া দিল চুনিয়া পাথর ।।
সাঁচার ইস্কালি দিল বাজার হরি।
খেলাইতে আনিয়া দিল সোনার চেপা কড়ি ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার ছড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। ধানসি রাগ ।।

জামাই দান সম্বরিয়া লও।
জত আমাতে ছিল সকল তোমাতে দিল
বেউলা ঝি তোমাতে সপিলো ।।

আগে করে জত দান বামে সভা বিদ্যমান
জে দান করিতে আমি পারি।
তারনি গঙ্গার জলে পবিত্র করিল রে
দান কৈল এক সত ঝারি ॥
সোনা রূপার খট্টা দিল শুইবার বিছান পাইল
আর দিল সোনার মোহড়া।
সোনা রূপার জিন করি দান কৈল একসত ঘোড়া ॥
চম্পক নগরে ঘর চান্দো নামে সদাগর
দান পাইল প্রিতি জনা জনা।
জত দান সাহে কৈল সকলি লখাই পাইল
চান্দোমুখি পাইল আসি মোন সোনা ॥
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বর্ল্ল ব হয়
চান্দো দান ফেলায় সিচিয়া।
আমার রার্য্যেব লোকে উপহাস্য করিবেক লোকে
দানের মহিমা সুনিঞা ॥

১

অপর লাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

ভর্চিতে লাগিল সুমিত্রা সাউধালি—
দানের লাগি পাইলা অপমান।
সাত পাচ নহে মোব বিপুলা ঝি মোর
তাহাবে কবিলা কোন দান ॥
সোনা রূপার জে থাকে দেও নিয়া জামাতাকে
সুন্য দেও লিখিতে অপার।
ভাল চাইয়া একখানি তালুক দেও তুমি
থাকে জেন একসত খামাব ॥
জামাই না জায় জেন দেসান্তর না হয় জেন সদাগব
না করে জেন বানির্য্যেত মন।
জাবত জিয়ে মোর বেউলা লক্ষিন্দর
তাবত বসিয়া জেন খায় ॥
চান্দো বোলে সাহেরে পুত্র বধু ভাতে মরে
দান নিয়া সত্বর বেহাই।
ব্রাহ্মনে করূক রন্ধন পুত্রে করূক ভোজন
আমরা সকলে কিছু খাই ॥

জগতগৌরির চরণ সিরে করি বন্ধন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায়।
অষ্ট নাগের মাও জয় দেবি মনসাও
সেবকেরে হইয় স্বহায় ॥

বেহুলার বিবাহে তারকার রন্ধন

দিসা ॥ বন্ধন ॥

তাব পাছে করিল অগ্নি স্থাপন।
গণপতি আদি করি পূজে দেবগণ ॥
বিবাহের জত কার্য্য সকলি সম্বরিয়া।
তাহার পাছে কন্যা বর ঘরে গেল লইয়া ॥
বিছানে বসিলা লখাই বিপুলা সুন্দরী।
খির ভোজনের সর্জ্য করন্তি সাসুড়ি ॥
রন্ধনে তারকা রানি করিলা গমন।
আস্তে বেস্তে গিয়া চড়াইলা রন্ধন ॥
নব পাতিলে নিয়া তৈল ঘৃত ঢালে।
এক দিগ জাল দেয় নব মুখে জলে ॥
রন্ধন রান্ধে তারকা রন্ধনে না জানে আউল।
বামে বেঞ্জন ডাহিনে চড়ায় চাউল ॥
বেতআগ তলিত করে বাইঙ্গন বারমাসি।
পাট সাগ তলিত করে উদিসা উর্ব্বসি ॥
ঘৃতে ভাজিয়া কথ হেলের্চার সাখ।
জন্নে ভাজিয়া তোলে আর জত লাউয়েব আগ ॥
মুগ দিয়া মুগ দাইল আর মুগের বড়ি।
ঘৃতে ভাজিয়া কত তুলিল সিঙ্গাড়ি ॥
তিল দিয়া তিলুয়া আর তিলের বড়া।
তিল দিয়া রান্ধিলেক তিল কুমড়া ॥
মউয়া আলু কথ কাচা ২ কাটী।
মরিচ বান্ধিল চৈ দিয়া বাটী ॥
পাকা কলা কাটী রান্ধিল অম্বল।
জাহাব গন্ধে দেখি রান্ধনি পাগল ॥
পোর লতার সাখ আনিলেক জত।
আদা দিয়া তবে বান্ধিল সুখত ॥
নিরামিস্য বেঞ্জন হইল অবসেস।
মৎসের বেঞ্জনে কিছু করিল প্রবেস ॥

ভাজিয়া তুলিল কথ চিখলের কোল।
মাগুর মৎস দিয়া রান্ধে মরিচের ঝোল ॥
কৈ মৎস তলিত করিল বিস্তর।
মহাসৌল দিয়া পাছে রান্ধিল অম্বল ॥
মহাতৈল দিয়া ইচার রসলাস।
দেড় জোজন জায় বেঞ্জনের বাস ॥
রূহিতের মুণ্ডা দিয়া মাস দাইল করি।
রান্ধিল মরিচ তবে তারকা সুন্দরি ॥
আম দিয়া রান্ধিলেক আম্র কাতল।
ভাজিয়া তুলিল কথ চিথলের কোল ॥
পাবা মৎস দিয়া রান্ধিল সুখত।
আদা কাটীয়া তাহাতে দিল কথ ॥
বন্ধন রান্ধে তারকা কানের লড়ে সোনা।
আমচুর দিয়া রান্ধে সৌল মৎসের পোনা ॥
বওয়াল মৎস দিয়া রান্ধিলেক ঝাটী।
মরিচ সুকত রান্ধে করি পরিপাটী ॥
তেতৈল দিয়া অম্বল রান্ধিল খলিসা।
নানা বস্তু ভাজিয়া কথ তুলিল ইলিসা ॥
মৎসেব বেঞ্জন জদি হইল অবসেস।
মাংসের বেঞ্জনে কিছু করিল প্রবেস ॥
খাসির মাংস তোলে ঘৃতেতে ছাবিয়া।
হরিণেব মাংস কথ অম্বল রান্ধিয়া ॥
মেসের মাংস জত সুর্দ্ধ চাইয়া লইল।
তলিত মরিচ দুই বেঞ্জন রান্ধিল ॥
জত্ন করিয়া পাছে রান্ধে কবুতব।
তলিত মরিচ দুই হয় সমসর ॥
কাচুয়া কৎসবেব আম্বলি পাম্বলি।
সব বস রাখিয়া রান্ধে ঘৃতে তুলি ॥
মাংসের বেঞ্জন জদি হইল অবসেস।
পরমান্য পিটাতে করিলা প্রবেস ॥
কলসে ২ দুগ্ধ ঘন আবর্ত্তন করি।
রস বাস রাখি দিয়া মবিচের গুড়ি ॥
খিরিসা করিলা দুগ্ধ তাহাতে দিল গুড়।
মৈর্দ্ধে ২ দিল তথে রান্ধনিঞার ফোড় ॥
আলুবড়া চন্দ্রপুলি অদভুত কাতলা।
ঘৃতে ভাজিয়া তোলে জত মনহরা ॥

লাল বড়া চন্দ্রকান্তি আর পিঠা রুটী।
দুগ্ধ চুহি পাত পিটা ভরিলেক বাটী॥
ইসব রন্ধন জদি হইল অবসেস।
অবসেসে চর্ব্বুটেতে করিল প্রবেস॥
চলিল সুন্দর লখাই ভোজন করিবারে।
তার কথা কহি সুন সভার গোচরে॥
আড়রা চাউলের অন্য কথ পোড়া করি।
লখাইর থালে আনিয়া দিল তারকা সুন্দরি॥
তাহার সেসে আনিয়া দিল তলিত অষ্ট দস।
ভোজন করিতে লখাই না পাইল রস॥
তবে আনিয়া দিল সুখত পঞ্চসাত।
সোন্তোস না পাইল না খাইল ভাত॥
তাহার পাছে আনিঞা দিল মরিচ অষ্টদস।
মহা তিতা দেখিলেক আর নিমের রস॥
তাহার পাছে আনিঞা দিল অম্বল পাঞ্চসাত।
চৈয়ের পাত মহাকাল দেখিলেক অন্যতাথ॥
তাহার পাছে আনিঞা দিল পরমান্য পিঠা।
পাটের ফেস্তয়া দেখে আর ধান্য গোটা॥
একে ২ বর্জিত করিলা লক্ষিন্দর।
ভাল অন্যত আনিঞা দিল থালের উপর॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥

সুন ২ তারোকা সুন্দরি।
ভাঁড়িতে পারিবা লখাই করিয়া চাতুরি॥
কত পরিহাস কর মোরে॥—
আড়মুখে হাস হও যুবা নারি।
তোমারে জেন দেখি আমি নগরীয়া নারি॥
অন্ধ পরস ভাল উদল করি স্তন।
সে পুরুস নই আমি মজি জাইব মন॥
কাপড়খানি ভাল দিমু তার দসি।
তোমারে দেখি আমি রামনগরের দাসি॥

গুয়াখানি খাও ভাল দাতে খয়ারের রেখা।
নগরিয়া বেস্যা হেন তোমারে জায় দেখা॥
এক দিনের সমন্ধ নহে নহে অষ্ট চারি।
তেকারণে সই আমি খবে ই কাল সাস্তুড়ি॥
কামের কুমার আমি রসিক নাগর।
সাস্তুড়ি স্তনিঞা বুলিব জামাই ইতর॥
জেন হালের গরু তোমার নিজ পতি।
পর পরুস পাইযা তুমি পুরায় আরতি॥
জে মতে অন্য বেঞ্জন রান্ধিয়াছ তুমি।
তাহার প্রতিফল দিতে পারি আমি॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার দাসে।
তারকা লজিত হইল লখাইর পরিহাসে॥

অপর লাচাডি॥ সুহি রাগ॥

ভর্শচীতে লাগিল লক্ষিন্দর।
তুমি কন্যা বড়ই ইতর॥
কোন ঢাব সামনা ধর বাইঙ্গন সিঞ্জাতে নাব
নারি কুলে বের্থ জর্ম্ম তর॥
জাব জেহি কুলে জর্ম্ম না জানিলা কুন কর্ম্ম
কুল নিন্দা হয়েত তাহার।
নারিঞা হইযা জর্ম্ম না জানিস কুন কর্ম্ম
নারি কুলে রাখিলি খাখার॥
রন্ধন না জান তুমি সকল সিখাব আমি
জদি যাও আমার ঘরে।
না জানসি রন্ধন সিখাইব সকল কর্ম্ম
গুরু করি মানিঞ আমারে॥
জেবা রান্ধিছ্ বেঞ্জন সেহ হইছে অলৈবন
কথ পুড়ি হইছে ছাই।
তবে বান্ধিছ্ অম্বল খানি তাথে দিছ অনেক পানি
সাতুরিতে পারে বিলাই॥
জার জে কুলে জর্ম্ম না জিলা কুন কর্ম্ম
কুল নিন্দা হয়েত উচিত।
দ্বিজ জয়রামে কয় ভস্‌চিলা জে মহাসএ
বানিয়ার মায়া বড়ই রসিক॥

নারীগণের হাস্যপরিহাস ও বাসিবিবাহ

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

একে ২ বর্জ্জিত কৈলা লক্ষিন্দর।
ভাল অন্য আনিঞা থালের উপর ॥
প্রথমে আনিঞা দিল তলিত অষ্টদস।
ভোজন করে লক্ষিন্দর পায় বড় রস ॥
তাহার পাছে আনিঞা দিল সুখত পাঞ্চসাত।
সোন্তোসে লক্ষিন্দর ভুঞ্জিলেক ভাত ॥
তাহার পাছে দিল মরিচ অষ্টদস।
ভোজন করিতে লখাই পায় বড় রস ॥
তার পাছে দিল নিঞা অম্বল পাচ সাত।
আনন্ধে লক্ষিন্দর ভুঞ্জিলেক ভাত ॥
তার পাছে দিল পরমান্য পিঠা।
দধি দুগ্ধ দিল নিঞা জত দ্বির্ব্ব মিটা ॥
সোন্তোসে লক্ষিন্দর করিলা ভোজন।
সোনার ডাবর পাতি করিলা আচমন ॥
সোনার খড়ম লখাই দুই পায়ে দিয়া।
সয়ন ঘরেতে লখাই জায়ত চলিয়া ॥
সেহিত ঘরের দ্বার সোবন্তের নির্ম্মাল।
ব্রম্মায়ে না জানে তাহার কহিতে রাখাল ॥
দ্বারে দুই সিংহে ধরিছে জোগান।
পুস্তুনিঞা মউরে ধরিছে পেখন ॥
হস্তিয়ে ২ সুর্দ্ধ দাতে ২ ঠেলা।
জাহার জে স্ত্রির সঙ্গে ভুঞ্জে রতি-কলা ॥
সেহি ঘরে লক্ষিন্দর আসিয়া মিলিলা।
সোনার পালঙ্গে গিয়া গাও গড়াইলা ॥
এথায়ে তারোকা নারি কোন কর্ম্মা করে।
বিপুলারে লইয়া পাছে চলিল সত্তরে ॥
কোন নারি লইলেক গঙ্গাজল ভরি।
কেহ লইল পুষ্প মালা আগর কস্তুরি ॥
বাটা ভরি গুয়া পান লইল তখন।
লখাইর নিকটে জায়া দিল দরশন ॥
বিপুলারে নিঞা লখাইর বাম পাসে থুইয়া।
অঙ্গের বসনখানি ফেলাইল খসাইয়া ॥

হাত বাড়ায় তারে কোরে ধরিবারে।
চুলাচুলি করে তারা নারি সকলে॥
কাহার খসিল কেস কাহার বসন।
বিবসন হইয়া রহে জত নারিগণ॥
গুরুগর্ব্বিত করিয়া কাহাক না মানে।
একজনের কাপড় ধরি তিন জনে টানে॥
আস্তে বেস্তে উঠিয়া কেহ বুকে মারে চড়।
অন্তরে ২ রহে কেহ নাহিক কাপড়॥
মহাঅষ্টমী দিন মদন ধামালি।
কৃষ্ণসনে খেলা জেন খেলে গোপনারী॥
রক্ত চন্দন লইয়া বাটা ভরি।
লখাইর মুখেত মেলি মারে তারোকা সুন্দরি॥
সেহি চন্দন লখাই লইয়া কৌতুকে।
মেলিয়া মারে লখাই তারোকার মুখে॥
চিটুয়াল গরুএ করে জেন রাখালে বিড়ম্বণ।
হেন মতে খেলা করে জত নারিগণ॥
তারোকা বোলে লখাই সুন আমার বচন।
আমা সমাইর অপরাধ খেমা কর মন॥
কোমল কলিকা হয় বেউলার জৌবন।
কি দিয়া তুসিব দেখ ভ্রমরার মন॥
জদি ভ্রমরার ভাল হইব কাল।
বুঝিয়া পুষ্পের মধু করিবেক পান॥
আখির ঠারে তারোকা সকল বুঝায়া।
ঘরে গেল তারোকা সখিগণ লইয়া॥
কামে কাতর লখাই সহস্তে না পায়।
হাতে ধরি বিপুলারে উরেত বসায়॥
লখাইর বচনে বেউলার বদন সুখায়।
কাতর হইয়া লখাই আলিঙ্গন চায়॥
বেউলা বোলে সুন প্রভু কহি তোমার ঠাই।
মোর সত্য ভঙ্গ কর ধর্ম্মের দোহাই॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়ি বলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি ॥ ধানসী রাগ ॥

এড় প্রভু কাম জঞ্জালি ।
সকল গুষ্টির মাঝ সুনিলে পাইবা লাজ
ইকোন তোমার ঠাকুরালি ॥
প্রিয়া দেও মোরে আলিঙ্গন খুদায়ে আকুল মন
অহি ভিক্ষা মাঙ্গম তোর ঠাই ॥—
বেউলা বোলে প্রভু তুমি তোমাকে বুঝাব আমি
বুদ্ধি জ্ঞানে তুমি বৃহস্পতি ।
খেমাতে করিয়া চিত্য লোব কর কর মুহিত
প্রভু খেমা কর না মাঙ্গ ছুরতি ॥
লখাই বোলে সসিমুখি তোর রূপ জোবন দেখি
রূপে গুণে ভুঞ্জি আনন্দীতা ।
স্বামির বাক্য নিন্দা করি তাড় নানা ছল করি
তরে কোন ছারে বোলে পতিব্রাথা ॥
দুই হস্ত জোড় করি বিস্তর কাকুতি করি
বোলে বেউলা স্তুতি বচনে ।
মনসার চরণ সিরে করি বন্দন
বিপ্র জগর্নাথে ভূনে ॥

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

বেউলার বদনে চুম্বন দিলেন প্রচুর ।
লখাইর গালে লাগিয়াছে বেউলার সিখের সিন্দুর ।
অধরের মৈদ্ধে জেন শোভে বানির ফুল ।
নয়ান কাজল গালে বিস্তর লাগিল ॥
বেউলার কাজল লখাইর লাগিয়াছে গালে ।
সোসধর জিনিঞা জেন অতি সোভা করে ॥
আকাসে লাগিছে জেন চন্দ্র গ্রহণ ।
বেউলা বোলে সুন প্রভু আমার বচন ॥
আজুকার মতে প্রভু খেমা কর মন ।
দুইজন হইলা নিদ্রায় অচেতন ॥
এহিমতে সুখে নিদ্রা জায় পুরন্দর ।
সভাপতিক দেউকা বর দেব গদাধর ॥
এক রাত্রি ছিলা লখাই ফুলের বিছানে ।
হাতে ঝারি করিয়া লখাই উঠিলা বিহানে ॥

মুখ পাখালিয়া লখাই বসিলা দরবারে।
পুরহিত আইল বাসি বিহা করাইবারে ॥
বেদিকার নিজ স্থানে আইলা লক্ষিন্দর।
সারি ২ নারিগণ দাড়াইল বিস্তর ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া এক বুলিব লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ সুহি রাগ ॥

জয় ২ বাসি বিহা লখাই বেউলার হয়।—
কুপিয়া বাসের কুঞ্চি মনি মুক্তা প্রবাল সিছি
বেদি বেড়ি বিচিত্র আলিপন।
বাটি গিলা আমলকী লখাই বেউলার গায়ে মাখি
স্নান করায় জত নারিগণ ॥
সোনার ঝারী ধরি নানা তির্থের জল ভরি
ঢালে লখাইর সিরের উপরে।
পাদ্য অর্ঘ আচমন অর্ঘ করি স্থাপন
বেদ মন্ত্র পড়ে দ্বিজবরে ॥
খাচিয়া পুখরি খানি ঢালিয়া ঝারির পানি
কড়া তোলা করে সাতবার।
সাহের পুরহিত আনন্দে নির্ত্ত গিত
কড়া তোলা করিল সাতবার ॥
ধরিয়া লখাই বেউলার হাত বেদি বেড়ি সাতপাক
সুমক্ষ করে সাতবারে।
নিঞা ঘরে উজানির জত নারি দাড়াইল সারি সারি
চারি ভিতে জয় ধ্বনি পড়ে ॥
মনসার চরণ গতি গাইল গাঞীন চন্দ্রপতি
পদ্মা পরে অন্য নাহি গতি।
জে জনে পদ্মা পূজা করে ধনে পুত্রে দিবা তারে
সেবকেরে হইবা অব্যাহতি ॥

চাঁদসদাগরের স্বদেশে প্রত্যাগমন

দিসা ॥ পয়ার ॥

এহি মত ঘরে গিয়া করে সুখেলা।
সাতবার ঢালিল লখাই ঘুচাইল বিপুলা ॥
তেড়ার ভাই হয় নাম তার লেঙ্গা।
সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর তার বাম জঙ্গ ভাঙ্গা ॥

নারিগণে ধরিয়া তারে মারে ঠেলা।
উভত হইয়া বেটা তখনে পড়িলা ।।
তবে কষ্ট মনে লখাই জায়েত চলিয়া।
বিপুলা রাখিলা তারে আচলে ধরিয়া ।।
গুয়ার বাট্টা আগে দিয়া কৈলা নমস্কার।
দ্বিজে বোলে দিবা লখাই কি ২ অলঙ্কার ।।
তাহা সুনি বুলিলেক কোমল বচন।
দুই বাহুত দিব আমি সোনার কঙ্কন ।।
লখাই বেউলার কথা রহুক এহি মতে।
চান্দোর কথা কহি স্তন এক মন চিত্তে ।।
চান্দো বোলে বেহাই সুন আমার উত্তর।
বিদায় পাইলে আমি জাই আপন ঘর ।।
হুসেন হাসনের নিকটে আমার পুরি।
না জানি রাজ্যেত কিবা হইল ডাকা চুরি ।।
সিগ্র পাটায়া দেও তোমার কুমারি।
তাহা সুনি সুমিত্রা লাগিল কান্দিবারি ।।
আমাকে এড়িয়া তুমি জাও আপন ঘরে।
তোমারে না দেখিয়া মরিমু সত্তরে ।।
এত দয়ার তুমি বিপুলা সুন্দরি।
আমাকে এড়িয়া জাও কি বুলিতে পারি ।।
জেষ্ট ভাই কান্দে আর মাও সৎমাও।
সুমিত্রা সুন্দরী কান্দে ভূমিতে দিয়া গাও ।।
সুকবি নারায়ণ দেবেব সরস পাচালি।
পয়াব এড়িযা বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। সুহি রাগ ।।

সাহে বানিয়া কান্দে কোলে লইয়া ঝি।
ঘর সন্য করিয়া জাও চাহিমু গিয়া কী ।।
ডাক দিয়া আন দ্রুত খেলার সখিগণ।
আইসে না আইসে বেউলা মায়া হউক দরসন ।।
সাহে রাজা কান্দে বেউলারে কোলে তুলি।
হিঙ্গুলালি বাসরে মোর কে করিব ধামালি ।।
সাহে রাজা কান্দে বেউলার মুখ চাইয়া।
নাগের বাদুয়ার ঠাই তোমারে দিনু বিহা ।।
এহি জে দারুন দুঃখ রহিল মোর চিত্তে।
মনসার চরণ গিত গাইল হরি দত্তে ।।

অপর লাচাড়ি ।। করুণ ভাটীয়ালি রাগ ।।

মোব বেউলা কে লইয়া জায় ।
সুন্য করি মোর ঘর লই জায় দেসান্তর
কি মতে ধরাইব কাল মায় ।।
সাত পুত্র প্রসবিনু অবসেসে তোমা পাইনু
পদ্মাতে বুঝিয়া লইনু বর ।
কেনে কলাই খাইল অন্ন তুমি কর রন্ধন
কি মতে বঞ্চিবা জামাই ঘর ।।
সসুর সাসুড়ির ঘর তাকে জেত থাকে ডর
না লঙ্ঘিয় জামাইর বচন ।
পতিব্রতা করি তবে ঘুসিবেক সংসারে
জদি ভজ স্বামির চরণ ।।
বাপের চরণ ধরি বিদায় মাগে সুন্দরি
মায়েকে প্রণাম হয় সেসে ।
সতেক বৎসর জিয় সাত নাতির মাও হইয়
সিন্দুর পরিয় পাকা কেসে ।।
দোলায়ে চড়িল বেউলা হস্তিয়ে চান্দো বান্যা
চৌদোলে চড়িল লখিন্দর ।
মিলিল জতেক ঠাট আসিলেক নাও ঘাট
নাবায়ণ দেবের সুরচন ।।

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

সাহের বাড়িব কথা রহুক এহি মতে ।
চান্দোর কথা কহি সুন এক চিত্তে ।।
প্রচণ্ডের দেসে দিয়া হইল আগুসার ।
প্রচণ্ডের বেটা আইল চান্দোরে ভেটিবার ।।
দুহে মিলি হইলেক একত্র মিলন ।
তথাতে রহিয়া কৈল রন্ধন ভোজন ।।
বিদায় করিয়া পাছে জায়েত চলিয়া ।
নাটে গিতে জায় সাধু পঞ্চসব্দি বাজাইয়া ।।
নির্ত্তকিএ নির্ত্ত করে পাইকে ঢাল পাচে ।
হস্তি ঘোড়া লস্কর জত জায় আগে পাছে ।।
সেহ রার্য্য ছাড়াইল পরম হরিসে ।
পাইকহাটী ছাড়াইল আখির নিমিসে ।।

সেহ মাটী ছাড়াইয়া জায় সদাগর।
কথ দূর হাটীয়া পাইলা শ্রীপুর নগর ॥
কামারপুর নগর হাতের বাম করি।
মুক্ষ সন্ধ্যা কালে পার হইল গুঞ্জড়ি ॥
চর পাঠিয়া দিলা সনকা গোচর।
আসিয়া কহিতে লাগে বাড়িব ভিতর ॥
হের আইল সদাগর পুত্র বধু লইয়া।
তাহা স্তনি সোনকায আনন্দিত হয়া ॥
বহুসবা পাতিল সোনাই সখিগণ লইয়া।
সাজিয়া রহিল তবে আনন্দিত হয়া ॥
ঘৃতেব প্রদিব সোনাই লাগাইল সাবি ২।
তাহার তেজে উত্তম সোভা করে সেই পুরি ॥
লক্ষিবিলাস সাডি নিয়া ভূমিতে পাতিয়া।
তাহার উপরে রম্ভা ফল ঠাই ২ থুইয়া ॥
জিরা চাউলে সোনাই মোচা বান্ধিয়া।
তাহাব উপরে বৈসে সোনাই সাবধান হইয়া ॥
এহি মতে সোনকা আছে সেই খানে।
হেন কালে চান্দো আইল সোনাই বিদ্যমানে ॥
আগে হাটী আইল লখাই পাছে বিপুলা।
পুত্রবধু দেখি সোনাই মুর্ছিত হইলা ॥
স্তকবি নারায়ণ দেবেব সরস পাচালি।
পযার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ধানসী রাগ ॥

দেখিয়া বধুর রূপ সোনাই হরসিত।
আজিকার কালরাত্রি কিবা হয়ে বিপরিত ॥
কেসে কেসরি বধূ আউলাইয়া কবরি।
মৃত্তপ পাটের থোপ খোপা সারি ২ ॥
সিংহ জিনি মাজা ক্ষিনি কভো নহে আন।
পুন্নিমার চন্দ্র যেন মুখের নির্ম্মান ॥
হংস গমনি বধু মৃগ লোচন।
হেন রূপ মনুষ্যে নাহি ত্রিভুবন ॥
কিবা দৈবের নির্ম্মানে গঠিছে কর্ম্মকারে।
তিলমাত্র দোস নাহি ইহার সরিরে ॥
সোনার খাট পালঙ্ক সাজিয়া ফেলাইয়া।
ই পঞ্চ মানিক্য ফেলায় মুখখানি নিছিয়া ॥

ডাহিনে লখাই বামে বধু সোনাই আনন্দ অপার।
চারি পাশে নারিগণে দেয়ন্তি জোকার।।
গাইল গাএন চন্দ্রপতি মনসা দেউকা বর।
বহু পরিচারকে সোনাই লোহার বাসর।।

লোহার বাসর ও মনসাদেবীর কোপ

দিসা।। পয়ার।।

ঝারি ভরি আনিয়া খুইলা গঙ্গাজল।
ঝোপা ধরিয়া সোনাই খুইলা নারিকল।।
সর্পের ঔসদ তবে খুইলা ভারে ২।
একসত নাগে তারে কী করিতে পারে।।
পুসনিয়া চাইর বেজি খুইলা মেড়ের কোনে।
কি করিতে পারে তারে নাগের পরানে।।
সোনাই বোলে সুনি যাও সাহের কুমারি।
আইজ জদি লখাই রাখিবারে পারি।।
আইজের ভিতরে জদি না মরে লখাই।
ইহলোকে লখাইর আর মির্ত্তু নাই।।
এহি বুলি সোনাই ঘরের বাহির হইল।
শ্রীখণ্ডি কপাট সোনাই দ্বারে লাগাইল।।
এত কহি সোনকা তথা হনে গেল।
হেন কালে চান্দো আসি তথাতে মিলিল।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

বড়ারি রাগ।।

মাণ্ডসের বাহিরে থাকি চান্দো বুলিল ডাকি
সুন মাও সাহের কুমারি।
জাগিয়া আজুকার রাতি রাখ তোমার নিজপতি
জাগিলে ঘর কর নাহি চুরি।।
চান্দো বোলে প্রহরি ভাই সাবধানে সমাই
জদি রাত্রি পার রাখিবারে।
সকল সোবস্তু দিয়া তাড় খাড়ু গড়াইয়া
গায় ২ দিব সকলেরে।।

প্রহরির সরদার বংসধর নাম তার
প্রবোধিয়া লাগে বুলিবারে।
অগ্নি পানি সাপ বাগ নিকটে পাইলে লাগ
তারা পুনি অবশ্য সংহারে ॥
নিরঞ্জন যুতির্ম্ময় ত্রিভুবনে মহাশয়
চরাচর জতেক সংসারে।
রবি সসি আদি করি আপনে জে শ্রীহরি
নির্ব্বন্ধ কেহ খণ্ডাইতে না পারে ॥
চান্দো বান্ধিয়া লোহার ঘর তাথে থুইয়া লক্ষিন্দর
তাথে কেবা কি করিতে পারে।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
নেতা লাগে পদ্মাকে কহিবারে ॥

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

নেতা বোলে পদ্মা নিশ্চিন্ত আছ কেনে।
আপনার বুলি তুমি না বুঝ আপনে ॥
লোহাব ঘর বান্ধি আছে চান্দো সদাগব।
পুত্র বধু থুইয়াছে তাহার ভিতর ॥
কাল রাত্রি মৈদ্ধে জদি না মরে লখাই।
ইহলোকে লক্ষিন্ধরের আর মির্ত্তু নাই ॥
জেন মতে কার্য্য সিদ্ধি হয় আপনার।
তাহার অনুরূপ কার্য্য চিন্তহ প্রকার ॥
পদ্মা বোলে ধাগাই সুন আমার উত্তর।
চৌরাসি জোজনের নাগ আনহ সত্তর ॥
পদ্মার আদেসে নাগ তখনে চলিল।
জথা তথা নাগ আছে সাড়া দিয়া আইল ॥
হিমালয় কৈলাস দুই পর্ব্বত যুড়িয়া।
সদায় তক্ষকে থাকে লাঙ্গুড়ে জড়িয়া ॥
জাহার নাসিকার স্বাসে এক নদ বয়।
পরসিলে ভস্ব হয় দরসনে নাহি রয় ॥
তিন কুটী নাগ সঙ্গে করি লইয়া।
পদ্মার আগে আসি নাগ রহিল দাড়াইয়া ॥
মাহিন্দ্র পর্ব্বত হনে আইসে মুনিরাজ।
আষ্ট কুটী নাগ লইয়া জাহার সমাজ ॥
জথা থাকে মুনিরাজ নাহি দিবা রাতি।
রবি সসি টলে জার মনির দেখি জুতি ॥

অনন্ত পর্ব্বত ছাড়ি অনন্ত ধামাই আইসে।
গাছ পাথর ভাঙ্গে গায়ের বাতাসে।।
মাথার উপরে তার সতে ২ ফনা।
মুখে হনে অগ্নি জেন পড়ে কোনা ২।।
চাইর কুটী নাগ জাহার বাচ্চা ২।
পদ্মার আগে চলিয়া আইল নাগরাজা।।
তাহা দেখি হরসিত জয় বিসহরি।
লক্ষ চুম্ব দিল তাহার বদনেত তুলি।
বিন্দূ পর্ব্বত হইতে আইল অজাগর।
মুখখান দেখি জেন পাতাল গভর।।
আসিতাল হয় সে আড়ে পরিসর।
ব্যাল্লিস জোজন হয় তার সবির দিঘল।।
চল্লিস কুটী নাগ সঙ্গে করি লইয়া।
পদ্মার আগে আইল নাগ মাও ২ বুলিয়া।।
পলাস নদির তিরে কির্ত্তিকা নাগ বৈসে।
পদ্যার আগে আইল নাগ পরম হরিসে।।
পাতালে হনে বাসুকী আইলেক ধাইয়া।
নয় লাখ নাগ দেখ সঙ্গে কবি লইয়া।।
পদ্মার আগে নাগ মিলিল আসিয়া।।
মন্দার পর্ব্বত হনে তক্ষক আসে রোসে।
কতবা তক্ষিনি নাগ তাহার সঙ্গে আইসে।।
লোহ্মা ঢেমসা চলে বোড়া বিঘতিয়া।
সেত উৎপল চলে নাগ কালিয়া।।
উইয়া উপনিয়া চলে সুইয়া সুতনিয়া।
আইয়া আগুলিয়া চলে টেয়া চক্ষুরিয়া।।
সেত নেত নাগ চলে জোগান ধরিয়া।।
সেত কমল চলে পরল জলচর।
সেওয়া নেওয়া চলে বড়ই প্রখর।।
অলুয়া নলুয়া চলে খইয়া ব্রহ্মজাল।
কালু পাড়ু চলি আইসে আর কাসুতাল।।
লড়িয়া দাড়য়া চলে নাগ উজিয়াল।
বিকট কর্কট চলে আর উদয়কাল।।
আকামুঞা বাকামুঞা নাগ ধর্ম্মপাল।।
সবাই চলিয়া তবে আইলা পদ্মার আগ।
পর্ব্বতিয়া ধামলা চলে নাগ কালা সোনা।
ঠাঙ্গর ঠাঙ্গরা চলে অদ্ভুত পবনা।।

খড়িয়া মড়িয়া চলে নাগ পক্ষির বাজ।
চলিলেক দাড়াচিয়া নাগের সমাজ ॥
চিত্রা বিচিত্রা চলে গুহিয়া মুড়লিঞা।
নেউটীয়া কেউটীয়া চলে নাগ কুণ্ডলিয়া ॥
বেড়ান ভুজঙ্গ বাজ নাগ স্বর্ঘীনি।
তিলুয়া বিলুয়া চলে ভূত নাগিনি ॥
অন্ধীকেউ কালকেউ নাগ সঙ্খমুখা।
কাচলিয়া যাবগুয়া য়াড়াইল বেকা ॥
চৌরাসি জোজনের নাগ আইল চলিয়া।
পদ্মার আগে রহিল গিয়া পাটোয়ার দিয়া ॥
খাল ঝোর বেড়িয়া নাগের পাটোয়ার।
হেন কালে মনসা জে লাগে বুলীবার ॥
পদ্মা বোলে নাগ সব হইয়া সাবধান।
কোন নাগে য়ানিঞা দিবা লখাইর পরাণ ॥
তাহা স্তনি বুলিলেক নাগ মাধবিয়া।
লখাইরে আমি দেখ দিব ডংসিয়া ॥
বিসের ঝাপনি পদ্মা খসায়া তখনে।
বিস জুখিয়া দেয় নাগের সদনে ॥
তিন তোলা বিস নাগে কবিয়া ভক্ষন।
আপনার মনে নাগ করয় গমন ॥
গির চাইলায় হুমালী খেলায়।
কখ দুর গিয়া নাগ তাহাব লাগ পায় ॥
বিস খুইয়া পাচে সাহস কৈল বড়।
দক্ষিণ চরণে গিয়া মারিল কামড় ॥
হারৈলে পাইয়া বিষ খাইল সত্তর।
নেউটিয়া গেল নাগ পদ্মার গোচর ॥
মুঞি গীয়াছিলান সাও চম্পক নগর।
চরি প্রহরি তাখে জাগয় বিস্তর ॥
ধ্যান করি পদ্মা বুলিল নাগেরে।
মায়া কবি আইলা নাগ যামাক ভারিবারে ॥
আছিলা মাধপ নাগ হউ মাটীয়া।
বল কামলায় জেন ফেলায় কাটীয়া ॥
তবে করাতিয়া নাগে মাথা লাগাইল।
চারি তোলা বিস পদ্মা নাগের ভরে দিল ॥
চারি তোলা বিস নাগে করিয়া ভক্ষণ।
গর্যিয়া জে নাগবর করিলা গমন ॥

পক্ষীর ছাও দেখিলেক গাছের উপর।
তাহা দেখি নাগবর হইল বিকল।।
বিষ থুইয়া গেল তবে ছাও খাইবারে।
অঞ্জনায় পাইয়া বিষ খাইল সত্তরে।।
তাহার সেষে গেল নাগ পদ্মার গোচর।
মুঞী গিয়াছিলাম মাও চম্পক নগর।
ধ্যান করি পদ্মা বুলিলা নাগেরে।।
মায়াপাতি য়াইলা নাগ য়ামাক ভাড়িবারে।।
য়াছিলা করাতিয়া নাগ হউ গিয়া বোড়া।
রাখালেব লড়িয়ে জেন ভাঙ্গে ঘাড় মোড়া।।
সাপ পাইয়া নাগবর অন্তর হইল।
তাহার পাছে পদ্মনাগ মাথা নামাইল।।
পাচ তোলা বিষ নাগ করিয়া ভক্ষণ।
হরসিত মনে নাগ করিলা গমন।।
নদ নদী ছাড়াইল কন্ধের সরবর।
বেঙ্গা বেঙ্গির দেখে বাজিছে কন্ধল।।
বেঙ্গারে ধরিয়া বেঙ্গি লাগিছে কাঁলাইবারে।
তাহারে দেখিয়া নাগে আনন্দ অন্তরে।।
বিষ খুইয়া নাগ গেল বেঙ্গ ধরিবারে।
গুহিলে পাইয়া বিষ খাইল সত্তরে।।
বেঙ্গার মতে বেঙ্গি গেল গুহিলে খাইল বিষ।
বিষ হারাইয়া নাগ হইল হরদিস।।
নেউটিয়া গেল নাগ পদ্মার গোচর।
কহিতে লাগিল নাগে কমল উত্তর।।
মুঞী গিয়াছিলাম মাও চম্পক নগর।
চকি প্রহরি তাতে জাগে থরে থর।।
ধ্যান করি পদ্মাবতি লাগে বুলিবারে।
মায়া পাতি য়াইলা নাগ য়ামা ভাড়িবারে।।
আছিলা পদ্ম নাগ হউ লোদা বোড়া।
নগরিয়া ছাওয়ালে জেন ভাঙ্গে ঘাড় মোড়া।।
সাপ পাইয়া নাগ তবে অন্তরে রহিল।
তাহার পাছে কেউটিয়া মাথা নামাইল।।
ছয় তোলা বিষ নাগে কবিয়া ভক্ষণ।
আপনার মনে নাগ করিল গমন।।
সরোবরের তিরে নাগ জায়ত চলিয়া।
ধিয়াড়িত মৎস দেখে রহিছে বাঝিয়া।।

বিস থুইয়া মৎস্য গিয়া করিল ভক্ষণ।
সিংহ মৎস্যে পাইয়া বিষ করিল গ্রহণ॥
কষ্ট করি নাগ ধিয়াড়ির বাইর হইল।
নেউটিয়া নাগ পদ্মার আগে গেল॥
মুঞী গিয়াছিলাম মাও চম্পক নগর।
চকীপ্রহরি তাথে জাগে থরে থর॥
ধ্যান করি পদ্মাবতি বুঝিল নাগেরে।
মায়া পাতি য়াইলা নাগ আমা ভাড়িবারে॥
আছিলা কেউটিয়া নাগ ভঙ্গ দিয়া জাও।
খালে বিলে গিযা তুমি মৎস্য ধরি খাও॥
সাপ পাইয়া নাগবর অন্তব হইল।
তবে আর চাইর নাগে মাথা লামাইল॥
সেত কমল আর অদ্ভুত পবনা।
ধোড়ারে সঙ্গে করি জায় চারিজনা॥
সিগ্র চলিয়া গেল চম্পক নগব।
ফিরিয়া চাহিল নাগ কনিক ভিতর॥
কোন প্রকারে কিছু করিতে না পারে।
পুনরপি গেল নাগ পদ্মার গোচরে॥
ধোড়া বলে স্তন মাও আমার উত্তর।
তোমার আজ্ঞায়ে গেলাম চম্পক নগর॥
লাঙ্গুড়ের বাড়িএ কথ মারিলাম লস্কর।
মেড় ঘর তুলিয়া আনো তোমার গোচর॥
পদ্মা বোলে জানি ধোড়া তোমাব জত বল।
মায়া পাতি আসিয়াছ আমার গোচর॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ করুণ ভাটিয়ালি রাগ॥

কান্দে নরনাগমাতা ভাবিয়া অন্তর।
জিনিতে না পারিলাম আমি বান্দুয়া সদাগব॥
তিন প্রহর রাত্রি জায় আছে এক প্রহর।
রজনি পহাইলে লখাই হইব অমর॥
উনকুটী নাগ আমি আছাড়ে মারিমু।
চান্দোর বিবাদে আমি পাতালে পসিমু॥
বেটা নিরবধি গাইল পাড়ে বেঙ্গখাউকা কানি।
কত বা সহিব আমার দেবের পরানি॥

বিপাকে ঠেকিল নেতা কিবা হয়ে জানি।
চান্দোর দাসি কর্ম্মা করি রহিয়া খাইব পানি ।।
গাইল গাএন চন্দ্রপতি মনসার দাসে।
মরিবেক লক্ষিন্দর চন্দ্রধরের দোষে ।।

অপর লাচাড়ি ।। ভাটীয়ালি রাগ ।।

মুঞী বিবাদ করিনু অকারণ।
চান্দোর নামে বিসধব সকল নাগে খাইল লড়
খাখার রাখিলা ত্রিভুবন ।।
গুইয়া গুক্ষর গোমা কেউটীয়া কাছিমা
খইয়া খলিসা অজাগর।
আঘাই বাঘাই ব্রর্ম্ম জাল কালু পাণ্ডু কাসুতাল
সর্ব্বনাগ গেল রসাতল ।।
অনন্ত তক্ষক মণি কেনে শিরে ধব মুণি
মহাবিস কেনে ধব কটে।
সংসারে রাখিলা জশ বট বৃক্ষ কৈলা ভস্ম
চান্দোব নামে হেন বিস টুটে ।।
উৎপল কর্কট বাসুকি তক্ষক
মিছা কৈলাম তোমা সমাইর আস।
অহিরাজ মুনিরাজ তোমা সমার নাহি কাজ
পসু হইয়া খাও বোনের ঘাস ।।
উনকুটী নাগে বোলে পদ্মাবতির আগে চলে
আমা হনে লখাইর মিত্তু নাঞি।
বাদ কৈলা মুক্তা সবে সাপ দিলো বিপুলারে
কালিনাগে দংসিব লখাই ।।
সুনিঞা নাগের বাণি নেতা বুলিল পুনি
পূর্ব্বকথা তোমার মনে নাই।
নারায়ণ দেবে কয় নিবন্ধ অন্যথা নয়
কালি নাগ আনুক ধামাই ।।

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

পদ্মা বোলে ধামাই সুন আমাব উত্তর।
কালিদহের কালি নাগ আনহ সত্তর ।।
পদ্মা বোলে সুন ধামাই হইয়া সাবধানে।
সেহি কালির কথা কহিব এখানে ।।
প্রিথিবি কারনে হরি বসুদেবের ঘরে।
জর্ম্ম লভিল গিয়া দৈবকির উদরে ।।

গোকুলে নন্দের ঘরে আইলা কানাই।
রামকৃষ্ণ এহি তাহারা দুই ভাই ॥
এক সিসু চলিল কালির জল খাইয়া।
সেহি কোপে গোবিন্দ পড়িলা ঝাপ দিয়া ॥
কপটে চলিলা প্রভু নন্দের কোঙর।
নন্দ জসধা আসি কান্দিলা বিস্তর ॥
গোপগণে বোলে সুন নন্দের নন্দন।
আপনা পাসর কেনে দেব নারায়ণ ॥
তুমি স্বর্গ তুমি মর্ত্ত তুমি সে পাতাল।
তুমি রবি তুমি সসি কাল বিকাল ॥
ক্ষিরদ সাগরে হরি আনন্ধ সয়নে।
মধু কৈটব বধিলা কটাক্ষ নঞানে ॥
তুমি জল তুমি স্থল তুমি নাবায়ণ।
তুমি রক্ষা হেতু প্রভু ইতিন ভুবন ॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি প্রনত পালন।
তোমাকে করি স্তুতি আছে সব জন ॥
মনে ২ কর তুমি গরূড় স্বরণ।
বলভদ্রের বচন সুনিঞা নারায়ণ ॥
মনে ২ কৈলা হরি গরূড় স্বরণ।
সিগ্রগতি ধাইয়া আইলা কস্যপ নন্দন ॥
পাখা আৎসাদিয়া নাগ কৈলা অপেক্ষন।
গোটে ২ নাগ ধরি করিল ভক্ষণ ॥
কালিরে জিনিঞা তবে প্রভু গদাধর।
পুষ্প লইয়া গেলা তবে কংসের গোচর ॥
সেহি হনে কালি নাগ কালিদহে গেলা।
সেহি অবধি গোবিন্দের শরীর হইল কালা ॥
নিকটে না জাইয় তার এক পাশে থাকি।
আমার যতেক কথা কহিয় তারে ডাকি ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ সুহিরাগ ॥

চলিল রে নাগ দুয়ারি ধামাই
মিলিল কালিদহের তীরে।
পদ্মা আদেস পাইয়া ধামাই চলিল ধাইয়া
কালি ২ ঘন ডাক ছারে ॥

সুনিঞা ধামাইর বাণি বোলে কালি নাগিনি
কথা জাইবা কি নাম তোমার।
আমার দিষ্টে যে পড়ে সেহি জায় জমঘরে
পুড়িয়া সে হয় ছার খার ॥
সুনিঞা কালির বাণি ধামাই কহিল পুনি
মোর নাম ধামাই দুয়ারি।
সংসারের নাগবল আসি আছে সত্তর
তোমাকেও লব বিসহরি ॥
জদি থাকে পদ্মারে দয়া বিলম্ব না কর রয়া
পঠায়াছে অনেক জত্তন করি।
জদি না জাও আমার বোলে নারায়ণ দেবে বোলে
আপনে আসিব বিসহরি ॥

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

কালি বোলে ধামাই স্থন আমার বচন।
আমারে তলব পদ্মা কমন কারণ ॥
আমা হনে অষ্ট নাগ পদ্মার সহিত।
তবে কেনে আমারে ডাকেন পদ্মাবতি ॥
সংসারে জানে তাঞি জয় বিসহরি।
তাহান সনে বাদ কেহ করিতে না পারি ॥
হেন পদ্মা সনে কেবা করিয়াছে বাদ।
শৃগাল হইয়া সিংহ জিনিবারে সাধ ॥
ব্রম্মার হাতের কমণ্ডুল কেবা নিল হরি।
জম রাজার কালদণ্ড কে করিল চুরি ॥
কে চাহে প্রিথিবিখান ফেলাতে উড়াইয়া।
আচলে অগ্নি বান্ধে মরিতে পুড়িয়া ॥
কাহার পানে এক দিষ্টি দেখিলেক সনি।
কেবা খণ্ডাইতে পারে বিধাতার বাণি ॥
ভেক হইয়া চাহিল জিনিতে বিসধর।
মাকড় হইয়া চাহিল স্থসিতে সাগর ॥
জিব হইয়া কে চাহিল বিস খাইতে।
গলে সিলা বান্ধিল কে সাগর তরিতে ॥
ব্রম্মা বিষ্ণু মহেস্বর তিন দেব এড়ি।
আর জত দেবগণ বৈসে স্থরপুরি ॥
তাহারা বাদ করিয়া থাকে পদ্মা সনে।
তনু ভস্ম করিমু মোর বিস বানে ॥

তাহা স্নুনি ধামাই লাগিল কহিবারে।
কহিমু সকল কথা তোমাব গোচবে ॥
দেব গন্ধর্ব্বে নাহি হয় হেন কাজ।
মনুস্য বানিঞাব হাতে পাই বড় লাজ ॥
ধনঞ্জয় রাজার পুত্র নাম কুটিস্বব।
তাহাব পুত্র চান্দ পাইল হরগৌবির বর ॥
চণ্ডিকা আস্বাসে বেটা কবযে প্রমাদ।
মনুস্য বানিঞা হইয়া দেবেব সনে বাদ ॥
পুজা খাইতে গেল পদ্মা ঝাল-মালব ঘবে।
ভক্তি করি নিল সোনাই ঘট পুজিবাবে ॥
পুজা খায় তথা পদ্মা আপন মুর্ত্তি ধরি।
পাছে থাকি চান্দো মাবে হেমতালেব বাড়ি ॥
সেহি কোপে পদ্মা গেলা সিবেব গোচবে।
সিবে বোলে পুত্র খাও বাখ সদাগবে ॥
ছয় পুত্র খাইল তাব জতেক সন্ধানে।
সকল স্বনিবা তান গেলে বিদ্যমানে ॥
তাব পাছে পদ্মাবতি গেলা সুবপুবি।
দুই জন আনিলা তথা হইতে ভিক্ষা কবি ॥
দুইজন জন্মিল জাতিস্ববা হইযা।
সাহে চান্দো মিলি তাবে কবাইল বিহা ॥
স্নান করিতে গেলা তির্থ মুক্তা স্ববে।
নাযা পাতি মনসা তাহান পাছে লড়ে ॥
বিধবান গাযে দিল গোড়ানিযা পানি।
পদ্মা বলে খাউক পুত্র কাল নাগিনি ॥
কোপ কবি বুলিলেক কুমাবিব আগে।
তোমাব প্রভু খাউক পদ্মার কালনাগে ॥
ত্রিভুবনে বের্থ নহে পদ্মান বচন।
তোমাকে তলব পদ্মা এহি সে কানণ ॥
এত্ত সুনি কালিনাগ পাও দিল ঝাড়া।
সিংহ ব্যাঘ্র পলায এড়িযা সব মড়া ॥
ভয়ঙ্কর মুর্ত্তি ধবি বাউ বেগে চলে।
সুর্য্য গ্রহণ জেন লাগিছে অকালে ॥
আসিযা কবিল পদ্মান চবণ বন্দন।
গলে ধবি মনসা কবিছে ক্রন্দন ॥
সুকবি নাবায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পয়াব এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ।। করুণ ভাটীয়ালি রাগ ।।

কালিল তোমাতে কহিব কোন লাজে ।
জত দুঃখ চান্দো মোরে দিয়া আছে বারে ২
সইয়া থাকি আমি ভাঙ্গড় বাপের ডরে ।।
আমার জতেক দুখ কহিতে বিদরে বুক
স্তন কালি হইয়া সাবধান ।
মাও নাহি বাপ হর দুষ্ট সতাইর ঘর
এক চক্ষু করিয়াছে কান ।।
জর্ম্ম মোর পদ্য বোনে ঘরে আইলাম বাপের সনে
পথে ভয়ে পুজিল বাছাই ।
স্বরূপে দংসিয়া তারে পাঠাইল জমঘরে
মারিয়া জিয়াইনু সেহি ঠাই ।।
চণ্ডিকা সতাই মোর বুলিলেক দুরাক্ষর
কোপ করি দংসিনু রোসে ।
হেমন্ত নন্দীনি জগত জননী
মোহো গেল মোর বিষে ।।
মোর বাপ ত্রিপুরারি মুনির কুমার বরি
বিহা দিল অনেক জত্ন করি ।
পাপ কর্ম্মের ফলে মুনি ছাড়ি গেল ছলে
এক রাত্রি না কৈলাম বসতি ।।
হাসন হুসেন দুই ভাই আমি গেলাম তার ঠাই
দিল্লিপের হয়ে রাজা ।
আমার রাখাল মারি ভাঙ্গিছিল ঘট বাড়ি
ভয়ে দিল নবলক্ষের পূজা ।।
পুজা খাইতে ঝালোর ঘরে সনকা আনিল মোরে
পুজিতে অনেক জত্ন করি ।
চণ্ডিকার কপটে চান্দো বেটার বুদ্ধি ঘটে
হেমতালে ভাঙ্গিল কাকালি ।।
কালি বোলে মনসা সংসারে তোমার ভরসা
কেনে মাও তোর অপমান ।
নারায়ণ দেবের বাণি বোলে কালনাগীনি
আমা হইতে সাধিবা সনমান ।।

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

নিসিদ্ধ আছে বোলে জৌয়ের ভিতরে ।
পিপিলিকা না পারে প্রবেশ করিবারে ।।

পদ্মা বোলে কাল নাগ না চিন্তিয় তুমি।
কর্ম্মকার দিয়া ছিদ্র রাখিয়াছি আমি॥
ঐ শণ্য কোনে পাইবা সিদুরের রেখা।
তাহার কাছে গেলে তুমি ছিদ্র পাইবা দেখা॥
বজ্র হাত পদ্মা কালির গায়ে দিল।
পর্ব্বত সমান নাগ সুতা সঞ্চার হইল॥
তিন তোলা বিস নাগে করিয়া ভক্ষণ।
চম্পক নগরে গিয়া দিল দরসন॥
ভ্রমরা রূপ ধরি নাগে বস্তু কৈল চুরি।
উড়া দিয়া পৈল গিয়া মাঞ্জস উপরি॥
বেউলা লখাই কথা কহে মাঞ্জস ভিতর।
তারে স্থনে নাগিনি থাকিয়া অন্তর॥
লখাই বোলে স্থন প্রিয়া আমার বচন।
সিগ্র করিয়া তুমি চড়াও রন্ধন॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ ধানসি রাগ॥

উঠিয়া রন্ধন কর প্রিয়া।—
প্রিয়া অন্ন আন সাহের কুমারি।
খুদায়ে আকুল তনু ধরাতে না পারি॥
তর বাপের বাড়ি গেলু ভোজনের আসে।
তর ভাইয়ের বৌয়ে না দিল মোরে নেতের বাসে॥
তোমার বাপ মাও প্রভু ই ধনে কাতর।
এক পুরুসা চাউল না দিল মেড়ের ভিতর॥
আমার বাপের বাড়ি বাসের বেতের ঘর।
কভো নাহি দেখিছি আমরা লোহার বাসর॥
কলসিতে নাহি জল প্রভু জমুনা বহুদূর।
কোন ছলে হইমু বাহির দুয়ারে শস্তুর॥
কাষ্ঠ নাহি খড়ি নাহি নাহি গঙ্গাজল।
কি দিয়া করিমু রন্ধন লোহার বাসর॥
গাইল গাএন চন্দ্রপতি মনসা দেউকা বর।
ফলার করহ প্রভু সুন্দর লক্ষিন্দর॥

দিশা ।। পদ কহুনি ।।

বেউলা বোলে সুন প্রভু বচন আমার ।
চাউল সর্জ্জা নাহি জে রন্ধন করিবার ।।
ইক্ষুর রস দুগ্ধ আর মর্ত্তমান কলা ।
ফলার করিতে তবে বুলিলা বিপুলা ।।
মেড়ের ভিতরে আছে নারিকেলের জল ।
উপহার বস্তু আছে মেড়ের ভিতর ।।
এত সুনি লখাইর সোন্তোস হইল মন ।
উঠিয়া লখাই তবে করিলা ভোজন ।।
সোবর্ন ডাবর পাতি কৈলা আচমন ।
মুখসুদ্ধি করিলা লখাই আনন্দিত মন ।।
ফুলের বিছানে লখাই গাও গড়াইয়া ।
বিপুলার জৌবন তবে চাহে নিরখিয়া ।।
হাতে ধরি নিঞা তারে উরেত বসায় ।
থর থরি কাপে বেউলাব সর্ব্ব গায় ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

দেও আলিঙ্গন প্রিয়া দেও আলিঙ্গন ।
তোমাতে মজিল মন না জায় বারণ ।।
আজি রাখিনু প্রভু আনে ঘুরিয়া ।
কালি আলিঙ্গন লইয় বদন ভরিয়া ।।
সুতলির খাটে প্রভু সুইয়া নিদ্রা জাও ।
চতুর্ভিতে পড়ে প্রভুর নবদণ্ডের বাও ।।
তোমাকে করিল বিহা রূপের লাগিয়া ।
বারেক বোলান দেও মোর দিগে চাইয়া ।।
গাইল গায়ান চন্দ্রপতি মনসা দেউকা বর ।
এতেক বুঝায় লখাই লোহার বাসর ।।

অপর লাচাড়ি ।। সুহি রাগ ।।

নহে ২ আরে প্রভু কালরাত্রি দিনে ।
স্থানলে বুলিব মন্দ ব্রাহ্মণ সর্জ্জনে ।।
জদি হও প্রভু তুমি বিচারে পণ্ডিত ।
কালরাত্রি কোন কর্ম্ম নহেত উচিত ।।

স্নুন্য মন্দিরে ভিকারি মাগে ভেক।
শাস নাহি নারিকেল কোন উপাধিক॥
অকালে খাইলে ফল স্বাদ বির্বজিত।
কালে সে খাইলে ফল অধিক পিরিত॥
তপ্ত দুগ্ধ খাইলে প্রভু পোড়ে উষ্ট মুখ।
ই দুগ্ধ যুড়ায়া খাইলে অধিক পাইবা স্নখ॥
আমার সরিবে নাহি প্রভু কামের গতি।
না জানি ওসব বস আমি শিস্নমতি॥
আমি হই প্রভু অবলা জে নারি।
চিত্তে খেমা দিয়া থাক দিন দুই চারি॥
বড় ভয় পাই প্রভু ঘুচাও কুচের হাত।
ডরাইয়া মরিলে লজ্যা পাইবা সভাত॥
আইজ দ্বিতীয়া কাইল ত্রিতিয়া প্রস্থ মঙ্গলবাব।
ইহার অধিক হইলে সকলি তোমার॥
কামে কাতর লখাইর ভয় লজ্যা নাই।
বিপুলা জতেক বোলে না মানে লখাই॥
আমা হনে স্নন্দরি বেউলা কাবে আছে ডর।
তাব লাগি রাখিআছ যুগল শ্রীফল॥
চাম্পা কলিকা পুষ্প মকরন্ধ হিন।
তাহাব কাছে ভ্রমবা না জায কোনদিন॥
জদি পুষ্প বিকশিত হয কাল পাযা।
মধুকবে মধুপান তাহাতে রহিযা॥
কাছে নাহি বাপ ভাই কহিব ডাক দিয়া।
এমন নিলর্জ্যের ঠাই বাপে দিল বিহা॥
কেমন পণ্ডিতে প্রভু হাতে দিল খড়ি।
ভালমন্দ না সিখাইল জান ঠাকুরালি॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার দাসে।
মাঞ্জস উপরে থাকি কালি নাগে হাসে॥

লক্ষ্মীন্দরকে কালনাগিনীর দংশন

দিসা॥ পদ কন্তনি॥

বেউলা বোলে স্নন প্রভু কহি তোমার ঠাই।
মোর সত্য ভঙ্গ কর ধর্ম্মের দোহাই॥
আইজ আসি খাইব তোমা কাল নাগেতে।
তোমা কোলে করি আমি ভাসিব জলেতে॥

মরণ কথা স্থনিঞা লখাইর গদ ২ মন।
আলস হইয়া পাছে করিলা সয়ন॥
সেহি সময় নাগে কোন কর্ম্ম কৈল।
নিদ্রালি বলিয়া নাগে হুঙ্কার মারিল॥
চলি আইল নিদ্রালি সম্ভ্রমে অপার।
কহিতে লাগিল তবে নাগের গোচর॥
নাগে বোলে নিদ্রালি অবধান কর।
অখনে লাগ বেউলা লখাইর গোচর॥
লখাই বেউলা আদি করি জতেক প্রহরি।
সমাইকে বেড়িয়া তবে লাগহ নিদ্রালি॥
একে নিদ্রালি আরে আজ্ঞা পায়।
মাছি রূপ ধরি সমাইর চক্ষেত সামায়॥
একে একে সকলে স্থইয়া নিদ্রা জায়।
মেড়েত সামাইতে নাগ ছিদ্র নাহি পায়॥
তবে কাল নাগে কোন কর্ম্ম কৈল।
সেত কাগ রূপ ধরি ডাকিতে লাগিল॥
রজনি প্রভাত হেন বেউলার হৈল মন।
বিপুলা সয়ন কৈল এহি সে কারণ॥
বেউলা বোলে প্রভুবর কহি তোমার ঠাই।
তুমি খানি জাগ প্রভু আমি নিদ্রা জাই॥
বিস্তর ডাকিয়া বেউলা উত্তর না পাইয়া।
লখাইর বাম পাসে রহিল স্থইয়া॥
ঐ সন্য কোনে নাগে ছিদ্র জে পাইয়া।
মেড়েত সামাইল নাগ স্থতাময় হইয়া॥
দক্ষিণের দিগে দেখে জলে ঘৃত বাতি।
জেন স্থন্দরি বেউলা তেনরূপ পতি॥
স্থকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ করুণ ভাটীয়ালি রাগ॥

উঠ লখাই বাদুয়া নন্দন।
বিসহরি পঠাইছে মোরে সংহার করিতে তরে
আইজ জাইবা জমের ভুবন।
ইরাষ্যে মনুস্য নাই কহিতে রাজার ঠাই
অহঙ্কারে বড় ক্রোধ মন॥

আমি জদি অবলায়ে খাই অঘোর নরকে জাই
তে কারণে তোমারে চেতুযাই।
ত্রিভুবনে ছত্রধরি বরানেয় রক্ষা করি
আইজ রাখুক ব্রহ্মা হরি মহেস্বর আই ॥
পুনি ২ নাগে ডাকে লখাই চমকে ২
কাল ঘুমে চাপিল নঞানে।
মনসার চরণ, সিরে করি বন্দন
বিপ্র জানকীনাথে ভুনে ॥

অপব লাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

কান্দে ২ কাল নাগ লখাইর রূপ দেখি।
এড়িয়া গেলে পদ্মা আমারে হইব দুখি ॥
ভুবন জিনিঞা লখাইর রূপ বেস।
চাচর জিনিঞা আছে সুন্দব মাথার কেস ॥
প্রভু কোলে করি বেউলা সুইযাছ পাসে।
আইজ রাড়ি হইবা তোমার সস্তুরের দোসে ॥
গলাতে সুভিছে লখাইর গজ মুক্তাব মালা।
হেম গীরি মৈর্দ্ধে জেন অরূন উজলা ॥
চন্দন তিলক লখাইর ললাটেত সাজে।
চন্দ্র উদয় জেন গগনের মাজে ॥
ইবাজ পড়িয়া জাউখ চান্দোর কপালে।
হেন পুত্র থাকিতে বাদ পদ্মা সনে করে ॥
কান্দে ২ কালনাগ কষ্ট কবি মনে।
কেমতে ধরাইব ইহার মায়ের পরানে ॥
জাগ ২ অএ তরা পাইক প্রহরি।
কাল নাগ মার তোরা মাথাএ দিয়া বাড়ি ॥
জাগ ২ অএ তরা নেউল এক্কন।
আধার বুলিয়া নাগ করয়ে ভক্ষণ ॥
নেহালি ২ নাগে ভাবে সকরূণে।
মনসার চরণ বিপ্র জগন্নাথে ভুনে ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

ইহার লাগি মনসা জদি কাটেত আমারে।
তমু ঘাও না দিব আমি ইহার সরিরে ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া নাগ করিলা গমন।
পদ্মার নিকটে গিয়া দিলা দরসন ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ধানসী রাগ ॥

মাওগ বিসম আরতি দিলা মোরে।
সপ্ত প্রবন্ধ ঘর] লোহার বাসর
কোন বুদ্ধি দংসিব লখাইরে ॥
পাইক জাগে ২ প্রহরি সেনা জাগে সারি ২
কান্দে বাড়ি জাগে সদাগর।
মেড়ের উপরে মাও উড়া দড়ির ফান্দ রয়
তাহা দেখি প্রাণে পাইনু ডর ॥
সুনিঞা নাগের বাণি কান্দে পরাজয় মানি
কান্দে পদ্মা অঝর নঞানি।
জেহ নাগ ছিল বড় সেহ নাগ খাইল লড়
অখন চান্দোর বৈয়া খাইমু পানি ॥
নাগে বোলে বিসহরি স্তন নিবেদন করি
স্থির হও মাও না কর ক্রন্দন।
অসম সাহস করি জাইমু চম্পক পুরি
নারায়ণ দেবের সুবচন ॥

দিসা ॥ পযার ॥

এথা হনে কাল নাগ সত্তরে চলিল।
পুনরপি আসি নাগ মেড়ে সামাইল ॥
ডাহিন পাসে হনে নাগ বাম পাসে জায়।
ঘুমের আলসে লখাই ডাইন হাত ফেলায় ॥
ডাহিন পাসে হনে নাগ বাম পাসে জায়।
ঘুমের আলসে লখাই বাম হাত ফেলায় ॥
সিয়র হনে নাগ পৈথানেত জায়।
লক্ষিন্দরের রূপ বেস নিরক্ষিয়া চায় ॥
দৈবের নিবন্ধ কর্ম্ম খণ্ডান না জায়।
কালির গায়ে লখাইর চরণ লাগয় ॥
সাক্ষি করে কাল নাগে জত দেবগণ।
আপন দোসে জায় লখাই জম দরসন ॥

সপ্ত মহি সাক্ষি হইয় সপ্ত পাতাল।
রবি সসি সাক্ষি হইয় কাল বিকাল।।
নবগ্রহ সাক্ষি হইয় জত মুনিগণ।
জল স্তল সাক্ষি হইয় স্তাবর জঙ্গম।।
একে ২ সাক্ষি করে জত দেবগণ।
আপন দোসে জায় লখাই জম দরসন।।
তবে কষ্ট মনে নাগে কোন কর্ম্ম কৈল।
প্রদিপের তৈল খানি লাঙ্গুড়ে জড়িল।।
সাবধানে দিল লখাইর অঙ্গুল উপর।
অলক্ষি বুলিয়া নাগে মারিল ঠোকর।।
হাতের কাটারি লাগী লাঙ্গুড় কাটা গেল।
কনেষ্ট অঙ্গুলের ঘা যে ব্রহ্মদ্বার ছাইল।।
কাল নাগের বিসে লখাই কাতর হইল।
বিপুলা ২ বুলি ডাকিতে লাগিল।।
উঠল সুন্দরি বেউলা কথ নিদ্রা জাও।
কাল নাগে খাইল মোরে চক্ষু মেলি চাও।।
তুমি হেন অভাগীনি নাহি খিতি তলে।
অকালেতে রাড়ি হইলা খণ্ডব্রত ফলে।।
কত খণ্ডব্রত তুমি কৈলা গুরুতর।
সেহি দোসে ছাড়ি তোবে জায় লক্ষিন্দর।।
মাও সনকা আমাব মির্ত্তু সুনি।
সরিব কষ্ট কবি মাযেতে জিব পবানি।।
আমার মরনে মাযেব লাগিব বড তাপ।
মন দুঃখে মাযে সাগবে দিব ঝাপ।।
আমার মরনে মাও হইব কালি ছালি।
আমার মবনে মাও সাগবে দিব ডালি।।
আমার মবনে মাযে হইব যুগনি।
এহি সোকে মরিবেক মাও অভাগিনি।।
ছয় পুত্র পাসবিলা আমাকে দেখিয়া।
কেমনে ধরাইব দুঃখিনি মাযের হিয়া।।
ক্ষ্যাতি রাখিব মায়ে সংসার যুড়িয়া।
মায়ে পুত্রে মবিব কালি অগ্নিতে পুড়িয়া।।
চিতা সাজাইব মাযে গুগুড়িযার তিরে।
আমা সনে প্রবেসিব চিতার উপবে।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সবস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

লাচাড়ি ।। নট মল্লার রাগ ।।

গুণের সায়রি প্রিয়াল ।। ধু ।।

উঠিয়া প্রদিপ জাল মোরে কামড় দিল কিসে।
সর্ব্বাঙ্গ জলিয়া উঠে আমার কালকুট বিসে ।।*
সোনার থালে অর্ন্ন লইলাম ভোজনের আসে।
খাইতে না দিল বিধি ইপঞ্চ গ্রাসে ।।
তুমি হেন অভাগীনি নাহি খিতিতলে।
অকালেত রাড়ি হইলা খণ্ডতপের ফলে ।।
পর্ত্তাসে করিলাম বিহা তুঞি হেন স্নন্দরি।
স্নকে না বঞ্চিলাম দিন অষ্টচারি ।।
পাইয়া না পাইলাম তোরে বিধি নিল ছলে।
মনসার চরণে জানকীনাথে বোলে ।।

দ্বিতীয় লাচাড়ি ।। করুণ ভাটীয়ালি রাগ ।।

উঠ প্রিয়া সাহের কুমারি।
উঠিয়া আমারে দেখ বিস ঝাড়ি প্রাণ রাখ
বিসে তনু ধরাইতে না পারি ।।
প্রদিব নিবাইল কিসে সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিসে
দুই চক্ষু দেখি অন্ধকার।
তুমিত সাহের ঝি মুঞি তোরে বুলিব কি
এহি ছিল কপালে আমার ।।
বাপে জন্ম কৈল কিসে সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিসে
বাপে কিসেবে বান্ধিল লোহার ঘর।
তুমি জতক্ষণ আছ কাছে তাবত কষ্টে প্রাণ আছে
ঝাটে জানাও বাপ সদাগর ।।
কিবা মায়া নিদ্রা জাও লজ্যায়ে না কাড় রাও
এহি রহিল মনের পোড়ন।
কন্টগত হইল বিস তমু প্রিয়া না জাগীস
জিতে আর না হইব দরসন ।।

* কঃ বিঃ ২৩৩৬ সংখ্যক পুথির অতিরিক্ত পাঠ ও পাঠান্তর দ্রষ্টব্য :—
প্রদীপ নিবাইল কিসে সর্ব্ব অঙ্গ ছাইল বিসে
হরি নিল আমার পরাণি। ইত্যাদি।

চলিলেক লক্ষিন্দর উত্তর সিয়র
তবে বেউলা পাইলা চেতন।
সজ্যায়ে হাত দিয়া চায় নাগিনির লেঞ্জ পায়
নারায়ণ দেবের সুরচন ॥

ত্রিতীয় লাচাড়ি ॥ ভাটীয়ালি রাগ ॥

ঘুমে আছিল বালি চাহিলেক চক্ষু মেলি
ইথর বাসর অন্ধকার।
বেউলা প্রদিব জালিয়া চায চৈতন্য নাহিক গায়ে
অধর বাহিয়া পড়ে লাল ॥
বেউলা মাথা ধরি চেওয়ায় লক্ষিন্দব না বোলায়
নাসিকাতে নাহি বহে সব।
বুকেত চাপড় দিয়া দুই হাতে কুটে হিয়া
আইজ সঙ্কট হই গেল মোর ॥
বেউলা লোহার মেড়ঘর নিরক্ষিল পরে খর
সোকে বেউলা হইল ভযঙ্কর।
দ্বারে নাহি বাউর্গম কোন পথে আইল জম
দেখিলেক সুতাব সঞ্চার ॥
বেউলা উদল করিয়া গাও সর্ব্বাঙ্গ নিরক্ষিয়া চাও
চির্ন্ন না দেখে কোন খানে।
খেনেক পড়িল দিষ্ট সর্পে খাইছে কনিষ্ট
আচড় গিছে অঙ্গুলের কোনে ॥
বেউলা উদল করিয়া কেস পুস্প মালা করে বেস
তুলি ২ নেহালিয়া চায়।
নাগে প্রাণে পায়া ভয় নাগিনী লুকাইয়া রয়
দুষ্ট নাগিনীর লাইগ পায় ॥
বেউলা কাটীতে কাটারি লয় নাগে করে বিনয়
আমার কোন নাহি দোস।
আদেসিয়া বিসহরি পঠায়েছে বল করি
না আইলে আমারে করে রোস ॥
নাগে করে মিনতি তুমি কন্যা বড় সতি
আমারে খেম অপরাধ ॥
নাগের ক্রন্দন সুনি মনে গলে সুন্দরি
ত্রস্তে নাগ না করিল বন্দি।
স্বামি দেখি লাগে ধন্ধ গাইল গাএন করি ছন্দ
আগম পুরাণে পদ্মাবতি ॥

দিশা ।। পদবন্ধ

অখনে জে নাগিনী কোন কর্ম্ম করে।
আত্যা বুদ্ধি করি গেল পদ্মার গোচরে ।।
তাহা দেখি পদ্মাবতি আনন্দ বিস্তর।
লক্ষ চুম্ব দিল নাগের বদন উপর ।।
আত্যা পাইয়া পদ্মাবতি আনন্দ অন্তরে।
রাজপ্রসাদ দিলা নাগেরে খাইবারে ।।
কৌতুকে আছে পদ্মা লইয়া নাগগণ।
এথাএ বিপুলার স্থন বিবরণ ।।
খাটে হনে সুন্দরি ভূমিতে দিল পাও।
আচম্বিতে লখাইর গাএ লাগিল পাড়ার ঘাও।
অবুক ২ বুলি দুই হাতে কুটে হিয়া।
কত রাত্রি লাগে মোরে গেল ডাকা দিয়া ।।
এহি বুলি বিপুলা প্রভু লইয়া কোলে।
তিতিল আচল বেউলার নঞানের জলে ।।
কর্ণ চাপিয়া বেউলা কর্ণ কথা কয়।
দুই চক্ষু বিসাল মুখে লাল বয় ।।
হিমালয় টানক দেখে প্রভুর সর্ব্ব গাও।
বুকে ঘাও মারে বেউলা মুখে না য়াইসে রাও ।।
হার করো ছারখার কঙ্কন করো চুর।
মুছিয়া ফেলায় আজি সির্সের সিন্দুর ।।
বেগর দোসে কৈল মোরে পঞ্চ অবস্থা।
আমাকে ছাড়িয়া প্রভু তুমি গেলা কথা ।।
আমা হনে সুন্দরি আছে কোন সাউধের নারি।
তে কারনে গেলা প্রভু আমাক পরিহরি ।।
আমি হেন অভাগীনি নাহি খিতী তলে।
অকালেতে রাড়ি হইনু খণ্ডব্রত ফলে ।।
কত খণ্ডব্রত আমি কৈলাম গুরূতরে।
সেহি দোসে প্রভু তুমি ছাড়ি গেলা মোরে ।।
কিবা ইষ্ট কিবা মিত্র কিবা বাপ ভাই।
তুমি প্রভু অভাবে দাড়াইতে লক্ষ নাই ।।
জে বিধি লিখিয়াছে অভাগীর কলেবর।
মহা সাঁপ দিব আজি বিধাতা উপর ।।
সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্মরাসি।
বিধাতারে কি বুলিব মুঞি কর্ম্ম দুসি ।।

অভাগিনিৰ সবিৱ অগ্নিতে কৰোঁ খয়।
এহি কৰ্ম্ম কবিবাবে মোব মনে লয়॥
ক্ষ্যাতি বাখিব আমি সংসার যুডিয়া।
মুঞি অগ্নিত পুনি মবিব পুড়িয়া॥
চিতা সাঞ্জাইব আমি গুঞ্জডিযাব তিরে।
তোমা লইয়া প্রবেসিব চিতাব উপরে॥
স্বামি সনে জে নাবি আনলে প্রবেসে।
আইযস্ত হইয়া তায থাকে সর্গবাসে॥
সুকবি নারাযণ দেবেব সবস পাচালি।
পযাব এডিযা বোলম এক লাচাডি॥

বেহুলার বিলাপ

লাচাডি॥ ধানসি বাগ॥

সুন ২ আবে প্রভু বণিক কুমাব।
কাল বাত্রি খাইল নাগে নিবন্ধ তোমাব॥
অস্বিনিকুমাব প্রভু জযন্তিকুমাব।
সমাই লজ্জিত রূপ দেখিযা তোমাব॥
সুবাসুব চন্দ্র সূর্য্য বিসি মুনি জনা।
তোমাকে দেখিযা তাবা পাসবে আপনা॥
সচিপতি দযমুন্তি বন্তা রূহিনি।
তোমাব রূপ দেখি তাবা পাসবে আপনি॥
হেন রূপ জোবন বিফল হৈল তব।
বাহু আইসা গিলে জেন পুর্ণ সোসোধব॥
গাইল গাযেন চন্দ্রপতি বিসহবিব বরে।
বিস্তব কান্দিল বেউলা লোহাব বাসবে॥

অপব লাচাডি॥ পঠমঞ্জবি বাগ॥

*লখাই কোলে লইযা বেউলা কান্দে।
পাপকর্ম্মেব ভাগে তোবে খাইল কাল নাগে
প্রাণ গেল সম্ববেব বিবাদে॥

* এই অংশে ক: বি: ২৩৩৬ সংখ্যক পুথিব পাঠান্তর দ্রষ্টব্য —
লখাই কোলে করি বিপুল কান্দএ বিস্তব।
তুমি গেলা জমঘরে উত্তর না দেও মোর॥ ইত্যাদি।

সেবিনু পার্ব্বতি হর তুমি প্রভু পাইতে বর
আমি অন্য না ভাবিনু দিবা রাত্রি।
আগে সিদ্ধি করি কাম পাছে বিধি হইল বাম
কপটে হরিলা পার্ব্বতি ॥
তপস্যা করিনু আমি তোমাকে পাইতে স্বামী
মনে মোর আছিল ভরসা।
হাসিতে হারাইনু নিধি বিপাকে ঠেকাইল বিধি
সর্ব্বনাস করিল মনসা ॥
না হইল অষ্ট চারি কাল রাত্রে হইলো রাড়ি
মনে মোর রহিল এহি তাপ।
ব্রাহ্মনি জতেক কৈল সকলি প্রতক্ষ হইল
স্বরূপে লাগিল ব্রহ্মসাপ ॥
পরম আনন্দ করি আমার আচল ধরি
অখনে মাগিল স্বুরতি।
স্বামি জাহারে বর্জে সে বা জিয়ে কোন কার্য্যে
মরিব গলায়ে দিয়া কাতি ॥
তুলিয়া লইতে কোলে ঢলিয়া পড়ে বিস জালে
মুখের লালে তিতিল কাপড়।
তুলা হইতে পাতল ছিল তব কলেবর
বিসে হইল বজ্রের সমসর ॥
জদি বেউলা হম সতি সাহসে জিয়াব পতি
জেন জস ঘোসয়ে সংসারে।
জাইব দেবের পুরি বঞ্চাইব বিসহরি
আমি জাইয়া জিনিব মনসারে ॥
বেউলা বোলে প্রহরি মাঞ্জসে হইল চুরি
ঝাটে জানাও সম্বুরের ঠাই।
নারায়ণ দেবে কয় স্বুকবি বল্লভ হয়
কাল নাগে দংসিল লখাই ॥

লাচাড়ি ॥ বেলয়ারি রাগ ॥

পলাও ২ পাইক লইয়া জিবন।
তোর ঘরে মরনে হইব দুই গুণ মরন ॥
নিবন্ধে খাইল প্রভুরে কাল নাগে।
তথাপিয় দুষ্ট সাধু দুসিব তোমাকে ॥
আমার সস্বুর দেখ জাবদ অধিকারি।
তোমাগরে মারিয়া লইব বিহার টাকাকড়ি ॥

নেউল পলাইল্ল গাড়ে কঙ্কন আকাসে।
গাইল বিপ্র যদুনাথে মনসাব দাসে ॥

দিসা ॥ পদ কহুনি ॥

বেউলা বোলে আবে প্রভু কি বলিলা মোবে।
তুমি হেন গুণনিধি পাইমু কথা গেলে ॥
কি বোল বুলিব আমি নাবিগণেব মেলে।
আপনাব কর্ম্ম দোস কি বুলিব কাবে ॥
বিসাদ ভাবিয়া কান্দে লখাইব সিযবে।
নিজ পুরে বার্ত্তা গেল সনকা গোচবে ॥
সুকবি নাবাযণ দেবের সবস পাচালি।
পযাব এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ সুহি বাগ ॥

জাগবে লাখেব সদাগব।
নিসা ভাগ বাত্রি জায় বধু কান্দে উর্চরায
কি কাবণে লোহাব বাসব ॥
চৈতন্য পাইয়া সদাগব সনকাবে দিল চড়
কাচা ঘুমে কেন চেওযালি।
বযসেব পুত্রবধু বচন সুনিতে মধু
বঙ্গ বসে কবে নানা কেলি ॥
সুনিঞা চান্দেব বাণি সনকা বুলিল পুনি
পুত্রবধু কিবা বঙ্গ জানে।
হাতে কবিয়া ঝাবি বাইব হইল সনকা নাবি
জায় সোনাঞি বেউলা বিদ্যমানে ॥
জগত গৌবিব চরণ সিবে কবি বন্ধন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায় ॥
অষ্ট নাগেব মাও জয় দেবি মনসাও
সেবকেবে হইব স্বহায ॥

লাচাড়ি। ধানসী বাগ ॥

কান্দে ২ বধু সাহেব কুমাবী।
ঘুচাও লোহাব বাসব লখাইবে চাইহাবী ॥
উর্চ কপালি বধু চিবণ দাতি।
আমার পুত্র লখাই খাইলা তোমাব নিজপতি ॥

আমাকে রাক্ষসি বাউলান বোল তুমি কিসে।
আর জে ছয় ভাসুর মৈল সেহ কি আমার দোসে ।।
আমাকে রাক্ষসি বাউলান বোল তুমি কিসে।
ধনে জনে ডুবে ডিঙ্গী সেহ কি আমার দোসে ।।
কাহার দোসে কাটা গেল লক্ষের বাউগান বাড়ি।
কাহার দোসে মৈল উঝা ধনন্তরি ।।
আপনে না জান মর কাল সাম্বড়ি।
পদ্মার বাদে হইবা তোমরা কড়ার ভিকারী ।।
সোনাই বোলে পুত্রবধু বুলিয়ে তোমাবে।
লখাইর বদনি বধু রহিয়া যাও ঘরে ।।
মিনতি করি মাও তোমার চরণেতে মাগম।
দেবপুরে জাইব মাও এহি বর মাগম ।।
একপুরূসা চাউল দিবা মোঞা এক হাড়ি।
তিলেক বুলিবা মোকে বাহির হইতে বাড়ি ।।
য়াদ পুরূসা চাউল দিবা বাইগণ গোটা ২।
তিলেক বিলম্ভ হইলে তুলিয়া দিবা খোটা ।।
নাবায়ণ দেবে কয় মনসার দাসে।
বেউলা কান্দেন সোনাই বসিয়া মাযুসে ।।

অপর লাচাড়ি। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

অপুত্রক য়ারে লক্ষিন্দব তোরে কাইলানি মায়ে ডাকে ।-
পুজিবারে য়ানিলাম সোনার ঘটবারি।
দেসের দুষ্মন মুনিসা চান্দো অধিকারি ।।
পুনি ২ বুলি সাধু বিবাদ না কর।
তোর দোসে হারাইলাম ছয় কোঙর ।।
সমাই পণ্ডিতের বাড়ি জিজ্ঞাসিয়া।
পড়িবার গেছে পুত্র পাঞ্জি পুথি লয়া ।।
পড়িবারে জায় পুত্র নফরে ধরে ছাতি।
দেসের মুনিস্যে বোলে সোনাই ভাগ্যবতি ।।
ছয় পুত্র মরনে লাগিল জত তাপ।
তুমি পুত্র লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ ।।
না রহিব ২ রায্য চম্পক নগরে।
কর্ণে কুণ্ডল দিমা মাগী খাইব সহরে ।।
তবে বোলম বসুমন্তি দিদার দেও মরে।
মরূক সোনোকা নারি জাউক পাতালে ।।

পাতালেব বাস্নকী নাগে মবে ধবি খাউক।
মরূক সোনকা নারী আপদ ফুবাউক ॥
বৈদ্য জগন্নাথে কয মনসাব চবণ।
পুত্রকোলে কবি সোনাই যুড়িল ক্রন্দন ॥

সনকার রোদন

ত্রিতীয লাচাড়ি ॥ ভাটীয়ালি বাগ ॥

অএ জাগ কীবে যাবে লক্ষিন্দব
অএ পুত্র না চাও চক্ষু মেলি ॥——
পুত্র মব সাত জন দোসব জিবন
কালরূপে নিল পদ্মাবতি।
একে ২ সাত জন নিল জম নিদারুন
কালরূপে নিল পদ্মাবতি ॥
দেবগুরু ব্রাহ্মণ জেবা কবে লঙ্ঘন
দেখ লিখিযাছে তাব কথা।
হিবণক্ষ কুম্ভকর্ণ ইন্দ্রজিত বাবন
এহি দোষেতে দাহ হইল মাথা ॥
কুম্ভ নিকুম্ভ মৈসাস্নব কংস কেসি চানুব
প্রলয দেবেব হিংসনে।
গুরু শাপে শনি খোড বিদাতা হইল চোব
গোব হইল জোমেব চবণে ॥
সগব সত কুমাব সুর্য্য বংশে অবতাব
সপ্তদিপা খোদিলেক কোপে।
পাতাল ভুবন কপিল গমন
ভস্য হইল কপিল মুনিব স্বাপে ॥
সাধু সুনিয়াছে পুবানে তম নিসেদ নাহি মানে
পূজীবাবে জয পদ্মাবতী।
নাবায়ণ দেবে কয সুকবি বল্লভ হয়
বড় নির্ব্বুদ্ধি চম্পকেব পতি ॥

দিসা ॥ পযাব ॥

পুত্র ২ বুলি সোনাঞি তুলিয়া লইল কোলে।
কান্দিয়া আকুল সোনাই লোটায ভূমিতলে ॥
বুকে মাবে ঘাও সোনাই মুখে না আইসে বাও।
দুঃখিনি সোনাইবে হাসিয়া বোলান দেও ॥

কোন রাজ্যে জাইব আমি তোমা না দেখিয়া।
পুত্রের কারণে ম্যের পুড়িয়া উঠে হিয়া ॥
ছয় পুত্র মরণে লাগিল জত তাপ।
তুমি পুত্র লাগিয়া সাগরে দিব ঝাপ ॥
চিতা সাঞ্জাইব আমি গুঞ্জড়িয়ার তিরে।
তোমা লইয়া প্রবেসিব চিতার উপরে ॥
এহি কর্ম্ম করিবার আমারে যুয়াএ।
খাখার রাখিব আমি দেবের সভায় ॥
জেহি বিধি লিখিয়াছে দুঃখিনির কপালে।
সাপ দিব আমি বিধাতা উপরে ॥
সাপ দিয়া বিধাতারে করো ভস্ম রাসি।
বিধাতারে কি বুলিব মুঞি কর্ম্ম দুসি ॥
মন্দ দিনে জনমিঞা বিফল করিনু।
একে ২ সাত পুত্র জম দণ্ডে দিনু ॥
যুগির বেস আমি সকল পরিয়া।
দেসে ২ ভরমিব তোমা না দেখিয়া ॥
এত বুলি কান্দে সোনাই কষ্ট করি মনে।
লক্ষিন্দরের বধু আমি রাখিব কেমনে ॥
সুগঠিতা সুরূপা বধু চন্দ্র বদনি।
বচন মধুর জেন কুকিলের ধনি ॥
পিঙ্গল লোচন নহে খঞ্জনিঞা আখি।
চিরণদসন নহে ভ্রমরা কালকেশী ॥
হিয়া উখড় নহে পিষ্ট নহে উশ্চ।
বিধবার লক্ষণ বধুর নহে দুই কুচ ॥
বিযুগ কঙ্কন নহে খড়ম চরণ।
জে বুলিমু এহি বয়সে পতির মরণ ॥

চাঁদসদাগরের ক্রোধ

এহি বুলি কান্দে সোনাই পুত্র লইয়া কোলে।
অন্তসপুরে বার্ত্তা পাইলা চান্দো সদাগরে ॥
হেমতাল বাড়ি লইয়া কান্দের উপর।
লড় পাড়িয়া আইসে চান্দো সদাগর ॥
চান্দো বোলে পুত্র চাহিমু গিয়া পাছে।
বিচারিয়া চাহি নাগ কোন খানে আছে ॥

বিস্তর চাহিয়া তবে নাগ না পাইয়া।
কান্দিতে লাগিল চান্দো বিসাদ ভাবিয়া ॥
ক্ষেনেক থাকিয়া পাছে স্থির কৈল মন।
ওঝা আনিতে চর পঠায় সেহিক্ষণ ॥
দুত মুখে বার্ত্তা তবে নিশ্চয় জানিল।
ধনন্তরির বেটা সুসেন বেজ আইল ॥
কাল সাবধানে সেহি চাহিলেক খড়ি।
আমার প্রাণে লখাই জিয়াইতে না পারি ॥
খড়ি পাতিয়া কহে সুসেন বেজে।
না বঞ্চিব লক্ষিন্দর আমার মন্ত্রের তেজে ॥
ওঝার মুখে সুনি সাধু নিষ্ঠুর বচন।
বিসাদ ভাবিয়া চান্দো করিছে ক্রন্দন ॥
কথক্ষন থাকি চান্দো স্থির কৈল মন।
পদ্মাকে মন্দ বোলে কঠোর বচন ॥
পুত্র মৈল খোটা জদি দেয় মোরে কানি।
তাহার জতেক গুণ আমি তাবে জানি ॥
পদ্মবনে পরিহাস্য করিল সঙ্করে।
সেহি দুরাক্ষর বানি ঘুসযে সংসারে ॥
পথে আনিতে বাছাই করিতে চাইল বল।
ঘরে আসি খাইল তবে সতাইর ঠোকর ॥
দেব করিয়া বুলিতে লজ্যা নাহি কানি।
এক রাত্রি বিহা করি ছাড়ি গেল মুনি ॥
হাসন হুসেন লাজ দিল বিধিমতে।
হেমতালে কাকালি ভাঙ্গিলো মোর হাতে ॥
বেস করিয়া গেল ধনন্তরির ঘরে।
জপ তপ করে কানি ধরিয়া নিল তারে ॥
কোন দোস পাইয়া মোর কাটীল বাউগান।
অকারণে বুড়াইল ডিঙ্গা চৈদ্দখান ॥
ডাল মুল গেল মোর মৈদ্ধ হইল সার।
অখনে কানির সনে চাপিয়া করোঁ বাদ ॥
জদি কানির লাইগ পাম একবার।
কাটিয়া সুজিব আমি মরা পুত্রের ধার ॥
চণ্ডির ইঙ্গিত পাইয়া কাটীমু পদ্মারে।
এহি কোপে সিবে জেন পাছে কাটে মোরে ॥
তপের সকতি মোর আছে হরগৌরি।
কি করিতে পারে সিব আমাকে কোপ করি ॥

জে করিমু কানিরে আমার মনে জাগে।
নাগের উৎসিষ্ট পুত্র ভাসাও নিঞা গাঙ্গে ॥
সস্বুরের সুনিঞা বেউলা নিষ্টুর বচন ॥
বিসাদ ভাবিয়া পাছে করয়ে ক্রন্দন ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ॥

ভেলা নির্ম্মাণ

লাচাড়ি ॥ করুণ ভাটীয়ালি রাগ ॥

মালি নাগেস্বর খানিক উপকার করহে বেউলারে।
তুমি বড় গুণমনি তরে ভাল আমি জানি
হের আইস বুলিগে তোমারে ॥
জাও তুমি সাধুর পাস খুজিয়া লও রামকলার গাছ
বান্ধ ভুরা যেমন প্রকারে।
হাতের কঙ্কন ধর খোলের মাঞ্জস গড়
অমুল্য রতন দিমু তরে ॥
ভাল করি চাছিয় বাছা পানি পাইলে না হয় পচা
দুঃখিনি ভাসিয়া জাইব জলে।
বিপুলার বচন পাইয়া মালিএ চলিল ধাইয়া
খুজিল কলা চান্দোর গোচরে ॥
মনসার চরণ গতি গাইল গায়েন চন্দ্রপতি
তবে চান্দো লাগে বুলিবারে।
সুন মালি কহি কথা দিনে ২ লাগে বেথা
আর কিছু না বুলিয় মোরে ॥

দিসা ॥ পদ কহুনি।

চান্দো বোলে এক দুঃখ মৈল সাত বেটা।
তাহা হইতে অধিক দুঃখ কলা জাইব কাটা ॥
এক ২ ছড়ি বেচিব দস ২ বুড়ি।
কিসের কারণ নষ্ট করিব এতগুলা কড়ি ॥
তাহা স্বনি লাজ পাএ পাত্র জয়ধরে।
মৈলে মবা গতি কন্যা জিয়াইবার পারে ॥
লিলায়ে রান্ধিল ভাত লোহার কালাই।
মড়া প্রভু জিয়াইব ই কোন বড়াই ॥

বিধুবা ব্রাহ্মনির বাক্য পবক্ষিবার তরে।
এহি কার্জ্যে বিপুলা জাইব দেব পুরে ॥
এত সুনি সদাগর বুলিলা উত্তব।
আজ্ঞা দিল কলা গিয়া কাটহ সত্তর ॥
চান্দোর আদেসে মালি সিগ্র কবি ধাইল।
কখ কলাগাছ কাটী তখনে আনিল ॥
ধবাধবি কবি নিল গুঞ্জবি সাগবে।
আপনাব মনে ভুবা লাগে বান্ধিবাবে ॥
সুকবি নাবাযণ দেবেব সবস পাচালি।
পযাব এড়িযা বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ সুহি বাগ ॥

মাঞ্জস নির্ম্মাযা দেহ কামলা বিগাই।
জলেত ভাসিযা জাইব বিপুলা লখাই ॥
সাবি ২ বামকলা দিয না সঞ্চাবে পানি।
হস্তিব দন্তেব খিল দিয ফটীকের গোল ঠুলি ॥
চাইব কোনে কুপাঁযা দিয সাবেব চাবি টুনি।
ধবল বস্ত্র দিযা কবি লয চালেব ছাযনি ॥
কালা বিড়াল দিয বাঙ্গা কুখুড়া।
পদ্মাব বরে আপনে উজাইযা জাইব ভুবা ॥
মাঞ্জস গাটিযা মাঞ্জস কৈল উব।
মাঞ্জসে দেখিযা তোলে সাবি সুযা জোড ॥
নাবাযণ দেবে কয মনসাব চবণ।
বার্ত্তা পাইযা বিপুলা কবিছে ক্রন্দন ॥

অপব লাচাড়ি ॥ ধানসি বাগ ॥

চাইবরে ২ প্রভুরে চাইবরে এক মনে।
কাল বাত্রি প্রভু মোর নিল কোন জনে ॥
কনকে বচিত ঘর মুক্তা সারি সারি।
হাস্য পবিহাস্য তোমা সনে না হইল অষ্ট চাবি ॥
না খাইলা বাটাব গুযা বিড়া বিস পান।
অভাগিব সিসেব সিন্দুব না হইল মৈলান ॥

কর্ণে ত কুণ্ডল মণি তাড কঙ্কন।
মলিন না হৈল অভাগিব পবিধান বসন।।
আমার হাতেব অন্ন খাইতে তোমাব গেল মন
আলস্য হইযা আমি না কৈলাম রন্ধন।।
আলস্যে ফলাব প্রভু করাইনু তোমাবে।
অহি যে দারুন দুঃখ বহিল আমাবে।।
কামে কাতব হইযা চাহিলা আলিঙ্গন।
লজ্যাব কাবণে আমি না দিলাম বদন।।
সযনে সানন্দে প্রভু আছিলা নিজপতি।
কামদেবে হবিযা নিল দ্বাবে পাইযা বতি।।
তোমা গলে কবি আমি ভাসিযা জাইব তবে।
নন্দেব নন্দন হবি বচিল মাধবে।।

ত্রিতীয লাচাডি।। সুহি বাগ।।

লোহাব মেড ঘব তাতে থুইল লক্ষিন্দব
জাগাইল পাইক প্রহবি।
হাতে লইযা কাতি জাগিযা গোঞাইল বাতি
তবু নাগে প্রভু কৈল চুবি।।
চম্পকেব যত লোক পাইলেক বড শোক
তোমাব রূপ না দেখিযা।
কবিলাম অনেক পাপ বিধি দিল বড তাপ
জাইব আমি সাগবে ভাসিযা।।
কাঁখে কলসি কবি জত সব সুন্দবি
জায তাবা ভবিবারে পানি।
কাখেব কলসি নিঞা ভুমিতে ফেলাইযা
দেখে গিযা লখাইব বেউলানি।।
হালুযাযে এডিল হাল জালযাযে এডিল জাল
নাবি সবে এডিল ছাণ্ডযাল।
হায নাবি অভাগীনি কিবা কুল কলঙ্কিনি
কিবা বেউলার পাপ কপাল।।
জগতা গৌবিব চবণ সিবে কবি বন্ধন
লাচাডি চন্দ্রপতি গায।
অষ্ট নাগেব মাও জয দেবি মনসাও
সেবকেবে হইয সহায।।

বেহুলার বিদায় গ্রহণ

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

কান্দিয়া সুন্দরি বেউলা স্থির কৈল মন।
বিদায় হইতে গেলা সস্থরের চরণ ।।
বাপের অধিক তুমি সস্থর দেবতা।
তোমার চরণে আমি কি কহিব কথা ।।
জদি আজ্ঞা কর বাপ দেবপুরে জাই।
এহি নিবেদন বাপ করোঁ তোমার ঠাঁই ।।
তাহা স্থনি সদাগর বুলিলা তখনি।
জল মৈর্দ্ধে কেমনে জাইবা একাকিনি ।।
বেউলা বোলে বান্ধিয়াছি লোহার কালাই।
মড়া প্রভু জিয়াইব ই কোন বড়াই ।।
বিধুবা ব্রাহ্মণির বাক্য পরক্ষিবার তরে।
এহি কার্য্যে বাপ আমি জাইব দেবপুরে ।।
এক বাক্য আসির্ব্বাদ জে করিবা তুমি।
তোমার মনের দুঃখ খণ্ডাইব আমি ।।
তাহা স্থনি বুলিলেক রাজা চন্দ্রধর।
আজ্ঞা দিলাম মাও তুমি চলহ সত্বর ।।
এথা হনে বিদায় হইয়া স্থবধনি।
সাস্থড়ির স্থানে গিয়া মাগিল মেলানি ।।
মায়ের অধিক তুমি সাস্থড়ি গোসানি।
তোমার চরণে আর কি বুলিব আমি ।।
পতি লইয়া আমি তবে দেবপুরে জাই।
এহি নিবেদন মাও মাগোঁ তোমার ঠাঁই ।।
সোনাই বোলে স্থন মাও আমার উত্তর।
পরিক্ষার লক্ষণ থোও আমার গোচর ।।
ভাল মন্দ হইলে আমি জানিব আপনে।
এহি জানি তবে আমি খেমা করি মনে ।।
ভূমিচাপা ফুল তবে আনিল উপাড়ি।
সোনকার হাতে দিলা বিপুলা সুন্দরি।
এহি পুষ্প ফুটীয়া জেদিন নহে বাস।
সেহিদিন জানিঞ আমার জাখ হইল নাস ।।
কড়ার তৈলেতে জদি ছয়মাস জলে বাতি।
তবে সে জানিঞ আমি তথাতে আছি সতি ।।

লোহার তণ্ডুল পুর্ণ পাত্র জলে ভরি।
তিহড়ির উপরে থুইল বিপুলা সুন্দরি॥
বিনা অগ্নিতে অন্ন হইয়া জদি ফেনা ভাসে।
তবে সে জানিঞ আমি আইলাম দেসে॥
আর কিছু থুইয়া জাই সতি পরমাণ।
নালিয়া খেতে বুনিয়া জাই সিদ্ধ আমন ধান।
এহি ধান্য জদি ফলিয়া হয় ছড়া।
তবে সে জানিঞ আমি জিয়াইল মড়া॥
বিনয় বেবহারে বেউলা বোলান করিল।
ছয় বধূর গলা ধরি কান্দিতে লাগিল॥
একমনে আসির্ব্বাদ জে করিবা তুমি।
তোমাগরে বিধবার দুঃখ খণ্ডাইব আমি॥
বিপুলার গলা ধরি কান্দে রতি ধাই।
ডোকাব ছাড়িয়া কান্দে বোলে মাই ২॥
বেউলা বোলে মোর বাক্য স্তন রতি ধাই।
মোব বার্ত্তা কহিয় দুঃখিনি মায়েব ঠাই॥
না হইল মাস পক্ষ দিন অষ্ট চাবি।
কাল রাত্রি বিধুবা করিল বিষহরি॥
কহিয় মায়ের ঠাই বুলিয় বচন।
আমার সপদ জদি করয়ে ক্রন্দন॥
ছয় মাস থাকুক মায়ে চিত্যে ক্ষেমা দিয়া।
দেবপুরে হনে প্রভু আনম জিয়াইয়া॥
স্তকবি নাবাযণ দেবেব সরস পাচালি।
পযাব এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ সুহি রাগ॥

বেউলা না জাইয় ভির্ন্ন সহরে।
প্রথম বয়েস তোর আছ বার বৎসব
কেমনে ছাড়িয়া দিব তরে॥
পুত্র সোকে প্রাণ পোড়ে কি বোল বুলিলা মোরে
না জাইয তুমি মরুয়ার সনে।
অর্ন্ন পতি জদি পাইয়া জাইবা লখাই ছাড়িয়া
খাইব লখাই শ্রীকাল সকুনে॥

জনপখ চকিদার মৎস মগর ঘড়িয়াল
তাহা দেখি ভয় লাগে মনে ।
এড়িয়া আপন স্বামী কোন দেসে জাইবা তুমি
কত দুঃখ সহিব পরানে ।।
বেউলা কৈল উত্তর জাবত না জিয়ে লক্ষিন্দর
তাবত না খাইব অন্ন পানি ।
জে করিব মোরে বল বধ দিব তার উপর
আমি তখনে তেজিব পরানী ।।
আজ্ঞা দেও তুষ্ট হইয়া আমি জাই প্রভু লইয়া
স্থির হও মাও না কর ক্রন্দন ।
এতেক কহিনু আমি পশ্চাতে জানিবা তুমি
নারায়ণ দেবের সুরচন ।।

লক্ষ্মীন্দরের মৃতদেহসহ বেহুলার ভেলা ভাসান

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

বিনয় বেবহারে বেউলা বোলান করিয়া ।
গাঙ্গের কুলে গেল তবে লখাইবে লইয়া ।।
নানা বাদ্য ঢাক ঢোল বাজিল বিস্তর ।
তোলপাড় হইল রাজ্য চম্পক নগর ।।
কেহ কাহাক মারি আগু হইয়া ধায় ।
কেহ আস্তে বেস্তে আসি গড়াগড়ি জায় ।।
স্নান করাইলা তবে বনিক নন্দনে ।
সর্ব্ব তনু লেপিলা সুগন্ধি চন্দনে ।।
আগু বাড়ি আইলা তবে রাজা চন্দ্রধর ।
কোলে করি তুলি লয পুত্র লক্ষিন্দর ।।
থুইল লখাইরে নিঞা ভুরার উপব ।
তাহা দেখি সনকা কান্দীল বিস্তব ।।
দুই হাতে ধরিয়া পাত্র জলে দিল ঠেলা ।
গুঞ্জড়িয়ার জলে ভাসে লখাই বিপুলা ।।
ভুরা ভাসাইয়া দিল তিন ঢেউ পানি ।
খায়াছিনু তোর ধার লইয়া জাও কানি ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার ছাড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। করুণ ভাটীয়ালি রাগ ।।

আহারে নদীর তীরে বসিয়া সদাগর ঝুরু ২ করয়ে বিলাপ।
মরুয়ার সহিতে জিয়তা ভাসি জায় কাহারে দিয়া য়েত তাপ ।।

অনেক বৎসর সেবিনু সঙ্কর
পুত্র পাইবার আসে।
ছয় পুত্র পাইনু দুঃখ দুবে গেল
ধন্য হইল সর্ব্বদেশে ।।
ছয পুত্র পাইল তারে কানি নিল
চক্ষেত না ছিল পানি।
লখাইর সোকে মরির দগধে
এত দুঃখ দিল লঘু কানি ।।
আগর চন্দন কাষ্টে মরুয়া পুড়ি ঘাটে
থাক বধু রান্ধনি হইয়া।
সাত পুত্রের সোক সকলি বিসরিমু
তুমি বধুব চান্দমুখ চায়া ।।
এক বাড়ির মৈর্দ্ধে সাত বিধুবা
আর দুঃখ না সহে সরিরে।
একদিনে সাত কলঙ্ক উঠিব
লজ্জা পাইব চন্দ্রধরে ।।
মৈদ্ধ সাগরে ধিয়াড়ি পাতিল
মানিক্য পাইবার আসে।
সাগর স্তখাইল মানিক্য লুকাইল
হারাইলু কর্ম্ম দোসে ।।
অনেক সাহসে ইধন অর্জ্জিলু
ভরিনু ডিঙ্গা মধুকর।
কানির বিবাদে সব নষ্ট হইল
ডুবিল ডিঙ্গা কালিদ সাগর ।।
কান্দীয়া ২ বিষাদ ভাবিয়া
হেমতাল লইল হাতে।
কানির লাগ পাম মুণ্ড ছেদি জাম
ভুনিল শ্রীজগন্নাথে ।।

অপর লাচাড়ি ।। ধানসি রাগ ।।

জাগরে প্রভু গুঞ্জড়ি সাগরে।
তোমারে ভাসায়া মাও বাপ চলিয়া জায় ঘরে ।।

বাপ যোগদ তোর পাষাণে বান্ধে হিয়া।
ছাড়িল তোমার দয়া সাগরে ভাসাইয়া॥
মাও সনকা তোমার বড়ই দুঃখিনি।
তাহারে উত্তর প্রভু তুমি না দেও কেনি॥
গুণের বেথিত আছে বধু ছয়জন।
তাহারা তোমারে ডাকে কি বোল এখন॥
নারায়ণ দেবে কয় বেউলা কান্দ কি লাগিয়া।
দেবপুরে যাও তুমি লখাইরে লইয়া॥

ত্রিতীয় লাচাড়ি॥ ধানসি রাগ॥

কাক ভাই বেউলার সম্বাদ লইয়া জাও।
আমার বচন লইয়া উজানি জাও ধাইয়া
তবে সুখী বিসহরি মাও॥
কাকে বোলে সুন মাও বাসাতে করিছি ছাও
আহার করিতে নাহি জানে।
না হইছে ফড পাখি না হইছে দুই আখি
আমি জাই আহার কারণে॥
বেউলা বোলে অয়ে কাক সোবর্ন্যে বান্ধীব পাখ
হিরায়ে বান্ধীব দুই আখি।
ঘৃত অন্ন দিয়া তোর দুই ছাও ররিব বড়
বার্য্যে ২ রাখিব স্বেগাতি॥
পত্র অঙ্গরি পায়া কাক চলিল ধাইয়া
বার্ত্তা কৈল সুমিত্রা গোচর।
মনসার চরণ গতি গাইল গায়েন চন্দ্রপতি
জায়ে বেউলা দেবের নগর॥

চতুর্থ লাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

ভাসিল সুন্দরি বেউলা গুঞ্জড়িসাগর।
জাত্রা মঙ্গল ঘাট লইয়া লক্ষিন্দর॥
কিবা আবাল বির্দ্ধ নরনারিগণ।
দেখিতে আইল সবে বেউলার জৌবন॥
লখাইর শিয়রে বেউলা বসিল চাপিয়া।
লক্ষিন্দরের মস্তকেত বাম জানু দিয়া॥
চান্দোয়া তুলিয়া দিল শিরের উপর।
সেত হংস উড়ে পড়ে দেখিতে সুন্দর॥

কাড়োয়ার টানাইল বেউলা চাইর পাস চাকি
রাঙ্গা কুকুড়া দিল ডুকুয়ার সাথি ।।
চঞ্চল গুঞ্জড়িয়ার জল শ্রুত বহে ধারে ।
হিঙ্গুলানি মেড় ঘর জায়ে ধিরে ২ ।।
তার কতক্ষণ মেড় চক্ষুর আড় হইল ।
কান্দীয়া সকল প্রজা ঘরে চলি গেল ।।
জদি সতি হই আমি পতিব্রাখা নারি ।
আপনে উজায়া ভুরা জাও দেবপুরি ।।
সতি কন্যার বাক্যে ভুরা আপনে উজায় ।
দুই কুলের প্রজাগণে রহিয়া রঙ্গে চায় ।।
বল্লভপুর ছাড়াইল মথুরা নগর ।
নারায়ণ দেবে কয় মনসার কিঙ্কর ।।

প্রথম বাঁকে মনসা দেবীর পরীক্ষা

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

দুই হাত তুলিয়া বেউলা করয়ে বিদায় ।
দেখিতে না দেখিতে ভুরা বাউ বেগে ধায়
পক্ষিগবে রঙ্গে চায় উড়িয়া আকাসে ।
দেবপুরে জায় বেউলা আপন হরিসে ।।
পদ্মা বোলে সুন নেতা আমার উত্তর ।
কাক সকুন রূপে জাও বেউলার গোচর ।।
মড়া মাংস ভিক্ষা কর বিপুলার স্থানে ।
আইজ বুঝি বিপলার কিবা আছে মনে ।।
কাক সকুন হউক জত সব নাগে ।
গিধিনিরূপ ধরি তুমি জাইও আগে ।।
জেহি মতে অঙ্গিকার পদ্মাবতি কৈল ।
সেহি মতে নেতাদেবি সকুনরূপ হইল ।।
পাখসাট মারে পক্ষি বিসাল ডাক ছাড়ে ।
হাহা করিয়া জায় বেউলারে খাইবারে ।।
বেউলা বোলে হরি হর জাগ সকালে ।
কাক সকুন দেখি আমাব প্রাণ হানে ।।
পক্ষি বোলে কন্যা তুমি কর অবধান ।
মড়া গোটা দেও মোরে কবিতে জলপান ।।

উপবাসি ভুঞ্জাইলে বড় পুন্য পাই।
সতি কন্যা দেখিয়া ভিক্ষ্যা মাঙ্গম তোর ঠাই ॥
এত সুনি বিপুলা তবে লাগে বুলিবার।
ধর্ম্মের দোহাই বেউলা দিল সাতবার ॥
ধর্ম্মের দোহাই সুনি গেল চলিয়া।
আগুবাকে রইল গিয়া শ্রীকালরূপ হইয়া ॥
ইবাক ছাড়ায় বেউলা বিজয়ে গমন।
সুমুখে শ্রীকালেব বাকে দিল দবসন ॥
শ্রীকালি বোলে সুন কন্যা আমার বচন।
মড়া গোটা দেও মোরে করিতে ভক্ষণ ॥
এমত জৌবন তুমি বিফল কেনে কব।
বাছিয়া সুন্দর পতি আব বার ধব ॥
কোপে শ্রীকালিরে কন্যা লাগে বুলিবার।
পাপীষ্টা শ্রীকালি তোর সতেক ভাতার ॥
একদিনে ধর তুমি দস বিস পতি।
কিবা ধর্ম্মজ্ঞান জান হইযা পসুজাতি ॥
কেবা ইষ্ট কেবা বাপ কেবা হয় ভাই।
সমাইর সঙ্গে শ্রীঙ্গার দুঃখ সুখ নাই ॥
মড়া সাড়া খাইয়া কর কোপ জল পান।
জর্ম্মী লাঙ্গট তোরা নাহি পরিধান ॥
খাল ঝোর ভাঙ্গি তোরা বেড়াও টানে বিলে।
বাড়ির আদারে বৈস অধর্ম্মের ফলে ॥
রাযেত্যত জত মরা আমাব অধিকারে।
হেন মড়া না যুয়ায় তোমার রাখিবারে ॥
তোর মড়া ভুরা হনে খাইমু কাড়িয়া।
আমার হাত কেমতে জাইবা সারিয়া ॥
সুকবি নারাযণ দেবেব সবস পাচালি।
পযার এড়িযা বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ধানসি বাগ ॥

শ্রীকালি বোলযে কন্যা সুনহ বচন।
মড়া গোটা দেও মোবে করিতে ভক্ষণ ॥
সপ্তদিনের উপবাসি কিছু নাহি খাই।
সতি কন্যা দেখিয়া ভিক মাগোঁ তোব ঠাই ॥
জদি ধর্ম্মজ্ঞান কন্যা থাকযে তোমারে।
মড়া গোটা দেও মোরে ভক্ষণ করিবারে ॥

বেউলা বোলে স্থন আরে পাপিষ্ট সিভাই।
প্রভুরে লইয়া আমি দেবপুরে জাই ।।
তথাতে গিয়া আমি প্রভুরে জিযাইমু।
প্রাণের দুল্লভ পতি তরে কেনে দিমু ।।
শ্রীকালি স্থনিঞা বোলে বিপুলার বচন।
অকারণে কহ কেনে অকথ্য কথন ।।
ছয মাস হইব তোমার জাইতে দেবপুর।
মাংস গলিত হইব অস্তি হইব চুর ।।
বেউলা বোলে একখানি অস্তি জদি থাকে।
তথাপী জিযাইমু প্রভু দেখিব সর্ব্বলোকে ।।
নারাযণ দেবে কয মনসার চরণ।
শ্রীকালি প্রবোধ করি বিজয গমন ।।

বিভিন্ন ঘাঁকে বেহুলার বিপদ ও বিভিন্ন বাঁকের বিবরণ

দিসা ।। পদবন্ধ ।।

ইবাক ছাড়ায বেউলা বিজয়ে গমন।
স্থমুখে জমদানির বাকে দিল দরশন ।।
বাকে ২ ভুরা গোটা জায়ত চলিযা।
জমদানি রাখে ভুরা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ।।
মড়া গোটা এড় কন্যা জাউক ভাসিযা।
নানা অলঙ্কার পর দোকানে বসিযা ।।
স্থর্দ্ধ পাটের খোপ কেসের কর সাজ।
মনিময সিথি পর ললাটে স্থবেস ।।
সিসেত সিন্দুর পর মনযুক্ত করি।
গঙ্গাজল কৃষ্ণকেলি লক্ষিবিলাস সাড়ি ।।
রত্নমণ্ডুর চুরি পর দুই হাত ভরি।
আপন ইৎসাযে পর না লইমু কড়ি ।।
এমত জৌবন তুমি বিফল কেনে কর।
বাছিযা স্থন্দর পতি আররার ধর ।।
বেউলা বোলে এক স্বামি দ্বিতীয না জানি।
এমত অধর্ম্ম কথা কভু নাহি স্থনি ।।
স্বামি ব্রহ্মা স্বামী বিষ্ণু স্বামী মহেস্বর।
স্বামি বিনে নারির বিফল কলেবর ।।
বেউলার মুখেত স্থনি এতেক বচন।
কহিতে লাগিল কথা বেউলার গোচর ।।

জমদানির স্ত্রী আমি সর্ব্ব লোকে জানে।
আমার সমান পতিব্রথা নাহি ত্রিভুবনে ॥
কুলে কুলিন আমি বৈশ্বের নন্দিনি।
ধর্ম্মের স্বামি মোর হয় জমদানি ॥
প্রথম বিহারে স্বামি মরিছে আমার।
বাছিয়া সুন্দর বর ধরিছি আববাব ॥
মবা স্বামির দুঃখ মোব চিত্তে নাহি ভায়।
তান জর্ম্ম বিফল আমাব কাল জায় ॥
স্বামি মৈলে জে স্ত্রী আব স্বামি ধবে।
সুবাসুব আদি হেন অধিক পুন্য বাডে ॥
দ্বিতীয় পুরুসগুলা ভির্ম্ম ভাব নয।
ইহাতে প্রেম কবিলে অধিক পুণ্য হয় ॥
সুকবি নাবাযণ দেবের গবস পাচালি।
পযাব ছাডিযা বোলো এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ সুহি রাগ ॥

সুন কন্যা বচন আমাব।
মরুযা ভাসাও জলে ভুবা চাপাও কূলে
বিনে কডিয়ে পব অলঙ্কাব ॥
প্রথম জৌবন বস না জান রঙ্গরস
মবা সঙ্গে ভাস কোন সুখে।
আমি দেই উত্তম বব তাবে লযা কব ঘব
কেলি কর পরম কৌতুকে ॥
ভুরার উপবে থাকি বিপুলা বুলিল ডাকী
আব না বুল জে দুষ্ট বাণি।
গন্ধবণিক আমি সাবধানে সুন তুমি
সাঙ্গা কেমন আমি নাহি জানি ॥
দোকানি প্রবোধ কবি বুলি বিপুলা সুন্দরি
পুনবপি কবিলা গমন।
নাবাযণ দেবে কয সুকবি বল্লভ হয
গোধেব বাকে দিল দরসন ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

কর্ণ্যাটের রাজার কন্যার জে নৃপবব।
দর্ব্বে সৃজিয়া দিল গোধের সহর ॥

সোল সত গোধা সব একত্রেতে জড় ।
অরন্য নিকটে গেল গোধের সহর ॥
হরসিত মনে আছে গোধা ছয় কুড়ি ।
সমুদ্রের তিরে বরসি বায় সারি ২ ॥
ছয় কুড়ি গোধার ঠাকুর গলিত গোধারে ।
সোল সত গোধা মিলি তাহার সেবা করে ॥
বাড়োয়া নামে গোধা বেটা ব্রাহ্মণের পুত্র ।
সন্যাসি গোধার নাতি বারিয়া গোধার সুত্র ॥
মুনিয়া গোধার ভাই পানিঞা গোধার সালা ।
সাজানের গাছ হেন দুই পায়ের নলা ॥
কড়া ২ মেজ সোভে গোধার হাত পায়ে ।
গোধাব রূপ দেখিয়া সর্ব্বাঙ্গ যুড়ায় ॥
তবে তার ভাই আছে নাম তার আসা ।
গোধের উপরে কথ উর্চুঙ্গার বাসা ॥
হরিয়া গোধার ভগ্নিপৈত পরিয়ার জামাই ।
তাহার গুণের কথা কহিতে অন্ত নাই ॥
একদিনের বাতিকে বেটা থাকে তিন দিন ।
জিয়ন মরণ কিছু না থাকে চিন ॥
কাচা কাঁঞ্জী খায় ডালিমের সত্য ।
ডউয়া চালিতা খায় করে উর্ত্তম পত্য ॥
জাতিয়ে ব্রাহ্মণ সদাচার নাহি তাথ ।
জজন জাজন নাহি বইয়া বইয়া ভাত ॥
সন্ধ্যা গাইত্রি নাহি কপালে দির্ঘ ফোটা ।
পরদ্বার্রের কারণে তার কান গিছে কাটা ॥
নাক কান কাটা গিছে তমু লাজ নাই ।
ডাক দিয়া বোলে গোধা সুন্দরির ঠাই ॥
আমা হেন সুন্দর বর পাইবা কথা গেলে ।
আমার সনে নেউটীয়া তুমি আইস ঘরে ॥
তোব রূপে তেজিব ঘরের চাইর নারি ।
রত্ন অলঙ্কার দিব দুই হস্ত ভরি ॥
বেউলা বোলে পরিহাস্য করহ আমারে ।
তর মুখে রক্ত উঠুক পঞ্চধারে ॥
সতি কন্যার বাক্য কভো বের্থ নয় ।
তার সাপে গোধা বেটার মুখে রক্ত বয় ॥
ত্রাস পাইয়া তবে গোধা দন্তে লয় কুটা ।
অপরাধ ক্ষেমা কর আমি তোমার বেটা ॥

ইবাক ছাড়ায় বেউলা বিজয়ে গমন।
সমুখে আর গোধা দেখিল তখন।।
গোধা বোলে সুন্দরি কর অবধান।
তোমার আমার রূপ দেখ একই সমান।।
আমার ঘরে আসিয়া কর নানা সুখ।
সকলি পাসরিবা তুমি মরা স্বামীর দুখ।।
বেউলা বোলে বেটা মোরে কর পরিহাস।
দুই চর্খু ফুটীয়া তোমার হউক সর্ব্বনাস।।
সোল জরে একত্র হইযা ধরুক তোমারে।
পথের দিসা না পাইবা ঘরে জাইবারে।।
সতি কন্যার বাক্য কভো বের্থ নয়।
অহি খানে গোধা বেটার চক্ষু অন্ধ হয়।।
জরের কারণে গোধাব গায়ে হইল বিস।
ঘরে জাইতে গোধা বেটা হারাইল দিস।।
ইবাক ছাড়ায় বেউলা বিজযে গমন।
সুম্মখেতে আর গোধে দিল দরসন।।
উঠানিঞা গোধা আইল বিপুলার কাছে।
সুন্দরি দেখিয়া বেটা উভা পায়ে নাচে।।
আমাকে দেখিয়া কন্যা না কর উপহাস্য।
তোমার আমার উচিত হযে করিতে গ্রিহবাস।।
বয়েসে তোমার আমার নাহিক অন্তর।
এই সকে পাইছি আমি সর্ত্তরি বৎসর।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি।।

লাচাড়ি।। ধানসি রাগ।।

সুন্দরি দেখিয়া গোধা বোলে।—
ঘরের স্ত্রী তুমি রাখিতে না পাররে
বরসি বাহীয়া ভাত খাও।
সহন হইলে তারে স্ত্রী করিয়া ডাকরে
আটক পড়িলে বোল মাও।।
তালগাছ কাটীয়া গোধা ছিব সাজাইল
কেশুয়া গাছ কাটিয়া করে সুতা।
আসি মন লোহা দিয়া বরসী গড়ায় রে
গোড়া মৌ যে গাথিয়া দিল টোবা।।

কন্যা এই ঘাটে বরসী বাই পঞ্চাশ কাহন কড়ি পাই
লেখা যোখা এঁকে না জানি ।
হাটের বাছড়ি য়ামি পাছিয়া য়ানিয়া দিব
গোধা পায় বহিয়া দিব পানি ।।
জাতমরা রাজপুত হাতে পায় চাইর গোধ
গলায় গলগণ্ড সোভা করে ।
কন্যা চাও তুমি একদৃষ্টে বিলক্ষণ গুজ পিষ্টে
বড় মেজ মাথার উপরে ।।
হাতে পায় গোধ চারি বিচি তায় সারি ২
জেন পাকা ডৌয়া ধরিয়াছে গাছে ।
জেন রূপের কন্যা তুমি তেন রূপের বর আমি
ভালে ২ বিধাতা নির্ম্মাইছে ।।
বড় গীরস্ত য়াছিলাম য়াদ হালে চষিয়া খাইলাম
চসি খালাম পোয়া ডেইর কোনা ।
রাজত্য খাজানা আইল টেঙ্গ চুড়া কড়ি হইল
বেচিয়া দিলাম নালিয়া পাতার ডোলা ।।
ভাত নামাইব ঘুন ধারা বানিয়া লব স্বর্ণ কাঙ্গুন
বরসি বাহিয়া দিব মাছ ।
হাতে ছাতি লইয়া বেকল খাটিয়া
দুই হাত ভরিয়া দিব কাচ ।।

সুন্দরি গোধ দেখিয়া না কর অবহেলা ।
এহি গোধি চরি পেক পানি য়ানি
বশীয়া লেপীয় চারি বেড়া ।।
কার য়াছে বাপ গোধ কার আছে ভাই গোধ
জার গোধ তার ঠাঞী য়াছে ।
পাচ কাহন করি দিয়া দাসি কিনিব জাইয়া
তাহারা গোধ ধোয়াবে আইসে ।।
ধরে আছে চাইর নারি দাসি করিয়া দিব তরি
জত ইতি কর্ম্ম করিবার ।
চট পাতি সুইব আমি গোধে তৈল দিবা তুমি
এহি সব কর্ম্ম তোমার ।।
এক গোধা নাচিয়া আর গোধা খাটায়া
আর গোধা উখারের খুটা ।
সাত পাচ গোধা মিলি নাচন যাইয়া কৈল
উঠানের মাটী ।।

সাত পাচ গোধা একত্র হইয়া
সব হইল এক সারা ।
মৈর্দ্দ সাগরে জেন ভুরা ভুবিল রে
লোকে বোলে কাটালের ভরা ॥
ছোট গোধা উটীয়া বোলে বড় গোধা দাদা
গোধে পড়িয়া গেল মাছী ।
জলে ঝাপ দিয়া সুন্দরিরে হাম লিয়া
টানে থাকি ফেলায়া দিয় কাছী ॥
গোধার মনে হইল তাপ কোপে জলে দিল ঝাপ
মরে গোধ ভেকেত পড়িয়া ।
বিসহরি দিল বর গোধার হইল কম্পজর
জায় বেউলা ভুরা ভাসায়া ॥
জগতগৌরির চরণ সিরে করি বন্ধন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায় ।
অষ্টনাগের মাও জয় দেবি মনসাও
সেবকেরে হইয় স্বহায় ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

পানি খাইয়া গোধা বেটা টাবি টুবি করে ।
সুমুদ্ররি কুলে নিঞা তোলে বালি চরে ॥
ইবাক ছাড়াইয়া জায় বিজয় গমন ।
সুমুখে যুয়ারর বাকে দিল দরসন ॥
সেহি জে যুয়ারর কথা সুন দিয়া মন ।
জেহি মতে হইল যুয়ারর বিড়ম্বণ ॥
লেখার ভুঞা সেজে পরগনার পঞ্চসরা ।
সতে ২ মিরাস আছিল দায় ধরা ॥
সতে ২ মিরাস তমু দুঃখ পায় ।
কোন মতে দুঃখ তার খণ্ডান না জায় ॥
বড় মনস্য ছিল বাপ ইহার ।
এহি বেটা হনে হইল কুলের খাখার ॥
বাপ আছিল ইহার দেশের ঠাকুর ।
নানা সুখ ধন জন আছিল প্রচুর ॥
সিসু অবধি হইল যুয়া খেলাইতে মন ।
চারি কড়া কড়ি লইয়া খেলে সর্ব্বক্ষণ ॥
খেলাইতে ২ বাড়িয়া চলে আসা ।
আর কিছু নাহি কর্ম্ম সদায় যুয়া পাসা ॥

আনিঞা ঘরের ধন বসিয়া খেলায়।
সকলি হারিয়া পাছে সুধা হাতে জায় ॥
জাহার সনে খেলে বেটা তারি সঙ্গে হারে।
কোন দিন এক বট জিনিতে না পারে ॥
সর্ব্বজনে বোলে বেটা উদার টেটন।
তাহা সুনি নিরবধি ভাবে মনে মন ॥
চাইর নারি মোর বান্ধা দিল জ্ঞাতি ঘরে।
আর দুঃখ দেখ মোর না সহে সরিরে ॥
মনে ২ বোলে মুঞী জিঞম কোন ফলে।
না সহে সরিরে দুঃখ মরিমু গিয়া জলে ॥
দড়ি আর কলসি গোটা লইয়া ধিরে ২।
মরিবারে চলিলেক সাগরের তিরে ॥
গলায়ে কলসি বান্ধি নামিলেক জলে।
আচম্বিতে ভুরা গোটা দেখে সেহি কালে ॥
দুঃখ দফা খণ্ডিবেক বিধাতা হইলা সুখি।
হৃদয়ে সুবুদ্ধি হইল সতি কন্যা দেখি ॥
মনে মনে বোলে মোর উলটীল কাত।
অবস্য পাইব কিছু মাগীলে ইহাত ॥
হেন কালে বিপুলা দিল দরসন।
যুয়ারূক দেখিয়া বোলে কোমল বচন ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ধানসি বাগ ॥

ঘুচাওরে গলার বন্ধন অবুর্দ্ধ যুয়ার।
স্বরূপে কহ বাপ কি দুঃখ তোমার ॥
কোন জনে কৈল ওরে এত বিড়ম্বন।
আমারে কহ বাপু সব বিবরণ ॥
যুয়ার বোলে মাও সুন সুবধনি।
স্বরূপে কহি মোর দুঃখের কাহিনি ॥
সিসু অবধি খেলা খেলি এহিত নগরে।
কিছু হারি কিছু জিনি জায়ে সমসরে ॥
আর দিন বিধাতা কুমতি দিল মোরে।
হারাইলো সর্ব্বস্য যুয়ার কারণে ॥
প্রথম যুয়ে হারাইলো পঞ্চাস কাহন কড়ি।
দ্বিতীয় যুয়ে হারাইলো জাঙ্গাল পুখরি ॥

ত্রিতীয় যুয়ে হারাইলো সুন্দর চাইর নারি।
চতুর্থ যুয়ে হারাইলু সকল ঘর বাড়ি॥
বেউলা বোলে তোর দুঃখে মোর দুঃখে হইল সমসর।
সোবন্তের মকুটে বিহা কৈল উজানি নগর॥
সম্বুরে বান্ধিয়া দিল লোহার মেড়ঘর।
কাল রাত্রি কাল নাগে প্রভু খাইল মোর॥
ভোকে এড়িলু ভাত তিষ্ণায়ে এড়িলু পানি।
দুঃখে ভাসীয়া জাই নারি অভাগীনি॥
মাঞ্জুস বিচারিয়া পাইল মানিক্য অঙ্গরি।
ইহারে লইয়া জাঁও বানিয়া সসিকলার বাড়ি॥
ইহাবে লইয়া বাপু জাও সিগ্র করি।
এহিক্ষণে দিব সে পঞ্চাস কাহন কড়ি॥
এহি পঞ্চাস কাহন কড়ি বাপু খাইয় বসিয়া।
প্রভু জিয়াইয়া জাইতে করাইব পঞ্চ বিহা॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার চরণ।
যুয়ারু প্রবোধ করি বেউলা বিজয়ে গমন॥

দিসা॥ পয়ার॥

বেউলা বোলে সুন বাপু আমার উত্তর।
আর কিছু ধন বাপু সঙ্গে নাহি মোর॥
এহি অঙ্গরি দিয়া বিস্তর ধন হয়।
আমার বরে কদাচিত্যা না হইবা পরাজয়॥
অঙ্গুরি ভাঙ্গায়া ভাত তুমি কর গিয়া।
জাবত আইসোঁ আমি প্রভু জিয়াইয়া॥
জখনে আইসো মুঞি চৌদ্ধ ডিঙ্গা লইয়া।
তখনে পরিচয় দিয় আমাকে আগু হইয়া॥
মনে কিছু না ভাবিয় না করিয় সোক।
বহু ধন দিয়া তোমার খণ্ডাইব দুঃখ॥
যুয়ার বোলে মাও জাও কল্যানে।
জাবত আইস মাও থাকিব এখানে॥
কত সহিব স্ত্রী পুত্রের অপমান।
যুয়ার কারণে মোর দহে পরাণ॥
এহিখানে বান্ধিব যুয়ের টাটর।
তোমার দেখা পাইলে জাইব আপন ঘর॥
বিনয় বেবহারে বেউলা বোলান করিয়া।
হরসিত হইয়া বেউলা জায়ত চলিয়া॥

ইবাক ছাড়াইয়া জায় বিজয় গমন।
সুমুখে শ্রীপতির বাকে দিল দরসন॥
ডিঙ্গা বাহিয়া সাধু দেসে আগমন।
পথে বেউলার সঙ্গে হইল দরসন॥
সাধু বোলে কে তুমি কাহার কুমারি।
জলেতে ভাসিয়া কেনে জাও একাকিনি॥
বেউলা বোসে সুন বাপা কহি তোমার ঠাই।—
চান্দো সসুব মোর সাসুড়ি সোনাই।
আমাকে বিহা কৈল তান কোঙর লখাই॥
কাল বাত্রি নাগে মোর খাইছে লক্ষিন্দর।
জিয়াইতে জাই আমি দেবের নগব॥
সবদে সুনিয়াছ উজানি নগর।
সুমিত্রা মাও মোব বিপুলা নাম মোব॥
সুকবি নাবায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পযার এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ সুহিরাগ॥

কান্দে ২ শ্রীপতি ভাগীনা মরনে।
কিখেনে বানির্জ্যে আইনু দক্ষিণ পাটনে॥ ধু॥
কার লাগী আনিয়াছি প্রিতিমা ঘোড়া।
কার লাগী আনিয়াছি ইপাট পাছড়া॥
কাব লাগী আনিযাছি সুগন্ধি চন্দন।
কার লাগী আনিয়াছি দিব্ব অভরণ॥
শ্রীপতি বোলে মাও সুন সুভধনি।
নাজানিঞা কৈলাম পাপ কিবা হয়ে জানি॥
বেউলা বোলে সুন বাপু বনিক নন্দন।
জেমতে হইব তোমার পাপ বিমচন॥
লক্ষ গাবি দান কর ব্রাহ্মণে ভোজন।
পাপ বিমচন হইব নির্চয় হয়ে সুন॥
নাবায়ণ দেবে কয় মনসার চরণ।
শ্রীপতি বিদায় করি চলিল তখন॥

দিসা॥ পয়ার॥

ইবাক ছাড়ায়া জায় বিজয়ে গমন।
ধনা মনার বাকে জায়া দিল দরসন॥

মোনা বোলে ধনা ভাই সুনহ বচন।
হের আইল ভুরা গোটা করিয়া সাজন ॥
সর্প ঘাতের মড়া গোটা জাউক ভাসিয়া।
কোন কার্য্য আছে ভাই ইহাকে রাখিয়া ॥
তবে দুষ্টমতি সেজে নাম তার ধনা।
উড়াত গণিতে পারে পক্ষির পাখনা ॥
ধনা বোলে মোনা ভাই নৌকা রাখ দেখি।
জিঞোতা মনুস্য হেন অভিপ্রায় লেখি ॥
ইবুলিয়া দুহে মিলি নেহালিয়া চায়।
পরম সুন্দরি দেখি সর্ব্বাঙ্গ যুড়ায় ॥
ধনা বোলে মোনা মোর বাক্য সুন ভাই।
মোর বুদ্ধে পাইলু কন্যা তোমাব দায় নাই ॥
তোমাব ঘরে চাইর নারি বড় সুলক্ষণ।
আমার আছে এক নারি সেহ অভাজন ॥
বসতি উড়ায় সে হাড়ির উপর খাইতে।
এহি দোসে আমি না খাই তাব হাতে ॥
গুষ্টী পালিতা হও তুমি জেষ্ট ভাই।
জদি আজ্ঞা কর কন্যা আমি লইয়া জাই ॥
আমাকে না দিয়া কন্যা তুমি নিতে আশা।
কোন গৌরবে বেটা করিছ্ ভরসা ॥
দন্ত পাড়িব তর চড় চাপড়ে।
তোর মোর খুনাখুনি পাছে যেন পড়ে ॥
এহি বুলি ক্রোধে বেটা অমুত্তি হইয়া।
ধনারে নায়ের তলে ধবিল পাড়িয়া ॥
নির্ঘাত মুকুটী মাবে মাথার উপর।
মুণ্ড ফাটিয়া ধনার হইল জর্জ্জর ॥
বুক ধরিয়া বেটা ততক্ষনে উটে।
নায়ের সৈকা সাক্ষি করে গোটে ২ ॥
হুড়াহুড়ি জড়াজড়ি নায়ের ভিতব।
তাহাব কথা কহি সুন সভার গোচর ॥
সুকবি নারাযণ দেবের সরস পাচালি।
পযাব এড়িয়া বোলো এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ধানসি রাগ ॥

পবম সুন্দরি জলে ভাসে একেশ্বরি
দেখি ধনা পড়ি গেল ভোলে।

এক রমণী লাগি দুহে মিলি নৌকা লইয়া
বিবাদ বাঝিলেক জলে ॥
ধনা বেটা কোপ করি মোনার কেসেতে ধরি
চড় চাপড় মারিলেক গালে।
আমি তোর জেষ্ট ভাই কন্যা লইয়া আমি জাই
তুমি কেনে নিতে চাও বলে ॥
বেউলা বোলে সেবকের আই তোমা পরে গতি নাই
পথে ধনা মোরে করে বল।
স্থন মাও বিসহবি তবে সে তবিতে পারি
জদি ধনাব নৌকা হয়ে তল ॥
বেউলা কৈল স্বরণ পূর্ব্ব সত্য কারণ
পদ্মাবতি হইল সদয়।
দুই ভাই জড়াজডি জলে ভাসে কভো বুড়ি
স্থকবি নাবাযণ দেবে কয় ॥

দিসা ॥ পয়াব ॥

পদ্মাব ববে তাব বুকে পড়িলেক ছাই।
জলেত ভাসীযা চলে ধনা মোনা দুই ভাই ॥
গহিন শ্রুতেব পাকে নিল ভাসাইয়া।
ভুবা ভাসাইয়া জায বেউলা হবসিত হইযা ॥
ইবাক ছাড়ায বেউলা বিজয গমন।
স্থমুখে বঙ্গাইব বাকে দিল দরসন ॥
বাকে বাকে জায় বেউলা হরসিত হইয়া।
রঙ্গাই বেড়িল নাও দুই ভাগ করিযা ॥
বেউলা বোলে স্থন বাপু বচন আমাব।
কথা হনে কথা জাও কি কাজ তোমার ॥
বংসধরের নাতি আমি বাপ সঙ্খপতি।
জেষ্ট ভগ্নি সনাই মাও কলাবতি ॥
তাহা স্থনি বিপুলা ভুবা কৈল দুব।
তুমি হইবা আমাব মামাসস্থব ॥
স্থকবি নাবায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পযাব এড়িযা বোলোঁ এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

বেউলা বোলে শুন বাপু বণিককুমার।
সমন্ধেত মামাসস্থব হইবা আমার ॥

কার ঘরের ঝি কাহার পুত্রের বধু আর।
কি কারণে ভাসি জাও এ দুর সাগর।।
সাহে রাজার ঝি আমি সাসুড়ি সোনাই।
আমাকে বিহা কৈল তান লখাই।।
কাল রাত্রি কাল নাগে প্রভু খাইল মোর।
জিয়াইতে জাই আমি দেবের নগর।।
রঙ্গাই সুনি বোলে বিপুলার বচন।
অকারণে কহ কেনে অকর্থ কথন।।
লোব্ধ হইয়া সত্য নাস কবিবাবে চায়।
বুলিয়া বেউলা তবে ভেরুয়া ভাসায়।।
বেউলা বোলে সত্য চির্ন্য জদি থাকে মোব।
ছয় মাস বন্ধি থাক দেউকা বালিচর।।
সতি কন্যার বাক্য কভো বের্থ নয়।
সাপ পাইয়া নাও রহিল নারায়ণ দেবে কয়।।

দিসা।। পদ কহুনি।।

রঙ্গাই বোলে মোব বাক্য সুন সুবধনি।
বার বৎসরে জাই দেসে যাব মেলানি।।
তোমার বাপারে কহিব ২ তোমার মায়ের ঠাই।
আজ্ঞা কর মাও আমি দেসে চলি জাই।।
বেউলা বোলে বাপা না কাড় হেন রাও।
ছয় মাস এথা হনে না লড়িব নাও।।
আপন ইৎসায়ে বাপ থাক বন্ধি হইয়া।
জাবত আইসি আমি প্রভু জিয়াইয়া।।
ইবাক ছাড়ায়া জায় বিজয় গমন।
সুমুখে নারাণের বাকে দিল দরসন।।
ডিঙ্গা বাহিয়া সাধু দেসে আগমন।
পথে বেউলার সনে হইল দরসন।।
দেখিল সোনার ঘর ভুরার উপর।
প্রজাগণে কহিল কথা নারাণ গোচর।।
কন্যাব রূপে তোমার অন্য ভাব নাঞি।
জিজ্ঞাসিয়া চাই দেখি সুন্দরির ঠাই।।
প্রজাগণ বোলে কন্যা তোমাকে কৈ হারি।
কথা হনে কথা জাও কাহার কুমারি।।
বেউলা বোলে বাপ কহি তোমার ঠাই।
চান্দো সসুর মোর সাসুড়ি সোনাই।।

সন্দে সুনিআছ উজানি নগর।
সুমিত্রা মাও বিপুলা নাম মোর ॥
তাহা সুনি নারানে লাগে বুলিবার।
আমি হই সাহে রাজার প্রধান কুমার ॥
পূর্ব্বের দুঃখ বেউলা করিয়া স্মরণ।
মুখ চাইয়া বেউলা করিছে ক্রন্দন ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ভাটীয়ালি রাগ ॥

ভুরার উপর নারায়ণ গোচর
ক্রন্দন করয় বিপুলায়।
সুনরে প্রাণের ভাই] কহি তোমার ঠাঞী
দুঃখ মোর জাব দেব আলয় ॥
জাইব দেবের পুরি রঞ্জাইব বিসহরি
সাহসে জীয়াইব প্রাণপতি।
লইয়া ধন জন করিব গমন
মায়ে জেন নাহি কান্দে অতি ॥
বিপুলার বচন সুনি নারায়ণ বুলীল পুনি
স্বরূপ লাগীয়া কই তর্ত্তে।
সর্ব্বে মরা সাত ভাই গর্ভসোদর ভগ্নী লঞি
এই দশায় পড়িলা কি মতে ॥
বেউলা তবে বোলে প্রাণের ভাই কহিয় মাঞের ঠাঞী
জখনে বানির্জ্যে আইলা তুমি।
মায়ে কহিছে মরে তাহার যখন উদরে
জনম লভিআছি আমি ॥
নারায়ণে গনিয়া চায় তের বৎসর সদায়
আদ বার বৎসরের বেউলা হয়।
বেহুলার দশা দেখি করে সাধু জর্ত্তন
সুকবি নারায়ণ দেবে কয় ॥

দিসা ॥ পদবন্ধ ॥

বেউলা বোলে প্রাণের ভাই খাও মোর মাথা।
মায়ে না জানাঞীয় মর দুঃখের কথা ॥
কহিয় মায়ের ঠাঞী বুলিয় বচন।
আমার সপদ জদি করয় ক্রন্দন ॥

না রহিল মাস পক্ষ দিন অষ্ট চারী।
কাল রাইত্রে বিদুবা করিল বিসহরী॥
ছয় মাস থাকুক মায় চিত্তে খেমা দিয়া।
দেবপুর হইতে স্বামী আনি জিয়াইয়া॥
সেহি দিন হইব মর দু:খ নিবারণ।
জেদিন মায়ের সনে হইব দরসন॥
নারায়ণে সুনিয়া বোলে এই মরা সনে।
ভাসীয়া মাও তুমি জাও কি কারণে॥
আজ্ঞা কর বুইন তুমি মরা পুড়িবারে।
আমার সনে য়াইস মাও লয়া জাই ঘরে॥
মৎস মাংস বিনে জতেক বস্তু উপহার।
সকলি য়ানিঞা দিব ভক্ষণ করিবার॥
সঙ্খ সিন্দুর সবে না পরিবা তুমি।
আর জত অলঙ্কার গড়াইয়া দিব য়ামি॥
বেউলা বোলে হেন বাক্য কেনে বোল মরে।
তোমার সনে নেউটিয়া জদি জাই ঘরে॥
অসতি বলিয়া মরে বুলিব সংসারে।
জিয়াইতে আইলাম প্রভু ফেলাইয়া জাইব জলে॥
কোন মুখে খাড়া হইব চম্পক নগরে।
লোকে জিজ্ঞাসিলে আমি কি বুলিব তারে॥
কোন লাজে অন্নজল হাতে তুলি লব।
সাসুড়ির আগে আমি কী বোল বুলিব॥
এত জদি বেহুলা বোলান করিল।
তবে নারায়ণ সাধু কান্দিতে লাগিল॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ ধানসী রাগ॥

কান্দে নারায়ণ সাধু বেউলার দিগে চায়া।
প্রাণে না ধরে দু:খ দিতে ছাড়িয়া॥
আবুধিয়া সদাগর তার বুদ্ধি নাহি চিত্তে।
জিঞতা পাঠাইয়া দিছে মড়ার সহিতে॥
বিসম সাগরের ঢেউ প্রাণ তোল পাড়ে।
জলেতে পড়িলে খাইব মৎস মগরে॥
আকাশ প্রমান ঢেউ তাথে বাতাস প্রচুর।
ক্ষেনে মেঘ আইসে উরে ক্ষেনে জায় দূর॥

অদ্ভুত দেবের পুরি জাইবা কি কারণ।
দেবে আর মনুস্যে কি হইব দরসন ॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার দাসে।
বিপ্‌লা বিদায় করি সাগরেত ভাসে ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

ইবাক ছাড়ায় বেউলা বিজয়ে গমন।
সমুখে বাঘের বাকে দিল দরসন ॥
পদ্মা বোলে সুন নেতা আমার উত্তর।
বাঘরূপে জাও তুমি বিপুলার গোচর ॥
মড়া মাংস ভিক্ষা কর বিপুলার স্থানে।
আভাসে জানিব বেউলার কিবা আছে মোনে ॥
জেমতে পদ্মাবতি অঙ্গীকার কৈল।
সেহি মোতে নেতাবতি বাঘরূপ হইল ॥
সাগরের কুলে গিয়া সিহিরাই কান।
ডোকারে মেদিনি করিল কম্পমান ॥
কথগুলা বাঘ গিয়া ঝাপ দিল জলে।
কথগুলা মকর খাইল কথ কুম্ভিরে ॥
কথগুলা মরি গেল খাইয়া লোনা জল।
কথগুলা ঢেউযে জাতিযা কৈল তল ॥
বেউলা বোলে হরিহর জাগ সকালে।
বাঘের রূপ দেখি মোব প্রাণ কাপে ডবে ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলোঁ এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥

আজি সুপ্রভাতে বাঘে বোলে।—
কাইল মড়ার ঘ্রাণ পাইল বিকালে।
ভক্ষ দর্ব্ব মিলিলেক সকালে ॥
বিধি জানে নিসক্তির কাজ।
জখন খুজিতে আইলু মেঘরাজ ॥
দন্ত পাকায়া বাঘে লাঙ্গুড় করে বেক্কা।
তারে দেখিয়া মনে বড় লাগে সঙ্কা ॥

শ্রীজগন্নাথে কয় মধুর বচনে।
খাইব মড়া বাঘা ছড়াইল মোনে॥

দিসা॥ পয়ার॥

বেউলা বোলে সুন মাও অস্তিকের আই।
তোর সত্যভঙ্গ হইল মোর দোস নাঞী॥
এত সুনি পদ্মাবতি আনন্দিত হইল।
বাঘরূপে নেতা দেবী তখনে চলিল॥
ইবাক ছাড়ায়া বেউলা বিজয়ে গমন।
নিলক্ষ সাগরে বেউলা দিল দরসন॥
পূর্ব্ব পশ্চিম নাহি উত্তর দক্ষিণ।
কোন দিগে জাইব বেউলা সব জলাকির্ন্ন॥
বড় ২ পাথর ভাসে বড় ২ মাছ।
ইচার ঠোট ভাসে জেন তেতৈলের গাছ॥
কান্দিতে ২ বেউলা আকুল হইল।
সেহি বালি চরে বেউলা তখনে উঠিল॥
কহিতে লাগিলা বেউলা লখাইর বিদ্যমানে।
তোমার অস্তি আমি থুইব এহিখানে॥
সেহিখানে হয়ে চাএনি চোউ মুখ।
অস্তি পাখালিল বেউলা পরম কৌতুক॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলোঁ এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ করুণ ভাটীয়ালি রাগ॥

জাগ প্রভু কালিন্ধী নিসা চরে।
থুচাও কপট নিদ্রা ভাসী সাগরে॥
প্রভুরে তুমি আমি দুইজন।
জানে তবে সর্ব্বজন॥
তুমি সে আমার প্রভু আমি সে তোমার।
মড়া প্রভু নহরে তুমি গলার হার॥
উজাইলু জার্ন্ন ভির জল নাহি আদ্য মূল।
বিসম সাগরে বেউলা নাহি স্থল কুল॥
আচম্বিতে ঝড় উঠে নিশ্চয়ে না জানি।
তোমা লয়া ভাসী আমি নারি অভাগিনি॥

তোমার মাথার কেস হইয়া গেল আউলা।
চন্দ্রসম মুখ তোমার বিসে কৈল কালা ॥
নারায়ণ দেবে কয় মনসার দাসে।
বিপুলা বিলাপ করে বসিয়া মাঞ্জসে ॥

অপর লাচাড়ি ॥ ধানসি রাগ ॥

অ আরে হরিহর অভাগিনি বেউলারে শ্রীজিলা কেনে।
পুড়েনা প্রাণ মোর জলন্ত হুতাসনে ॥
অয়ারে হরিরে হর কুমার আমি কন্যা উসা বালি।
আছিলাম দুইজন অহি দেবপুরি ॥
অয়াবে হরিরে ইন্দ্র সাপিলা কোন দোস পায়া।
বর পাইলু মনুস্য কুলে হয়া ॥
অয়ারে হরিরে হব দুইজন মরিলাম অগ্নিতে পুড়িয়া।
জৈঞত সরিরে প্রাণ গেলত উড়িয়া ॥
অয়ারে হবিরে হর কাহারে কহিব দুঃখিনির বেদন।
কথায়ে লুকাইল প্রভুর ইরূপ জৌবন ॥
অয়ারে হরিরে হর প্রভুব গায়ে কয় কুৎসিত বাস।
গাইল গাঞেন চন্দ্রপতি মনসার দাস ॥

ত্রিতীয় লাচাড়ি ॥ পঠ মঞ্জরি রাগ ॥

কান্দে বানের কন্যা সুন্দর প্রভু লৈয়া কোলে।
ইহেন সুন্দর প্রভুর কলেবর অস্তি খসি ২ পড়ে জলে ॥

অহরিরে রাম হায় ॥—

উপরে না জায় চাওয়া জার বিসের তেজে।
এহি নিলক্ষিয়ার বাক উঠিয়া দেখ আমাক
প্রভুর খসিয়া পড়িল অস্তি মাজে ॥ *
বিষম লোহার ঘরে প্রভু দণ্ড দিলু তোরে
বরি হইল কালনাগিনী।
কোনখানে ছিল ঘাও না চিনিলা বাপ মাও
না বুলিয়া তেজিলে পরাণি ॥

এহিনি লক্ষিয়াব বাক ওটীয়া দেখ আমাক
প্রভুর খসিয়া পড়িল আঙ্গুলি। (কঃ বিঃ ৬১০৮ পুঃ)

সুনাখড়ের বালি চরে ভুবন দহের পারে
ভুরা রাখি রচিলা আপনি।
চাল তাহার উপরে নিঞা সুন্দর লখাই থুইয়া
লখাইর অস্তি পাখালে খানি ২ ॥
অস্তি পাখালেরে ত্রিপিনির বালিচরে
গাযে মাখে আগর চন্দন।
অস্তি খসিযা জায সুন্দবি তারে রহায়
প্রভুর গেল ইরূপ জৌবন॥
জগত গৌরির চরণ সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায়।
অষ্ট নাগেব মাও শ্রীদেবী মনসাও
সেবকেবে হইবা স্বহায॥

চতুর্থ লাচাড়ি॥ সুহিবাগ॥

উঠ প্রভু সুন্দর লক্ষিন্দর।
আবনি জাইবা বায্য চম্পকনগব॥
মস্তক খসিয়া যায ঝুনা নারিকল।
মাথার কেস খসিয়া পড়ে হাড়িয়া চামর॥
মুখ খান খসিয়া পড়ে ডালিম্বের সিস।
ঠোট খসিয়া পড়ে প্রদীপের সিস॥
মাস্তাখানি খসিযা পড়ে টুকবির বালা।
দুই চক্ষু খসিযা পৈল স্বর্গের জে তাবা॥
বুকখান খসিযা পৈল সোনাব চাঙ্গরি।
পিষ্টখান খসিয়া পৈল গাবাবেব পিড়ি॥
খসিয়া পড়িল প্রভুব দুই হাত পা।
ধরিযা তুলিতে খৈসে বাজহংসের গলা॥
দুই কর্ণ্য খসিয়া পৈল সোনাব মদনকড়ি।
দুই হস্ত খসিযা পড়ে জাব পাখুবি॥
খসিয়া পড়িল প্রভুর দুই চক্ষের ভুরু।
ধরিয়া তুলিতে খৈসে দুই পায়ের উরু॥
অঙ্গুলি খসিয়া পৈল চাপার কদলি।
অবসেসে খসি পৈল বত্তিশ গাছ্ নাড়ি॥
মাংস খসিয়া রৈল প্রভুর পালঙ্ক উপর।
কথাতে চলিলা তুমি প্রভু লক্ষিন্দর॥

পঞ্চম লাচাড়ি ॥ বড়ারিবাগ ॥

কান্দে বেহুলা ত্রিপিনিব [১] বালিচরে বসি।—
ইহেন সুন্দর জার বর ধরিতে পড়ে খসি ২॥
রাম ২ বিসাদ ভাবিয়া কান্দে বিপুলা ত্রিপিনিব বালিচরে বসি॥ (ধুঞ্চ)

প্রভুবে আছিলাম সর্গ পুবিব বিদ্যাধরি
নির্ত্তকি আছিলাম ভালে।
পাইয়া অপবাধ সাপিল দেবরাজ
ঠেকিলু বিসম তালে॥
আবে সর্গে কৈল বাস মর্ত্তেত পরকাস
দম্পতি এক সঙ্গে আইল।
পাইয়া পতি জোগ না কৈল দুঃখ ভোগ
মবাব সঙ্গতি হইল॥
দুহে মৈল অগ্নিতে পুড়ি হবি নিল বিসহবি
আব দুঃখ সহিতে না পাবি।
ভবসা আছিল নৈবাস হইল
অখণে দুঃখেতে মবি॥
রচিয়া চাএনি সাহেব নন্দিনি
পাখালে লখাইব দেহা।
মাংস খসিয়া জায় অস্তিব লাইগ পায
ধন্য ২ সুন্দব কাযা॥
আন্দিয়া কান্দিয়া অস্তি পাখালিয়া
উজাইয়া সর্গ পথে জায়।
মনসার চবণ কবিয়া স্মরণ
বিপ্র জানকীনাথে গায়॥

দিসা॥ পদ কহনি॥

একা ক্রমে অস্তি পাখালিলা সকল।
আঠুব গিলা পৈল গিয়া জলেব ভিতব॥
মডাব ঘ্রাণ পাইয়া আইল বাঘব বোয়াল।
পাইয়া আঠুর গিলা গিলিলা তৎকাল॥
পদ্মা বোলে রাঘব কহি তোমার ঠাই।
গিলিলা গিলা চাহিলে জেন পাই॥

১। ত্রিবেণী ?।

মনসা মঙ্গলের পট

(মেদিনীপুরে প্রাপ্ত)

খ্রীষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী

আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে।

এহি মতে সকল অস্তি লইল পাখালি।
নেতের কাপড় দিয়া করিল পটুলি॥
ইবাক ছাড়ায় বেহুলা বিজয় গমন।
কেদার পর্ব্বতে গিয়া দিল দরসন॥
কেদাব পর্ব্বতে গেলা বিপুলা সুন্দবি।
সেহি খানে পূজা কৈল জত বিদ্যাধবি॥
সুনিল ব্রতেব কথা জেরূপ সন্ধান।
কাঞ্চন দক্ষিণা দিয়া তুসিল ব্রাহ্মন॥
সেই বাক ছাড়ায় বেউলা বিজয়ে গমন।
মলাগিবি পর্ব্বতে গিয়া দিল দরসন॥
মলাগিবি পর্ব্বতে গেলা বিপুলা সুন্দরি।
তথায় পাইলা লাগ পঞ্চ বিদ্যাধরি॥
অনেক কান্দিলা তাবা বেউলাব গলে ধবি।
কোন দোসে হাবাইলা রূপের ঘবনি॥
সেই বাক ছাড়ায় বেহুলা বিজযে গমন।
হিমালয় পর্ব্বতে গিযা দিলা দবসন॥
জে ঘাট কবিলা দেবি সব্বমঙ্গলা।
সেই ঘাটে চলি গেলা সুন্দবি বিপুলা॥
পুণ্যেব ঘাটখানি বন্দিলা সুন্দবি।
শ্রীহবি পুজিলেক আটখানি নানা দিব্ব করি॥

নেতার সহিত বেহুলাব সাক্ষাৎ ও অনুগ্রহ-লাভ

সেই বাক ছাড়াইলা বেহুলা বিজযে গমন।
কৈলাস পর্ব্বতে গিযা দিলা দরসন॥
তথা হইতে পুবি নামিছে জেহি পথে।
সুভক্ষণে দেখা হইল নেতার সহিতে॥
আগু বাকে কাপড় ধোয়ে সিবেব কুমাবি।
তথাতে থাকি দেখে বিপুলা সুন্দবি॥
নেতা বোলে সুন ধনা আমার প্রভুব উত্তব।
আজি পাখালিব আমি দেবের কাপড়॥
স্তুনিয়া মায়ের কথা ধনা দিল লড়।
এক পাড়া পৈল ধনাব কাপড় উপর॥
কোপ কবি নেতা দেবি ধনাব দিগে চাইল।
ভুমির উপরে ধনা ঢলিয়া পড়িল॥

বেউলা বোলে হরিহর কী য়াছে কপালে।
ইহ দেসে আইল আমি মড়া দেখিবারে ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। করুণ ভাটীয়ালি রাগ ।।

আমি না পারিব লখা নিঞা যাইবারে ।
ছয় মাস কষ্ট করি আইলাম দেবের পুরি
ইহ দেসে মরা দেখিবারে ।।
জাকে বিধি হয়ে বাম সিদ্ধ নহে তার কাম
কাকে যাব করিয়া স্বহায় ।
সেহ না করিল দয়া বৃক্ষেয় না দিল ছায়া
কেসে ধরি বিধি নিপীড়ায় ।।
কহে দিজ বলরামে বেহুলা কান্দো অকারণে
তুমি দেবপুরে চলহ সত্বর ।
জাইবা দেবের পুরি রঞ্জাইবা বিসহরি
সাহসে জিঞাইবা লক্ষিন্দর ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

কথক্ষণ আছিলা ধনা অচৈতর্ন্য হয়া ।
জিয়াইলা নেতা তারে হুঙ্কার মারিয়া ।।
পুত্র মারি জিয়াইল আমার গোচর ।
এহি কন্যা হনে মোর জিব লক্ষিন্দর ।।
বত্তিস পাঞ্জর লখাইর বান্দিয়া যতনে ।
ডুব দিয়া ধরে গিয়া নেতার চরণে ।।
মোর পানে সুন ধনা আমার উত্তর ।
জলের কুম্ভিরে দেখ মোরে করে বল ।।
ধনা আসি তোলে নেতার হাতে ধরি ।
চরণেত ধরিয়া আছে পরমা সুন্দরি ।।
হেট মাথা হয়া নেতা নেহালিয়া চায় ।
কুম্ভির নহে সুন্দরি ধবিয়াছে পায় ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার এড়িয়া বোলোঁ এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ॥ সুহিরাগ ॥

সুন্দরি দেখিয়া নেতা বোলে ।—
কার ঝি কার নারি কোথা তোমার ঘর বাড়ি
কি কারণে বঞঃ তুমি জলে ॥
দেব গন্দর্ব্ব নর কোন জাতি জর্ম্মা তর
স্বরূপে কহ বিবরণ ।
আমিত ধোপার নারি সর্ব্ব দেবের মলা কাচী
আমার পাএ ধর কী কারণ ॥
দেবরূপ দেখি তঁর রক্ত গৌর কলেবর
কেনে তোমার মলিন বদন ।
রাঙ্গট হাত শ্রবণ বিধুবার লক্ষণ
কেনে তোমার বিরস বদন ॥
বিপুলা বুলিলা নেতা তুমি কি না জান মাসি
পূর্ব্বাপবে জত বিবরণ ।
বানের কুমারি আমি ঊষা নামে সুন্দরি
তর পাকে এত বিড়ম্বন ॥
কেস দুই ভাগ করি নেতার চরণে ধরি
সুন্দরি কহিল ভজিয়া ।
ছয় মাস কষ্ট করি আইলাম দেবের পুরি
দেও মাসি প্রভু জিয়াইয়া ॥
চরণে ধরি তোর প্রভু জিয়া দেও মোর
জস রহুক ই তিন ভুবনে ।
সুনিঞা বেউলার কথা নেতার মোনে লাগে বেথা
সুকবি নারাযণ দেবে ভুনে ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

বেউলা বলে সুন মাসি আমার উত্তব ।
[১] অপাখালি আছে কোন দেবের কাপড় ॥
নেতা বোলে পাখালিছি সকল কাপড় ।
পদ্মার কাপড় আছে খলার উপর ॥
একে চায় আরে পায় হরসিত হয়া ।
ধুইল পদ্মার কাপড় উত্তম করিয়া ॥
কাপডখানি সুখাইল আস্ত বেস্ত করি ।
আপন অক্ষর লেখে চিনিতে বিসহরি ॥

১। অপাখালি = আকাচা ; আধোয়া। পাখালি = ধোয়া।

প্রথমে লিখিল বেউলা সহস্র প্রণাম ।
তাব পাছে লেখে তবে চন্দ্রধনের নাম ।।
ছয় ভাসুব লেখে সুন্দব লক্ষিন্দব ।
সুমিত্রা সুন্দবি লেখে সাহে নৃপবব ।।
পূর্ব্বাপব জত কথা কাপডে লেখিযা ।
সতেক পরল করি বাখিল ঢাকিয়া ।।
সিবেব কাপড বেউলা লইল হাতে ।
পদ্মাব কাপড বেউলা তুলি লইল মাথে ।।
দেবগণের কাপড লইল বোগচা বান্ধিযা ।
হবসিতে জায নেতা বেউলাবে লইযা ।।
বিপুলাবে চাহে নেতা পবিক্ষা লইবাব ।
কেসেব সাক দিযা নেতা হয আগুসাব ।।
বাউগতি নেতা দেবি হাটীয়া পাব হইল ।
বিপুলাব নিকটে কথা বহিতে লাগিল ।।
সাবধানে শুন কথা বিপুলা সুন্দবি ।
এহি দিকে পাব হইযা জাও দেবপুবি ।।
সুকবি নাবাযণ দেবেব সবস পাচালি ।
পযাব এডিযা এবে কহিব লাচাডি ।।

লাচাডি ।। ধানসি বাগ ।।

হাটীযা পাব হও বেউলা হাটীযা হও পাব ।
আজিসে জানিব তোমাব সতি বিচাব ।।
বেউলা বোলে চন্দ্র সুর্য্য তোমরা হইয সাক্ষি ।
তিলমাত্র পাপ দেহে আমি নাহি দেখি ।।
দুই পাসে পুতিল বেউলা সোনাব দুই খুটী ।
এক গাছি কেসেব সাকে বেউলা জায হাটী ।।
উপবে কেসেব সাক নামত হিবাব ধাব ।
সত্য চিহ্ন বহুক হাটীযা হইব পাব ।।
দুই পাসে হিবাব ধাব মহা অগ্নি জলে ।
লিলাযে হাটীয়া জাযে পূর্ব্ব জর্ম্মেব ফলে ।।
ইসদ ভঙ্গিমা বেউলা আদ ২ হাসে ।
বেউলাবে জিনি অগ্নি উঠিল আকাসে ।।
অগ্নি আৎসাদিল বেউলা কৈল অন্ধকাব ।
নাস বেস করিযা বেউলা হাটীযা হইল পাব ।।
নারায়ণ দেবে কয কবিত্য প্রচুব ।
কেসের সাক পাব হইযা পাইল দেবপুব ।।

শিবের নিকট বেহুলার অনুগ্রহ-লাভে নেতার প্রচেষ্টা

দিসা ।। পয়ার ।।

ততক্ষণে বিপুলা সানন্দিত মনে।
প্রণাম করিলা বেউলা নেতার চরণে ।।
নেতা বোলে জিয়া থাক চন্দ্র দিবাকর।
পদ্মার বরে তোমার জিবেক লক্ষিন্দর ।।
বিপুলারে নেতা আপন ঘরে থুইয়া।
সিবের আগে জায় নেতা কাপড় বইয়া ।।
কাপড় দেখিয়া গোসাঞী রাউল মহেশ্বর।
কহিতে লাগিলা কথা নেতার গোচর ।।
আর দিন কাপড় আন দুই প্রহর কালে।
আইজ এত ব্যাজ তোমার হইল কি কারণে ।।
নেতা বোলে স্তুন গোসাঞী রাউল মহেশ্বর।
বহিনের কুমারি আসিযাছে ঘর ।।
তাহার জঞ্জালে মোর এত ব্যাজ হইল।
তাহা শুনি মহাদেব হাসিতে লাগিল ।।
সিবে বোলে নেতা আমাকে ভাড় ছলে।
মোর ঘর্ম্মে জর্ম্ম তোর বহিন কথা পাইলে ।।
এক বহিন পদ্মাবতি তাহার কন্যা নাঞী।
আর কোন বহিন আছে কহ মোর ঠাই ।।
নেতা বোলে স্তুন মোর বাপ মহেশ্বর।
কহিব সকল কথা তোমার গোর্চর ।।
অনিরুদ্র উষা আছিল স্তুরপুরি।
ইন্দ্র স্থানে ভির্ক্যা করি আনিলা বিসহরি ।।
স্বামী স্ত্রী দুই জন্মিল জাতিস্বরা হইয়া।
সাহে চান্দো মিলি তারে করাইল বিহা ।।
কালনাগে খাইল তার প্রভু লক্ষিন্দর।
কহিলাম সকল কথা তোমার গোচর ।।
এতেক কহিলা জদি নেতা সুন্দরি।
তাহা স্তুনি হরসিত দেব ত্রিপুরারি ।।
সিবে বোলে নেতা তুমি চলহ তুরিত।
অনেক দিনে শুনিব উষার নাট গীত ।।
দেবগণের কাপড়খানি দেবগণকে দিয়া।
পদ্মার কাছে গেল তবে কাপড় লইয়া ।।

কাপড় দেখিয়া পদ্মা লাগে বুলিবারে।
কোন জন নেতা আসিছে তোমার ঘরে॥
স্বরূপ জানিয়া কথা কহিবা আমারে।
আপনার মোনে পদ্মা লাগে ভাবীবারে॥
আর দিন কাপড় হয় বাতুল বরণ।
সেত হংস জিনি ধোর হইল কী কারণ॥
কাপড ঘুচাইয়া দেখে মাও বিসহরি।
চিনিতে লিখিযাছে বিফুলা সুন্দরি॥
দুক্ষীত হইল পদ্মা দুই চক্ষু নাটা।
নেতারে ফেলাইযা মারে গুযার বাটা॥
সুকবি নারাযণ দেবের সরস পাচালি।
পযার এড়িযা বোলম এক লাচারি॥ *

লাচারি॥ সুহী রাগ॥

দেবি আর কথা না কইস কাহীনি।
তোমার পূর্ব্ব কথা আমিত সব জানি॥
তর জদি কই আদ্যের কাহীনি।
তবে কোন দেবে ছুইয়া খাব পানি॥
তুমি কালিদহে পাইযাছ গুটিসাপ।
তুমি প্রথমে দংশিলা তোমার বাপ॥
চণ্ডীরে দংশ বিনাদোষ বিদ্যমান।
তোমার মুখ দোসে চক্ষু হইল কান॥
তোমার সেহী পাপে স্বর্গে নইল বাস।
অবন্যেত খাটাল্যা নিবাস॥

* স্বরূপ জানিয়া কথা কহীবা আমারে।
আপনার মোনে পদ্মা নাগে ভাবীবারে॥
আর দীন কাপড হয বাতুল বরণ।
সেত হংস জিনি ধোর হইল কি কারণ॥
কাপড ঘুচাইয়া দেখে জয় বিসহরি।
চিনিতে লিখিযাছে বিফুলা সুন্দরি॥
দুক্ষীত হইল পদ্মা দুই চক্ষু নাটা।
নেতারে ফেলায়া মারে গুয়ার বাটা॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক নাচাড়ি॥ (কঃ বিঃ ৬১০৮ পুঃ)

তোমাক জোগ্য স্থানে বাপে দিল বিহা।
স্বামী তোমার মুখ দোসে গেলেন ছাড়িয়া ॥
তুমি স্বামীর ইৎসা কৈলা ভঙ্গ।
তোমার বের্থ হইল ধামনা কলঙ্ক ॥
জিনিতে না পার চান্দোধব।
হবিয়া আনিলা বিদ্যাধর ॥
সত্য কৈলা ইন্দ্রেব গোচব।
অখন কেনে না জিব লক্ষিন্দব ॥
ধামনা পাঠাযা কালিদয।
কালনাগ আইল তোমাব ভয ॥
খাইল লখাই লোহাব বাসব।
লখাই দংশিযা ভশিচলা বিস্তব ॥
দেব হইযা মনিস্য ধবি খাও।
দৃড খোটে বান্ধিযাছ নাও ॥
নেতার বাক্যে পদ্যাবতি হাসে।
শ্রীজগর্ন্নাথেব পুষ্প দুর্ব্বা ভাসে ॥

শিবের আদেশে দেবসভায় বেহুলাব নৃত্য

দিসা ॥ পযাব ॥

তবে নেতা চলি গেলা বেউলা বিদ্যমানে।
কহিতে লাগিল তাবে সুন সাবধানে ॥
আপনি আজ্ঞা কবিআছে দেব মহেশ্বর।
নির্ত্ত করিতে সিবেব আগে চলহ সত্যর ॥
তাহা সুনি বিপুলা লাগে বুলিবাব।
নির্ত্তেব সর্জ্য সঙ্গে নাহিক আমাব ॥
এত সুনি বোলে নেতা ধনার গোচব।
ভাণ্ডাব হইতে নির্ত্ত-সর্জ্য বাহিব কর ॥
ধনা আনি দিল সর্জ্য বেউলার গোচব।
হেনকালে বিপুলা লাগে বুলিবাব ॥
বিনে মৃদঙ্গ ধনি নির্ত্ত নাহি চলে।—
ইন্দ্রপুবি যাসি তুমি করহ গমন।
তথা হনে আন গীয়া বায়েন দুইজন ॥
বিদ্যাবিনোদ আব বিদ্যাভুসন।
অনিরুদ্ধ সমান বাঞ্জন দুইজন ॥

বিপুলার বাক্য নেত্যা না করিল আন।
হুস্কারে দুইজন আনিল বিদ্যমান ।।
বেউলারে দেখিয়া তারা চমকিত মন।
কোন দোসে হইল তোমার এত বিড়ম্বণ ।।
বিপুলা বোলে বিনোদ কহিব তোমার ঠাই।
সিবের আগে চল দেখি নাচিবারে জাই ।।
কাল ভুত করিয়া দর্পনে এড়িল পুতিয়া।
অলঙ্কার পরে বেউলা তাহার দিগে চাইয়া ।।
বেহারিয়া ছান্দে পবে সোনার চাকীরলি।
দস অঙ্গুলে পরে মানিক্য অঙ্গুরি ।।
প্রভায়ে পরে বেউলা সতেস্বরি হার।
বাহুতে পরে বেউলা সোনার চারি তাড় ।।
আভের কাকৈ দিয়া পাইট কৈল সিথি।
নাসিকা দুয়ারে দিল রক্ত গজমতি ।।
সুরঙ্গ সুরমা দুই পরিল নঞানে।
মনির মোন মোহ জায় কটাক্ষ চাহনে ।।
ইজার পরিয়া ধবা কমবে কাছিল।
পঞ্চ বর্ণ্যে কাচলি গোটা তাহাব উপব দিল ।।
ঝুনুঝুনু বাদ্য কবে নপুর চরণে।
সংসার মহিত করে বেউলার সাজনে ।।
আভের কাকৈ দিয়া আগুলাইল চুল।
ভাল খোপা বান্দে দিয়া পাবিজাত ফুল ।।
পঞ্চবর্ণে থোপ দিয়া খোপা বান্দিল সুন্দব।
মধুমাসে দেখি জেন কামটঙ্গি[১] ঘর ।।
চারি দ্বারে থুইল তাথে কুসম বিকাস।
মধুলোভে ভ্রমরা না ছাড়ে তার পাস ।।
হৃদয়ের দুই কুচ চন্দনে লেপিয়া।
কনক সিখরে জেন হেম আরপীয়া ।।
বিচিত্র কাচলি দিয়া চাকে পয়ধর।
সংসারের চিত্র আছে তাহার উপব ।।
জেহি মতে অবতার করিয়াছে হরি।
সেহিমতে লিখিয়াছে নানা চিত্র করি ।।
নরসিংহ লিখিয়াছে হিরণ্য বিদার।
বামনরূপ লিখিয়াছে বলি ছলিবার ।।

১। কামটঙ্গি ঘর—জলমধ্যস্থ কামগৃহ বা জলটুঙ্গী।

কূর্ম্মরূপ লিখিয়াছে অধিক সুন্দর ।
ধরনী ধরিঞা আছে পিঠের উপর ।।
পরসরাম লিখীয়াছে ধনুবান হাতে ।
ক্ষেত্রিগণ সংহার হইল জেহি মতে ।।
রামরূপ লিখিয়াছে অধিক সোভন ।
বানরে বেড়িয়া লঙ্কা মারিল রাবন ।।
রামকৃষ্ণ লিখিয়াছে তাহারা দুইটী ভাই ।
সোল সত শিশু সঙ্গে মাঠে রাখে গাই ।।
বৈর্দ্যরূপ লিখিয়াছে তর্ত্তজোগ সার ।
এহী মতে নানা চিত্র যা হয় অপার ।।
ডাহীন পাসের কাচলির কহি বিবরণ ।
বাম পাসের কাচলির কহিব এখন ।।
বক্ষের উপরে চিত্র মন দিয়া সুন ।
ঠাঞী ২ লিখিয়াছে কানাইর বৃন্দাবন ।।
সেফালিকা ফুটিয়াছে কুঞ্জ নাগেশ্বর ।
পলাস কাঞ্চন আর উর টগর ।।
জাতি যুতি আর লবঙ্গ মালতি ।
দ্রোন ধুতুরা আর সুভিছে কেতকি ।।
সেতউর রক্তউর রক্তকোরবির ।
গন্ধরাজ সুভিয়াছে তাহার উপর ।।
চাপা নাগেশ্বর সোভে তাহে সারি ২ ।
আর যত আছে তাহা কত কহিতে পারি ।।
সকল সাজন বেউলা হইল সাবধান ।
চলিলা সুন্দরি বেউলা সিব বির্দ্যমান ।।
দেবপুরে গিয়া বেউলা হইলা আগুসার ।
মৃদঙ্গে ঝঙ্কার দিয়া হইলা নমস্কার ।।
নারোদে বার্ত্তা দিল গিয়া বাড়ির ভিতর ।
এক নটী আসিয়াছে বাহির দখল ।।
হেন কথা কহিল জদি সিবের গোচর ।
হরসিত হইলা তবে দেব মহেশ্বর ।।
সোনার নপুর সিব দুই পায় দিয়া ।
ভাঙ্গ খাইয়া আইসে সিব হালিয়া ঢুলিয়া ।।
বাহির টুঙ্গিতে সিব দেওয়ান করিল ।
হেনকালে সুন্দরি বেউলা নাচিতে লাগীল ।।
দেবগুরু বৃহস্পতির বন্দিয়া চরণ ।
এতক্ষণে বিপুলা জুড়িল নাচন ।।

সুকবি নারায়ণ দেবের সরল পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

* * *

দিসা॥ পদবন্দ॥

সিবে বলে নন্দীকে সরী শুন।
সিগ্র গিয়া সারা দিয়া আইস দেবগণ॥
সিবের আজ্ঞা পাইয়া নন্দী তখনে চলিল।
সারা দিলে দেবগণ তখনে আইল॥
ধর্ম্মপুত্র যুদিষ্ঠির আইলা পঞ্চ ভাই।
বার খেত্র আইলা হর ভাঙ্গরাই॥
আক্রিতি বিক্রিতি বেস করিয়া সাজন।
মহিষ বাহনে আইলা জম চৈদ্যজন॥
হরিণ বাহনে আইলা দেবতা পবন।
গড়ুরে চড়িয়া আইলা দেব নারায়ণ॥
মগর[1] পৃষ্ঠে আইলা জলের অধিকারি।
ছাগল বাহনে অগ্নী আইলা তরাতরি॥
একে একে চলিয়া আইলা সকল দেবগণ।
সকলে চলিয়া আইলা সিব দরসন॥
সকলে আইলা আর না আইলা পার্ব্বতি।
হেনকালে নারদে বোলে গোসাঞী পশুপতি॥
সিবে বোলে নারদ চলহ সত্যরে।
আন গীয়া চণ্ডীকারে নিত্য দেখীবারে॥
একেত নারদ রসিয়া আরে রস পায়।
কন্দল য়াস পাইয়া আগু হইয়া যায়॥
হরসিতে চলিলা নারদ মনিবর।
কন্দলের ঝুলি লইল কান্দের উপর॥
জে দিন নারদ মনী কন্দল না পায়।
ঘরের ন্নয়া[2] খসাইয়া দোকাটীয়া বাজায়॥
জেদিন নারদ মনী কন্দলের না পায় য়াস।
সেহি দিন মহামুনি করে উপবাস॥
ঢেকির পৃষ্টে মুনি করিয়া য়ারহন।
আপন ইৎস্যায় মুনি করিলা গমন॥

---

১ মগর=মকর। ২ ন্নয়া=বাকারি।

সুজান পাইকের ঘোড়া ঘুনবি খাইয়া ধায়।
উক্ষ পথ ছাড়িয়া পাথালি চলি জায়॥
বিরস মনে আছে চণ্ডী ঘরের ভিতর।
হেনকালে আইলা নারদ মনিবর॥
নারদে দেখিয়া চণ্ডী ঢাকিলা দুই স্তন।
বোলে পরিহাস্য করিতে ভাগীনার গেল মন॥
বুঝিলাম ভাগিনা তোমার কামনা।
এহি বেলাত তিনবার করিলা আনাগোনা॥
আরের কার্য্য মামী আগু হইয়া ধাই।
তোমার অন্ন পাণি মামী তিন ফু দিয়া খাই॥
ছিষ্টি পালিতা তুমি পরম গোসানী।
আপনার বুদ্ধি তুমি না বুঝ আপনি॥
এক নটি য়ানিয়াছে দেব মহেস্বর।
সুখে বসি নিত্য দেখে বাহীর দখল॥
নটির সনে পৃত হইল ভাঙ্গড় সিবাই।
তাহার কড়াটেকের রূপ তোমার ঠাঞী নাই॥
কুপীত হইল চণ্ডী নারদ বচনে।
সিংহ বাহনে চণ্ডী যাইলা আপনে॥
চণ্ডী বোলে ভাঙ্গড়া তর বুদ্ধি বিপরীত।
আমার ঘরে ভাত নাঞী তোমার নাট গীত॥
সুকবি নারায়ণদেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

— লাচাড়ী॥ ধানসী রাগ॥

চণ্ডী বোলে সুন সিব জটিয়া ভাঙ্গর।
কার নারি য়ানিয়াছ বাড়িব ভিতব॥
ভাঙ্গ ধুতুরা খাও য়ার সতাবড়ি[1]।
যথা তথা পাইয়া আন পরার নারি॥
নিত্য উপবাসী কাল জায় বেড়াও ঘরে ঘরে।
দেব হইয়া হেন কর্ম্ম কোন দেবে করে॥
কোপ করি কহে কথা কার্ত্তীকের য়াই।
তোমার আর্য্যণ ধন কড়াটেক নাই॥
আইজ খাইবারে সম্বল নাহি ঘরের ভিতর।
সকলে সামলায়াছে বসয়া বলদ॥

১ সতাবড়ি=শতবড়ি=শতমূলী।

বার বুড়ি ঠেকী পড়ে তের বুড়ি জমা।
নিত্য ২ কুটী দিব জটা ভাঙ্গের গুড়া।।
প্রাতের্ক্কালে সিব ভাঙ্গের গুড়া খাইয়া।
কুচনি পাগল কর সিঙ্গা ডুম্বুরু বাজাইয়া।।
ম্বরজা ২ তুমি বলিয়া ধাঙ্গড়ি।
পর-পুরুস পাইয়া তোমার চাতুরালি।।
তুমি গাইল পাড় মাও মোনের সন্তাপে।
আমি সিব দেখি জেন জনমদাতা বাপে।।
কাহার কুমারি নারি য়াছিলা কথা।
কমন কারনে সিবে আনিয়াছে এথা।।
নারায়ণ দেবে কয় মনসার দাসে।
নিত্যকির গোচর কথা চণ্ডীকা জিজ্ঞাসে।।

দিসা।। পদবন্ধ।।

চণ্ডী বোলে নিত্যকী ঘুনহ বচন।
কহ তুষ্ঠ হইবা পাইলে কোন ধন।।
বেউলা বোলে ঘুন মাও কহিব এখন।
জদি সত্য কর তবে কহি বিবর্বণ।।
চণ্ডি বোলে জারে পাইলে তুষ্ট হও তুমি।
সেই কর্ম্ম কবিব দাড়াইলাম আমি।।
বেউলা বোলে মাও তুমি জগত জননি।
পদ্মার সনে নেঞায় বুঝিবা আপনি।।
দৈত্য বংসে জর্ম্ম মোর সুনিতপুরে ঘব।
উষা নাম ধরি আমি ইন্দ্রের গোচর।।
মনি দান করিছিল সিবরাত্রী দিনে।
সঙ্গেত আছিলাম এহি পূর্ণ্যের ফলে।
কপটে মনসাদেবি গিয়া সুবপুরি।
দুইজন আনিল ইন্দ্রেত ভিক্ষা করি॥
দুইজন জন্মিলাম জাতিস্বরা হইয়া।
সাহে চান্দো মিলি তবে করাইল বিহা।।
কাল নাগে খাইল মোর প্রভু লখিন্দর।
তোমার স্থানে কথা আমি কহিব সকল।।
চণ্ডি বোলে সিব সুন আমাব বচন।
তোমার কন্যা পদ্মাবতি বড় অভাজন।।
না মাগে ধন জন না মানে সাসন।
পদ্মারে য়ানিঞা তুমি বুঝহ বিবরণ।।

প্রথম জৌবন কন্যার রূপে বিদ্যাধরি।
কোন দোস পাইয়া ইহাকে করিয়াছে রাঁড়ি॥
সিবে বোলে নারদমনি তুমি চলহ সত্যর।
পদ্মাবে আন গীয়া সভাব গোচর॥
তাহা সুনি নারদমনি চলিল সত্যরে।
পদ্মা পদ্মা বলিয়া ডাকে থাকিয়া দুয়ারে॥
দ্বারি নাগে বোলে নারদ মহামনি।
জর করি পদ্মাবতী তেগিছে অন্ন পানি॥
বিস্তর ডাকিয়া মনি উত্তর না পাইয়া।
সিবের আগে নারদমনি য়াইল চলিয়া॥
নারোদে বোলে মামা সুন আমার উত্তর।
অখন মনসার দেখ গায় আইল জর॥
সিবে বোলে নারদ জাও আর বার।
কাত্তিক গনেস সঙ্গে জাউক তোমার॥
কার্ত্তীক গনেস আর নারদ তপধন।
সত্যরে চলিয়া আইলা পদ্মার ভূবন॥
মাযা করি সুইয়াছে অনন্তের আই।
মাথা ধরি তোলে জাইয়া কাত্তিক গোসাই॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পযার ছাড়িযা বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ সুহিরাগ॥

বিসহরি বোলে ভাই কাত্তিক গোসাই
আজ সিবের জতন কি লাগিয়া।
দুষ্ট বেটা চন্দ্রধর কাকালি ভাঙ্গিল মর
উঠিল বিস দুরদিন পাইয়া॥
বুলিলেক পদ্মাবতি সুন কাত্তিক গণপতি
মরিব দগদে মর দুক্ষে।
চান্দোর ঠাঞী পাইয়া ডর গায় আইল কম্প জর
সেহি বিস উঠে মাস পক্ষে॥
দিবারাত্রি অষ্ট প্রহর গায়ের না ছাড়ে জর
সুন ভাই নারদ মহামণি।
বিসম জরের তেজে খাড়া হইতে মাথা কাপে
কাইল না খাইছী অর্ন্ন পাণি॥

নারদে বুলিল পুনি জরের ঐসদ আমি জানি
জদি খাও দধি নারিকেল।
ঘোলে মাখী পানত অন্ন জদি কর ভক্ষণ
অখনে খণ্ডিব গায়ের জর ॥
আর ঐসদ য়ামি জানি কাচা দুগ্ধ কাচা ননি
জদি খাও প্রভাত সময়।
জর জাইব তোমা ছাড়ি খণ্ডিব মুখের জারি
তবে তুমি এড়াইবা সংসয় ॥
গায় হাত দিয়া চায় পানি হেন সর্ব্ব গায়
কেনে বা সিবেরে ভাড় ছলে।
ভারিতে না পারিবা তুমি নিশ্চয় কহিলাম আমি
সুকবি নারায়ণ দেবে বোলে ॥

দিসা ॥ পদকহনি ॥

নারদে বোলে সুন জয় বিসহরি।
তোমার বিসম মায়া বুঝিতে না পারি ॥
আমারে সিবে পাঠাইছে দুইবার।
তম মনসা তুমি চাহ রহিবার ॥
ভিন্ন দেশী নিত্যকী নিত্য জুড়িয়াছে।
তোমাতে পাইব দান মোনের বাঞ্চাতে ॥
তে কারণে য়াএী যুড়িয়াছে নিত্য।
বিলম্বের কার্য্য নাহি চলহ তরিত ॥
না গেলে কাতর দানী বুলিব তোমারে।
ঘাইট হইল কুরি বুলিব সংসারে ॥
বাপ তোমার পশুপতি অবিলম্ব দাতা।
সংসারে বোলে তাকে ছিষ্টির দেবতা ॥
হেন জনের কন্যা তুমি জন্মিয়াছ বির্য্যে।
মোকে সুনিয়া তোমাক বুলিব উপহাস্যে ॥
এক সিস্য য়াছে তাহার কুবের ভাণ্ডারি।
সংসারে বোলে তাহারে ধনের অধিকারি ॥
নারদের বচন পদ্মা না শুনিলা কানে।
প্রবদ করিলা নেতা মধুর বচনে ॥
সত মাও দুসি হইব বাপ পসুপতি।
সুনিয়া দুখী হইব দেব জত ইতি ॥
সঙ্গে য়াসিয়াছে কার্ত্তীক গনাই।
ইহাকে বিরস করি কোন কার্য্য নাই ॥

সাত পাচ ভাবিয়া পদ্মা দিলা আগুসার।
ধনঞ্জয় খট্টা লইল গুক্ষুরে ভৃঙ্গার ॥
সেত চামর নেত্য লইল ডাহীন হাতে।
বাম হাতে বাট্টা লইল কর্পূর সহিতে ॥
কার্ত্তিক গণেস য়াব নাবদ তপধন।
মনকথা ভাবি পদ্মা কবিল গমন ॥
মহাদেব দক্ষিণে—বামে চণ্ডিকা।
হেন কালে পদ্মাবতি জায়া দিল দেখা ॥
দেবগুরু বৃহস্পতিব বন্দিল চবণ।
আড়মুখ হইযা পদ্মা আছে কথক্ষণ ॥
আড়মুখে বহিল জয় বিসহবি।
সিবেব দোহাই দিল বিপুলা সুন্দবি ॥
তাহা সুনি পদ্মাবতি সহমুখ হইল।
তবে সুন্দবি বেউলা নাচিতে লাগীল ॥
সুকবি নাবাযণ দেবেব সবস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক নাচাবি ॥

নাচাবি ॥ পঠমঞ্জবি বাগ ॥

নাচে সুন্দবি বেউলা বদন প্রকাসে।
সোসদব সোভা জেন হইল আকাসে ॥
এক পাক য়াইসে বেউলা যাব পাকে জায়।
ঘিবিনি কৈতব জেন গাড়বি খেলায় ॥
সিবেব মকুট বেউলার কবে ঝলমল।
আকাসে সুভিছে জেন কমলের দল ॥
খেনে উড়ে খেনে পড়ে তালে দিছে মন।
মধু মাসে ময়ুবে জেন ধবিছে পেখম ॥
সুতা সঞ্চাবে হাটে নাহী তোলে গাও।
চবণেব নপুরে বেউলাব কবে চুয়া বাও ॥
পবনগতি জিনিয়া বেউলা লইলেক পাইক।
আভবণ উড়ে জেন ভ্রমবা ঝাকে ঝাক ॥
তাবামণ্ডল পাকে করিল সোভন।
একে একে মোহিত কৈল জত দেবগণ ॥
সুব দৈর্ত্য গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধব।
সকলেই স্তুতি কবে পদ্মাব গোচর ॥
বিলম্ব না কব যাও জিয়াও লখিন্দব।
নারাযণ দেবে কয় মনসাব কিঙ্কব ॥

দেবসভায় বাদানুবাদ

দিসা ।। পয়ার ।।

সিবে বোলে শুন পদ্মা য়ামার উর্ত্তর ।
অবিলম্বে জিয়াইয়া দেও লখিন্দর ।।
মহিল য়ামার চিত্য দেব জত ইতি ।
সত্যর জিয়াইয়া দেও নিত্যকীর পতি ।।
তাহা স্থনি পদ্মাবতি লাগে বুলিবার ।
মঞিত না জানম উহার প্রভু বিচার ।।
কোন দিন উহার য়ামার পরিচয় নাহী ।
হেন অপবাদ কথা কহে তোমার ঠাঞী ।।
নগরিয়া বৈদড়লি দুষ্ট পাপ বেটী ।
খেদাইব এথাহনে নাক চুল কাটী ।।
মাথা মুড়াইয়া পুনি পাঠাইয়া দিব দেসে ।
লোকে দেখিয়া জেন বাত্রী দিবা হাসে ।।
চণ্ডী বোলে মনসা কহ বড় কথা ।
তোমার বোলে বিপুলারে কে মুড়াইব মাথা ।।
আরদাস করিয়াছে সভার গোচব ।
বিনে না বুঝিলে কিসের ফলাফল ।।
চণ্ডীকা স্বহায় হেন ভরসা হইল মনে ।
বিপুলা মন্দ বোলে সেহী সে কারণে ।।
আমার দোসে তোমাকে লাগায় কোন কালে ।
আপনে নিরদুসি হইয়া থাক থাক ভালে ।।
সঙ্করের কন্যা তুমি নাম পদ্মাবতি ।
সতেক দোস থাকীতে তোমরা বড় স্থতি ।।
বড় মনস্যের দোস হইলে দোসন না জায় ।
মাস পক্ষ হইলে সকলী লুকায় ।।
আমাকে বোলাও পদ্মা সভা হাসাইবারে ।
তুমি জে স্থক্রিতি নারি নাহিক সংসারে ।।
আমি কীনা জানি পদ্মা তোমার জত ধর্ম্ম ।
মুখে কালি না দীব বুলিতে অতি মর্ম্ম ।।
পদ্মা বোলে সুন গোসাঞী বাপ মহেস্বর ।
বৈতালি বুলিল মন্দ সভার গোচর ।।
বৈতালি না বোলে মন্দ তুমি সে বোলাও ।
আপনে রসিক হইয়া সভা হাসাও ।।

জাহার গর্ব্বে বোলে মন্দ তাহার কথা কহ কই।
তারে বা বুলিব কি বাপের কারণ সই॥
চণ্ডী বোলে না সহিলে কী করিতে পার।
না জিয়াইয়া লক্ষিন্দর কেমনে জাইবা ঘর॥
মায়া কান্দন কান্দ চক্ষুর ফেলাও পানি।
সভার মর্দ্ধে মনসা অপমান জানি॥
কাহার কর সর্ব্বনাস কাহারে কর রাড়ি।
কান্দিয়া বেড়াইতে চাহ কবিয়া ভাড়ি ভূড়ি॥
পদ্মা বোলে তর বাপ সহজে পাষান।
ইন্দ্রে তাহাব পাখা কাটী দিছে অপমান॥
তাহাব নর্য্যা নাহি তোমাব নর্য্যা কী।
কেমতে হইবা ভাল সেহী বোচাব ঝী॥
সভার মৈর্দ্দে চণ্ডী বাপেব নিন্দা স্থনি।
কোপ কবিযা পদ্মাকে বুলিলেক বানি॥
নিজ দোসে স্বামি এড়ি হইলা অন্তর।
সেহী হনে মনসা বেডাও ঘবে ঘর॥
চান্দব হাতেব পদ্মাবতি পূজা না পাইয়া।
সভাব মৈর্দ্দে কহ কথা কান্দীযা ২॥
ই সকল কথা দেবির স্থনিযা তখন।
কহিতে লাগীলা পদ্মা বেউলাব সদন॥
বানিয়া ধাঙ্গুড়ি বেটী কিসেব ভরসে।
মোরে য়াসি বাদ বোল অসম সাহসে॥
জার গর্ভে বোল মন্দ তাব কি কভাটেকেব গুণ।
পেখম ভাঙ্গিব য়াইজ দিয়া কালি চূন॥
সিবে বোলে গালাগালি অখন থাকুক।
সাক্ষি নিযাছে বেউলা প্রমাণ করুক॥
বেউলা বোলে স্থন গোসাঞী দেব মহেস্বর।
সাক্ষি বোলাইয়া দিব তোমাব গোচর॥
এক সাক্ষি য়াছে য়ামাব দেব পুবন্দব।
আর সাক্ষী য়াছে জম রবিব কোঙব॥
আর সাক্ষি জানাইব স্থন মহেস্বর।
আর সাক্ষি জদি য়ামি জানাইতে পাবি।
জত দায় করি য়ামি দিবা লেখা করি॥
আর জদি সাক্ষি য়ামি না জানাইতে পারি।
নাক চূল কাটিয়া দিয় সভার বাহির করি॥

এহি বুলি কড়ি ফেলায় সভার গোচর।
কড়ি ফেলাইল আসি ত্বড়িত করি ভর ।।
বিপুলা ফালায় কড়ি নেতের য়াচল চিরি।
পদ্মাবতি কড়ি ফালায় মাণিক্য অঙ্গুরি ।।
লর্য্যা পাইয়া কড়ি ফেলায় পদ্মাবতি।
পুনরপি দেবগণে বন্দিলা সুন্দরি ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। ধানসি রাগ ।।

সিবে বোলে সুন দেব পুরন্দর
বুলিলেক নিত্যাকি সুন্দর।
বিপুলা নিত্যাকি মানিল সাক্ষি
জানি কেনে না দেও উত্তর ।।
বুলিলেক পুরন্দর সভার গোচর
সুন পদ্মা য়ামার বচন।
তুমি গীয়া সুরপুরি উসারে য়ানিলা হরি
এবে কেন পাসর য়াপন ।।
সুনিয়া পুরন্দরের বানি দেবগণে বোলে পুনি
সত্য হইল উসার বচন।
বুলিলেক মহেস্বর জম রাজার গোচর
তুমি কিছু কহ বিবরণ ।।
জমে বোলে বিসহরি উসারে য়ানিলা হরি
প্রাণ লইলা সাগরের কুলে।
য়ামার সনে স্বর্গপুরি লয়া গেলা বিসহরি
সুকবি নারায়ণ দেবে বোলে ।।

দিসা ।। পদ কহনী ।।

মাথা নামাইল সিবে হাসেন পার্ব্বতি।
লর্জ্যায়ে হেট হইল পদ্মাবতি ।।
সিবে বোলে সুন বিপুলা সুন্দরি।
কোন পুর্ণ্যে তুমি য়াসীলা সুরপুরি ।।
মনসা হরিল তোমা শাসন কারণ।
কহত সকল কথা সুনি বিবরণ ।।
বেউলা বোলে সুন গোসাঞী দেব মহেশ্বর।
কহিব সকল কথা তোমার গোচর ।।

দৈত্যবংসে জর্ম্ম মর স্থনিতপুরে ঘর।
উসা নাম ধরি য়ামি ইন্দ্রের গোচর।।
মনিদান করিছীলাম সিবরাত্রি দিনে।
সঙ্গে য়াছিলাম য়ামি এহি সে কারণে।।
বেউলার মুখেত স্থনি এতেক বচন।
সর্ম্মন্দ পাতিয়া কথা কহে এতক্ষণ।।
বানের সমন্দে নাতিন হইবা স্থন্দরি।
চান্দর সমন্দে হইবা নাতি বৌয়ারী।।
তোমারে দেখিয়া মর দহে কলেবর।
আলিঙ্গন দিয়া মর প্রাণ রক্ষা কর।।
স্থকবি নারায়ণ দেবের সবস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

লাচাড়ি।। ধানসি রাগ।।

বেউলা জদি য়ালীঙ্গন দেও তুমি।
জিয়াইব লক্ষিন্দব পাঠাইয়া দিব ঘর
তবে সদয় হইয়া আমী।।
গোসাঞী বেউলা বলে করুনা কর অসময় কালে
সব বিপরিত পূর্ব্ব জনমের ফল।—
আমরা বৈস্যা জাতি সহজে তোমার ক্ষেতি
ঘরে ২ মাগিয়া খাই।
আমা হনে বড় অধিক স্থন্দর
আছে কার্ত্তীক গণপতির আই।।
সিবে বোলে উসা খণ্ডন কর আসা
রূপে গুণে তুঞি পার্ব্বতি।
উপাধিক বস্ত পাই জতন করিয়া খাই
য়ামার পুরুসের এহি নয় মতি।।
আপনার ধনজন রাখি খাই সর্ব্বক্ষণ
তারে রাখি পরম জতনে।
বেউলারে ক্ষুদার কালে জেন মত্ত ভ্রমরা ভুলে
পড়ি থাকে কমলেব দলে।।
বেউলা বোলে শ্রীহরি ভুমি সে প্রাণের বৈরি
পূর্ব্বেব যা ছিল সমস্কার।
জে ডাল বেউলা ধরে সেহি ডাল ভাঙ্গি পড়ে
বেউলার কি পাপ কপাল।।

ভুবনপালক তুমি তোমাকে কি বুঝাব য়ামী
দেখিতে দেখ সব ভাল।
মহাকাল ফল জেন চক্ষুতে চিকণ তেন
ভাঙ্গিয়া দেখ সব কাল ॥
সিবে বোলে সসিমুখি তব রূপ জৌবন দেখি
হৃদয়ে ফুটিল কাম-সর।
চঞ্চল হইল চিত্ত কাম হইল ব্যাপীত
সরির করিল জর্জ্জর ॥
বেউলা বোলে শ্রীহরি বোআচুক কর্ম্ম সাদিবা এড়ি

* * * * * *

তুমি হইলা প্রাণের বৈরি দ্বরজা ২ বানিঞা ধাঙ্গড়ি
মর নাম বাতুল মাধাই।
বাপ এড়িয়া জদি খুড়া বোল জদি
তবু য়েড়ান নাঞি ॥
সিবের বচন স্বনি বুলিলেক ভবানি
কোপ করি লাগে কহিবারে।
সোগে মরে কাচারাড়ি তার সনে চতুরালি
তপসি তরে বোলে কোন ছাবে ॥
চণ্ডীর বচন স্বনিয়া সিব লর্যিতে হইয়া
সত্যভ্রষ্ট নহে কোন কালে।
নাতি বৌহারি জানি চব্বুট কবিলাম য়ামী
সুকবি নারায়ণ দেবে বোলে ॥

অপর লাচারি ॥ সুহীরাগ ॥

সপটে ধরি কর বেউলা বোলে মহেশ্বর
তুমি গোসাঞী ত্রিলক ইস্বর।
সংসার পালন কর পরনারী কেনে হর
তুমি গোসাঞী সহজে ভাঙ্গড় ॥
উদয়ের কাল ভোরে প্রভুর দারুণ সোকে
ভোকে মর প্রাণ পোড়ে য়াতি।
অনাথের সর্ণ্যগতি জিয়া দেও স্বামিপতি
কোন মতে রহুক ক্ষ্যায়াতি ॥

তুমি কি না জান সাচে উত্তর কোনে চান্দ য়াছে
চম্পক নগরে গ্রিহবাস।
সাধু হইয়া রাজবঞ্চে একাক্রমে তোমা পূজে
তেকারণে তার বংস নাস ॥
উদয়ের কাল ভোরে প্রভুব দারুণ সোকে
দুঃখ হইল য়ামাব পরাণি।
জেদিন প্রভুরে মর নাগে খাইল তর
সেহি হনে তেজিছি অন্নপানি ॥
জগত গৌরিব চরণ সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায়।
অষ্ট নাগেব মাও জয় দেবী মনসাও
সেবকেবে হইবা স্বহায় ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

সিবে বোলে পদ্মা শুন য়ামার উত্তর।
ঝাটে করি জিয়াইয়া দেও লক্ষিন্দর ॥
পদ্মা বোলে শুন বাপা কহি তোমাকে।
অবিচারে কেনে বোল জিযাইতে লখাইকে ॥
ইন্দ্রপুরি হইতে য়ানিতে দুইজন।
জমের সহিত য়নেক কৈল রণ ॥
জমদুতে বোলে আস্যা লয়া জাও ছলে।
য়ামাকে জিনিয়া জমে জিন বাহুবলে ॥
পদ্মার মুখেত শুনি এতেক বচন।
জমের য়াগে গীয়া বেউলা করে নিবেদন ॥
সুকবি নাবাযণ দেবেব সরস পাচালি।
পয়াব এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ ধানসি বাগ ॥

জম ২ নিদারুণ নয়ান।
তোমার বাপেব পুর্ণ্যে স্বামি মরে দেও দান ॥
আরে জম তুমি নিদারুণ।
বির্দ্ধ থাকীতে কেন নেও রে তরুণ ॥
য়ারে জম নিদারুণ হইলা।
জোড়ের কৈতর মর বলে ধরি নিলা ॥

পাপ দিষ্টে থাক জম পাপে গেল মন।
কেমতে রাখিব য়ামী ই রূপ জৈবন।।
বেউলার মুখে জম শুনি এতেক বচন।
চিত্রগোপ্ত ডাকায়া আনিলা দুইজন।।
একে ২ দেখিল তারা সতর গোটা পাত।
লখিন্দরের মিত্যু তবে নাহী দেখে তাত।।
গাইল গায়েন চন্দ্রপতি মনসা দেউকা বর।
তাহার পাছে বলিতে লাগিলা মহেস্বর।।

দিসা।। পদবন্ধ।।

সিবে বোলে শুন পদ্মা য়ামার উত্তর।
অবিলম্বে জিয়াইয়া দেও লখিন্দর।।
তাহা স্থনি পদ্মা বোলে দেবের য়াগে।
তুহার প্রভু খাইছে য়াগার কোন নাগে।।
বেউলা বোলে কালনাগে প্রভু খাইল মর।
কাটা লেঞ্জ ফালাইয়া দিল সভার গোচর।।
তাহা দেখি পদ্মাবতি লাগে বুলিবার।
মায়া পাতি চাহে বেউলা য়ামাক ভাড়িবার।।
কাকলাসের লেঞ্জ কি হারৈলের লেঞ্জ।
গুহিলের লেঞ্জ কি সাপেব লেঞ্জ।।
পর্ব্বত হেন কালনাগ থাকেত সাগরে।
কেমতে প্রবেশ কৈল লোহার বাসরে।।
সকল দেবে বোলে শুন জয় বিসহরি।
তোমার যতেক নাগ য়ান সীগ্র করি।।
এহি কাটা লেঞ্জ জেহি নাগের লেঞ্জে লাগে।
স্বরূপে জানিব লখাই খাইছে সেহি নাগে।।
দেবগণের কথা পদ্মা ছাড়াইতে না পারে।
হুঙ্কারে সকল নাগ য়ানিল সত্যরে।।
কাল নাগ লুকাইল পদ্মার খাটের তলে।
হেনকালে পদ্মাবতি বলে বিপুলারে।।
কোন নাগে খাইল তোমার প্রভু লখিন্দর।
চিনাইয়া দেও মরে সভার গোচর।।
তাহা শুনি বিপুলা হইল আগুসার।—
একে ২ নাগগণ চাহিতে লাগিল।
সকল নাগ দেখিলেক কালনাগ না দেখিল।।

অনন্ত তক্ষক দেখে কালা ময়াল।
দেওটীয়া কাছীয়া দেখে পর্ব্বতীয়া ধামাল ॥
শেতা পিয়াল দেখে পবন জলচর।
খাইয়া খলিসা দেখে আর অজাগর ॥
বেড়ানিয়া সঙ্খচুর নাগ হরিতাল।
করাতিয়া মহাপদ্ম পুড়িয়া ব্রম্ভজাল ॥
এলাপত্র মহাচক্র নাগ জিয়াল।
দাইয়া দাড়াচিয়া দেখে নাগ ধম্মপাল ॥
নাদা ঢেমসা দেখে য়ার দুমুখা।
উড়া ধোড়া বোড়া য়ার য়াড়ালিয়া বেকা ॥
পুইয়া উপনিয়া দেখে গুইযা শুতলিয়া।
চইয়া চক্ষুরিয়া দেখে নাগ কালিয়া ॥
খাইযা আগলিয়া দেখে নাগ বিষতিয়া।
উলুযা নলুযা দেখে নাগ সিতলিয়া ॥
নড়িযা ধডিয়া দেখে নাগ মনিরাজ।
বিলুয়া তিলুয়া দেখে নাগের সমাজ ॥
অহিরাজ ভ্রঙ্গরাজ নাগ সন্ধরেখা।
একামুখা রাকামুখা তাহার পাইল দেখা ॥
তাহার পাছে দেখিলেক নাগ মহাকাল।
কিত্তিকা নাগ দেখে বড়ই বিসাল ॥
বাড়োয়া গুক্ষুর দেখে ভূত নাগিনী।
উদয়কাল দেখিলেক আর সঙ্খিনী ॥
তাহার পাছে দেখিলেক নাগ কুণ্ডলিযা।
কর্ক্কট মহানষ্ট আর নাগ ঘরলিয়া ॥
হরিনা কিরণা দেখে আর বাসকি।
চৌরাসী জোজনেব নাগ একে একে দেখি ॥
একে ২ বিচারী সব নাগ দেখিল।
পাপীষ্ট কালনাগ তাহাক না দেখিল ॥
নাগ না পাইয়া চিন্তিত হইল মন।
হেনকালে নেতা আসি দিল দরসন ॥
আখির ঠারে নেতা বুলিল বিপুলারে।
হেব দেখ কালনাগ পদ্মাব খাটের তলে ॥
প্রণাম করিতে গেলা বিপুলা সুন্দরি।
থাপা দিয়া ধরে বেউলা নাগের কাকালি ॥
টান দিয়া ফেলাইল সভার গোচর।
এহি নাগে খাইছে মোর প্রভু লখিন্দর ॥

সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। কেদার রাগ ।।

দেখ দেখ রে প্রভু সদাসিব পরম সানন্দে দেখ
বোলে বেউলা সভাব গোচর ।
নাগ থুইয়া খাটের হেটে আমাক ভাড়ে কপটে
এহি নাগে প্রভু খাইল মর ।।
কালরাত্রি নিসাভাগে প্রভুকে খাইল নাগে
কাটা লেঞ্জ আছে তার সাক্ষি ।
সোবন্তের খোল দিয়া আনিআছি বান্দিয়া
দেবগণে হাসে তাহা দেখি ।।
লজ্জা পাইয়া বিসহরি রহিলা হেট মাথা করি
কোপ করি বোলে মহেশ্বর ।
পদ্মা বড়ই নিদারুণ তুমি নিশ্চয় জানিলাম আমি
ঝাটে করি জিয়াও লখিন্দর ।।
শুনিয়া শিবের কথা পদ্মা বোলে শুন নেতা
শুন তুমি আমার বচন ।
অস্থি চর্ম্ম কিছু নাই পাইম গিয়া কার ঠাঁই
কিরূপে জিয়াইব লখিন্দর ।।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বলব হয়
চিন্তিত হইল বিসহরি ।
অস্তি চর্ম্ম দেহ মোরে জিয়াইয়া দিব তারে
নিজ ঘরে লইয়া জাও নারি ।।

পূর্ব্বকথা

বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের জন্ম-বিবরণ ও মনসাদেবীর যমরাজার সহিত যুদ্ধ

চিত্রগুপ্ত কহে কথা জম রাজার ঠাঁই ।
অনিরুদ্ধ উসার টুটিল পরমাই ।।
নেতার মুখে পদ্মা শুনিয়া বচন ।
ডাক দিয়া কহিল পদ্মা দুতের সদন ।।

গোধাজমেরে কৈয় বোল দুই চারি।
উসা অনিরুদ্রের প্রাণ নিল বিসহরি ॥
ক্রোধিত হইয়া দুত অগ্নি হেন জলে।
ধাইয়া কহিল গিয়া জমের গোচর ॥
দেখিয়া পদ্মাবতি জমের সাজন।
হরসিতে পরে পদ্মা নাগ আভরণ ॥
বোলে বৈদ্য জগর্ন্নাথ সরল সুদ্ধমতি।
রচিল লাচাড়ি জেন পয়ারের গ্তি ॥

লাচাড়ি ॥

সাজিল সাজিল দেবি সিবের নন্দিনি
বাহুত বান্দিযা বিরবালা।
ভুজঙ্গ হাতে কাকালি জমদুত হুড়াহুড়ি
জমেব কটকে দিতে হানা ॥
পরিধান করিল দেবি উত্তম পাটের সাড়ি
হেঙ্গুল বাড়ি নাগে খাট কৈল।
অনন্ত বাসুকি আইল মাথার মকুট হইল
গ্রিবাপত্র তাড় নাগে হইল ॥
দুই হস্তের সঙ্খ হইল গরল সঙ্খিনি আইল
কেসেব জাদ ই কাল নাগিনী।
সুতলিয়া নাগ আইল গলার সুতলি হইল
বেত নাগে কাকালি কাছণি ॥
সিন্দুরিয়া নাগ আইল সিসেব সিন্দুব জে হইল
কাসুয়া নাগে কাজল প্রচুর।
পদ্মা নাগে কৈল বেণি সুন্দর জে কিঙ্কিণি
বিচিত্র নাগে চাকিল পয়োধর ॥
বিষতিয়া বোড়া আইল চরণে নপুর হইল
নেত নাগে হৃদয়ে কাচলি।
কনক নাগ আইল কণ্যের চাকি বলি হইল
কেউটিয়া পায়েব পাসুলি ॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পিষ্টের থোপ লাগে
অগ্নি জলে মুখে কোনা কোনা।
অমৃত নয়ান এড়ি বিস নয়ানে চায়
ভয় পাইল জত সুরজনা ॥

আদেসিল বিসহরি ধামনা দুয়ারী
পর্ব্বতে সাড়া দিতে জায়।
মনসার চরণ সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি হরিদত্তে গায়।। *

অপব লাচাড়ি।।

সাজ বাজনা বাজে ঘন ডাকে নাগ সাজে
সোমেরু সমান হেন সুনি।
ছোট বড় জত নাগ ধায়া চলে পদ্মার আগ
রণে জাইবে জয় ব্রাহ্মণি।।
প্রথমে অনন্ত চলে সিবে সহস্র মণিজলে
গর্জ্জণে ধবনি টলমল।
সুবস্তের মেঘ কোনা তুলিল সহস্র ফণা
গায় ঢাকি গগন মণ্ডল।।
জয় জয় দিয়া ডাক চলিল তক্ষকের ঠাট
বিসে ঢাকিয়া রবি সসি।
জত বিক্ষ আসে পাষ সব হইল বিনাস
গগনে উঠিল ভষ্মরাশি।।
উড়া খোড়া বোড়া চলে উঝাটিয়া কেউটীয়া ওলে
আলুয়াল লুয়া ব্রম্ভজাল।
ওঝা ধনন্তবিবে জে নাগে খাইল রে
সেহনাগ আইল উদযকাল।।
দুর্ম্মুখ নিদারুণ নিষ্ঠুর নিকরুণ
নির্দ্দয়া নাগিণি পঞ্চপো।
জাহার বিসের তেজে দেবতা গন্ধর্ব্ব মজে
কালিদহে কৃষ্ণ গেল মোহ।।
আর নাগ মহাকাল জাব উষ্ঠ পাতাল
পদ্মারে প্রণাম করি বোলে।
জদি আজ্ঞা কর তুমি জম জিনি দিব আমি
এত নাগ চলে কি কারণে।।

* হবিদত্ত--পদ্মাপুবাণ বা মনসামঙ্গলেব একজন কবি। এই হবিদত্ত মনসামঙ্গলের প্রথম কবি কাণা হরিদত্ত হওয়া অসম্ভব নহে। হরিদত্তের রচিত পদ এই স্থলে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। মনসা দেবীর সাজনের এই অংশ সম্ভবতঃ কাণা হবিদত্তেব রচিত।

সরখেল সর্ম্মাইত কর্ম্মাইত কোটয়াল
রণমুখে জায় তরাতরি।
ডাকি বোলে বিসহরি কত আছ সিঘ্র করি
জমরাজ ত্রিদেসের বৈরি ॥
দির্ব্ব রথে পদ্মা চলে ধ্বজ পতাকা উড়ে
নাগের সাজ নাগের বিছান।
গাইল গায়ান জগর্ন্নাথে মনসাব চরণ মাথে
নাগগণে ধরিল জোগান ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

পদ্মা বোলে শুন নেতা আমার উত্তর।
সংসারৈব নাগ তুমি আনহ সত্তর ॥
সর্গ মর্ত্ত পাতাল জথা নাগপুরি।
সমাইবে চালাইয়া আন সিগ্র করি ॥
পদ্মার বচন তবে সুনিল নেতাই।
কি কর বাপু তুমি দুয়ারি ধামাই ॥
পদ্মাব কার্য্য আছে আইজ জমের নগর।
সংসাবের নাগ তুমি আনহ সত্বব ॥
নেতার বচনে নাগ চলিল তরিতে।
সারা দিয়া আইল সব পর্ব্বতে পর্ব্বতে ॥
গন্ধমাদন পর্ব্বত ছাড়িয়া।
মণিরাজ সর্প তথা আইসে চলিয়া ॥
ববির কিরণ হেন টোটে মনির জুতি।
জথা থাকে মণিরাজ নাহি দিবা বাতি ॥
লক্ষ কুটী নাগ আইল অনন্ত ধামনা।
একমুণ্ডে দেখি জাব লক্ষে লক্ষে ফণা ॥
দরসনে ভষ্য পরসনে নাহি রয়।
জাহার মুখের নালে এক নদি বয় ॥
পদ্মাবে মাথা নামায মাও ২ বুলি।
সতেক চুম্বন দিলা সিবে মুখ তুলি ॥
হিমালযে তক্ষক থাকে লাঙ্গুরে জড়ি।
ধামাইব কথা সুনি নাগ আইল তড়বড়ি ॥
পঞ্চ সত নাগে তবে যোর করি আইসে
চন্দ্র গ্রহণ জেন লাগিল আকাসে ॥

পদ্মারে মাথা নামায় জত নাগরাজে।
একে ২ মিলিলেক নাগের সমাজে ।।
বিন্ধ্য পর্ব্বত ছাড়ি আইসে অজাগর।
মাথা নামাইল আসি পদ্মার গোচর ।।
হরি বিন্ধ পর্ব্বতে অরণ্য দিপের মাঝে।
তথা হইতে চলি আইল নাগ অহিরাজে ।।
অষ্ট কুটী নাগ তবে জাহার অধিকার।
তিন কোসের পথ জার পথের বিস্তার ।।
পদ্মার চরণে আসি নামাইল মাথা।
দেখিয়া হরিস হইলা আস্তিকের মাতা ।।
কর্ক্কট নাগ আইসে কৃষ্ণ পর্ব্বত হইতে।
ত্রিস কুটী নাগ আইসে তাহার সহিতে ।।
পদ্মার চরণ আসি বন্দিলেক সিরে।
পদধুলি দিয়া পদ্মা আসির্ব্বাদ করে ।।
সেত পর্ব্বত হইতে সেত নাগ আইসে।
পদ্মারে প্রণাম করি রহিল এক্ পাসে ।।
বিগ্রহ পর্ব্বত ছাড়ি পলাস নদির তিরে।
তথা হইতে চলি আইলা ধনঞ্জয় ধিরে ।।
জাহার গর্জনে তবে উড়যে পরাণি।
মুখে রক্ত উঠে জার সুনিলে কাহিনী ।।
কালান্তক জম হেন মুখেব সোভন।
আসিয়া করিলা পদ্মার চরণ বন্দন ।।
দ্রোন পর্ব্বত ছাড়ি দ্রোন নাগ নড়ে।
পঞ্চ কোসের পথ জাহার নাগে জোড়ে ।।
তিন কোসের পথ জার পথের নির্ম্মাণ।
পদ্মার চরণে আসি করিল প্রণাম ।।
কাঞ্চন পর্ব্বত হইতে আইল নাগ কেসরি।
সাইট সহস্র নাগ জার জোগান সারি ২ ।।
মন্দার পর্ব্বত হইতে মণি নাগ আইলা।
অগ্নির উল্কা জেন আইসে বিসের জালা।
জেহিদিগে ধুড়ি আইসে সকল জায় পুড়ি।
নদ নদি সুখায় জাহার লেঞ্জের বাড়ি ।।
সমস্ত বৃক্ষ পুড়ি রহিলেক নাগে।
দিব্ব রথে পদ্মাবতি দেখে সব নাগে ।।
ধনঞ্জয়ে তাম্বুল তবে জোগায় মনসারে।
সেত চামরের বাও তবে দুখি নাগে করে ।।

ডাহিন পাসে বসিয়াছে পাত্র নেতাই।
কার্য্যভাগ কথা কহে পদ্মাবতির ঠাই॥

দিসা॥ পয়ার॥

বিস খাইয়া নাগে ধরিলেক ফণা।
নাকে মুখে জলে জেন অগ্নি কোণা কোণা॥
পদ্মার আদেসে নাগ ধাইল তত্তক্ষণ।
জমের কটক সনে হইল দরসন॥
পদ্মা জমে দেখা হইল বৈতরণির তিরে।
বলিতে লাগিল জম কুৎসিত উত্তরে।
লঘু জাতি কানি তর লাগিল আদিরস।
মর সনে বাদ কর অসম সাহস॥
তুমি জে সুক্রিতি নারি ত্রিভূবনে জানে।
চক্ষু কাণা হইল বাদ করি দুর্গা সনে॥
বাপে বিবাহ দিল তরে মনিরে বরিয়া।
মনি এড়ি রঙ্গ কর ধামনা লইয়া॥
ইৎসা ভঙ্গ হইল দেখি সে গেল ছাড়িয়া।
নির্ভয় হয়াছ এখন ধামনা লইয়া॥
ত্রিভুবন মধ্যে আইজ না থুইব ভুসা।
নাক চুল কাটিয়া কাড়িয়া নিব উসা॥
জদি জিবার কানি থাকে তর মনে।
প্রাণ লইয়া পলাও উসা দিয়া মোর স্থানে॥
পদ্মা বোলে জম তর লাগিল আদিরস।
বিধাতা লাগিল দেখি কুৎসিত বোলস॥
জদি জিবার জম আসা থাকে মনে।
সহস্র প্রণাম কর পদ্মার চরণে॥
কাকে গরুড়ে বেটা অনেক অন্তর।
সিংহে স্রিকালে বেটা করিস সমসর॥
ইন্দুরে বিড়ালে বেটা করিস সমতুল।
এহি বুদ্ধি জম তুমি হইবা নির্ম্মুল॥
স্নুনিয়া পদ্মার কথা জম কোপে জলে।
যুর্দ্ধ করিতে দুতেক ডাক দিয়া বোলে॥
চৌর্দ্দিয় জম সনে ধায় রবিসুত।
নাগ মারিবারে জমে পাঠাইল দুত॥
আসিয়া জমের দুতে নাগেরে বেড়িল।
লেঞ্জের বাড়িয়ে নাগে পরাভব দিল॥

তারে দেখি ধাইল দুর্মুখ ত্রোলোচন।
নাগের উপরে করে বাণ বরিসণ॥
বাণ খাইয়া পদ্মার নাগ অগ্নি হেন কোপে।
হরিণ দেখিয়া জেন বাঘ রৈল ছোপে॥
ধাইয়া গেল জথা দুর্মুখ ত্রোলোচন।
এক ছোপে দুই জনের লইল জীবন॥
তাবে দেখি ক্রোধিত হইল রবিসুতে।
কাঞ্চনের মুর্ত্তী ধনু তুলিয়া লৈল হাতে॥
তাহা দেখি পদ্মাবতি ধনু লৈল হাতে।
বাণ বরীষণ করে জম রাজার মাথে॥
পদ্মার ডাহিনে থাকি অনন্ত বিষধরে।
সতে ২ দুত গিলে করিযা গণ্ডুসে॥
পদ্মা জমে ঝুধ্য করে কেহ নাহি লক্ষে।
পাছে থাকি তাহারে দেখীল চিত্রগোপ্তে॥
চিত্রগোপ্ত বোলে অনন্ত অরে নাগ।
পাছে থাকী দুত গিল হও মর য়াগ॥
এত বুলি সেলগাছ ডাকল তুরিতে।
লক্ষ দুতে বহিয়া নিঞা দিলেক তার হাতে॥
আস্ফালন করিয়া সেল করিল প্রহার।
পরে গেল হৃদয়ে জেন বজ্র য়াকার॥
মহা তেজে য়াইসে সেলগাছ য়াইসে নাগের য়াগে।
হা করিয়া সেল গাছ ধরীল অনন্ত নাগে॥
দেখিতে সুন্দর সেল সোনা রূপার কাটী।
লেঞ্জের বাড়িয়ে সেল ভাঙ্গে মটমটী॥
বাণ খাইয়া নাগগণ হইল কাতর।
তারে দেখি কাল নাগ ধাইল সত্তর॥
কাল নাগ দেখি জেন পর্ব্বতের চূড়া।
দুত চাবাইয়া নাগে কৈল গুড়া গুড়া॥
দুত সংহারিল নাগে চিত্রগোপ্তে দেখে।
সন্ধানে মারিল বাণ কাল নাগের বুকে॥
বাণ খাইয়া কাল নাগ ধাইল সত্তর।
লেঞ্জে জড়ি ভূমিতে পড়ি মারিল কামড়॥
কামর খাইয়া চিত্রগোপ্ত হইল অচেতন।
প্রাণ রহিল কৃষ্ণের সেবক কারণ॥
চিত্রগোপ্ত পড়িল দেখি দুত পলায় ডরে।
ডরে সামাইল মরা হস্তির উদরে॥

মরা দুত সাথে দিয়া কত দুত রৈল।
দুত ভঙ্গ দেখি নাগে জয় জয় দিল॥
দুতের ভঙ্গ দেখিয়া জম কোপে জলে।
রক্ত বর্ণ্য দুই চক্ষু পাকাইয়া বোলে॥
কেনে হেন কৈল দুতকুলের খাবার।
যুর্দ্ধ হইতে পলাইয়া দেখিবা সংসার॥
কহে দেব নারায়ণ হরিষ আনন্দ।
বুলিব লাচাড়ি এক এড়ি পদবন্দ॥

লাচাড়ি॥

বোলে রবিনন্দন শুনরে লস্করগণ
কেনে না জাও রণ করিবার।
স্ত্রী হইয়া করে রণ ভঙ্গ দিলা দুতগণ
অপজস রহিল সংসার॥
রক্তবর্ণ্য রক্তমুখ উল্কাপাত উল্কামুখ
আর দুত জাও বিরোচন।
স্ত্রী হইয়া করে রণ ভঙ্গ দেও দুতগণ
কি সুখে দেখ তবে রঙ্গ॥
স্ত্রী সনে পরাজয় প্রাণে ইহা কত সয়
অপজস রাহল ত্রিভুবন।
শুনি জমের বচন যুর্দ্ধে চলে দুতগণ
দিজ বলরামের সুরচন॥

দিসা॥ এইবার কর পার সমন ভয় তরি। পয়ার॥

রণ মুখে ধাইল জদি রবির নন্দন।
একে ২ সাজি চলে চৌদ্দজন জম॥
জমরাজ ধর্ম্মরাজ মির্ত্তুর সংহতি।
রণ করিবার আইল জতেক জমপতি॥
মহিস বাহনে আইল জম আস্ফাল করি কোপে।
হুঙ্কার করিয়া জম ধায় মহা ধাপে[১]॥
তারে দেখি ধাইয়া আইল নাগ হেঙ্গুলবাড়ি।
হিঙ্গুলিয়া পর্ব্বতে যাহার ঘর বাড়ি॥

১। দাপে।

তাকে দেখি ধাইল ক্রোধে কাল জম।
ছান্দিয়া ধনুকে বাণ হানিলেক মর্ম্ম।।
আকর্ণ্য পুরিয়া বাণ হানিল সত্তর।
বুকে পৃষ্ঠে বাণে হানি করিল জর্জর।।
বান খাইয়া নাগগণ পাইল বড় দুঃখ।
হেন কালে সেলগাছ দেখিল সমুখ।।
টান দিয়া সেল গাছ লইলেক হাতে।
দুই হাতে মারিল ঘাও কাল জমের মাথে।।
ঘাও খাইয়া কাল জম পড়িল ভূমিত।
দেখিয়া বৈবস্বত জম ধাইল ত্বরিত।।
বৈবস্বত আইল জদি যুদ্ধ করিবার।
তক্ষক ধাইল তার সনে যুঝিবাব।।
সেল গাছ লইল জম তক্ষক মারিবাবে।
লেঞ্জের বাড়িতে তারে পরাভব কবে।।
বৃকদর জম জায় হইয়া আগুসাব।
অনন্ত ধাইল তার সনে যুঝিবাব।।
লেঞ্জে জড়িয়া তাকে ভূমে আছাড়িল।
ভূমিত ঠেকিয়া তাব হাড় চূর্ণ্য হইল।।
বৃকদব জম জায রণে ভঙ্গ কবি।
তারে দেখি নাগগণে উপহাস্য কবি।।
প্রিথিবিব মধ্যে জান পর্ব্বত হেমগিবি।
অষ্ট সহস্র নাগ আইল সঙ্গে কেসবি।।
সহস্র ফণা তার মাথাব উপর।
কমল য়াসনে জাথে আপনে গদাধর।।
মণি মাণিক্য যাব াসবে দিপ্ত কবে।
মহা কোপে য়াইল বিব রণে যুঝিবাবে।।
আড়বাব জম আইল মহা কোপ কবি।
দুই হাতে মারিল বাড়ি মাথার উপবী।।
বাড়ি খাইয়া অনন্ত নাগ অগ্নি হেন রোসে।
কামড় দীয়া ধরে গীয়া জমের মৈধ্য দেসে।।
পাছাড়ী ধরিয়া তারে মারিল কামড়।
পর্ব্বতে ঠেকীয়া জেন চুর্ন্য হইল হাড়।।
নাগে দংসা তবে সহীতে নারিয়া।
তাহা দেখিয়া ছয় জম য়াইল ধাইয়া।।
ছয় জম য়াইল হাতে অস্ত্র লয়া।
বিসধরগণ সবে উঠিল গর্জ্জীয়া।।

অনন্ত তক্ষক নাগ বড়ই প্রখর।
জমের বুকেতে গীয়া মারীল কামড় ॥
অনন্তের চক্ষু জেন অরুণ উদয়।
দেখিয়া ছয় জমে পাইল বড় ভয় ॥
য়েড়িল খাণ্ডার কোব তক্ষক উপরে।
নাগের সরীরে অস্ত্র কী করিতে পারে ॥
নাগের সরীব জেন বজ্র য়াকার।
ভাঙ্গিয়া পড়িল খাণ্ডা মাঠ হইল ধার ॥
কোব খাইয়া নাগ অগ্নির য়াকার।
জমের উপরে করে বিস অবতার ॥
বিস জালে ছয় জম হইল অচেতন।
দেখিয়া ধাইল জম রবির নন্দন ॥
মহা কোপ করি জম ধনু লইয়া করে।
পদ্মার উপরে বাণ বরিসন করে ॥
প্রথমে য়েড়িল জমে উনচক্র বাণ।
উটি কাটে পদ্মা পুরিয়া সন্ধান ॥
পক্ষীক্ষুর বাণ জম এড়ে তাব সেসে।
অসি বাণে কাটে পদ্মা য়াখির নিমসে ॥
নাগের উপবে শুনি অস্ত্রের ঝড়ঝড়ি।
আপনে মনসা দেবী য়াসিলা য়াগু বাড়ি ॥
জত অস্ত্র য়েড়ে জম পদ্মাবতী পরে।
সকল অস্ত্র কাটে পদ্মা আসিতে না দেয় তারে ॥
তারে দেখি জম রাজা হইল আগুমুখ।
মায়াবিষ্টি বাণ আনি জুড়িল ধনুক ॥
জখণে ইন্দ্রের পূজা ভাঙ্গিল গদাধর।
তখনে জেন মহাবিষ্টি করিলা পুরন্দর ॥
সেইমত প্রমান ফোটা ঘন নিলা বিষ্টি।
অন্ধকার চতুর্দ্দিগে নাহি চলে ছিষ্টি ॥
বিষ্টি দেখি পদ্মাবতী ছকিত হইয়া।
বাউবাণে মেঘ বাণ ফালাইল গুড়াইয়া ॥
অগ্নি বান জম রাজে এড়িল অবসেসে।
বরুণ বাণে কাটে পদ্মা আখির নিমিসে ॥
মহা কোপে এড়ি জম বাণ সন্ধান।
নাগেব ছিকলি কাটী করে দুইখান ॥
বাণ খাইয়া পদ্মাবতি ক্রোধিত হইয়া।
মারিল তিলক বাণ জমের বুক চাহিয়া ॥

পদ্মাবতির বাণ যেন দেখি প্রজ্বলিত।
রাহু সনি বিন্ধি জম পড়িল ভুমিত॥
বাণ খায়া জম বড় হইল কুপিত।
পদ্মার উপরে বাণ এড়িল তুরিত॥
ভুত বাণ এড়ে জম ক্রোধিত হইয়া।
বৈষ্টব বাণে পদ্মাবতি নিল খেদাইয়া।
জম রাজে এড়ে বাণ নামেতে কুঞ্জর।
হস্তির শুণ্ডে বান্ধি দিল লোহার মুদ্‌গর॥
সিংহ বাণ পদ্মাবতি এড়ে সিগ্র করি
সিংহে মারিল হস্তি কুম্ভ[১] বিদারি॥
জত বান এড়ে জম পদ্মা বিনাসিতে।
সে সব বাণ কাটা পড়ে আসিতে বাউ পথে॥
বাণ বের্থ দেখি জম ক্রোধিত হইয়া।
হাতের ধনু বাণ ফালায় পাক দিযা॥
ধনুবাণ এড়ি জম মুদ্‌গর ডাকিল।
মুদ্‌গর দেখিয়া নাগ ত্রাসিত হইল॥
সকল লোহার মুদ্‌গর মুষ্ঠ কাঞ্চনে।
সহস্র দুতে তবে মুদ্‌গর কান্দে করি আনে॥
মুদ্‌গর কান্দে করিয়া ঘন পাক দিল।
প্রিথিবী যুড়িয়া জেন অগ্নি উঠিল॥
পাক দিয়া এড়ে মুদ্‌গর পুরিয়া সন্ধান।
পদ্মাবতি তাহারে না করে বস্ত জ্ঞান॥
মহাকোপে আইসে মুদ্‌গর দেখে পদ্মাবতি।
অর্দ্ধচন্দ্র বাণ পদ্মা এড়ে সিগ্রগতি॥
আকাশ পুড়িয়া বাণ হইল দিপ্তমান।
আসীতে মুদ্‌গর গোটা কৈল দুই খান॥
মুদ্‌গর বের্থা গেল দেখি জম ধনু লইয়া করে।
পদ্মার উপরে বাণ বরীসন করে॥
তাহা দেখি পদ্মাবতি পুরিলা সন্ধান।—
নেতা বোলে সোন পদ্মা আমার বচন।
জম সনে যুদ্ধ করি মর কী কারণ॥
বুঝিনু ২ পদ্মা আপনা পাসর।
নাগপাস দড়ি দিয়া জম বন্দী কর॥

১। কুম্ভ।

নেতার বচনে পদ্মা নাগের কৈল সন্ধি।
নাগপাশ দড়ি দিয়া জম কৈল বন্দী॥
জম যুর্দ্ধ জিনী পদ্মা হরসিত মন।
বিজয়া পদ্মার নাম থুইল দেবগণ॥
জম যুর্দ্ধ জিনী পদ্মা হরসীত হয়া।
বান্দীয়া লইল জম রথেত তুলিয়া॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালী।
পদ্মার কথনে বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥

জমরে কেনে আইলা যুর্দ্ধ করিবারে।
কোন ছার সাজ ধর আপনা রাখিতে নার
জমরে কোন লাজে জাইবা নিজঘরে॥
আন জত পাপীগণ আমী নহি সে জন
নরক ভোগাও পুনি ২।
না চিনা আপন পর কুবুদ্ধী হইল তোব
না চিনা জয় বর্ম্মাণী॥
সুমদ্র মথন কালে তোর বাপে জানে ভালে
জিঙ্গাসা না কৈলা তার স্থানে।
দুর্গা সতাই মোর বুলিলেক দুরাক্ষর
কোপ করি দংসীলাম তাহাকে॥
সংসার জাহার বস জীবনের কি সাহস
তারে তুমি না ষুনিলা কানে।
তোমার হইল কুমতি না চিনা পদ্মাবতি
কি কাবণে চলি আইলা রণে॥
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বর্ল্লভ হয়
রণ জিনিলা পদ্মাবতি।
পদ্মা প্রসন্ন হইলা পাপীগণ মুক্ত পাইলা
কৈল্যাণ হউক সভাপতি॥

দিসা॥ পয়াব॥

পদ্মা বোলে সোন জম আমার বচন।
পরমাঞ্রী থাকিতে নর নেও কি কারণ॥

এতো স্থনি বোলে জম পদ্মার চরণে।
তবে সাস্তী করিও মাও বুঝহে আপনে।।
অবিচার করি হেন বোলে কোনজনে।
তার যুগ্য সাস্তী মাও করিও আপনে।।
নেতা বোলে ভাল কথা কহিছে সমনে।
জিজ্ঞাসা করিয়া চাহো পাপীগণ স্থানে।।
নেতার বচন স্থনি হরস বিসহরি।
হংসো রথে পদ্মাবতি গেলা জমপুরী।।
বৈতরণী দেখী পদ্মা হইলেক ধন্ধ।
রক্ত মাস পচিয়া বহে দুরগন্ধ।।
মহা ঘোর তপ্ত নদি ভাসে চক্ষু কেস।
জাতে পার হইতে পাপী বড় পায় ক্লেস।।
হংসো রথে চড়ি পদ্মা আইলা গত্তরে।
পুরী প্রদক্ষীণ করি আইলা দক্ষিণ দ্বারে।।
তথায় দেখিলা পদ্মা নরকমণ্ডল।
অসংক্ষ অদভূত পাপী করিছে কলাহল।।
উপরে মারে দুতে ডাঙ্গের প্রহার।
নরকের মধ্যে পাপী ছাড়য়ে ডোকার।।
পাপীগণ দেখি পদ্মা জিজ্ঞাসে বচন।
নরকের মধ্যে পাপী পচ কি কারণ।।
পদ্মাব বচনে কহে জত পাপীগণ।
প্রণাম হইয়া কহে জত বিবরণ।।
কেহ বোলে পিতা মাতার লজ্ঘীয়াছি বাক।
তে কারণে চিরদিন ভূঞ্জীযে নরক।।
কেহো বোলে বিপ্র নিন্দা করিয়াছী উপহাস।
সেহী পাপে হইয়াছে মোর নরকেতে বাস।।
কেহো বোলে আমী সবে ভালো না করিছী।
তে কারণে চিরকাল নরকেতে আছি।।
কেহো বোলে গুরুপত্নী লজ্ঘীয়াছি ব্রাহ্মণী।
সেহি পাপে নরকেতে মাজয়াছি আমী।।
স্থনিঞা পাপীর কথা বুলিল নেতাই।
আপন দোসে মরে পাপী জমের দোস নাঞী।।
নেতার বচনে পদ্মা হরসিত হইল।
পাপী মুক্ত কবি পদ্মা জম ছাড়ি দিল।।
হেন পদ্মার চরিত্র সোনে জেবা নরে।
জমের সকতি তাখে কি করিতে পারে।।

ঊষা-অনিরুদ্ধকে মর্ত্ত্যলোকে আনয়ন

প্রণাম করিয়া জম গেল নিজ পুরি।
উসা-অনিরুদ্রের প্রাণ নিল বিসহরি॥
পদ্মা বোলে নেতা বুইন বুদ্ধী বোল মরে।
কিরূপে জনমাইব লখাই সনকা উদরে॥
নেতা বোলে সোন পদ্মা আমার বচন।
বিধুবা রূপে জাও তুমি সোনাইব সদন॥
চান্দরে বুলিছে বাপ গায়ের আগুনে।
ছএ পুত্র খাইল তার জেহি প্রতি দিনে॥
ছএ পুত্র খাইছে সোনাঞী পাইয়াছে বড় তাপ।
তে কারণে সোনাঞী চান্দরে কহিছে বাপ॥
সেহি হইতে চাঁদ সোনাঞীর হইছে এক দিসা।
বিধুবা রূপে গীয়া তুমি সোনাঞীর ভাঙ্গ গোসা॥
নেতাব বচনে পদ্মা হবসিত মন।
বিধুবা রূপে গেলা পদ্মা সোনাঞীব সদন॥
বিধুবা দেখিযা সোনাঞী উঠিল তখন।
বসিতে আসন দিলা কবি সম্ভাসন॥
জিঙ্গাসিলা কোথা যাইবা ব্রাহ্মণী গোস্বামী।
তোমাব চবণ দেখি ভাগ্য অনুমানী॥
সুনিঞা সোনাঞীব কথা বোলে পদ্মাবতি।
সীসুকালেব বিধুবা আমী হই মহা জতি॥
প্রিথিবীর মধ্যে জান যুদিষ্ঠির বাজা।
তাঁহাব স্ত্রী দ্রোপদী ছিল পঞ্চজনেব ভাযযা॥
তাই মোবে বাখিছিল কবিয়া জতন।
দেবেব অধিক মোরে কবিল সেবন॥
আচম্বীতে তোমাব কথা সুনিলাম লোকমুখে।
তোমাক দেখিতে মোব লাগীল কৌতুকে॥
তে কারণে আসীআছি তোমাক দেখিতে।
সুনিলাম জতেক কথা দেখিলাম সাক্ষাতে॥
নানাগুণে সতি তুমি জানিলাম বিদিৎ।
একখানি কথা তোমাব সুনিছী কুছ্চীৎ॥
স্বামীকে মন্দ বোল তুমি হইয়া পতিবৃথা[১]।
তুমিনী সুনীছ পূর্ব্বে দ্রোপদির কথা॥

১। পতিব্রতা।

পঞ্চপুত্র আছিল, তার পরম সুন্দর।
পঞ্চ স্বামী দ্রোপদির মহা ধনুর্দ্ধর॥
পঞ্চস্বামী পঞ্চপুত্র রাখিতে না পারিল।
তম[১] দ্রোপদি স্বামীক কিছু না বলিল॥
সোনাঞী বোলে কী কহিব তোমার বিদিত।
সোকাকুলী হইয়া স্বামীক বলীছি কুছ্‌ছীৎ॥
ছএ পুত্র খাইয়া সোকে বাড়িয়াছে তাপ।
তে কারণে মনোদুক্ষে বলিয়াছি বাপ॥
পদ্মা বোলে সোনাঞী করিযাছ কুকর্ম্ম।
স্বামী তুষ্ট হইলে তুষ্ট হয দেবধর্ম্ম॥
জদি মুক্তি বাঞ্চ সোনাঞী নরকে উর্দ্ধার।
চরণে ধরিয়া স্বামী আন পুনর্ব্বার॥
মাযা পাতি পদ্মাবতি সোনাইকে বুঝাইল।
নেঙ্গাকে আনিয়া সোনাঞী সকল কহিল॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালী।
পয়ার এড়িযা বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ ভাটীযালী রাগ॥

সুনী সোনাঞীর বচন নেঙ্গা হরসীত মন
সোমাঞী পণ্ডিত লইযা সহিতে।
গ্যাতিগণ সঙ্গে করি চান্দর হাতেত ধরি
গোসা ভাঙ্গী আনিল বাড়িতে॥
চান্দ বোলে সোন লোক পাছে যদি হয দোস
সোনাঞী মোরে বুলিছে কুছ্‌ছীৎ।
তোমরা ব্রাহ্মণ সর্য্যন সাস্ত্র করি লঙ্ঘন
ঘরে জাইতে হএ অনোচিত॥
সুনি চান্দোর বচন বোলে সোমাই ব্রাহ্মণ
আর বোলে জতেক বণিক।
ব্রাহ্মণে করুক রন্ধন গ্যাতি করাও ভোজন
তবে দোস না রহে খানিক॥
সুনিয়া সোমাঞীর বচন চান্দ হরসীত মন
স্নান করে লইযা গ্যাতীগণ।
মনসার চরণ মনে কহে দেব নারায়ণে
বিপ্রগণে করাইল ভোজন॥

১। তম, তবু।

দিশা ॥ পয়ার ॥

হেন মতে সোনকা জে আনন্দিত মন।
স্নান করিয়া সোনাঞী চড়াইল রন্ধন॥
ছএ বধুয়ে কৈল সামগ্রী বেঞ্জন।
সোবন্য পাতিলে সোনাঞী চড়াইল রন্ধন॥
নিম ছিম[১] ভাজি তোলে ঘৃতেতে মজাইয়া।
বাইঙ্গন[২] উদিসা তোলে ঘৃতেতে ভাজিয়া॥
কাঁচাকলা দিয়া বান্ধে নালীতার পাতা।
নানা বেঞ্জন রান্ধে কি কহিব তাব কথা॥
জালি কুমড়া দিয়া বান্ধে চিতলেব কোল।
মুগ দাইল দিযা বান্ধে মরিচেব ঝোল॥
ঘৃতেত মজাইয়া বান্ধে দুগ্ধেব সববড়ি।
নারিকেল দিযা বান্ধে গঙ্গাজল বড়ি॥
নিরামিস্য বাধিয়া কৈল একদেশ।
মৎস্য বান্ধীতে তবে কবিল প্রবেশ॥
বহিত মৎস্য দিযা বান্ধে স্থখত বেঞ্জন।
কোল জত ভাজিলেক অপূর্ব্ব লক্ষণ॥
চিথল মৎস্য দিয়া বান্ধে মবিচ বেঞ্জন।
গাদা দিযা কবিলেক অম্বল বন্ধন॥
বডা পিঠা বান্ধিলেক কত লইব নাম।
আচুক মনুস্যেব ভোগ দেবেব অনুপাম॥
একে ২ বান্ধিলেক সকল বন্ধন।
ভোজন কবিল সাধু লইয়া ঙ্গাতিগণ॥
ভোজন কবিয়া সাধু মুখস্নুর্দী[৩] কবিল।
সোবন্যেব খট্টাতে জাযা[৪] সযন করিল॥
এথা সোনকা পাছে ভোজন কবিল।
অলঙ্কাব পরাইতে ছয় বধু আইল॥
অলঙ্কাব লইয়া আইল সোনাঞীব সাক্ষাতে।
সিচিযা ফেলায়া সোনাঞী লাগিল কান্দিতে॥
স্থকবি নাবাযণ দেবেব সবস পাচালি।
পয়াব ছাডিযা বোলম এক লাচাডি॥

১। সিম, সিম্বি। ২। বেগুন।
৩। শুদ্ধি। ৪। যাইয়া।

লাচাড়ি ।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

ধরিয়া সোনাঞ্জীর চরণ কান্দে জত বধুগণ
শুন রাউলাইন আমার বচন ।
আমরা বড় অভাগিনী না দেখিলাম পুত্রখানি
দেওর হইলে করিব পালন ।।
বেদ পুরাণে বোলে লতা সিদ্ধি রক্ষা পাইলে
জস মহিমা রহে সংসার ।
পিত্রি লোকের পিণ্ড আসা জলপানির পর্ত্তাসা
ইহা পরে কি বুলিব আর ।।
বৃর্দ্ধ সসুর অভাবে দাড়াইব কার আগে
রই হেন আর নাহি স্থান ।
দেওরখানি হয় জবে পালন করিব তবে
অন্তকালে করিব পিণ্ড দান ।।
নারায়ণ দেবে কয়, সুকবি বর্ল্লভ হয়,
সোন সোনাঞ্জী বচন আমার ।
বধু সবের বচনে জাও তুমি সামির স্থানে
এহি পুত্রে করিব উর্দ্ধার ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

হাতে পায়ে ধরিয়া বধু সকলে বুঝায় ।
অলঙ্কার পরি সোনাঞ্জী চান্দের কাছে জায় ।।
স্বামির সেবা সোনাঞ্জী জানে নানা ভাও ।
স্বামিকে প্রণাম করি সাক্ষাত দিল পাও ।।
প্রদক্ষিণ হইয়া গেল সাধুর বাম পাসে ।
কর্পূর তাম্বুল দেয় মনের হবিলাসে ।।
হস্তিনির প্রতি জেন হস্তি উপস্থিতা ।
মহাসাল বৃক্ষে জেন আউজাইল লতা ।।
বাহু তুলি চন্দ্রধরে করে আলিঙ্গন ।
লাজে মুখ ঢাকী সোনাঞ্জী বুলিল বচন ।।
লাজ নাহি চান্দো তোর মুখে পাকা দাড়ি ।
ঘরেতে জাগয় মোর ছয় বধু রাড়ি ।।
হেন মতে চান্দো সোনাঞ্জী হইল কতক্ষণ ।
ভ্রমর রূপে পদ্মাবতি আইলা তখন ।।
সোনাঞ্জীর দিগে চাহিয়া পদ্মা হানিল কামবাণ ।
কাম ভাবে চান্দো সোনাঞ্জীর আকুল পরাণ ।।

কামাতুর হইয়া চান্দোর স্থির নহে মন।
সোনাঞীর সহিতে চান্দো ভুঞ্জিলা রমণ।।
অন্তরিক্ষে থাকী পদ্মা হাসে মনে মন।
দৃষ্ট মাত্র সঞ্চারিল লখাইর জীবন।।
লখাইর জিবন সঞ্চারিল পদ্মাবতি।
আনন্দ করয় পদ্মা নেতার সংহতি।।
প্রভাতে উঠিয়া চান্দো প্রাতঃকিত্তি করে।
স্নান করিয়া চান্দ পুজার ঠাট করে।।
হর-গৌরি পূজি চান্দো হরসিত মন।
তার সেসে বেউলাব জর্ম শুন দিয়া মন।।
উজানী নগরে আছে সাহে অধিকারী।
সুমিত্রা নামে তার ঘরে পরমা সুন্দরি।।
স্বামীর সেবা সে জে করে অনুক্ষণ।
স্বামি পরে অন্য জন সঙ্গে নাহি মন।।
নানা উপহারে পদ্মা পুজে নিত্য প্রতি।
বিধির নির্ব্বন্ধে কন্যা হইল রিতুবতি।।
তিন দিন পরে কন্যা রিতু স্নান কৈল।
ছয় দিন পরে সাহে রিতু অপক্ষিল।।
অন্তরিক্ষে থাকি পদ্মা হাসে মনে মন।
দৃষ্ট মাত্র সঞ্চারিল বেউলার জীবন।।
লখাই বেউলার জিব সঞ্চার করি পদ্মাবতি।
আনন্দীত হইলা পদ্মা নেতার সংহতি।।
নেতার সহিতে পদ্মা হরসিত মন।
বাণিজ্যে জাইতে চান্দো করিলা মনন।।
কইল সুভক্ষণে জাইব দক্ষিণপাটন।
পাইক মাঝী মৃধাগণ সুনহ বচন।।
ভাগী সাঝি পাইক সুন জত মৃধা মাঝি।
সোল সত গাবর লইয়া নায় চড় সাজি।।
সুভক্ষণ করিয়াছি সুন পাইকগণ।
হরসিতে কর গিয়া নায় য়ারহণ।।
হেনকালে বোলে সোনাই চান্দোর গোচর।
প্রভু বাণির্জ্যের কার্য্য নাহী শুনহ উত্তর।।
পুত্রপাল নাহি জে পুসিমু ধন দিয়া।
বুড়া বুড়ি খাইব কাটানি কাটিয়া।।[১]

১। কাটানি কাটিয়া—চরকা কাটিয়া, সুতা কাটিয়া।

বাণির্জ্যে না জাইয় প্রভু শুনহে উত্তর।
শুনিয়া সোনাঞ্রীর কথা বোলে সদাগর ॥
জাইব বাণিজ্যে আমি নিসেদ না কর।
ভাগী সাজি জত আসি হইয়াছে জড় ॥[১]
সত্তরে জানাইল নেঙ্গা চান্দোর গোচর।
সুভক্ষণে জাত্রা করিল সদাগর ॥
জাত্রা মঙ্গল তবে করয়ে ব্রাহ্মণ।
ধান্য দুর্ব্বা লইয়া মঙ্গল করয়ে নারিগণ ॥
জাত্রা মঙ্গল সাধু করিলা সকাল।
বামে কাল সর্প দেখে দক্ষিণে শ্রীকাল ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

চন্দ্রধরের বাণিজ্য-যাত্রা

লাচাড়ি ॥

চলিলেক সদাগর দক্ষিণ সফর
হরসিতে করিল গমন।
বাম নাকে বহে সব প্রাণ করে ধড়পড়
বাম চক্ষু কম্পীঞে ঘন ২ ॥
দুই হস্তে জোড় করি বোলে সোনাঞ্রী সুন্দরী
শুন প্রভু নারির বচন।
এহিত বৃহস্পতি বারে দক্ষিণে জায় জেবা নরে
জাতি প্রাণ নষ্ট হয় ধন ॥
এহি রবিবার দিনে লঙ্কার রাজা রাবণে
মদগর্ব্ভে সিতা কৈল চুরি।
ধনে বংসে সংহার শ্রীরামে করিল তার
সমবারে পড়িল দসগীরী ॥

১। ভাগীদার হইয়া অথবা সহযোগী (সাজি) হইয়া যাহারা বাণিজ্যে যাইবে, তাহারা সকলে আসিয়া একত্রিত (জড়) হইয়াছে।

মঙ্গল বুধ দুই বার দুই করী বোলে সংসার
ইয়াতে জে জায় সফরে।
ধনে বংসে নিদ্ধণ কয় জত মুনীজন
ভাগ্যে সে তাহার প্রাণ ধরে ॥
পদ্মার সনে আছে বাদ জিবনেব নাহি সাদ
শুন প্রভু কহি জত কথা।
চন্দ্রধরে বোলে বাণী জদি লাইগ পাই কানি
বাড়িএ ভাঙ্গিতাম তার মাথা ॥
জদি কানী করে বাদ তাবে দিমু অবসাদ
প্রিথিবীত না থুইমু য়পজস।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
এই বুধ্যে হইবা নির্ব্বংস ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

পুত্র ভাগ্য নাহীজে পুসিমু ধন দিয়া।
বাণির্য্যে না জাইয় প্রভু ই সব জানিঞা ॥
সুনিয়া সোনাঞীর বাক্য বোলে সদাগব।
জাইব বাণির্য্যে আমি নিসেদ না কব ॥
চান্দোর বচনে সোনাঞী জোড় কৈল হাত।
মর বাক্য অবধান কব প্রাণনাথ ॥
পঞ্চ মাস গর্ভ মর কেহ নাহি জানে।
নিদর্সন পত্র মরে দেওজে আপনে ॥
সহজে রহিব দেসে হইয়া একাকীনী।
তখনে বলিবা মরে সোনাঞী দোচাবিণী ॥
সোনাঞীর বচনে সাধু হাসে মনে মন।
নিদর্শন পত্রখানি লিখিল তখন ॥
চান্দো বোলে স্থন কহি সোমাঞী ব্রাহ্মণ।
সোনাঞীরে লিখিয়া দেও পত্র নিদর্শন ॥
চান্দোর বচনে পত্র লিখিল পণ্ডিতে।
পত্র লেখি দিল চান্দো সোনকার হাতে ॥
পুত্র হইলে নাম থুইয় সুন্দর লক্ষীন্দর।
কন্যা হইলে তার নাম চন্দনিমালা কর ॥
এত কহি পত্র দিল সোনকার হাতে।
ভাগী সাঝি সঙ্গে চান্দো উঠিল নৌকাতে ॥
সোমাঞী পণ্ডিত চলে দৈবগ্য রমাই।
ইষ্ট কটম্ব চলে লেখা জোখা নাঞী ॥

তেড়া নফর চলে আর চলে ভোঙ্গা।
আছুয়া কাছুয়া চলে আর চলে বোঙ্গা ।।
প্রধান পঞ্চ নফর চলে চান্দোর সংহতি।
চান্দোর সালা চলিলেক সাধু শ্রীপতি ।।
পাত্র মিত্র চলিলেক বন্ধু বান্ধবগণ।
শুভক্ষণে নায় গীয়া কৈল আরহণ ।।
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকর।
জাহার উপরে আছে সিবলিঙ্গ ঘর ।।
দ্বিতিয়ে মেলিল ডিঙ্গা আগল-পাগল।
জাহাতে ভরিচে চান্দো গাড়র ছাগল ।।
ত্রিতিয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে চন্দনপাট।
জাহার গলইতে থাকিয়া দেখে শ্রীকলার হাট ।।
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নামে টিঞাধুটী।
জাহাতে ভরিছে খেস খুঞা ভুটী ।।
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে জাত্রাবর।
গুয়া পান ভরিয়াছে জাহার উপর ।।
সষ্টে মেলিল ডিঞা নামে স্নুতারেখি।
জাহাতে থাকিয়া লঙ্কার দ্বার দেখি ।।
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা মাণিক্যমেড়ুয়া।
উড়াইয়া দাড় বাহে সোলস দাড়ুয়া ।।
অষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে হিঙ্গুলবাড়ি।
জাহাতে ভরিয়াছে নেত কুতুবার সাড়ি ।।
নবমে মেলিল ডিঙ্গা নামে কাজলরেখি।
মালুম কাষ্টেত থাকিয়া নিল পর্ব্বত দেখি ।।
দশমে মেলিল ডিঙ্গা নামে সঙ্খচুর।
জাহাতে ভরা ভরিয়াছে সঙ্খ সিন্দূর ।।
একাদশে মেলিল ডিঙ্গা নামে রত্নমালা।
জাহাতে ভরিয়াছে হরিদ্রা ছালা ২ ।।
দ্বাদসে মেলিল ডিঙ্গা নামে উদয়তারা।
জাহার ধনে কার্য্য করে চান্দোর বেহারা ।।
ত্রয়দসে মেলিল ডিঙ্গা নামে দুর্গাবর।
জাহাতে ভরিয়াছে চান্দো নারিকেল কুমড় ।।
চতুর্দ্দশে মেলিল ডিঙ্গা নামে খরসান।
পাগ হাড়ি ভরিয়াছে করিয়া সন্ধান ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

চলিলরে সাধু চম্পকের নাথ
হরিসে দক্ষিণ দিকে জায় ।
মঞ্জিল করিয়া সাড়ি রন্ধন ভোজন করি
রাত্রিদিনে নাওড়া বাওয়ায় ।।

পুরা সাজে চান্দো জায় দুইকুলে পরজা চায়
পৃতি নায় বাজে জয় ঢোল ।
নৌকাব সাজন দেখি যুড়াইল দুই আখি
গুঙ্গড়িতে উঠিল হিন্দল ।।

মধুকর মহাগিরি জাথে চান্দো অধিকারি
বাও ২ বোলে মহামতি ।
চলিল উড়িয়া নাও গুদামে বাজিল বাও
চৈর্দ্দ ডিঙ্গা চলে সিগ্রগতি ।।

প্রথমে এড়ায় ডিঙ্গার ঠাট রাজপুরের চকিঘাট
আপন রায্য সিমাদহ এড়ায় ।
ভাবানিপুব কামনাড়া ময়নাবাশু কস্তুরিপাড়া
মৈধ্যে ২ মঞ্জিল গোঞায় ।।

বাহিল গড়িয়ার খানা ফবমান করিল মানা
হাট ঘাট বাজাব সহব ।
সোল সত গাববে বায় আকাসে উড়িয়া জায়
রাতারাতি মহিন্দ্র নগর ।।

দেবনদি পরিহরি বাহিয়া পড়ে সুরেস্বরি
গঙ্গা দেখি হরসিত হৈল ।
গঙ্গাতে করিয়া স্নান ছাগমহিস বলিদান
কনক অঞ্জলি বিসর্জিল ।।

চুনাখালির গঙ্গার ঘাট বারয় কোসেব পুণ্যঘাট
গঙ্গা জথা উত্তর বাহিনী ।
হাড়িয়াকান্ধা ববতবব ত্রিভগা মনহর
সেত গঙ্গা জাব মিঠা পানি ।।

ত্রিপিণীতে দিয়া ভাটী সপ্তগ্রাম কুমারহাটী
রাত্রি দিনে বাহিয়া এড়ায় ।
মঞ্জিল গউল করি রন্ধন ভোজন করি
ভাটিয়ালে নাওড়া বাওয়ায় ।।

চালক্ষেত দিয়া ভাটী মুলাজোড়া দক্ষিণহাটী
বেতকোনা সুন্দর নগর।
শ্রীজগন্নাথে বচে পাসড়ি মনসা আছে
চৌর্দ্দয় ডিঙ্গা চলে ম.ঞ্চস্বর ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

চৌদ্দ ডিঙ্গা লইয়া সাধু বাণিজ্যেত জায়।
প্রিথিবিব নদ নদি বাহিয়া এড়ায় ।।
হেকাদহ বেকাদহ আর কুচিয়ামোড়া।
রাম লক্ষণ দুই দহ এড়াইল মালজোড়া ।।
নানা দহ বাহিয়া জায় আনন্দিত মন।
জোকাদহে পড়ে গিয়া নাএর পাটন ।।
বড় প্রচণ্ড জোক ঢেকি হেন গাও।
সাত পাচ জোকে ধরি রাখে চান্দের নাও ।।
পবন গমনে নাও চলিল সর্ত্তর।
অচল দেখিয়া ডিঙ্গা ভাবে সদাগর ।।
গুণেব সাগর চান্দো জানে নানাগুণ।
ডিঙ্গাত করি আনিয়াছে লক্ষ টাকার চুণ ।।
দুলাই সহিত চান্দো যুক্তি করিয়া।
গোলা করি চুণ নিঞা দিলেক ঢালিয়া ।।
চুণ পাইযা ডিঙ্গা জোকে এড়িল তখন।
রক্ত উঠী মবে জোক হাসে পাইকগণ ।।
জোকাদহের জোক জত সন্ধানে মারিয়া।
নানা দহ বাহিয়া জায আনন্দ করিয়া ।।
পবন গমনে ডিঙ্গা চলিল তখন।
কাকড়দহে পড়ে ডিঙ্গা নাএর পাটন ।।
সুমুদ্রের কাকড় কি কহিব বাখান।
বড় ২ কাকড় জেন পর্ব্বত প্রমাণ ।।
তালগাছ হেন দেখি কাকড়ের দুই পাও।
উভা করিযা রাখে চান্দের চৌর্দ্দ নাও ।।
নায়ের ভিতরে চান্দো লাগায়াছে বাগ।
বাউগানের ভিতরে আছে সেতবর্ণ্য কাগ ।।
কাগ দেখি বলে চান্দো বিনয় বচন।
আজি এহি ভার তুমি কুলাও মহাজন ।।

তোমা তোমার ভরসায়ে আসিয়াছি ভিন্ন দেসে।
কাকড়ের সহিতে তোমার প্রিত বিসেসে॥
হেন সব বিনয় চান্দো কাকেরে বুলিল।
নায়ের ঘরে পড়ি কাগ ডাকিতে লাগিল॥
সেত কাগের রাও জদি কাকড়ে সুনীল।
নাও এড়ি কাকড় গিয়া পাতালে নামিল॥
পবন গমনে ডিঙ্গা চলিলা সত্তর।
দেখিয়া হরসিত হইল চান্দো সদাগর॥
নানা দহ বাহিয়া জায় হরসিত মন।
কড়িয়াদহে পড়ে গিয়া নায়ের পাটন॥
কড়ি দেখি চন্দ্রধর হরিস অন্তবে।
নায়েত গড়ন গড়ে সুনাই কামারে॥
হাসিতে হাসিতে তবে বোলে অধিকারি।
লোহার ডাইড় গড়ী দেও কড়ি বন্ধি করি॥
চান্দোর বচনে কামার হরসিত হয়া।
পঞ্চ সত লোহাব ডাইড় দিলেক গড়িয়া॥
লোহার ডাইড় পাইযা চান্দো হবিস অন্তরে।
সুমুদ্রের ঝোবে পাতি কড়ি বন্ধি করে॥
কড়ি বন্ধি কবি ডিঙ্গা তবে জে ভবিল।
সর্ব্ববন্ধি কবি চান্দো হবিসে চলিল॥
চৌর্দ্দ ডিঙ্গা লইযা চান্দো বাহিয়া জায় ঝাটী।
বোলে চালে এড়াইল দুর্জয় সিংহেব ঘাটী॥
কাঞ্চন নদি এডাইয়া জায সদাগব।
হরিপুর এড়াইয়া পাইল মহিন্দ্র নগর॥
সোবন্যের সিবলিঙ্গ দেখিযা সদাগরে।
তাহাবে পুজিল সাধু নানা উপহাবে॥
ভাবানিপুর দেখিলেক সোবন্যের পার্ব্বতি।
তাহারে পুজিল তবে চান্দো বুদ্ধিমতি॥
সুমুদ্র বাহিয়া চান্দো জায হবসিতে।
স্থানে ২ জায চান্দো প্রিতিমা পুজিতে॥
তাহা দেখি পদ্মাবতি ভাবিল অন্তবে।
প্রিতিমা হইলে মোরে পুজিব সদাগবে॥
হেন সব যুক্তি পদ্মা মনেতে ভাবিয়া।
নেতার নিকটে কয় হাসিয়া ২॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি ।। পঠ্মঞ্জরি রাগ ।।

নেতা বুলে পদ্মা বুইন আমার বচন সুন
দির্ব্ব ঘর বান্ধ নদির তীরে ।
ব্রাহ্মণ সর্জন আনি করহ মঙ্গল ধ্বনি
জেন দেখি পূজে সদাগরে ।।
শুনিয়া নেতার বানি হরসিত ব্রাহ্মনি
বিশ্বকর্ম্মা আনিল তখনে ।
কর্ম্মিগণ সঙ্গে কবি নানা রূপ চিত্রকরি
পদ্মার ঘব রচিল যতনে ।।
বাসে বেতেব ঘব বান্দে হিঙ্গুল হবিতাল লাগে
ঘরেত নির্ম্মাইল নানাপক্ষি ।
সোবন্যের পুতলি করি সিংহ ব্যাঘ্র আদি করি
প্রিথিবিতে জত সব দেখি ।।
বান্দিল উর্ত্তম ঘব দিব্য ঘাট সরোবব
দেখিযা হবিস দেবগণ ।
নাবায়ণ দেবে কয় সুকবি বর্ল্লব হয
অহি পদে রহু মব মন ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

বান্ধিল পদ্মার ঘব অতি মনোহর ।
পুজিবাবে দিল ঘট উর্ত্তম দিজবব ।।
গন্ধ পুষ্প ধুপ দিপ বিবিদ বিধানে ।
পুজিলেক পদ্মাবতি ছাগ মহিস দানে ।।
জয় ২ ধ্বনি হইল ইতিন ভুবন ।
রিসি মুণি চরাচর জত দেবগণ ।।
হেনকালে পদ্মাবতি করিল কপটে ।
ফিরাইয়া চৌর্দ্দ ডিঙ্গা লাগাইল ঘাটে ।।
তরেত উঠিয়া চান্দো জিঙ্গাসে বচন ।
কাহার পুজা কর দিজ কহ বিবরণ ।।
শুনিয়া চান্দোর কথা বোলে বেদকর্ত্তা ।
সঙ্কটতারিনি পদ্মা সঙ্করদুহিতা ।।
হরসিতে পদ্মা পুজে জত দিজগণ ।
হেনকালে চন্দ্রধর শুনিল বাজন ।।
তিরব দেখিয়া চান্দো জিজ্ঞাসিল আরে ।
কোন দেবের পুজা কর এহী নদির তিরে ।।

তিয়রে বোলে ঠাকুর তুমি নাহি জান কি।
এহি পুরির মৈধ্যে দেখ মহাদেবের ঝি ॥
জোর হস্তে বুলিলেক চন্দ্রধরের আগে।
ই হেন প্রত্যাক্ষ দেবী নাহি কলিযুগে ॥
জেবা জেহি বর মাগে মনের বাঞ্ছিত।
কোনখানে অপায় তার নাহি কদাচিত্য ॥
তুমি মহাসদাগর হও বুদ্ধিমান।
পদ্মা পূজা করি জাও হইব কল্যাণ ॥
চান্দো বোলে ভাড়ুয়া বেটা এথা হইতে জাও।
আপন রার্য্য হইত কাটীতাম হাত পাও ॥
ক্রোধ হইয়া চন্দ্রধরে বোলে ধর ২।
ডিঙ্গা এড়িল তিয়র বড় পাইল ডর ॥
নোড় পাড়ে তিয়রের প্রাণ করে ধুক ২।
হেন্দু নহে সাধু বেটা কেবল তুড়ুক[১] ॥
কান ফাটা দেখিয়া কহিলাম দেবের কথা।
ভাগ্যে সারিয়া আইলাম হাত বুলায়া মাথা ॥
এত বুলি তিয়র গেলত পলাইয়া।
সিগ্রগতি জায় চান্দো ডিঙ্গা চালাইয়া ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

পঠমঞ্জরি রাগ ॥

ডিঙ্গা নাচাইয়া বাও আরে গাবর ভাই
চৌদ্দ ডিঙ্গা কর আগুয়ান।
কানির পুরির মাঝে ঝমকে মৃদঙ্গ বাজে
প্রাণে আর না সহে অপমান ॥
বাও ২ বাওরে ভাই শুন কাড়ারি দুলাই
বুলিলেক চন্দ্রধর রাজা।
ধামনারে ভাড়ি কানি নানারঙ্গ করে পুনি
বাড়িয়ে ভাঙ্গিতাম তার পূজা ॥
কানি আমারে ভাড়িয়া এহিখানে রহিয়া
বর্ব্বর ভাঙ্গিয়া পূজা খায়।
মনসার চরণ মাথে বোলে বৈদ্য জগন্নাথে
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটেত চাপায় ॥

১। যবন।

অপর লাচাড়ি ।। গান্ধার রাগ ।।

খামন্দা বেভারি কানি মুখে লাজ নাই ।
মোর পূজা খাইতে তোর এতেক বড়াই ।।
চান্দো বোলে শুন তেড়া আমার উত্তর ।
কানির ঘর ভাঙ্গি তোল নায়ের উপর ।।
ছয়মাস ভাসিব জলে শুন পাত্রগণ ।
কানির ঘর ভাঙ্গি সুখে করিব রন্ধন ।।
হেনমোতে ভর্ৎস্বে চান্দো অনেক পরিবন্দে ।
ঘর ভাঙ্গিতে জায় নিজে হেমতাল কান্দে ।।
সাত পাচ ব্রাহ্মণে তবে ধরিয়া রহায় ।
বিবুদ্ধি লাগিল চান্দোর বলরামে গায় ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

পদ্মাবতির ঘর জদি ভাঙ্গিল সদাগরে ।
নৈবিদ্য লুটিয়া খায় সোল স গাবরে ।।
ঘট ভাঙ্গিবারে আজ্ঞা কৈল সদাগর ।
জোড় হাতে বুঝাইল সকল দিজবর ।।
ঘর ভাঙ্গি পূজা ভঙ্গ কৈলা মহাবাজ ।
না ভাঙ্গিও ঘট তবে হইব কোন কাজ ।।
অনেক প্রকারে চান্দোক বুঝায় বিপ্রগণে ।
নায়েত উঠিল চান্দো বিসন্ন বদনে ।।
নানাদহ বাহিয়া যায় আনন্দিত মন ।
সাগরদহে পড়িল গিয়া নায়ের পাটন ।।
হেন কালে কপট তবে করিলা ব্রাহ্মণি ।
আকাসে উঠিয়া লাগে সাগরের পানি ।।
দেখিয়া ত্রাসিত তবে হইলা সদাগর ।
দিগবিদিগ না দেখিয়া হইল ফাফর ।।
কোন দেবের মায়া হইল নিশ্চয় না জানি ।
আকাশে উঠিয়া লাগে সাগরের পানি ।।
চান্দো বোলে মোর মনে হেন অনুমানি ।
পাসণ্ড হইল কিবা লঘুজাতি কানি ।।
হা হা হরগৌরি চান্দো ভাবে নিরন্তর ।
দুলাই প্রতি বোলে চান্দো বড় দুরাক্ষর ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার প্রবন্ধে এক বুলিব লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। কাবদ রাগ ।।

দেখিয়া সাগর জল চিন্তিত হইল সদাগর
দিগবিদিগ একই না জানি ।
সেই ভালা বুলিলো মুঞি দিসাহারা হইলি তুঞি
তর বুদ্ধে হারাইলাম পরাণি ।।
মালুম কাঠের উপর আছে দিসা মালুধর
কিবা বোল আমাক কোপ কবি ।
তিলেক নাহি অবসাদ পদ্মার সহিতে বাদ
আজি প্রমাদ ফালাইল বিসহরি ।।
সুনিঞা মালুর বানি ক্রোধ চান্দর হইল পুনি
বোলে বেটাক চুলে ধরি আন ।
এক বুলিতে সহস্র ধাইল চুলে ধরি লয়া আইল
নায়ে পাড়ি কাটীল দুইকান ।।
নায়েত আছে সাধু ধনা সেহ চান্দোর হয় মামা
মালুমকাটে উঠিল তখন ।
নারায়ণ দেবে কৈল চতুর্দ্দিগে দিষ্ট হইল
দেখিলেক দক্ষিণ পাটন ।।

চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটন আগমন

অপর লাচাড়ি ।।

ধন্য রাজ্য দক্ষিণ পাটন ।
চতুর্দ্দিগে মহাগিরি মৈর্দ্ধে সোভা করে পুরি
জেন দেখি ইন্দ্রের নগব ।।
বোলে ধনা সদাগর শুন সাধু চন্দ্রধর
এক কথা কহি তোমার আগে ।
অহিত দক্ষিণ রার্দ্যে দ্বাদশ পাট আছে
বোল ডিঙ্গি বাইব কোনদিগে ।।
শুনি ধনার উত্তর বোলে চান্দো সদাগর
ভালমন্দ কহিল সভায় ।
মনসার চরণ সিরে করি বন্দন
লাচাড়ি চন্দ্রপতি গায় ।।

দিশা ॥ পয়ার ॥

মলাই বোলে পাটনের কথা শুন চন্দ্রধর।
মূর্দ্দা মাঝি আর সতেক গাবর ॥
পূর্ব্বে বাণিজ্য কবিছি তোমার বাপের সনে।
একবার আসিছিলাম দক্ষিণ পাটনে ॥
কলিঙ্গা নামে এক পুবি উত্তম সহর।
স্ত্রীয়ে পুরস বলে ধরি করয় শ্রীঙ্গাব ॥
ছলগ্রহ কবি রাজা ধন নেয় তারি।
শুনিয়াত চন্দ্রধর বোলে রাম হবি ॥
ইপাটনেত গিয়া মামা নাহি কিছু কাজ।
তবে আব সহরের কথা শুন মহাবাজ।
কিন্যাত নামেত পুবি বডই সহব।
সেহ পাটনের কথা কহি শুন সদাগব ॥
সে পাটনেব কথা কহিতে বাসি সঙ্কা।
মামিক লয়া করে ঘব মাসিক কবে সাঙ্গা ॥
চান্দো বোলে পাটনের কথা শুনিলাম ভালে ২।
ইপাটন নিছিয়া ফালাই মাটির তলে ॥
আর পাটনেব কথা কহিতে সঙ্কা বড়।
কনেষ্ঠ ভাইর বধুর গালে ভাসুবে মারে চড ॥
শুনিয়া পাটনেব কথা চান্দোব হইল হাস।
ইহ পাটনেত গেলে মামা না হইব বাস ॥
আব শুন এক বার্য্য শুন তাব কথা।
কুৎসিত বেবহাব করে অতি বড খোটা ॥
জত বিপরিত কবে তাব কি কহিব কথা।
জ্যেষ্ঠে কনিষ্ঠে কেবল সাঙ্গা পালতা ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই সাঙ্গা কবে ভগ্নিপতিব সালি।
শশুবেব লাইগ পাইলে মাবে গোড়াতালি ॥
কনেষ্ঠ ভাইর বধু যে ভাসুরেক মাবে টালা।
চান্দো বোলে ই রার্য্যে জাইব কোন সালা ॥
প্রিথিবীব অধম স্থান শ্রীজিলা গোসাঞি।
ওবার্য্যে জাইতে আমার কার্জ্য নাই ॥
আর এক রার্য্য দেখ সমুদ্রের কুল।
তিনপোন চৈর্দ্দ বুড়ি সোনা তোলার মন ॥
ধান্যের চাউল কিছু নাহি পায় তাত।
জন্মাবধি খায় তারা মরিচের ভাত ॥

আর একখানি পাটন জাইতে করি সঙ্কা।
সেহি পুরির নিকটে আছে রাবণের লঙ্কা॥
আচুক তোমার কার্জ্য আমরা ডরাই।
এথা হনে সে বার্য্য তিন দিনে পাই॥
পশ্চিম সহর এক ইহার সমিপ।
পঞ্চরত্ন জন্মে সিঙ্গল নামে দিপ॥
প্রিথিবির দুল্লভ স্থান এহিত নগরি।
প্রতাপ সিংহ নামে রাজা বিক্রমে কেসরি॥
সোবর্ন্য পতকা উড়ে প্রতি ঘরের চালে।
উচিত বিনে অনোচিত নহে কোন কালে॥
বার্য্যের পত্তন তথা দুর্ভিক্ষ না জানি।
সোবর্ন্যের কলসে প্রজায় খায পানি॥
চোর ডাকাইত তথা নাহি কোন কালে।
ইন্দুর যদি ধান খায় তাহারে দেয় সালে॥
তোমার বাপ আছিল বণিক ভাস্কর।
এহি বার্য্যের ধনে তার নাম হইল কুটীশ্বর॥
আর এক বার্য্য নামেত মিথিলা।
স্বামিভক্ত স্ত্রীসব গুণেত শুসিলা॥
হিরা মণ মাণিক্য তথা অমূল্য পাথর।
পাত্র মিত্র মূর্খ তার রাজা বর্ব্বর॥
তেড়া বোলে শুন সাধু বচন আমার।
তোর বাপের সনে আসিছিলাম একবার॥
সেহি দাড়া উর্দ্ধেসে নাও বাওয়াইল।
ইরাক ছাড়াইয়া সেতুবন্ধ পাইল॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥

দেখিয়া কনক পুরি হরসিত অধিকারি
শুন ব্রাহ্মণ সোমাঞী।
সকল সোবর্ণ্য ময় মিত্তিকা কিছু নয়
হেনপুরি বড় ভাগ্যে পাই॥
সোবর্ণ্যের চৌচালা ঘর মুক্তা লাগে থরে থর
নানা বিচিত্র পুরি রঙ্গে।
দিঘি পুসকর্নি সরবর কেলি করে পক্ষি সব
কুকিল ভ্রমর পুষ্পসঙ্গে॥

স্থানে ২ সোভে মণি দিপ্ত করে মেদিনী
অদ্ভুত লক্ষণ এহি পুরি।
ই হেন সুন্দর পুরি নানা রত্ন নির্মু ভরি
জদি মোবে দেয় ত্রিপুরারি ।।
উত্তম সরোবর দেখিলেক সদাগর
হংস চক্রবাক চরে তাত।
উৎপল কমল আর সোভে অতি মনোহর
স্থানে ২ সোভে পারিজাত ।।
রন্ধনাদি করিবারে ব্রাহ্মণ উঠিল তড়ে
স্নান কবে সমুদ্রের জলে।
দেখিয়া নিসাচবে বিভিসনের গোচরে
সুকবি নাবায়ণ দেবে বোলে ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

চরে জানাইল গিয়া রাজার গোচর।
রাজ্য লইতে আসিয়াছে কথাকার পরদল ।।
হস্তি ঘোড়া বিস্তর পদাতি তার সনে।
না জানি কোন বাজা আসিছে সংগ্রামে ।।
প্রাণ লয়া পলায় রাক্ষস বড়া ২।
পক্ষিরূপ হইয়া কেহ আকাসে করে উরা ।।
কেহ বোলে বাপ মাও কেহ বোলে ভাই।
কেহ বোলে স্ত্রীপুত্র আর দেখা নাই ।।
রাজায় আজ্ঞা কৈল কোতোয়াল বরাবর।
বার্ত্তা লও কোন রাজা রার্য্য লয় মোর ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। পঠমঞ্জরি রাগ ।।

বুলিলেক দুর্জোধন এথা আইলা কি কারণ
ধনেপ্রাণে হাবাইবা সকল।
ভক্ষ দির্ব্ব দেখি তর রাক্ষসগণ বিকল
জমের দুয়ারে কোলাহল ।।
বোলে সোমাঞী ব্রাহ্মণ তোর রাজা বিভিসন
আমি তারে জানি চারিযুগে।

চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটন আগমন

অজধ্যা আমার বাস　　　শিশু হইতে শ্রীরামের দাস
বিধাতা নির্ম্মাইল কর্ম্ম জোগে ।।
শুনিয়া শ্রীরামেব বানি　　　রাক্ষসে করে কানাকানি
বুলিলেক প্রণাম আমার ।
শুনিয়া শ্রীবামে কথা　　　উর্দ্দেসে নামাইল মাথা
বড ভাগ্য আছয় তোমাব ।।
বুলিলেক সদাগব　　　ভেটীবারে লঙ্কেশ্বব
ঘৃত লইল গাডব ছাগল ।
নাবাযণ দেবে কয　　　সুকবি বল্লভ হয়
জাব গন্ধে বাক্ষস পাগল ।।

দিসা ।।　পয়ার ।।

চান্দো বোলে শুন সোমাঞী আমাব বচন ।
কি দিআ ভেটিমু রাজা কহ বিবরণ ।।
দোসোয়াল গুয়া লও আর মিঠা পাণ ।
ভার বান্ধী নাবিকেল কব সন্নিধান ।।
চবে নিঞা ভেটাইল বাজাব গোচব ।
দেখিয়া জিজ্ঞাসা কবে বাজা লঙ্কেশ্বর ।।
কথাকাব সাধু তুমি কথা তোমাব ঘব ।
কি কাবণে এথা আইলা কহত সত্যব ।।
অজধ্যা আমাব বাড়ি শুনহ বচন ।
বানীর্য্য কবীতে যাইলাম দক্ষিণ পাটন ।।
পঞ্চবস্ত্র হাতে দিয়া কবিল বিদায় ।
তিনদিন ভাটী দিযা পাটন গিযা পায ।।
বাত্রী দিনে থাকে চব সমুদ্রেব তীরে ।
কোতোয়ালের তবে গিযা জানাইল চরে ।।
দেখীযা সাধুব নাও কোতোযালে বোলে ।
পবদল আসিয়াছে বার্য্য নিবাবে ।।
চবেব বচন স্লনী বোলে কোতোয়াল ।
ঘন ২ ঢোল বাজে সন্যে সাজি আইল ।।
হাতে ডাঙ্গ বাড়িযে আইল কোতযালের ঠাটে ।
মার ২ কবিয়া সভাই ডাকে বাজাব ঘাটে ।।
সেল মুসল জাঠি আব ঝগড়া ।
এক ২ পাইক দেখিতে বড়া ২ ।।
পাটের বস্ত্র পবিধান বড়ই জুঝার ।
পাইকে য়াইল করীআ মার ২ ।।

নৌকার উপরে জন্ত নানা চিত্র করি।
লক্ষে ২ চান্দয়া চামর সারি সারি ।।
সাধুর লক্ষণ কিছু নাহি দেখি তার।
ধবলছত্র কেনে তার মাথার উপর ।।
গালাগালি বুলাবুলি বাজিল দুই ঠাটে।
ডাক দেখি বোলে চান্দো বীবাদ কোন কাজে ।।
বাণির্জ্য করিতে আইলাম তোমার পাটন।
তোমার সনে বিফলে কেনে করিবাম রণ ।।
একজন উঠিল তবে তড়েড় উপর।
গুয়াপান ভেটাইল কোতয়াল গোচর ।।
গুয়া পাইয়া কোতযাল ভাবে মনে মনে।
কী করীব কী বলীব খাইতে না জানে ।।
চন্দ্রধরে বোলে ইয়ার নাম গুয়াপান।
ইআ হইতে উপাদিক বস্তু নাহী য়ান ।।
চাবাইয়া খাই জদি বড় পাই সুখ।
সবিরেত তুষ্টি বাড়ে সুন্দর হয় মুখ ।।
এহি বাক্য চন্দ্রধর বুলিলেক জবে।
চুণে পানে গুয়া দিঞা মুখেত দিল তবে ।।
চুণে পানে গুয়া লৈয়া এক্ক মুষ্টী।
চাবাইল গুয়া পান নাহি পাইল তুষ্টী ।।
কোন পুরুসে তাবা গুয়া নাহি খায়।
গুয়া খাইয়া কোতয়ালের মাথা ফিরায় ।।
কাপিতে ২ বেটা পড়য় ভূমিত।
কোতয়ালের মুখ দিয়া পড়য়ে শুনিত ।।
কোতয়ালের গণ জত কান্দে উচৈর্চস্বরে।
চক্ষু পাকাইয়া দেখ কোতয়াল মরে ।।
চান্দোর প্রমাদ হইল না দেখিজে ভাল।
গুয়া খাইয়া আচম্বিতে মরে কোতয়াল ।।
চান্দোর প্রমাদ দেখি করিল জতন।
মাথায়ে ঢালিয়া জল করিল চেতন ।।
কোতয়ালে বোলে বিস করিলো ভক্ষণ।
ভাগ্যে সে রহিল প্রাণ পুণ্যের কারণ ।।
পাত্রমিত্র সনে রাজা বসিছে দেওয়ানে।
কোতয়ালে কহে গিয়া রাজা বিদ্যমানে ।।
এক সাধু আসিয়াছে বাণিজ্য করিতে।
চৈর্দ্দখান নাও লইয়া তোমার পুরিতে ।।

মনিস্যের মুণ্ডু সব আনিছে ভরাভরি।
তার নাম কহে তারা নারিকেল করি॥
গুয়া করি কয় আর এক গাছের ফল।
সর্ব্বথা খাইলে তাহা নাহিক কুসল॥
খাইবারে আনি মোরে সেহি ফল দিল।
তারে খাইয়া প্রাণ মোর ভার্গ্যে সে রহিল॥
কতক্ষণ থাকি রাজা বুলিল উত্তর।
সাধু লয়া আইস দেখি আমার গোচর॥
নেতা বোলে শুন পদ্মা আমার উত্তর।
এহি সময় কিছু দুক্ষ পাউক সদাগর॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
বিধুবা ব্রাহ্মণি রূপ ধরিলা তখনে॥
উঠ ২ চন্দ্রকেতু কত নিদ্রা জাও।
আমি পদ্মা আসিয়াছি চক্ষু মেলি চাও॥
জে সাধু আসিয়াছে তোমার সহরে।
বিস ফল আনিয়াছে তোমাক মারিবারে॥
নারিকেল করি বোলে বিস গাছের ফল।
ইহারে খাইলে রাজা মরণ হইব তর॥
এতেক কহিয়া পদ্মা অন্তরধ্যান হইল।
কতক্ষণে চন্দ্রকেতু চৈতন্য পাইল॥
প্রাতক্রর্ম্ম করি রাজা স্নান করিল।
পাত্র মিত্র লয়া রাজা সভাতে বসিল॥
রাজা বোলে কোতয়াল সুন হে উত্তর।
ফলসনে সাধু আন আমার গোচর॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার প্রবন্ধে এক বুলিব লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

রাজা ভেটিতে সাধু জায়।
রাজা ভেটিতে সাধু চলে জয় জোকার পড়ে
এক ধাইতে সহস্রেক ধায়॥
খাসি লইল বড় ২ ভার বান্দি নারিকেল
দেসোয়াল গুয়া মিঠাপান।
চৌদলেত সাধু জায় দুই পাসে পরজা চায়
পাইক সবে ধরিল জোগান॥

দুর্জ্জয় প্রতাপগড় ছাড়াইল সদাগর
রৈল গিয়া দক্ষিণ দুয়ারে।
কোতয়ালে দিল জান নিল সাধু বিদ্যমান
নমস্কার জানাইল রাজারে ।।
রাজা কৈল অঙ্গিকার সদাগর বসিবার
তেড়া দিল পাতিয়া কোম্বল।
হেমতাল বাম পাসে হরসিতে সাধু বৈসে
ভেটাইল নারিকেল ফল ।।
ফল দেখি বিলক্ষণ স্বপ্ন হইল স্মরণ
ইহাকে বোলে নারিকেল ফলে।
ব্রাহ্মণি যতেক কৈল সকলি প্রতক্ষ হইল
সুকবি নারায়ণ দেবে বোলে ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

রাজা বোলে কোতয়াল শুনহ উত্তব।
একজন বির্দ্ধ আন খাইয়া জাউক ফল ।।
কোতয়ালে বোলে রাজা সুনহ উত্তর।
পূর্ব্ব কালের আছে তোমার দ্বারি গিরিবর ।।
পরমাঞি কাছাইছে জাউক জম ঘর।
তারে আনি দেও খাউক নারিকেল ।।
রাজা আজ্ঞা কোতয়াল শুনিয়া শ্রবণে।
তুরিতে দ্বারিক গিয়া আনিল তখনে ।।
দ্বারি বোলয় মোর পুরিলেক কাল।
বিসফল দিয়া রাজা চায় মারিবার ।।
ফল খাইয়া জদি হয় আমার মরণ।
পুত্র পরিবার মোর করিয় পালন ।।
এত বুলি গিরিবর করিল গমন।
জলেত নামিয়া কৈল স্নান তর্পণ ।।
স্নান করি মরিবার তড়েত উঠিল।
নারিকেল ফল তবে হাতে করি লৈল ।।
পদ্মার কপটে সমাই বিমন হইল।
ভাঙ্গিয়া খাইতে ফল কেহ বুলিল ।।
আবুধিয়া গিরিবর বিবুদ্ধি লাগিল।
ছোবা সহিতে বেটা কামড় ভেজাইল ।।
সেই সময় কপট করিল বিসহরি।
দন্ত খসাইতে নারে গিরিবর দ্বারি ।।

ভূমিতে বসিয়া বেটা একটান দিল।
দন্ত ভাঙ্গি গিরিবর মুর্চ্ছিত হইল॥
ভাঙ্গিলেক দন্ত গোটা রক্তে বহে নদি।
চন্দ্রকেতু বোলে সাধু কর নিয়া বন্দি॥
দ্বারির স্ত্রী বেটী বড়ই দুর্ম্মতি।
চান্দোর বুকেত গিয়া মারিলেক লাথি॥
মোর স্বামি মারিলী বেটা জাইবা কিমতে।
তোমাকে খাইব আইজ দসন বিকটে॥
কেহ বোলে বাপ বাপ কেহ বোলে ভাই।
চক্ষু পাকাইয়া বেটা দন্ত নিকটাই॥
তেড়া লখ্যি করি দিল তার মুখে।
নোনা পানি খাইয়া বেটা পিয়ে ঢোকে ঢোকে॥
খার পানি খাইয়া বেটা দন্ত নিকটায়।
সবে বোলে দেখ হের বিসে প্রাণ জায়॥
একে দারুণ কোতয়াল আরে আজ্ঞা পায়।
কালিকা পোতা ঘরে সাধুরে লয়া জায়॥
হাতে পায়ে বন্ধন গলায়ে জিঞ্জির।
চাপায় একখান পাথর বুকের উপর॥
ক্ষেনে ২ মারে তারে জত পাইকগণ।
বন্দিত থাকিয়া সাধু করয়ে ক্রন্দন॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
চান্দোর কারণে বোল এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ করুণ ভাটীয়ালী রাগ॥

কান্দে ২ সদাগর হইয়া কাতর।
চারি হাত পায়ে বন্ধন বুকেত পাথর॥
কেনেবা কুক্ষণে ডিঙ্গা মেলিলাম অকারণ।
রাক্ষসে লুটিয়া খাইল চৌদ্দ ডিঙ্গা ধন॥
আর না দেখিমু পুরি সনকা সুন্দরি।
কোন দোসে বিমুখ মোরে হইলা হরগৌরি॥
হেনকালে মহামায়া দেখাইল সপন।
রাত্রি পহাইলে হইব বন্ধন মোচন॥
জথা তথা জাম কানি পাতে নানা পাক।
হাতের কাছে লাইগ পাইলে কাটিতাম তার নাক॥

আবুধিয়া সদাগর নিবুদ্ধি প্রজাগণ।
নারায়ণ দেবে কয় মনসার চরণ॥

দিসা॥ পয়াব॥

বাত্রি নিসা ভাগে সাধু কবয়ে ক্রন্দন।
হেন কালে চণ্ডি আসি দেখাইলা সপন॥
উঠ উঠ সদাগব না কব ক্রন্দন।
কাইলি প্রভাতে হইব বন্দন মোচন॥
সপন কহিয়া চণ্ডি কবিলা গমন।
তিন ঠাঞি তিন জনে দেখিল সপন॥
উঠ উঠ আবে তেড়া কত নিদ্রা জাও।
আমি চণ্ডি আসিযাছি চক্ষু মিলি চাও॥
তর সাধু বুন্দি হইছে বার্ত্তা নাহি পাও।
সত্তবে উঠিয়া তুমি তথা চলি জাও॥
চৈতন্য পাইযা তেড়া চক্ষুতে দিল জল।
জত্ন কবি ভেটাইল নাবিকেল ফল॥
উত্তম নাবিকেল তেড়া হাতে কবি লইযা।
বাজা বিদ্যমানে তেড়া জাযেত চলিয়া॥
আববা বাজা আববা পাত্রগণ।
কোন দোসে সাধু বুন্দি কবিলা বাজন॥
বাজা বোলে আনিযাছে বিসগাছেব ফল।
তে কাবণে আমি তারে দিছি প্রতিফল॥
জোগ্য মনুস্য হইয়া কবিছে কুকর্ম্ম।
সদাগবেব জোগ্য নহে ই সকল ধর্ম্ম॥
তেঁড়া বোলে এহি জদি হয বিসফল।
চৈর্দ্দ ডিঙ্গার ধন আমি হাবিব সকল॥
রাজা বোলে কোটোযাল শুনহ উর্ত্তব।
গিবিবরে খাইয়া জাউক নাবিকেল ফল॥
রাজার আজ্ঞা কোটোযাল শুনিয়া শ্রবণে।
তুরিত্ত গমনে গেল দ্বাবি বিদ্যমানে॥
দ্বারি বোলয মোব পুরিলেক কাল।
আববাব বাজা মোবে চায গাবিবাব॥
দ্বিজ বলাই বোলে মনে ২ হাস।
নারিকেল খাইতে গিরিবর পাইল ত্রাস॥

লাচাড়ী ।। ভাটীয়ালী রাগ ।।

কান্দে ২ গিরিবর হইয়া কাতর।
মাথে হাত দিয়া কান্দে রাজার গোচর ।।
কি ক্ষেণে পহাইল রাত্রি বিধি হইল বৈরি।
আজিসে লুকাইল নাম গিরিবর ধারি ।।
রাজা হৈয়া অবিচার করে কিবা দোস পাইয়া।
হাতে তুলি বধ করে নারিকেল দিয়া ।।
নিশ্চয় মরণ হৈব নারিকেল ফলে।
চাহিতে নঞান ফাটে আরে অগ্নি কোনে ।।
না দেখি ইষ্ট মিত্র বন্ধু বান্ধবগণ।
দ্বিজ বংসি গায় মনসার চরণ ।।

দিসা ।। পয়ার ।।

নিশ্চয় জানিলাম তবে আমার মরণ।
পুত্র পরিবার রাজা করিয় পালন ।।
এতেক শুনিয়া তেড়া হরষিত হইল।
উত্তম ডাব কাটারি হাতেত করি লৈল।।
চক্ষু বুজিয়া বেটা মুখেত জল দিল।
এক ফোটা জল খাইয়া আসা না পুরিল ।।
বাপের আসন চাপিয়া ধরিয়া।
এক ঝুনা নারিকেল আনিল ডাকিয়া ।।
নারিকেল স্বাদ হেন রাজায়ে জানিল।
নারিকেল খাইতে রাজা তখনে চাহিল ।।
এতেক শুনিয়া তেড়া আনন্দিত হয়া।
মিঠা নারিকেল তবে দিলেক ভাঙ্গিয়া ।।
চক্ষু বুজিয়া রাজা জল পান কৈল।
আকাশের চন্দ্র যেন হাতে ২ পাইল ।।
নারিকেল জল খাইয়া বোলে হরিহরি।
এমত অমৃত পান কভু নাহি করি ।।
রাজা বোলে কোটোয়াল শুনহ বচন।
ছুটা করি আন গিয়া বণিক নন্দন ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। আহিরি রাগ ।।

রাজার আজ্ঞা পাইয়া, কোটোয়াল চলিল ধাইয়া
মিলিলেক রাজাব গোচর ।
বিষফল আনিছ তুমি তোমাকে মারিব আমি
কাব বোলে আইলা বর্ব্বর ।।
সাধু বোলে কোটোয়াল জদি হয় বিস ফল
তবে আমি সব ধন হারি ।
দেবতার ভোগ হয় বিসফল কেবা কয
জদি আমি জানাইতে পারি ।।
কোটোয়ালে বলে সদাগর চল রাজার গোচর
দিব আজি সালেব উপব ।
বিসফল হয় জবে সালেত দিব তবে
কি কবিব তোমাব সঙ্কর ।।
সদাগর সঙ্গে লইয়া হরষিত মন হয়া
মিলিলেক বাজাব গোচর ।
বিপ্র জগন্নাথে কয মনসার চর নয
সাধু স্থানে কবিল উত্তব ।।

অপব লাচাড়ি ।।

সাধুব পুত্র ছয চন্দ্রকেতু ।
কোন বার্য্যে কথা ঘব কিবা নাম হয়ে তব
সরূপে কহিযা দেও তাই ।।
সুনিয়া বাজাব বাণি চন্দ্রধবে বলে পুনি
ঘব আমাব চম্পক নগর ।
বাণিজ্য কবিবাবে আইলাম তোমার পুরে
গন্ধবণিক নাম চন্দ্রধর ।।
চন্দ্রকেতু নাম মোর সহনাম হইল তোব
মিত্রতা হইল আজি হইতে ।
সুনি চন্দ্রধব নাম বাজা বোলে বাম রাম
গলাগলি কৈলা দুই মিতে ।।
বাজা দিল পানফল মিত্র বলি দিল কোল
তেডা পাইল নেত ধডি ।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
বিদায় কবি গেল বাসা বাড়ি ।।

দিসা ॥ জাদুরে অধন বাছা কানাই ॥ পয়ার ॥

বিদায় করিয়া চান্দো গেলা বাসা ঘর।
রাক্ষসঠাট গেল ইনাম খুজিবার ॥
চান্দো বোলে সুন তেড়া আমার উত্তর।
ইনাম খুজিতে আইল মিত্রের চাকর ॥
জে বস্তু পাইলে হয় রাক্ষসের পিরিতি।
জেহি চাহে সিহি দেও চলুক তুরিতি ॥
এত সুনি তেড়া তবে হইল হরসিত।
সির্দ্ধ সুকুটি তবে দিলেক তুরিত ॥
বিদায় হইল তারা অপূর্ব্ব বস্তু পায়া।
পথে পথে হুড়াহুড়ি জায় কামড়াইয়া ॥
স্নান করিয়া সাধু করিল দেবার্চ্চন।
ভোজন করিতে সাধু করিল বন্ধন ॥
ব্যঞ্জন অষ্টাদশ রান্ধে মৎসে আর মাংসে।
ভোজন করিল সাধু দিন উপবাসে ॥
আচমন করিয়া সাধু মুখে দিলা পান।
উত্তম বিছানে গিয়া করিলা সয়ন ॥
এক ঘুমে চারিপ্রহর রাত্রি গেল।
প্রভাত সময় সাধু চেতন পাইল ॥
চৈতন্য পাইয়া সাধু মুখেতে দিল জল।
পঞ্চপাত্র লইয়া সাধু চলিলা সর্ত্তর ॥
হিরণ্যগর্ভ শ্রীগর্ভ পণ্ডিত জগাই।
কবিরাজ বিভাণ্ডক মিত্র রমাই ॥
হাসিয়া ২ বোলে রাজা চন্দ্রধর।
বুঝিলাম ইবেটারা কেবলই বর্ব্বর ॥
বদল করিতে আইল সুন যুক্তি করি।
তুমি সকলের স্থানে জিজ্ঞাসা বুলি করি ॥
তেড়া মির্দ্ধা দুর্জ্জনিঞা আর হীরাধর।
সোমাই পণ্ডিত বোল রাজার গোচর ॥
দুই তিনবার আমরা আসিছি সহরে।
ইহারা ভৌলের ভাও কের রক্ষিতে না পারে ॥
ভিন্না মিদ্ধা জাতের ভিন্ন দেসি হইয়া।
বস্তু বাছা করি দিব জহরি হইয়া ॥
দুলাই বুলিব মূল্য রাজার মন বুঝি।
তেড়া তবে আগু হইয়া দরে দিব ভাঙ্গি ॥
জহরিয়ে পরিচার্জ্য করি দিব তার।
পরে রাজা তুমি করিয় আবিস্কার ॥

দুর্জ্জোনা লইব বস্তু তৌল করিয়া।
জয়েধরে বস্তু নিব নায়েত চালায়া।।
এহি মতে যুক্তি করিয়া পাত্র মিত্রে।
রজনি পহাইল সমাই উঠিল প্রভাতে।।
রাজার বারাম হইল বসিল সভাতে।
পাত্র মিত্র বসিলেক রাজার সহিতে।।
হেন কালে ভিমা গেল ভিন্ন দেসীরূপে।
মাথা নামাইল গিয়া রাজার সমুখে।।
রাজা বোলে তোমারে ভিন্ন দেসি দেখি।
কি নাম তোমার আসিছ কথা থাকি।।
ভিমা বোলে আমার নাম ধূপানন্দ।
পশ্চিমা জহরি আমি সুনহ রাজন।।
চতুর্দ্দিগে দেখিয়াছি অনেক নগব।
জহবি বিদ্যাতে বেড়াই সহরে সহর।।
রাজা বোলে জহরি বৈস আগুবাড়ি।
জত বস্তু লই আমি দেও বাছা করি।।
ভিমা বোলে আদেশ আমার উপরে।
দারিদ্র করিতে পারি ছয় মাসের ভিতরে।।
বহু মূল্য যত বস্তু তোমার ভাণ্ডারে।
আদ মূলে বাছা করি দিবাম সাধুরে।।
স্নান করি ভোজন করিলা চন্দ্রধর।
রাজারে নামাইয়া মাথা বসিলা সত্তর।।
চান্দো বোলে মহাশয মোব নিবেদন।
মিত্র বুলিছ তুমি আমিহ সর্জন।।
অনেক সাহস করি আসিছি তোমার মাটী।
এমন করিয় জেন মূলে নাহী ঘাটী।।
রাজা বোলে মহা দক্ষ পচিচমা জহরি।
ধর্ম্ম বুঝিয়া সে দিব বাছা করি।।
চান্দো বোলে হেন দেখ বস্তু সির্দ্ধমূলি।
প্রথমে খাও মিতা তিন অঞ্জলি।।
খাইলে দেখিবা জত উঠে পড়ে মনে।
ত্রিভুবন দেখিবা বসিয়া এক স্থানে।।
ভাঙ্গ খাইয়া রাজা অতিশয় ভোলা।
তার সেসে আনি দিল মর্ত্তমান কলা।।
বাকল কালাইয়া খাইল এক গোটা।
ভাঙ্গের লাইগে কলা লাগে অতি মিঁটা।।

জহরির স্থানে তবে কহে নৃপবর।
ইহার মূল্য কিবা কহত সত্তর ॥
জহরি বোলে ইহার মূল্য কিবা পুছ।
ইহার যে গুণ হয় আপনে খাইছ ॥
রাজা বোলে কহি সুন জহবি ভাই।
ইহার সমান বস্তু সংসারেত নাই ॥
জহবি বোলে ইহার মূল্য সুন নৃপমণি।
এক ২ কনা লয়া দিবা দশ মণি ॥
হাসিয়া নৃপতি বোলে সুন সাধু ভাই।
মধ্যস্তে চুকাইল মূল্য আমাব দোস নাই ॥
চান্দো বোলে আমাব লাভের দশা হিন।
জহরি তোমাব বস বুঝিলাম চিন্য ॥
বাজা বোলে জহরি জদি ঘাটায তর্ত্তে।
বুঝিয়া তোমাকে কিছু দিবাম পশ্চাতে ॥
সোমাই পণ্ডিতে বোলে না বুলিয় আর।
প্রথমে আপনে ঘাটি বুঝ একবাব ॥
একে ২ মূল্য কহে জিনিসে ২।
এহি মতে বদল সাধু কবয় হবিসে ॥
সুকবি নাবায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পয়ার প্রবন্ধে বোলম এক লাচাড়ি ॥

চন্দ্রধরের বদল-বাণিজ্য

লাচাড়ি ॥

বদল করয় অধিকারি।
বুঝিয়া মূল্যেব ভেদ বাছ্যা করে পরিৎসেদ
ভিন্য দেসি পচিচমা জহরি ॥
আগে আনি গুয়াপান রাজসভা বিদ্যমান
মুল্য বোলে কাড়াবি দুলাই।
একটা ২ পানে মরকত দস গুণে
গুয়ায়ে মাণিক্য জেন পাই ॥
রসের বদলে চূণ জুখি দিবা দস গুণ
খয়ার বদলে গোরচনা।
করঞ্জা জাজির হালি দেও মতি বদলি
পীপল বদলে দিবা সোনা ॥

একটী ২ নিবা সোনাব গুজরা দিবা
কিছু কিছু সোনাব নাকুড়া ।—
তবৈ ঝিঙ্গা দুন্দকুসি নাফা বাইঙ্গন বাবমাসি
সসা বাঙ্গি আর জত খিরা ।
ওল আলু কচুব মুখি ইসব তৌলেব বিকি
ইহাব বদলে দিবা হিবা ।।
চান্দো বোলে মহাবাজ আমি কি কহিমু কাজ
আসিছি তোমাব সহবে ।
আচুক লাভেব কথা মূলেত ঘাটিলাম মিতা
উপবোধে গেলাম ছারে খাবে ।।
বাজা বোলে জহবি তোমানে প্রতিত কবি
ধর্ম্ম স্থাপী দিলাম তোমার ঠাই ।
এমন কহিয কথা মূলে জেন না ঘাটে মিতা
আমি ঘাটিলে দোস নাই ।।
জহবি বোলে নাবায়ণ আমি নহি অসর্জন
ভিন্ন দেসী সাধু আসিআছে ।
তুমি নহ কাতব ইহাতে কি লভ্য মোব
মোব কণ্টে ধর্ম্মজ্ঞান আছে ।।
কালাই মুসবি মুগ ইসকল বাজভোগ
মাস খেসাবি মিসাল ।
ইমন বদলে নিবা ধামাযে মাপিয়া দিবা
সতগুণে মুক্তা প্রবাল ।।
সতাববি কামেশ্বব আনি বোলে সদাগব
ইহাব মূল্য কহিতে না পাবি ।
খাইযা বুঝহ আগে কিরূপ সওযাদ লাগে
বদলে দিবা আবিব কস্তুবি ।।
বড় ২ কুমড ভেটাইল সদাগর
কুমড়েব কথা লাগে কহিবাবে ।
পর্ব্বত প্রমাণ গাছগোটা মুসল প্রমাণ কাটা
বৎসবে গোটেক ফল ধবে ।।
এক গুণে কুমড নিবা পঞ্চাস গুণে সোনা দিবা
চৈযে চন্দন যেন পাই ।
আদাযে আগব দিবা খাইতে সওয়াদ পাইবা
হেন বস্তু সংসাবেত নাই ।।
পাকা ডালিম শ্রীফল ডউয়া আর জে ফল
তরমুজ আর মিঠা ।

একটা ২ করি বাছা করে জহরি
দশ ২ সোবর্ণ্যের ইটা ।।
খাইতে মউয়া আলু মিটা সোণা তার গোটা ২
নারেঙ্গ কমলা আর জত ।
একটি ২ করি বাছা কবে জহরি
দশগুণে দিবা মরকত ।।
ঘৃত রসা আমলকি পহেলা বয়েড়া হরিতকী
আলু আব করঞ্জা বহেড়া ।—
চান্দো বোলে শুন মিতা কহি হবিদ্রার কথা
খাইলে খণ্ডে গায়েব পাণি নোনা ।
ব্যঞ্জন সুবঙ্গ হয় চক্ষের রোগ ক্ষয়
ইহার বদলে দিবা সোনা ।।
নালিতা নিবা একপাতি সোনা দিবা তেব পাতি
বাছা কবে পচিচমা জহবি ।
এহিজে নালিতা পাত খাইলে খণ্ডে হাড়বাত
স্যাস শুল জব পিত্য জাড়ি ।।
রসুণ পেয়াজ ধবি সতগুণে জউ ভরি
কর্পূব বদলে বাখব ।
সালুক জে সিঙ্গিবা ইহাব বদলে হিবা
পহেলা বদলে তিলোয়া অপার ।।
জত মৎস্য সুখান তৌল ধবি কামান
বদলে দিবা ডুবা চন্দন ।
জত মেস ভেড়া ছাগী বদলে সোনার মৃগী
মূলা বদলে হস্তিব দসন ।।
চান্দো বোলে মিতা সুন আমার বৌস্তুর গুণ
বল দিষ্টি বাড়ে অতিশয় ।
খাইলে উদর ভরে খিধা তৃষ্ণা দুর করে
রোগ পিড়া সব দুব হয় ।।
আনি দিছী গুয়া ফল তোমার জে গোচর
পানে চূণে করিয়া প্রকাশ ।
দুর্গন্ধ রাক্ষসের মুখ চাবাইতে পাইবা সুখ
হাতে ২ পাইবা আকাস ।।
তোমার ইসব ধন কিছু নাহি প্রয়োজন
এক বাতি খাইতে না পাবি ।
রাজদণ্ড ডাকা চুবি ইসকল প্রাণের বৈরি
পুড়ি মরে নির্দ্দন জাতি ।।

নারিকেল খাইয়া রঙ্গ　　　কে ঝাটে তোমার সঙ্গ
　　মণি মাণিক্য কেবা গণে ।
মনি প্রবাল সোনা　　　তারে খায় কোন জনা
　　সুখান মৎস্য দেখি নানাগুণে ।।
এহি মতে বদল করি　　　বোলে চান্দো অধিকারি
　　আজি আমি না বুঝিলাম ভায় ।
আজুকার বদল থাউক　　　ইধন ভাণ্ডারে জাউক
　　চন্দ্রধরে বাসাঘরে জায় ।।
রাজা উঠে আস্তে বেস্তে　　　ধরিয়া চান্দোর হাতে
　　মিত্র বুলি হাসিয়া বোলায় ।
দিজ বংসিদাসে বোলে　　　রাজা অন্তস্পুরে চলে
　　চন্দ্রধর বাসাঘরে জায় ।।

দিসা ।।　পয়ার ।।

চান্দো বোলে শুন তেড়া আমাব উত্তর ।
ঝাটে করি চিনি আন মিঠা নারিকেল ।।
বদল করিতে ক্রান্ত হইলাম অতিসয় ।
জল ত্রিষ্ণায় মোর সর্ব্ব তনু দয় ।।
তাহাকে সুনিয়া তেড়া হরসিত হইয়া ।
ছুলিলেক নারিকেল উত্তম করিয়া ।।
মুখ করিয়া দিল রাজার হাতে ।
অন্তস্পট করি জল লাগিল খাইতে ।।
সোয়াদ হইল জেন অমৃত সমান ।
দুই হাতে চাপিয়া জল কৈল পান ।।
রাজা বোলে সুন মিতা আমার বচন ।
নারিকেল হইতে সঙ্খ কোন ছার ধন ।।
পঞ্চ রত্ন করিয়া জদি চাহ তুমি ।
নাবিকেল বদলে দিতে পারি আমি ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।।

ধন্য মিতা ধন্য সদাগব ।
তোমার দেসে আছে মিষ্ট নারিকেল ।।

কেমন ২ নারিকেল গাছ কেমন ফল ধরে।
আর বার আসিতে মিতা আনিয়া দিবা মোরে॥
লায়ের লাগান গাছ পুছিব লাগান পাত।
জাঙ্গলা বান্ধিয়া তুলিয়া দেই নারিকেল ধরে তাত॥
বাড়ির আগে নারিকেল গাছ বাইয়া জায় লতে।
মহাদেবের বরে বাড়ে হাতে বিগতে॥
আমার উপরে আছে মিতা মহাদেবের বর।
আমি জে কই মিতা মিষ্ট নারিকেল॥
এত সুনি রাজার হরসিত মন।
শ্রীজগন্নাথের সঙ্গিত বচন॥

দিসা॥ পয়ার॥

চান্দো বোলে শুন তেড়া আমার উত্তর।
কাপড় ভেটাও গিয়া মিতার গোচর॥
কাপড় মেলিয়া রাজা বোলে চাই ২।
চূণ হলদির ছাপ চটের কাবাই।
রাজা বোলে সুনরে পরদেসি সদাগর।
আমারে ভাড়িলা থুইয়া ইহেন কাপড়॥
চটের কাবাই দিল চটের কমরবেড়া।
চটের ইজার দিল চটের পাছড়া॥
আউট গজ খুঞ্জিয়া দিয়া মাথায় বান্দিল।
ধোকড়া পিন্দিয়া রাজা বড় হরসিত হৈল॥
ডানি বামে চাহে চট পরিধান করি।
দেখিয়া কৌতুক লোক রাজার অন্তস্পুরি॥
ফটিকের কাটি দিল তাহার উপর।
পিত কড়ি সোভে জেন সুঠান বানর॥
রাজা বোলে সুন মিতা আমার উত্তর।
কামড় ভেজায় গায় তোমার বসন॥
চান্দো বোলে বড় সুকী রহিবা প্রাণের মিত।
নোনা পাণি খাইয়া সরিবে করে হিত॥
বার হাতি সণের সাড়ি দিল সদাগর।
তাহারে লইয়া গেল বাড়ির ভিতর॥
পরিয়া সণের সাড়ি দাড়াইল রাণি পাস।
নারায়ণ দেব কয় মনসার দাস॥

লাচাড়ি ।।

মিতা কি ধন আনিয়া দিলা মোরে ।
তর খুঞীয়ার রূপে পরাণ বিদড়ে ।।
ধন্য মিতা ধন্য সদাগর ।
তোমার দেসে উত্তম কারিগর ।।
সোনার মিতা হাতে ধরম তরে ।
এহি কারিগর আনিয়া দেও মোরে ।।
মিতা মাস খায় লক্ষ টাকার পান ।
বৎসরে তুলায় খুঞিয়া খান ।।
ছয়মাসে তুলায় এক হাতি ।
নেত কুতুবা তুমি ঝাটে আন দেখি ।।
খুঞিয়া দেখি রাজা নেত কুতুবা ফালায় পাক দিয়া ।
মুঞি মরম গিয়া খুঞিয়ার বালাই লইয়া ।।
খুইঞা পিন্দিয়া রাজা দেওয়ানেত বৈসে ।
সোনার মুখেত রাজার খলখলি হাসে ।।
খুইঞা পিন্ধিয়া খলখলি হাসে ।
তেড়া বোলে পাইল বুদ্ধি নাসে ।।

অপর লাচাড়ি ।।

ইজার বদলের কথা অবধান কর ।
সোবর্ন্যময় কবি দিব চম্পক নগর ।।
গাছেব গুয়া আনি দিব মিষ্ট নারিকেল ।
উপাদিক আনিয়া দিমু যুগল শ্রীফল ।।
কোন ধন দিয়া মিতা করিবা বদল ।
তোমার রার্ঘ্যে ধন নাহি তাহার সমসর ।।
ডউয়া ডেফল তবে আনিমু নারেঙ্গ ।
জারে খাইয়া মিতা বড় হইব রঙ্গ ।
চালিতার কথা কহিতে না যুয়ায় ।
বির্দ্ধলোকে শুঙ্গিলে অমর হয় গায় ।
আর আনিয়া দিমু মাদারের ফুল ।
নির্দ্ধে শুঙ্গিলে হয় যুয়ান গাভুব ।।
পুষ্পের কথা সুনিয়া রাজার হইল হাস ।
কহে বৈদ্য জগন্নাথে মনসার দাস ।।

ত্রিতিয় লাচাড়ি ॥

ধাইগ সাধুসনে কহ গিয়া কথা।

জত ধন সাধু চায়   ভরা ভরি দিমু নায়ে

কোন বুদ্ধি জাইতে পারি তথা ॥

লে সব রাজ্যের চেড়ি   তারা পিন্দে উত্তম সাড়ি

আমাসবেব জিবন অকারণ ॥—

জেন দেখি উত্তম দেবা   তেন সাধুবে করিমু সেবা

আমি সামাই পদ্যনি বিসেস।

সাধুবে বোলহ গিযা   ইসব বসন দিয়া

লইয়া জাও আপন নিজ দেস ॥

কনেষ্ঠ বোলে ধাই মাও   কোন মুখে কাড় বাও

তোমি সামাই বাজাব মহাদেবি।

নানান অলঙ্কাব সোভে   কোন ছাব বস্ত্র লোভে

হেন কথা চিত্তে কেনে ভাবি ॥

বোলে জগন্নাথ সেনে   সোক কেনে ভাব মনে

ধাইমাতা বোলে ধিক বাণি।

জদি কবে বিশ্বাস   বাজাব হইব উপহাস

প্রাণ লইব বিক্রম-কেসবি ॥

দিসা ॥ চান্দোবে তুমি নিসি সুন্দব ॥ পয়াব ॥

সোমাই পণ্ডিতে বোলে শুনহ উর্ত্তর।
বিদায কবিতে জাও রাজাব গোচব ॥
এত সুনি চান্দো তবে কবিল গমন।
তেড়া নফর চলে সোমাঞি ব্রাহ্মণ ॥
বাজাকে গিযা সাধু নামাইল মাথা।
দেসে চলিতে সাধু কহে সব কথা ॥
রাজাব গোচবে বোলে কমল বচন।
আজ্ঞা পাইলে নিজ বার্য্যে কবি যে গমন ॥
এত স্তনি বাজা বোলে স্তন পাত্র ভাই।
মিতারে বেভাব দেও সোবর্ন্য কাবাই ॥
এত সুনি পাত্র গেল বাড়িব ভিতর।
সোবর্ন্য কাবাই দিল চান্দোব গোচব ॥
বেভাব পাইয়া চান্দো হইল হরসিত।
কোলাকুলি কৈলা বুলিয়া প্রাণের মিত ॥

চন্দ্রধরে চন্দ্রকেতুয়ে করিলা কোলাকুলি।
তোমার আমার রহুক জর্ম্মের মিতালি ।।
রাজার স্থানে বিদায় পাইলা অধিকারি।
চৈর্দ্ধ ডিঙ্গা লইয়া চলে চম্পক নগরি ।।
চান্দোর মুখের কথা রহুক এহিমতে।
চম্পকের কথা কহি শুন এক চির্ত্তে ।।
পঞ্চমাস গর্ভ সোনাইব দেখিছে সদাগর।
দশমাস পূর্ণ হইল সোনাইর উদর ।।
হাত পাও পোড়ে সোনাঞির গাও ছাইল বিসে।
ধরণি ধরিয়া সোনাই উঠে আব বৈসে ।।
দুষ্ট বিস জালে সোনাই হইল কাতর।
রতি নামে ধাই সোনাই ডাকিল সর্ত্তর ।।
সোনাই বোলে স্থন বতি আমার বচন।
ইবাব বুঝিল আমাব সংশয জিবন ।।
সহিতে না পাবি বিসে কাপে সর্ব্ব গাও।
ডাক দিয়া আন গিয়া আমাব ধাই মাও ।।
রতি বোলে স্থন মাও নহিবা কাতর।
দেবির প্রসাদে তোমার হইব নিস্তার ।।
এতেক বুলিযা বতি করিল গমন।
ডাক দিয়া আনিল জত পটুগণ ।।
আসিয়া জিজ্ঞাসে তাবা সোনাঞির সমুখ।
কি কারণে মাও তুমি ভাব মন দুঃখ ।।
কায়মনচিত্যে ভাব দেবির চরণ।
উর্দ্ধার করিব দেবি হইবা মোচন ।।
স্থকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোল এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।। ভাটীয়ালী রাগ ।।

কান্দে ২ সোনকা অঝব নঞানে।
নারিরে দিয়া এত দুঃখ না সহে পরাণে ।। (ধু)
সর্ব্বাঙ্গ ছাইল বিসে সহিতে না পারোম।
সরিরে না সহে দুঃখ কীবা আজি মরম ।।
হাতে নহে বিস পায়ে নহে জালা।
হিদের মৈর্দ্ধে থাকি বিস প্রাণ লইয়া খেলা ।।

আর না দেখিনু আমি মাও বাপের মুখ।
উদরের মৈর্দ্ধে বিস পুড়িয়া উঠে বুক ॥
নিজপতি নাহি মোর আপন রাজ্যয়।
আজিকার দিনে মোর হইল সংশয় ॥
বিপ্র জদুনাথে কয় সোনকার ক্রন্দন।
নারিসবের দুঃখ এত ললাটের লিখন ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

হেন মতে কান্দে সোনাই হইয়া সকরুণ।
কি করিমু কথা জাইমু স্থির নহে মন ॥
হাত পাও আছাড়ে সোনাঞি ভূমিতে গড়ি পাড়ে।
ধাই সবে আসি তাক ধরিলেক নোড়ে ॥
আকুল হইল সোনাঞি হইলেক ভোলা।
ধরনী মণ্ডলে জেন লোটায় সসিকলা ॥
মুর্চ্ছিত হইল সোনাই নাহিক চেতন।
মুখে জল দিয়া তারে তুলিল সখিগণ ॥
হেনকালে শুভক্ষণে মাহেন্দ্র হইল।
শুভক্ষণে শুভজোগে পুত্র প্রসবিল ॥
জয় ২ ধ্বনি তবে করিল নারিগণ।
বৃর্দ্ধকালে জনমিল চান্দোব নন্দন ॥
সোবন্য কাটারি দিয়া নারিচেছ্দ কৈল।
গঙ্গাজলে পাখালিয়া পুত্র কোলে নৈল ॥
* নানা মঙ্গল ধ্বনি করিল তখন।
নানা ধনে তুসিলেক জত নারিগণ ॥
আনন্দে আছয়ে সোনাঞি পুত্রের সংহতি।
দিতিয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে নিথি ২ ॥
এক দুই করিয়া তবে ছয় মাস হইল।
মহা উর্চ্ছব করিয়া অর্ন্নপ্রাসর্ন্ন করিল ॥
অর্ন্নপ্রাসর্ন্ন করিতে আইল যত দিজবর।
বাছিয়া রাখিল নাম সুন্দর লক্ষিন্দর ॥
নানা দান ধ্যান সোনাঞি করিল তখন।
উজানিতে বেউলার জর্ম্ম সুন বিবরণ ॥
উজানি নগরে বৈসে সাহে নরপতি।
সুমিত্রা নামে তাহার নারি পরম যুবতি ॥
রূপে গুণে অনুপাম কি কহিব গুণ।
স্বামি পরে অর্ন্নজন রূপে নাহি মন ॥

দশমাস গর্ভ তার জানে সর্ব্বজনে।
কন্যা প্রসবিলা নারি হইয়া শুভক্ষণে।।
ভুবন মোহন রূপ কি কহিব গুণ।
বত্তিস লক্ষণ ধরে লক্ষিসম রূপ।।
দেব গন্ধর্ব্ব নর নাহি কোন ভেদ।
সোবন্য কাটারি দিয়া করিল নারিচেছদ।।
নানা রত্নে ভূসিত করিল সর্ব্বজন।
ছয় মাসে করিল তার অর্ন্নপ্রাসর্ন্ন।।
নানা বাদ্য জয়ধনি ভূবন পুরিল।
ব্রাহ্মণে আনিয়া নানা ধন দান কৈল।।
দেখিয়া সাহেব কন্যা অতি আলাভালা।
বিপ্রগণে নাম তার থুইল বিফুলা।।
নাম সুনি হরষিত সাহে নরপতি।
দিতিয়ার চন্দ্র যেন বাড়ে নিথি ২।।
হেনমতে আনন্দ হইল উজানি নগর।
এথা চান্দো বিদায় হয় রাজার গোচর।।
রন্ধন ভোজন করিয়া বাসাবাড়ি।
রাজা স্থানে চলি জায় হেঁমতাল কান্দে করি।।
সুকবি নাবায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

চন্দ্রধরের পাটন হইতে স্বদেশযাত্রা

লাচাড়ি।। পঠমঞ্জরি রাগ।।

চলিল ২ সাধু বাজার গোচর।
সঙ্গে করি লইল তবে পঞ্চ নফর।।
আগে জায় বিপ্রগণ করিয়া কল্যাণ।
পঞ্চ নফর পাছে যায় প্রধান ২।।
রাজা বসিয়াছে প্রজায়ে বেষ্টিত।
চন্দ্রধর দেখি বাজা হইল পুলকিত।।
দুই মিতে কুতুহলে বসিলা একস্থানে।
হাস্য পরিহাস্য কথা করিলা দুই জনে।।
চান্দো বোলে সুন মিতা বচন আমার।
আজ্ঞা হইলে পারি তবে দেসে জাইবার।।

বিপ্র জদুনাথে কহে মনসার দাস।
বিদায় করিতে রাজা ছাড়িল নিশ্বাস॥

দিসা॥ পয়ার॥

রাজা বোলে মিতা তুমি আইলা মোব দেসে।
হস্তি ঘোড়া দিল আনি সদাগব হাসে॥
তিনসত হস্তি দিল পঞ্চসত ঘোড়া।
চান্দোবে বেভাব কবে উর্ত্তম পাছুড়া॥
জত সব প্রজাগণ সংহতি তাহাব।
একে ২ সমাইকে করিল বেবহার॥
চন্দ্রধবে বোলে তাব প্রজাব গোচব।
জাত্রা কবি উঠ গিয়া ডিঙ্গাব উপব॥
আগে উঠে চন্দ্রধব পাছে সব লোক।
চল ২ কবি বোলে চান্দো সদাগব॥
প্রথমে মেলিল ডিঙ্গা নামে মধুকব॥
জাথে ভরা ভরিয়াছে সোনাব কুমড়॥
দ্বিতীয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে লক্ষিপাসা।
তামা কাসা পিত্তল জত ভবিছে বাঙ্গ সিসা॥
ত্রিতিয়ে মেলিল ডিঙ্গা নামে সাগবফেনা।
জাথে ভরিয়াছে সঙ্খ কাফুর মযনা॥
চতুর্থে মেলিল ডিঙ্গা নামে উদয়তাবা।
জার ধনে মহাধনি চান্দো বেহাবা॥
পঞ্চমে মেলিল ডিঙ্গা নামে দুর্গাবর।
জাথে ভরা ভবিয়াছে চান্দো স্বেত চামব॥
সষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে কাজলবেখি।
জাথে থাকিয়া বাবণেব লঙ্কা দেখি॥
সপ্তমে মেলিল ডিঙ্গা নাম সঙ্খচুর।
অন্নের কারণ না পায় সমুদ্রেব ঘর॥
অষ্টমে মেলিল ডিঙ্গা নামে টিয়াঠুটী।
জাথে ভরিয়াছে সাধু সফবিয়া কাঠি॥
নবমে মেলিল ডিঙ্গা নামে হিঙ্গুলবাড়ি।
জাহাতে ভবিয়াছে নেত কুতুবাব সাড়ি॥
দশমে মেলিল ডিঙ্গা নামে স্নুতারেখি।
মানুষ কাষ্টেত থাকি জার নিল পর্ব্বত দেখি॥

একাদসে মেলিল ডিঙ্গা নামে রত্নমালা।
জাহাতে ভরিয়াছে সাধু সোনার গুঞ্জরা ॥
দ্বাদসে মেলিল ডিঙ্গা নামে চন্দনপাট।
জাহাত বসিয়া দেখি শ্রীকলার হাট ॥
ত্রিয়োদসে মেলিল ডিঙ্গা নামে যাত্রাবর।
জাহাতে ভরিয়াছে সাধু গাড়র ছাগল ॥
চতুর্দ্দসে মেলিল ডিঙ্গা নামে মেড়ুয়া।
উভা হইয়া দাড বায সোলশ দাড়ুয়া ॥
একে ২ মেলিলেক জতেক নাওড়া।
সুবাও দেখিয়া নাযে তুলিল বাওড়া ॥
হরসিতে সাধু বোলে সার ২ ॥
আসি বাক ঘুড়ি হইল ডিঙ্গার পাটোয়ার ॥
সুকবি নারাযণ দেবের সরস পাচালি।
পযার ছাড়িযা বোল এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥

চলিলরে সাধু চম্পকের নাথ
ডিঙ্গা মেলি চলি যায় দেসে।
হাতেপাতে রাক্ষস ভাড়ি নানা রত্নে ডিঙ্গা ভরি
পুরহিত সঙ্গে সাধু হাসে ॥
দক্ষিণা বাও পাইযা চৌর্দ্দ ডিঙ্গা দিল বাইয়া
রাক্ষসের বাক ছাড়াইল লঙ্কা।
নিলক্ষের বাক দিযা কুমীরের বাক ছাড়াইযা
জাইতে সাধু তিলেক নাহি সঙ্কা ॥
জোকের বাক ছাড়াইযা কাকড়ের বাক দিযা
হরিষ মনে জায় ডিঙ্গা বাইযা।
পদ্মার বাকে আসি চৌর্দ্দখান ডিঙ্গা রাখি
হাসে সাধু বিছানে বসিযা ॥
নরসিঙ্গ তনয় নারাযণ দেবে কয়
ডিঙ্গা বাইযা যায় তরাতরি।
বুলিলেক সদাগর অষ্টদিনে পাইমু ঘর
ছাই খাউক লঘুজাতি কানি ॥

দিসা ॥ পযার ॥

পঞ্চ দহ বাহিয়া পড়ে কালিদহের কুল।
সেত রক্ত নিল ফুটিছে কমল ॥

মধু খায় ভ্রমরা সদায় করে রোল।
সমাইর নিকটে সাধু বোলে একবোল॥
রঙ্গ আকাব দেখি এক জোজন।
এহিত কাহার বাক কহ বিবরণ॥
সোমাই বোলে সাবধানে শুন সদাগর।
এহিত পদ্মাব বাক কালিদ সাগব॥
পদ্মাবতির নাম স্তুনি রূসিল সদাগব।
হেমতাল তুলি লইল কান্দেব উপব॥
চৈর্দ্দ ডিঙ্গা রাখিল থাক বাড়ি দিয়া।
জত সব পদ্মফুল ফালায কাটিয়া॥
পঞ্চ সবদে বাইষা চান্দো সাধু যায়।
অন্তরিক্ষে থাকি তাবে দেখিল নেতায॥
নেতা বোলে স্তুন বইন জয বিসহবি।
অখনে তোমাক মন্দ বোলে অধিকাবি॥
আঙ্গা গিযা লও তোমাব বাপেব ঠাঞি।
চান্দোব চৈর্দ্দ ডিঙ্গা তবে এহিখানে বুডাই॥
নেতাব বচন পদ্মা স্তুনিয়া শ্রবণে।
পবনেব গতিযে গেল সিবেব ভুবনে॥
প্রণাম কবিল গিয়া বাপেব চবণে।
কহিতে লাগিল পদ্মা জত বিববণে॥
সুকবি নাবাযণ দেবেব সরস পাচালি।
পযাব ছাডিযা বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ গান্ধাবি রাগ॥

বিসহরি বোলে বে বাপ সিবাই—
স্তুন ২ বচন আমার।
বাদ করে মোব সনে চান্দো বেটা বাত্রি দিনে
আঙ্গা দেও ডিঙ্গা বুডাইবান॥
জদি আঙ্গা না দেও মোবে চৈর্দ্দ ডিঙ্গা ডুবাইবারে
কি ফলে বাখিমু পবাণ।
অনলে প্রবশে করি মরিবেক বিসহবি
সবিবে না সহে অপমান॥

শুনিয়া পদ্মার বানি সিবে বুলিল পুনি
শুন মাও আমার উত্তর।
আজ্ঞা দিল ঝাটে জাও ডুবাও গিয়া চান্দোর নাও
প্রাণে রাখিয় সদাগর ॥
জদি আজ্ঞা দিলা মোরে চৌর্দ্দ ডিঙ্গা বুড়াইবারে
সিঁবলিঙ্গ রাখিব কোন স্থানে।
কৈলাস পর্ব্বতে ব্রাহ্মণ সহিতে
থোও নিয়া জথা হনুমানে ॥
বাপের বচন পাইয়া হরসিত মন হইয়া
মিলিলেক কালিদহের তিবে।
ডিঙ্গা ডুবাইবাব কালে নেতার সঙ্গে যুক্তি করে
স্নকবি নাবায়ণ দেবে বোলে ॥

মনসাদেবী কর্তৃক চন্দ্রধরের চৌদ্দ ডিঙ্গা ডুবান

দিসা ॥ পয়াব ॥

পদ্মা বোলে শুন নেতা আমার উত্তর।
কিমতে চান্দোর ডিঙ্গা ডুবাইব সর্ত্তর ॥
নেতা বোলে শুন পদ্মা আমাব বচন।
পবনেব পুত্র আন বিব দুইজন ॥
বৈমাত্র দুই ভাই ভিম হনুমান।
লিলায়ে ডুবাযে দিব ডিঙ্গা চৌদ্দখান ॥
একলাফে জলে যে সাগব হইল পার।
লঙ্কাতে প্রবেসিয়া মারে অক্ষয় কুমার ॥
তবে লঙ্কা পুড়িয়া করিলেক ছাই।
জত বিরম্বণ কৈল কহিতে অন্ত নাই ॥
রাবনেক মারিয়াছে বজ্র চাপড়।
হেনজনে ডুবাইব ডিঙ্গা কার্য্য কত বড় ॥
তাকে শুনি পদ্মাবতি মাবিল হুঙ্কার।
বাউবেগে আসিয়া তারা করিল নমস্কার ॥
পদ্মা বোলে স্নন তুমি ভিম হনুমান।
নর বেটা চান্দো মোরে দিছে অপমান ॥
বিরম্বন করিযাছোঁ তাবে কত বার।
তথাপিয় মন্দ মোরে বোলে দুরাচার ॥
তুমি যদি অঙ্গিকার করহ আপনে।
ডিঙ্গা ডুবাইয়া দেহ আমা বিদ্যমানে ॥

হাতজোড় করি বোলে ভিম হনুমান।
ডিঙ্গা ডুবাইব মাও কোন বস্তু জান॥
ডিঙ্গা ডুবাইব আমি কত বড় কাজ।
এক লাফে ডুবাইব ডিঙ্গা সমুদ্রের মাঝ॥
যদি আজ্ঞা কর মাও জয় বিসহরি।
ত্রিভুবন জিনিঞা দিতে কটাক্ষেতে পারি॥
নেতা বোলে শুন পদ্মা আমার বচন।
ডিঙ্গা ডুবাইব হেন জানিল কাবণ॥
আর বাব চান্দোর ঠাঞি জিজ্ঞাসিয়া চাও।
চান্দোর মুখেত স্তনি আইসে কোন রাও॥
কুপিত হইয়া বোলে বথে ভর কবি।
ডাকিয়া বোলয় দেবি নিজ মূর্ত্তি ধবি॥
সুকবি নাবাযণ দেবের সবস পাচালি।
পয়াব এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ পঠমঞ্জবি বাগ॥

বথেত ভব কবি বোলে জয় বিসহরি
স্তনরে মোগদ চান্দো।—
বিস কুটি পর্ব্বত জাব এক কান্দের হয় ভাব
সেই বিব আসিছে গদা হাতে।
মাবিব গদার ঘাও ভাঙ্গিব চৌর্দ্দ নাও
আইজ সাবি জাইবা কি মতে॥
সাগব সতেক জোজন করিয়াছে লংঘন
সেই বিব আসিছে হনুমান।
ভিম হনুমানের হাতে এড়াইবা কিবা মতে
আজি চান্দো হাবাইবা পবাণ॥
আপনে ছুবতি মানি দুই বিব ডাকি আনি
কাহারে দেখাও তাব ডব।
বিধি জেবা লিখিয়াছে কেবা খণ্ডাইব তাকে
নহে চান্দো প্রাণেব কাতব॥
নিকটে আসিয়া কানি লও তুমি ফুলপানি
বোলে চান্দো হেমতাল লইয়া।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
অন্তরিক্ষে দুইজনে দেখিয়া॥

দিসা ।। পয়ার ।।

পদ্মা বোলে শুন বাপু ভিম হনুমান।
ঝাটে ডুবাইয়া দেও ডিঙ্গা চৌর্দ্দখান।।
পদ্মার বচনে ভিম বোলে কোপ করি।
মধুকর ডিঙ্গাতে মারে দোহাত্তিয়া বাড়ি।।
ডিঙ্গাতে অদিষ্টান আছে সিবভবানি।
আছুক ডুবাইব ডিঙ্গা না পাইল পানি।।
অন্তব হইল ভিম পাইল অপমান।
তাব সেসে পাথব মাবিল হনুমান।।
চণ্ডিব অদিষ্ঠান ডিঙ্গা কে ডুবাইবাব পাবে।
ডিঙ্গাতে ঠেকিয়া পাথব নামিল পাতালে।।
হনুমানে বুলিলেক পদ্মাব গোচব।
মোব বল বের্থ গেল ডিঙ্গা নইল তল।।
এহিক্ষণে জাও তুমি চণ্ডিব গোচবে।
তান আজ্ঞা পাইলে পাবি ডিঙ্গা ডুবাইবাবে।।
হনুমানের বচন পদ্মা স্থনিয়া শ্রবণে।
তুরিত গমনে গেলা চণ্ডি বিদ্যমানে।।
কহিতে লাগিলা কথা চণ্ডিব গোচব।
সুন ২ সতাই আমার উত্তব।।
জত জাতিব মৈধ্যে বানিয়া অধম জাতি।
লাজ লর্জ্জা দয়া ধর্ম্ম নাহি এক রতি।।
আচুক আমার কার্য্য হবে মিত্রেব ধন।
মায়ের কাণেব সোনাব দিগে সদায় কবে মন।।
পূর্ব্ব কথা শুনির্তে তোমাব নাহি মন।
বাড়ে বাড়ে বানিয়া বেটা কবে বিডম্বণ।।
চণ্ডি বোলে তোমার কথা সমঝিলাম মাও।
আজ্ঞা দিলাম ডুবাইতে চান্দোব চৌর্দ্দ নাও।।
তথা হইতে পদ্মাবতি বিজয গমন।
গঙ্গা বিদ্যমানে গিয়া দিল দরসন।।
প্রণাম করিয়া বোলে গঙ্গার চরণ।
কহিতে লাগিল কথা জত বিবরণ।।
সুন ২ সতাই তুমি আমার উর্ত্তর।
তুমি আজ্ঞা করিলে পারি ডিঙ্গা ডুবাইতে সত্তর
গঙ্গা বোলে সুন পদ্মা আমার বচন।
কিমতে ডুবাইবা ডিঙ্গা কালিদহে অল্প জল।।

পদ্মা বোলে সুন বাপ পবন কোঙর।
জত সব নদ নদি আনহ সত্তর॥
চলিলেক হনুমান পদ্মার আরতি।
সোল সত নদ নদি জানায় সিগ্রগতি॥
বহ্মসিন্দু মহানদি আর লবনা।
ইন্দা সুবভি বোদ চল আব মেঘনা॥
জলামুখ নৈবাস তবৈ চলহ সত্তব।
ঝাটে করিযা চল ঘৃতেব সাগব॥
আত্রাই গঙ্গা চল আব ভাগিবতি।
সেত গঙ্গা কৈসিকি চলহ সিগ্রগতি॥
সোবর্ণ্যবেখা আর চল চক্রামতি।
ভাগিবতি ভূপতি চল সিগ্রগতি॥
জমুনা কুবস নদি চলহ সত্তবে।
সর্গেব মন্দাকিনি চল কালিদহেব তিরে॥
উপরে মধুসুদন চলিল সত্তবে।
শ্রী চন্দন দুই নদি চলিল প্রখবে॥
সরযু চণ্ডাকি আব চলিলেক মন্দা।
সঙ্গে ভালুকা নদী আব চলে বেঙ্গা॥
ফল্গুগয়া আপ্তদাবি চলিল সত্তবে।
ভ্রমব নদি চলে আপন অহঙ্কাবে॥
টেকানদী বৈতবণি চলিল ধলেস্বরি।
নাউযা নদী চলিল ফণা তীর্থ সঙ্গে কবি॥
ভালুকা নদি তবে চলিল ভবানি।
চন্দ্রভাগা কাবেবি চলিল আপনি॥
অষ্টদহা জোকা গুঙ্গড়ি চলিল সত্তর।
সুরূপা নদি চলে কালিদ সাগর॥
রাতেরববণ বাধা আর হবিহব।
মহা ২ নদী চলে কালিদ সাগব॥
অম্বা উত্তরা চলে বোলে হনুমান।
তেলিজালি সঙ্গে কর আর চোয়ান॥
বিস নদি চলিলেক আর পাথরা।
কুসিয়াবি ইছামতি চলিল বেহারা॥
ধনাই নদি কংস নদি চলহে মগাস।
সুঠানেব ঠান ধারা চলিল স্রুতাস॥
বেহারিয়া নদী চলে বরুণ নদি হাসে।
কালিদ মাঝারে চলে পদ্মার আদেসে॥

শ্রুতের মহিমা দেখি প্রাণ কাপে ডরে।
সবে মিলিল গিয়া কালিদ সাগরে।।
ব্রহ্মপুত্র মহারাজ চলিল আপনে।
মহা উখার নদী চলে তার সনে।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার ছাড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

লাচাড়ি।। পঠমঞ্জরি রাগ।।

এহি মতে জানাইল পবন কুমার।
চান্দোরে লাগিল বিধি চলরে সোল স নদী
কালিদহে ডিঙ্গা ডুবাইবার।।
আগে জায় ভাগিরতি জমুনা চলে সরেস্বতি
সরযু চলহ পদ্মাবতি।
গোমতি গণ্ডকি শ্বেতগঙ্গা কৌসুকী
আর নদি চল সুরেশ্বরি।।
কাবেরি চন্দ্রভাগা সহ সান্তিপৃয়া অমোঘা
করোতয়া চলত রোধন।
আড়িরখানা রাবার চন্দ্রতির্থ বহি ধার
কাউয়া আদি সাগর লবণ।।
দক্ষিণের নদ নদি চালাইল বিষ্ণুপদি
ধাইয়া আইল জত নদীগণ।
দেবখালি দেবনদি শ্রীচন্দন এই সংহতি
সকল নদি চালায় পরিপাটী।।
ব্রহ্মপুত্র মাহারাজ চলিলা আপন সাজ
মহা উখার নদী চলে তার সনে।
চল নদি ভাগিরতি জমুনা চল সরেস্বতি
লিলাবতি চলহ সত্তরে।।
সোল সত নদি সঙ্গে ব্রহ্মপুত্র আপনে রঙ্গে
উজাইয়া পড়ে কালিদহে।
চলে নদি মন্দাকিনি দেবলোকে জারে জানি
আর নদি চলেত সুবভি।।
সুরূপা নদি চলে পুণ্য তির্থ অনুবলে
ধনাই রূপাই চলিল ভাটী দিয়া।
সারি চলে বংস নদি ব্রহ্মপুত্র পরি নদি
আর চলে তায়া ইন্দ্রবতি।।

পর্ব্বতিয়া পিলা ঝুরি মর্জ্জাবতি সুরেশ্বরি
বর কড়িয়া চলিল সাগর ।
মগরা লঙ্কা চলে পুণ্যাতির্থ অণুবলে
উজাইয়া পড়ে কালিদহে ।।
গহিন স্রোতের বেগে পর্ব্বত পাথর পাড়ে
দিঘি পুখরি চলে পুরস্কার করি ।
নারায়ণ দেবে বোলে এহি মতে নদি চলে
উজাইয়া পড়ে কালিদহের বারি ।।

দিসা ।। পদ কহনি ।।

দিঘি পুখরি চলে করিয়া পুরস্কার ।
পদ্মার আগে গিয়া তারা হইল নমস্কার ।।
জত বড় ঘটবারি চলিল সত্তর ।
পদ্মার আদেশে জায় কালিদ সাগর ।।
জল দেখি ত্রাসিত হইলা সদাগর ।
হা হা হরগৌরি চান্দো ভাবে নিরান্তর ।।
জল দেখি পদ্মা হইলা হরিস অন্তরে ।
কুমারের চাক জেন ডিঙ্গা লাগে ফিরিবারে ।।
পর্ব্বত জিনিঞা উঠে কালিদহের জল ।
ভয়ঙ্কর হইল সাধুর মনের ভিতব ।।
নেতা বোলে সুন পদ্মা আমার বচন ।
নিচচীন্ত হইয়া তুমি আছ কী কারণ ।।
এহি মতে চলি জাও ইন্দ্রের ভুবন ।
বিনে বায়ে মেঘে ডিঙ্গা নহিব ডুবন ।।
নেতার বচন পদ্মা সুনিয়া শ্রবণে ।
পবনের গতিয়ে গেলা ইন্দ্রের ভুবনে ।।
পদ্মারে দেখিয়া ইন্দ্র চমকীত মন ।
বসিবার দিলা তবে সোবর্ন্য সিঙ্গাসন ।।
করজোড়ে বোলে ইন্দ্র পদ্মার গোচর ।
কি কার্য্যে আসিয়াছ মাও কহত সত্তর ।।
পদ্মা বোলে সুন বাপ দেব পুরন্দর ।
আমার তরে বাদি হইল চান্দো সদাগর ।।
বারে ২ চান্দো বেটা দেয় অপমান ।
আজ্ঞা দেও ডুবাইতে ডিঙ্গা চৌর্দ্দখান ।।
প্রলয় কালের বাউ মেঘ কথা থাকে ।
সকল চালায়া বাপা দিবা আমার আগে ।।

পদ্মাব বচনে ইন্দ্র হরসিত হয়া।
প্রলয়েব বাউ মেঘ দিলেক চালায়া ॥
দস মেঘ সনে পুবে চলিল সামর্ত্ত।
সোল মেঘ সনে পশ্চিমে চলিল আবর্ত্ত ॥
আঠাব মেঘ লইযা দ্রোণ চলিলা উত্তবে।
কুড়ি মেঘ সনে দক্ষিণে সাজিল পুস্কবে ॥
আবর্ত্ত সামর্ত্ত আর দ্রোণ পুস্কব।
চাবি কোণে চাবি বীব সাজিল দুস্কব ॥
উপবে বাউ মেঘ হেটে ফোলে পাণি।
তোলপাড় কবে দেখি চান্দোব পবাণী।
সুকবি নাবাযণ দেবেব সবস পাচালী।
পযাব এড়িযা বোলম এক লাচাডি ॥

লাচাডি ॥ করুণ ভাটিযালি বাগ ॥

ডবাইল ২ বে সাধু চম্পকেব নাথ।
দুনা ২ ছাড়ে ডাক চৌর্দ্দ ডিঙ্গা লৈল পাক
গুণ ছীড়ি হইল মবণ ॥
দেখিযা বিজুলি ছটা মুসল প্রমাণ ফোটা
দুই প্রহবে হইল অন্ধকাব।
কালিদহেব ঢেউ দেখী বুজ্ঞে সাধু দুই আখী
বাখ চণ্ডী প্রাণ আমাব ॥
চান্দো বোলে বড সৈখা মাঝী মৃধা কুডি পাইখা
সতর্ক হইয় পাইকগণ।
মনষ্য পাটন চাইয়া দেও ডিঙ্গা বাওয়াইয়া
বাজাও বাদ্য বিস বিস জন ॥
কাজলেব জেন বেখা সাগরেব কুল দিল দেখা
দেখী সাধু হবসিত মন।
মৎস্য কুম্ভিব ভাসে , এহিমত্র আকাসে
নাবায়ণ দেবেব সুবচন ॥

দিসা ॥ পযার ॥

বারখেত্র পদ্মাবতি মাবিল হুঙ্কাব।
পদ্মাব সাক্ষাতে আসি হইল নমস্কাব ॥
পদ্মা বোলে বাউ মেঘ খাও বিনার পান।
সত্যরে ডুবাইয়া দেও ডিঙ্গা চৌর্দ্দখান ॥

জক্ষে বুলিল তবে পদ্মাবতির ঠাঞি।
তোমার আরতি মাও কত পুণ্যে পাই॥
কুম্ভির লক্ষ আর প্রজঙ্ক চটকা।
আকুর ডাকুর আর পাটাবুকা॥
একদন্ত লোহজঙ্ঘ আর বিক্রিতি আকার।
উর্দ্ধমুখ ভিম হনুমান বক্তাকার॥
চৌর্দ্দজনে চৌর্দ্দ ডিঙ্গা ভাঙ্গিয়া লইল।
তাহা দেখী পদ্মাবতি হরসিত হইল॥
কুম্ভির লক্ষ চলিল মুসল লইয়া হাতে।
দির্গউষ্ট পেচাকান দুই বির সহিতে॥
দোহাতিয়া বাড়ি মারে গদা লইযা করে।
দুর্গাবর ডিঙ্গার গুরা ভাঙ্গি পাড়ে॥
টলমল করে ডিঙ্গা বিক্রম কারণে।
ঝিলে হেন তল গেল দেখী বিদ্যমানে॥
ব্রহ্মনখ চলিলেক আর ব্রহ্মদার।
জাহার স্বরির গোটা পর্ব্বত আকার॥
বজ্রনখের ভারে ডিঙ্গা হইল খান ২।
দিতিযে ডুবিল ডিঙ্গা নামে খরসান॥
ঘটকরির চাইর হস্ত দুই গোটা সির।
পর্ব্বত শিখর হেন ভয়ঙ্কর বির॥
উদযতারাতে উঠিলেক দিযা বাহু সাট।
লঙ্কার দ্বারেত জেন লাগিল কপাট॥
বজ্র নাথি মারিল ডিঙ্গার উপারিল গুরা।
ত্রিতিয়ে ডুবিল ডিঙ্গা নামে উদযতারা॥
চতুর্থে প্রলয়ংকু বির ধাইয়া সিগ্রগতি।
মাণিক্যমেড়ুযা ডিঙ্গাত মারিল এক লাথি॥
উভে তল হইল তার সোনস দাড়ুয়া।
চতুর্থে ডুবিল ডিঙ্গা নামেতে মেড়ুয়া॥
মহাবির ডাঙ্গর সাগরের পানি গণে।
সোল শত কোদল সদায় তার সনে॥
মত্ত গজ সহস্রেক গায়ে আছে বল।
আসিযা চাহিল বীরে কালিদহের জল॥
দড়ি কাছি ছিড়িল তার ছিড়িল নোঙ্গড়।
ডুবাইতে লাগিল বীরে ডিঙ্গা বড ২॥
বজ্রনাথি মারি তবে ভাঙ্গিল কবাট।
পঞ্চমে ডুবিল ডিঙ্গা নামে চন্দনপাট॥

বৃকদর বির বিয়ের মধ্যে গণি।
করতল হেন দেখে সাগরের পানি ।।
বহু বিক্রম কবি বিদারিল দন্তে।
কামড়ে ছিড়িল তবে বাইছা সবের কন্ধে ।।
কর্ণে তালি লাগিলেক বোলে হরি হরি।
নায়েব মধ্যে পড়িলেক সোণাব কাছি ছাড়ি ।।
দুনাবল হইলেক তা সমাইকে দেখি।
সষ্টমে ডুবিল ডিঙ্গা নামে কাজলরেখি ।।
পাটাবুকা বেটা তবে পাথবেব গাব।
জাহাব সবিব গোটা পর্ব্বত আকাব ।।
বাইছা সবে মাড়িলেক বজ্র চাপড়ি।
তাহা দেখি সর্ব্বলোক বোলে হবি ২ ।।
ইহা দেখি চন্দ্রধব বোলে বাম ২।
মব কাণে লও কেনে লঘু কানিব নাম ।।
ক্রোধে জলে পাটাবুকা চন্দ্রধরেব বোলে।
উভত কবি ডিঙ্গা ডুবাইল কালিদহের জলে ।।
সপ্তমে ডুবিল ডিঙ্গা নামে টিঞাঠুটী।
নোড় দিযা গেল বিব পদ্মাব আগে ঝাটী ।।
ছোটমুষ্টী ডিঙ্গাত উঠীল এক দণ্ড।
কামড়ে বিদাবিল বাইছা সবেব কন্ধ ।।
ইহ ডিঙ্গা তল গেল বিবেব বিক্রমে।
ছোটমুষ্টী ডিঙ্গা তবে ডুবিল অষ্টমে ।।
লোহদন্ত মহাবিব বিক্রমে প্রচুব।
বজ্র নাখি মাবিযা ডুবাইল সঙ্খচুর ।।
বিক্রিতবদন বিব বিক্রীত আকার।
মূলা হেন দন্তগোটা সারি ২ জাব ।।
প্রজাগণে ছাড়িলেক জিবনের আসা।
দসমে ডুবিল ডিঙ্গা নামে লক্ষ্মিপাসা ।।
তাব পাছে উর্দ্ধমুখ পবনেব গতি।
আগলাপাগলাতে মারিল এক লাথি ।।
কাপড় হেন চিবিলেক নাওখানেব পাট।
লঙ্কাব দ্বারেত জেন লাগিল কপাট ।।
বহু বিক্রম কবি বিব বিদাবিয়া হাসে।
আগলাপাগলা ডিঙ্গা ডুবিল একাদসে ।।
গগনমণ্ডলে জেন উঠিলেক উল্কা।
এহিমতে চন্দনপাটে উঠীল পাটাবুকা ।।

পাটাবুকা বড় বির পর্ব্বত আকার।
ছয় গোটা মুণ্ড বিরের অষ্টভুজ জার॥
অষ্ট হাতে সাবুটিয়া ধরে প্রজাগণ।
চুবাইয়া ২ সবাইর লইল জিবন॥
কেহ বোলে রাম ২ কেহ বোলে হরি।
অবোধ সাধুর সঙ্গে অকারণে মরি॥
ভেড়া ২ করিয়া ডাক ছাড়ে চান্দো।
কোন নায়েব লোকে আমারে বোলে মন্দ॥
বিপইত্যে মবণ হয় এড়াইতে না পাবে।
কানিব চবে সুনিয়া হাসিব আমারে॥
প্রজাগণে বোলে পদ্মা পবিত্রাণ কর।
নিববুদ্ধি সাধুব সনে অকারণে মার॥
পদ্মাব নাম সুনি তবে চম্পকেব নাথ।
রাম ২ বুলিযা দুই কর্ণ্যে দিল হাত॥
আব নাম লও কেনে সঙ্করেব নাম ছাড়ি।
দন্তে দন্ত কামড়ায় কান্দে হেমতাল বাড়ি॥
পদ্মার বাণি সুনি ভিম অগ্নি হেন রোসে।
হংসগলা ডিঙ্গা ডুবিল ত্রিয়দসে॥
যেকে ২ তেব ডিঙ্গা সব হইল তল।
কান্দিতে লাগিল সাধু বিছান উপব॥
সুকবি নারাযণ দেবেব সবস পাচালি।
চান্দোব কাবণে বোলম এক লাচাড়ি॥

লাচাড়ি॥ বরারি রাগ॥

কান্দে সাধু বিছান উপর।
নানা রত্নে ভরা ভরি অবিলম্বে জাইমু পুরি
তাথে কানি পাতিল ঝগড়॥
বিফলে পুজিনু হর বিবুদ্ধি লাগিল মোর
জানিল সিব সরূপে ভাঙ্গড়।
কানির বচন পাইয়া আমারে ছাড়িলা দয়া
ধনপ্রাণ হারাইলাম সকল॥
চান্দো বোলে মহামায়া আমারে ছাড়িলা দয়া
একবার রাখহ পরাণ।
আপনে কাণ্ডার ধরি লয়া জাও মা নিজপুরি
লক্ষ ছাগ দিব বলিদান॥

না গেলাম আপন পুরি   না দেখিলো পদ্মা নারি
অপনির্ত্তু হইল আমার।
মনেত রহিল তাপ   না মারিলো ওটি সাপ
সুঝিতে নারিলো কালির ধার ।।
চান্দোব করুণা দেখি   হাসে পদ্মা মনে সুখি
নেতা সঙ্গে রথে করি ভর ।।—
নারায়ণ দেবে কয়   সুকবি বল্লভ হন
জক্ষগণ পদ্মার সংহতি।
তেব ডিঙ্গা গেল তল   জাগিল আছে মধুকর
ডুবাইতে পাইল আরতি ।।

দিসা ।। পয়াব ।।

নেতা বোলে সুন মুইন জয় বিলহবি।
মধুকর ডুবাইতে চল সিগ্র করি ।।
পদ্মার আদেসে জক্ষ কাছিল কাপড।
ডুবাইতে জায় তবে ডিঙ্গা মধুকর ।।
তাহার উপরে দেখে সিবলিঙ্গ আছে।
নাড়িতে না পাবিল ডিঙ্গা রহিলেক পাছে ।।
হনুমানে কহিলেক পদ্মার বিদ্যমানে।
না ডুবিল ডিঙ্গা সিবলিঙ্গের কাবণে ।।
পদ্মা বলে সুন বাপা বচন আমাব।
মধুকব ডিঙ্গা ডুবাইতে তোমাক দিলাম ভাব ।।
এহি মতে চলি যাও কৈলাস পর্ব্বতে।
সিবলিঙ্গ থোও নিয়া ব্রাহ্মণ অগ্রেতে ।।
সমাই বলে সুন মাঁও অনন্তেব আই।
তোমার চরণ ছাড়ি অন্য গতি নাই ।।
তোমার চরণে মোব স্থির ভকতি।
ইবার প্রাণ রক্ষা কব মাও পদ্মাবতি ।।
এতেক কহিতে গেল সিবলিঙ্গ ঘরে।
সিবলিঙ্গ ঘব বিপ্র চাপীয়া গিয়া ধবে ।।
এত দেখি হনুমান চলিল সর্ত্তর।
লেঞ্জে জড়ি লইলেক সিবলিঙ্গ ঘর ।।
টান দিয়া লইল ঘর কান্দের উপর।
কৈলাস পর্ব্বতে লইয়া গেলেক সর্ত্তর ।।
কৈলাস পর্ব্বতে আছে সিবলিঙ্গ স্থান।
তথা থুইয়া সিবলিঙ্গ আইল হনুমান ।।

হনুমান বির তবে ডিঙ্গার পাসে আইল।
মধুকরের পাতোয়াল মুচুড়ি ভাজিল ॥
পাতোয়াল নাহি ডিঙ্গা লাগে ফিরিবার।
বাম পাও দিয়া দুলা ধরিল কাণ্ডার ॥
নেতা বোলে সুন পদ্মা আমার উর্ত্তর।
জলচর পাঠিয়া দেও দুলার গোচর ॥
পদ্মার আদেস পাইয়া আইল জলচর।
পদ্মার কপটে পায় মারিল কামড় ॥
দুলাইর পায়েত কামড় মারিল লাফ করি।
মধুকব ডিঙ্গাত মাবে দোহাতিয়া বাড়ি ॥
গদার ঘায়ে ডিঙ্গার পাট হইয়া গেল চির।
নাচাইতে লাগিল ডিঙ্গা হনুমান বির ॥
একে ২ চৌর্দ্দ ডিঙ্গা সব হইল তল।
ভাসিতে লাগিল সাধু বিছান উপর ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সুবস পাচালি।
চান্দোর বিপর্ত্যে বোল এক লাচাড়ি ॥

ডিঙ্গা ডুবির ফলে চন্দ্রধরের দুর্দ্দশা

লাচাড়ি ॥ সুহি রাগ ॥

হাসে ২ জয় দেবি মনসা দেখি মনে লাগিল কৌতুক।
ভয় পায়া সদাগর জলে ভাসে একেশ্বর
অখনে খণ্ডিব মনের দুক্ষ ॥
মাধব রথেত চড়ি ডাকি বোলে বিসহরি
কেনে চান্দো না কহ বড় কথা।
জদি চাই ফুল পানি তবে বোল লঘু কানি
অখনে মুড়াই কার মাথা ॥
আমা সনে বাদ জার জিবনের সাধ নাহি তার
কিমতে জাইবা দেখি ঘরে।
সিবে বুলিআছে মোরে ইবার না বোলাই তোরে
কি করিব বাপ সঙ্করে ॥
ডিঙ্গা ডুবাইবা করি কিবা বোল আছিলা ধরি
কাছে না পাব দিতে প্রতিফল।
জর্ম্ম মোর রাহু সনি কুতর্ক হইয়াছে মুনি
তে কারণে ডিঙ্গা হইল তল ॥

নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
ভাসে সাধু বিছানের বলে।
নেতা বোলে বিসহরি চর পাঠাও ঝাটে করি
বিছান নৈউক রাঘব বওয়ালে॥

দিসা॥ পয়ার॥

পদ্মার কপটে রাঘব বিছান তল কৈল।
সাত বেঞা জলে সাধু তল হইল॥
চিল রূপে নেতা গেল হেমতাল লইয়া।
কতক্ষণে সদাগর উঠিল ভাসিয়া॥
গলই হেন পেট সাধুর পানি খাইয়া ভাসে।
তাহা দেখী পদ্মাবতি কুতুহলে হাসে॥
নেতা বোলে পদ্মা শুন আমার বচন।
পুর্ব্বের জতেক কথা নাহিক স্মরণ॥
দুক্ষ জাতনা সাধু পাউক অপমান।
তর বাপে বুলিয়াছে রাখিতে পরাণ॥
নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
চান্দোর নিকটে লাউ দিল ততক্ষণে॥
ততক্ষণে লাউ গোটা উঠিল ভাসিয়া।
বাপের সাসন হেন ধরিল চাপিয়া॥
বুকে লাউ দিয়া ভাসে চান্দো সদাগর।
জানিলাম কানির আমারে আছে ডর॥
ধামনা ভাতারী করি নাহি দিমু খোটা।
তে কারণে দিয়া আছে এহি লাউ গোটা॥
চান্দোর বচনে পদ্মার কোপ উপজিল।
গহিন স্রোতের পাকে লাউ গোটা নিল॥
টাবি টুবি করি সাধু বেড়ায় ভাসিয়া।
উলি পোকে গালে মুখে ধরিল আসিয়া॥
পদ্মার কপটে মুখে মাড়িল কামড়।
ছুটফট করে সাধু মুখে মারে চড়॥
তারে দেখী নেতা পদ্মা রথভরে হাসে।
আপন গালে চড় মার ছার মুখের দোসে॥
নেতা বোলে শুন পদ্মা আমার উত্তর।
তোমার নামে এক পুষ্প দেখুক সদাগর॥
তাকে দেখী করে সাধু কোন বেবহার।
ইহা হৈতে চিন্তী তবে রার বেবহার॥

নেতার বচন পদ্মা শুনিয়া শ্রবণে।
পদ্ম পুষ্প দিল তবে চান্দো বিদ্যমানে ॥
পদ্ম পুষ্প দেখি সাধু লাগে বুলিবার।
বিষ্ণু ২ শিব দুর্গা জপে সাত বার ॥
কানির নামে পুষ্প গায় লাগীল আমার।
এহি দায় প্রাচির্ত্ত চাহি করিবার ॥
পদ্মার নামে পুষ্প দেখি কুপিত সদাগর।
ফুলফুলা ফেলাইল সাধু ফুলের উপর ॥
হেন কালে নেতা কহে পদ্মাবতির ঠাঞী।
অসিষ্ট বোলায়া বুইন কোন কার্য্য নাই ॥
সাত দিন রায় রাত্রি সাধু ভাসে জলে।
দৈব জোগে মিলিলেক সাগবেব কুলে ॥
লক্ষিপুর নগর তবে সাগরেব কুলে।
তাহার ঘাটেত গীয়া নামীল সদাগরে ॥
কুল পায়া সাধু বোলে বুকে হাত দিযা।
চৈর্দ্দ ডিঙ্গার জত ধন জাউক বালাই লইয়া ॥
আপনে বর্ত্তীলাম আমার রৈল সব সংসাব।
অবষ্য সুঝিব আমী কানি মাগীর ধার ॥
পীন্ধন কাপড় নাহী সাধু নেঙ্গটা।
জলের ভিতরে জেন কৈবর্ত্ত্য এক বেটা ॥
সাত পাচ নারী আইল জল ভরিবার।
ভঙ্গ হইল দেখি তারা বিক্রিত য়াকাব ॥
কলসী ফেলাইয়া তারা উঠিয়া দিল নোড়।
আছার খাইয়া জায় ভুমির উপর ॥
তারে দেখি নগরের লোকে জিজ্ঞাসে।
কেমন কারণে নোড় দেওত বিসেসে ॥
জে কারণে নোড় দেই তোমরা না জান।
জল হইতে উঠিয়াছে এক গোটা দান ॥
জল ভরিবার জে জায় ঘাটের পাড়ে।
পাতাল হেন মুখ করি য়াইসে গীলিবারে ॥
ভয় পাইয়া নারী সব জায় নিজ ঘরে।
কাকালি পানিত বহিয়াছে সদাগরে ॥
হেনকালে ঘাটেতে য়াইল এক ব্রাহ্মণ।
জলেত নামিয়া করে স্নান তর্পণ ॥
ডাক দিয়া তার ঠাঞি বোলে সদাগরে।
তোমার বাপের পুর্ণ্যে একখানি তেউনি দেও মরে ॥

ব্রাহ্ম দিজে শুনিয়া চান্দোর বচন।
ভাঙ্গা গামছার অর্দ্ধেক দিল ততক্ষণ ॥
জথা তথা ব্রাহ্মণ না হয় তবে দানী।
ভাবিয়া চিন্তিয়া দিল কড়াটেকের কানী ॥
কলার ফাটয়া দিয়া সঙ্গে দিল কানী।
উভা করি তবে পিন্ধে সাধু কাছা টানি ॥
এত দেখী ব্রাহ্মণ চলিলেক ঘবে।
তেনা পিন্দি সদাগর হরিস অন্তরে ॥
কতক্ষণে উঠিলেক পাড়েব উপর।
ঘাটের চাবিপাসে দেখে কলাব বাকল ॥
বাকল দেখিয়া সাধু সানন্দিত মন।
খুবাইতে লাগীল জেন অমূল্য বতন ॥
সুকবি নাবায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পয়াব এডিয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জবি বাগ ॥

কলাব বাকল পাইয়া হবসিত মন হইয়া
খুব করে খিদাব কাবণে।
পদ্মা কৈল বিড়ম্বণ উৎসিষ্ট খাইতে মন
বথভবে নেতা পদ্মা হাসে ॥
নেতা বোলে পদ্মাবতি বুঝিলাম চান্দোব মতি
খুব করে বাকল খাইবাবে।
অন্তবিক্ষে থাকি নেতা পদ্মাব সনে কহে কথা
উৎসিষ্ট খাইর সদাগবে ॥
পদ্মা বোলে বাউড়ি জাও তুমি সিগ্র কবি
জেন চান্দোব নহে জাতি নাস।
আপনে বিক্রম কবি বাকল তুমি নেও হরি
থাকে জেন ফুল পানিব আস ॥
পদ্মার আবথি পায়া বাউডি চলিল ধাইয়া
নয়া গেল কলাব বাকল।
স্নান কবি সদাগর খাইতে চাহে বাকল
না পাইয়া হইল বিকল ॥
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
পিয়ে সাধু সাগবেব পানি।
না পাইয়া বাকল বুজিলেক সদাগর
লয়া গেল লখু জাতি কাদি ॥

দিলা ।। পয়ার ।।

বিসাদ ভাবিয়া তবে চলিল সদাগর ।
সমুখে দেখিল চান্দো লক্ষিপুর নগর ।।
গিরস্থের নারি আইল জল ভরিবারে ।
তার ঠাই জিজ্ঞাসিল চান্দো সদাগরে ।।
কোন্ জন বড় এথা কি নাম নগর ।
তোমার ঠাঞি জিজ্ঞাসি কহত উর্ত্তর ।।
সাত দিনের উপবাসি কিছু নাহি খাই ।
আজিকার দিনের ভক্ষ কথা গেলে পাই ।।
চান্দোর বচনে নারির উপজিল দয়া ।
হেনকালে বোলে কিছু গৃহস্থের মায়া ।।
লক্ষিপুর নগব হয় এহি চন্দ্রধর ।
অতিতের সেবা তাঞি করে নিরন্তর ।।
তাহাব নিকটে তুমি করহ গমন ।
তথাই কবিবা তুমি স্নান ভোজন ।।
এত কহিয়া গেল তারা জল ভরিবারে ।
কতক্ষণে হাটি চান্দো উঠিল নগরে ।।
সভা করি বসিয়াছে মণ্ডল চন্দ্রধব ।
অতিত রূপে গেল চান্দো তাহার গোচর ।।
চম্পক নগরের বাজা নাম চন্দ্রধর ।
বাবয় বৎসব সদায় কবি চলি জাই ঘর ।।
ভরা ভরিল আমি নানা উপহারে ।
চৌর্দ্দয় ডিঙ্গা ডুবিল কালিদ সাগরে ।।
ভাসিয়া উঠিল আমি তোমার নগরে ।
সাত দিনের উপবাসি চাঞি খাইবাবে ।।
মণ্ডলে সুনিল জদি চন্দ্রধরের নাম ।
মিত্র বুলিয়া কৈল দণ্ড প্রণাম ।।
ভাগিনার নিকটে তার বুলিল বচন ।
ভূনি পাছড়া আনি দেহ করিতে পরিধান ।।
মণ্ডলে বোলে মিত্র না চিন্তিয় তুমি ।
এক দোলা দিয়া দেসে চালায়া দিব আমি ।।
না কর বিসাদ তুমি সুনহ বচন ।
আপনে বাচিলা তুমি রহিল সর্ব্বধন ।।
তৈল আনিয়া তবে দিল ততক্ষণ ।
জলেতে নামিয়া কৈল স্নান তর্পণ ।।

রান্ধনের সর্জ্য আনিল বাড়ি হইতে।
ব্রাহ্মণে রন্ধন তবে করিল মণ্ডপেতে।।
ব্যেঞ্জন অষ্টাদস রান্ধে মৎসে আর মাংসে।
ভোজন করে সাধু সাত উপবাসে।।
একে ২ খাইলেক পরমান্ন পিটা।
দধি দুগ্ধ চিনি গুড় জত সব মিঠা।।
আচমন কবিয়া সাধু মুখে পান দিল।
উত্তম সজ্যাতে গিয়া সয়ন কবিল।।
কর্পূব তাম্বুল দিল কুসিয়ারি কাটি।
চাবা ফেলাইতে দিল পির্ত্তলের বাটী।।
ভ্রঙ্গাবেতে গঙ্গাজল সাধু করে পান।
সুখে নিদ্রা জাইতে সাধু কবিল সয়ন।।
এক নিদ্রায় তিন প্রহব বাত্রি গেল।
এক প্রহব বাত্রি থাকিতে সাধু চৈতন্য পাইল।।
অবোধ চান্দোবে বিবুদ্ধি হইল মতি।
কতেক প্রকাবে মন্দ মব কবিল পদ্মাবতি।।
বিছানেত গড়ি দিয়া বুলিল কৌতুকে।
চূণ কালি পড়ুক লঘু কানিব মুখে।।
মিত্রেব দোলাতে চড়ি জাইব নিজ পুরি।
তথা গীযা বাজাব বাদ্য মুড়ান বিসহরি।।
বাপেব উপার্জন আছে চৌদ্দয় ভাণ্ডার ধন।
তাহাক ভাঙ্গীয়া খাব স্থিব হও মন।।
পদ্মা বোলে সুন নেতা য়ামাব উত্তব।
অখনে আমাক মন্দ বোলে সদাগর।।
নেতা বোলে সুন পদ্মা না চিন্তীয় তুমী।
চান্দেব সুক ভঙ্গ করিয়া দিব আমী।।
এতেক কহিতে হইল প্রত্তুস বিহান।
পুত্র কোলে মণ্ডল গেল মিত্র বিদ্যমান।।
ছাওয়াল হাটীযা গেল সদাগরের কোলে।
নও লক্ষেব হাড় ছড়া সুভিয়াছে গলে।।
বক্ষের হাব চান্দো লাগে চাহিবার।
পদ্মার কপটে হার হইল য়াজার।।
ধাউড় চেজাত তুমি নহ সাধু জন।
মিত্র বুলি মিসাইয়া হরিলেক ধন।।
পর্ব্বত ভাঙ্গিয়া জেন পড়িলেক মুণ্ডে।
স্তব্দ হইল সদাগর রাও নাহি তুণ্ডে।।

মিত্রের বচনে সাধু হেট মাথে কান্দে।
চৌব খাউড় বুলি কাকালিত বান্দে ॥
বুদ্ধি রচিয়া বেটা মিত্র ভাব বুলি।
আঙ্গার পরায়া বেটা রত্ন কৈল চুরি ॥
ধোকড়া পরাইয়া কাড়ি লইল কাপড়।
টোনা পাতিল গলে বান্ধি দিলেক ভেঙ্গর ॥
বিস্তর জন্ত্রণা দিল মন দুক্ষ পাইয়া।
গঙ্গার পার করি দিল চূণ কালি দিয়া ॥
গঙ্গাব পাব হইয়া চান্দো জায় বনে ২।
কথা জাইব চান্দো পথ নাহি চিনে ॥
সুকবি নারায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পয়াব এডিয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জবি রাগ ॥

জায় সাধু বনে ২ পথ ঘাট নাহি চিনে
খিদায় আকুল বড় হইয়া।
লাগিলেক তিবাস ভাঙ্গি খায় খাগড়ের সাস
পথে ২ জায় খাইয়া ॥
সিংহ ব্রার্ঘ্যেব ভয় পথে ২ অতিসয
জাইতে না জানে পথেব সন্দি।
গোঞ্জা ফুটিল গায বনে কাটে সর্ব্ব গায়
পথে ২ জায় কান্দি ২ ॥
হাটীয়া বিস্তব পাইলেক নগব
দেখিলেক বিল ভয়ঙ্কব।
দেখিল বিলের কুলে মৎস্য মারে রাখোয়ালে
ডাকিয়া বুলিল সদাগর ॥
চান্দো ডাকিয়া বোলে থাকিয়া বিলের কুলে
সুনবে রাখোযাল ভাই।
পানি সিচি আমি দুক্ষ না পাও তুমি
মৎস জেন বিবস্তিযা পাই ॥
চান্দোব বচন সুনি বাখোয়ালে মনে গুনি
সবে মিলি বুলিল ডাকিয়া।
নারায়ণ দেবেব বাণি চান্দো সিচয় পানি
রাখোয়াল সব রহিল বসিয়া ॥

দিসা ।। পয়ার ।।

দৈবের নির্ব্বন্ধ কর্ম্ম কে খণ্ডাইতে পারে।
রাখোয়াল বসিল পানি সিচে সদাগরে ।।
নির্ব্বল হইছে চান্দো করি উপবাস।
পানি সিচিয়া চান্দো হইছে হুতাশ ।।
মৎস্য মারিয়া তবে বিবর্ত্তিয়া লইল।
এক ভাণ্ড তাব তবে হাতে করি লইল ।।
কর্ণ্যপুর নাম তথা উর্ত্তম নগর।
তথায় বেচিতে মৎস্য নিল সদাগব ।।
এক বাড়ি নিল মৎস্য আড়াই বুড়ি হইল।
আর বাড়ি নিল মৎস্য এক পোন হইল ।।
তথায় না দিয়া মৎস্য নিল আর বাব।
ছয় বুড়ি পাইয়া মৎস্য বেচিল সদাগর ।।
হরসিত হইল সাধু মৎস্য বেচিয়া।
কানা পিতা জত কড়ি লইল বাছিয়া ।।
চান্দো বোলে অর্দ্ধেক কড়ি বৈসায়া খাইব।
আর অর্দ্ধেক কড়ি আমি নাটিরে বিলাইব ।।
নগরে বাজাইব বাদ্য বিসহরি মুড়ান।
লঘু কানি সুনিলে জেন পায় অপমান ।।
পদ্মা বোলে সুন নেতা আমার উত্তর।
অখনে আমারে মন্দ বোলে সদাগর ।।
নেতা বোলে সুন পদ্মা না ভাবিয় তাপ।
জে মৎস্য বেচিয়াছে চান্দো তারে করি সাপ
নেতার কপটে মৎস সর্পভাণ্ড হইল।
গৃহস্তের নারিয়ে মৎস কাটিবার গেল ।।
ভাণ্ডের মুখে হাত দিল গৃহস্তের নারি।
ভয়ঙ্কর রূপে সর্প উঠে ফনা ধরি ।।
বুকেত চাপড় মারি বোলে মাও বাপ।
কথাকার বেদিয়া বেটা বেচিয়া গেল সাপ ।।
রন্ধনের খড়ি গাছি মাথার উপরে।
গৃহস্তে ধাইয়া গিয়া ধরিলেক তারে ।।
কাকালিত কাছি দিয়া আনিল বান্ধিয়া।
মৎস বেচিল বেটা সর্পের বেদিয়া ।।
কেহ চড় কিল মারে কেহ মারে ঝাটা।
নগরিয়া পোলাই তারে করিল নাঙ্গটা ।।

সর্প আনিয়া দিল চান্দোর গোচর।
সর্প পাইয়া চান্দো হইল হরিস অন্তর ॥
চান্দো বোলে মোর কপালে আছে ভাল।
জাহারে চাহিয়া বেড়াই তাহাব পাইলাম নাগাল ॥
সুকবি নাবায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ সুই বাগ ॥

নাচেবে সাধু চম্পকেব নাথ সাফল নোখাই মরণ।
নিকটে কানির লাগ বিচারিয়া না পাম নাগ
আছাড়িয়া লইমু জীবন ॥
সাচুন ঝাটা পড়ে ছার মুখেব উপরে
তারে সঙ্কা নাই সদাগবে।
চান্দো বোলে লঘু কানি কোপ করি আছি আমি
ভাণ্ড ভাঙ্গিব মাথাব উপবে ॥
মৎস আছয়ে জানি তাবে সর্প করে কানি
আপন বিবুদ্ধে নাগ বন্দি।
বান্দিয়া ভাণ্ডের মুখ চান্দোব মনে কৌতুক
পথে জেন পাইল মহানিধি ॥
বিসহরি ভাণ্ড নিল চান্দো সুধা হাতে রইল
সুধা হাত মাবিল আছাড়।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
লোকে দেখি লাগে চমৎকার ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

সমাঞ্জী বোলে বেটা জানে চমৎকার।
মৎসভাণ্ড সর্প হইল কি বোল ইহার ॥
পদ্মার কপটে বিস্তর বিড়ম্বন করি।
নগরিয়া পোলাই সবে উপাড়িল দাড়ি ॥
টোনা পাতিল গলায় বান্ধি দড়ি কাকালি।
নগরের অন্তর করে দিয়া চুণ কালি ॥
কেহ কেহ চড় মারে কেহত ইটায়।
কৌতুকে আসিয়া কেহ মাথা টালায় ॥
মারণ খাইয়া চান্দো জায় পলাইয়া।
মুখের চুণ কালি ফেলাইল ধুইয়া ॥

মন স্থির করি চান্দো পথ মেলিল।
গৃহস্তের কালাই খেত সমুখে দেখিল ॥
এক মুষ্টি কালাই তবে লইল উপাড়ি।
গৃহস্তে খেদায়া নিল হাতে করি নড়ি ॥
লাথি অষ্টাদস মারে মাথার উপরে।
কালাই সনে ছেচুরিয়া আনিল চান্দোরে ॥
চান্দো বোলে মারিলা জত তার অধিক নাই।
তিন দিনের উপবাসি কিছু খাইতে চাই ॥
বেগ্রতা করিয়া তার চরণেতে ধরে।
তোর বাপের পুর্ণ্যে গাছি কালাই দেও মরে ॥
তাবে খাইয়া বল করি হাটিবারে চাই।
হাটিতে না পারি মোর গায় বল নাই ॥
চান্দোর করুণা দেখি দয়া উপজিল।
অনেক গাছি কালাই তারে হাতে তুলি দিল ॥
কালাই পাইযা চান্দো জায় কৌতুকে।
উৎসিষ্ট ছোকলা পড়ুক লখু কানির মুখে ॥
পদ্মা বোলে স্তুন নেতা আমার উর্ত্তর।
অখনে আমাকে মন্দ বোলে সদাগর ॥
নেতা বোলে কেনে পদ্মা পাসর আপনা।
আর বার দেও তবে চান্দোরে জন্ত্রণা ॥
এত কহিতে রাত্রি হইল অরণ্য ভিতর।
একগোটা বৃক্ষ দেখিল সদাগর ॥
চন্দ্রধরে বসিলেক বৃক্ষমুল স্থানে।
একগোটা ডাল ভাঙ্গি করিল সযনে ॥
চান্দোরে বিড়ম্ভিতে বুদ্ধি চিন্তে বিসহরি।
নেতার সঙ্গে রাজঘরে করিলেক চুরি ॥
ভাণ্ডার ভাঙ্গিয়া দেবি বিস্তর ধন হরি।
চান্দোর সিয়রে নিয়া থুইল বিসহরি ॥
রাজঘরে চোর গেল কোটাল ফিরে।
ঠাই ২ পাইক গেল চোর ধরিবারে ॥
সিয়রে ধন থুইয়া নিদ্রা জায় সদাগরে।
কোতয়ালে পাঁযা দেখিল তাহারে ॥
কাকালিত দড়ি দিয়া আনিল বান্ধিয়া।
রাজার নিকটে নিল বিস্তর মারিয়া ॥
কেদারমানিক রাজা বড়ই প্রখর।
চোর নিয়া দেয় তবে সালের উপর ॥

সাল বাস আনিল তবে রাজার আদেসে।
লক্ষে ২ লোকে বেড়িল চারি পাসে ॥
চান্দো বোলে সুন মাও ত্রিপুরা ভবানি।
এত দুক্ষ দেয় মরে লঘু জাতি কানি ॥
আসন নড়িল স্নেহে দেবি পার্ব্বতি।
আমাকে স্বরণ করে চম্পকের পতি ॥
পদ্মার কপটে তবে মিছা চোব বুলি।
সাল বান্ধন বান্ধিয়া সালেত দেয় তুলি ॥
আকাটা আফুটা বর দিয়া আছি তাবে।
এক সত সালে তাবে কি কবিতে পারে ॥
বাহিরে সকল গাও বজ্রের আকাব।
কুস রেখা গায়ে ঘাও না হইব তাহাব ॥
চণ্ডি বোলে চলি জাও অন্ধ সুবাবাণ।
সাল বান্ধন ভাঙ্গিয়া কব খান ২ ॥
সাতে পাচে ধবি তোলে সালের উপবে।
চণ্ডিব কপটে সব সাল ভাঙ্গি পড়ে ॥
কষ্ট করিয়া বাস তুলিল আববার।
হাচি হারল বাধা পড়ে 'সাত বার ॥
প্রজাযে কহিল গিয়া রাজাব গোচরে।
আজুকার বাত্রিতে চোর থাকুক পোতা ঘরে
চোর বুলি বাত্রিত না ছোডাইল তারে।
রাত্রিকালে পলাইয়া গেল সদাগবে ॥
জাইতে হইল বেলা দেড় প্রহর।
বন ভাঙ্গিয়া তবে জায় সদাগব ॥
বন ভাঙ্গিয়া তবে জায় মড়মড়ি।
নিকারি সকলে দেখে ভাঙ্গিআছে খড়ি ॥
চান্দো বোলে এত দুক্ষ কেনে পাই আর।
জত খড়ি ভাঙ্গিআছে নেই বেচিবার ॥
নল গোটা চিরিয়া বোঝা বান্ধিল ডাঙ্গর।
কান্দে তুলি সাথে লইল চান্দো সদাগর ॥
নিকারি সকলে গিছে জল খাইবারে।
দেখিল আসিযা বেটা খড়ি চুবি করে ॥
সাত পাচ নিকারিযে ধরিল আসিয়া।
কিলাইতে লাগিল সবে বুকেত বসিয়া ॥
দুই গাল ফুলাইল বিস্তর চড় মারি।
হাত পাও বান্ধিয়া আনিল ছেচুড়ি ॥

এত করি নিকারি সব চলি গেল ঘর।
বন্ধন টানাটানি তবে করে সদাগর।।
চান্দো বোলে লঘু কানি লাগ পাম তোর।
সকল দুক্ষ তোলম তোমার উপর।।
এত সব বিবরণ স্থনিয়া মনসা।
চান্দোরে খাইতে পাঠায় ডাস আর মসা।।
পদ্মার কপটে তারা মুখে সান ধরে।
ঘসির আনলে জেন সর্ব্ব গাও পোড়ে।।
জেই দিগে গড়ি দেয় সকল ফুটে কাটা।
মসার কামড়ে গাও হইল গোটা ২।।
এতেক বিড়ম্বনে তবে রাত্রি পহাইল।
প্রভাত কালেত গায়েব বন্ধন ছিড়িল।।
বন পথ এড়ি সাধু জায় কত দূর।
সমুখে দেখিল সাধু নগর শ্রীপুর।।
নগর উর্দ্দেসে সাধু করিল গমন।
হেন কালে নেতা কহে পদ্মারে বিবরণ।।
সাবধানে স্থন বুইন জত কহি কথা।
নাপিত বেশ ধরি গিয়া চান্দোর মুড় মাথা।।
বিলম্ব না কর বুইন চল বিদ্যমানে।
নেতার বচন পদ্মা স্থনিয়া শ্রবণে।।
নাপিত বেস ধরিয়া চলিলা ততক্ষণে।
খুর ভাড়ি লইয়া চলে চান্দো বিদ্যমানে।।
চান্দোরে দেখিয়া পদ্মা হাসে মনে মন।
হেন কালে চান্দো আসি দিল দরসন।।
বসিয়াছে সদাগর বৃক্ষের গোড়ে।
নাপিতে বোলে তোমার কেশ দাড়ি বাড়ে।।
কোন জাতি হও তুমি কহ বিবরণ।
চান্দো বোলে হই আমি বণিক নন্দন।।
চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হইল কালিদ সাগরে।
তে কারণে কিছু নাই তোমাক দিবারে।।
নাপিতে বোলে এমন কথা না ভাবিয় তুমি।
বাপের পুণ্যে প্রয়োজন করিয়া দিব আমি।।
নাপীতের বচন স্থনি বসিল চাপীয়া।
কামাইতে লাগিল তবে মুড়া খুর দিয়া।।
বাম পাসের দাড়ি ফেলায় ডাহিন পাসের চুল।
মাথার উপরে ভেজায় মুড়া খুর।।

আসে পাসে দুই পোছ দিলেক কপালে।
মরা পুড়িবার জেন খাচিল চিতা সালে॥
মুড়া ২ করিলেক খুরত নাহি হাটে।
খিল ভুঞ্জির চাসে জেন মুড়া লাঙ্গল ফোটে
চান্দো বিড়ম্বিতে বুদ্ধি করে বিসহরি।
ভাড়িত হনে বাহির কৈল পীত্তলের খুরি॥
এক খুরি পানি আন চলি জাও ঘাটে।
সুখান মাথা তোমার খুর নাহি হাটে॥
পানি খুরি আনিবার গেল সিগ্র করি।
চান্দোরে ভাড়িয়া হেথা গেল বিসহরি॥
নারায়ণ দেবে কয বন্দিয়া বিসহরি।
সভাপতিক বর দেউক দেব হর গৌরি॥

লাচাড়ি॥ পঠমঞ্জরি রাগ॥

প্রতি ঘরে ২ চান্দো জিজ্ঞাসা করে
সুনরে নগরিয়া ভাই।
জল আনিতে গেলাম আসি নাপীত না পাইলাম
নাপীত পলাইল কোন ঠাই॥
জার ঠাই জিজ্ঞাসা করে সেহি মুখেত মারে
নাপীত বোলসি তুঞ্জি কারে।
কথা বা করিছ চুরি সে দিছে মাথা মুড়ি
আসিয়াছ আমার সহরে॥
লাজে রাজা চন্দ্রধর ছাড়িলেক নগর
না জায মনস্যের ভিতরত।
লখু আছিধরি গেল মাথা মুড়ি
আইলেক হইয়া নাপীত॥
ধরিয়া নাপীত বেস কামাএ সকল দেস
দের করিয়া কহে কথা।
জদি জানি জাইব ভাড়ি তার হাতের খুর কাড়ি
ধরিয়া মুড়িত হনে মাথা॥
চান্দো আমারে মুড়িবা পাছে তোমার কিবা ফলিয়াছে
মাথাত হাত দিয়া চাও।
বিডম্বিলো বারে বার তমু লাজ নাহি জার
ছার মুখে তমু আইসে রাও॥

মেলিলেক সাতার গঙ্গার হইল পার
পদ্মারে বুলিয়া জায় মন্দ ।
মনষ্য নিকটে দেখি দুই হাতে মাথা ঢাকী
বোলে সামায গীয়া চান্দো ।।
নেতার সনে যুক্তি করি যুগনির বেস ধরি
মিলিল গীয়া চান্দোর গোচরে ।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
লজ্জিত হইল সদাগরে ।।

দিসা ।। পয়াব ।।

তাম্র কুণ্ডল কর্ণ্যে তাম্র বাহুটি ।
আছাটি যুগিব বাঁ হাতে লাউয়া লাটী ।।
ভস্যেত মক্ষিত সকল কলবব ।
কহিতে লাগিল কথা চান্দোব গোচব ।।
কথা হইতে কথা জাও থাক তুমি কথা ।
বন পথে জাও কেনে হেট কবি মাথা ।।
চান্দো বোলে লজ্যা কবি কর্ম্ম নাহি আর ।
পরিচয দেই আমি দেসে জাইবার ।।
লাজে লই বন পথ মনস্যেব মেল এড়ি ।
কোন পথে জাইব আমার চম্পক নগরি ।।
কহিতে লাগিল চান্দো যুগিব গোচব ।
বিস্তর জাত্না পাইয়া চলি জাই ঘর ।।
নাপিত বেসে কানি মরে গেল মাথা মুড়ি ।
লাজে জাই বন পথে মনস্যের মেল এড়ি ।।
কোন পথে জাইব আমি উর্দ্দেস না জানি ।
ভাল পথ দেখাইয়া দেওত যুগনি ।।
যুগনী কহিতে লাগে চান্দো বিদ্যমানে ।
আজি চম্পক নগর হনে আসিছি বিহানে ।।
এত সুনি সদাগর আনন্দ অপার ।
কর জোড়ে জিজ্ঞাস কবে যুগনি গোচর ।।
ভাল সুখে আছে ত সনকা সুন্দরি ।
বড় সুখে আছে মর সব অন্তসপুরি ।।
যুগনি বোলে ভাল সুখী সোনকা সুন্দরি ।
দিন অষ্ট চারি রহিয়াছি ভির্ক্ষা করি ।।

এক তোলা সোনা আমি পাই তান ঘর।
নারি সব সুখে আছে চম্পক নগর॥
যুগনি বোলে ভাল পথে আসিয়াছ তুমি।
নিকটে তোমার পুরি কহিয়া দিব আমি॥
গোয়ালপুর নগর হাতের বাম করি।
দস দণ্ড হাটিয়া পাইবা নিজ পুরি॥
কামারহাটি নগর হাতের বাম করি।
দুর্ব্বাদড়া পার হৈলে পাইবা গুজুড়ি॥
সন্ধ্যা কালে জাইবা তুমি খড়কি দুয়ারে।
ইরূপ দেখিয়া লোকে হাসিবে তোমারে॥
হরসিতে বোলে চান্দো যুগনি গোচর।
তুমি হেন রূপবতি বেড়াও একাম্বর॥
তাহা সুনি যুগনি লাগে বুলিবার।
আমার যতেক কথা কহিতে অপার॥
সিশু কালেত আমার বিহা হইল।
কাল রাত্রিত প্রভু মরে ছলে এড়ি গেল॥
অল্প বয়সে আমি হইয়াছি যুগনি।
এমতে ২ বেড়াই গায়ের আগুনি॥
পুনরপি চন্দ্রধরে লাগে বুলিবারে।
আমার দেসেত আইস সাঙ্গা দিব তবে॥
কঠিয়া যুগির পুত্র নাম তাব খিতা।
তার ঘরে চারি বউ অতি সুচরিতা॥
তার ঠাই সাঙ্গা পুনি হইব তোমার।
আমি ঘরেত হনে দিব সকল অলঙ্কার॥
পিত্তলের ভোটা দিমু পিত্তলের উঞ্চটী।
পিত্তলেব হাব দিমু পিত্তলের কাটী॥
রাঙ্গা করিয়া দিমু হাতেত চুড়ি।
আপন সুখে পরিবা জে দুইহাত ভরি॥
চুল এ্যাচড়িতে তবে দিমু ত মচকা।
নলি ভরিতে দিমু উত্তম চরকা॥
বিলম্ব না কর আইস আমার পুরি।
আমি তর সঙ্গেতে জাইম নিচচয় করি॥
যুগনি কহে কথা চান্দোর গোচর।
অকারণে পদ্মারে বোল দুরাক্ষর॥
পদ্মার নামে ক্রোধে সাধু লাগে বুলিবার।
মায়া পাতি আসিয়াছ কানি আমাক ছুলিবার॥

ধর ২ বুলিয়া ডাক ছাড়ে সদাগর।
অন্তরিক্ষে পদ্মাবতি রথে কৈল ভর।।
পদ্মারে গালি পাড়ে চান্দো সদাগর।
দস দণ্ড হাটি পাইল আপন সহর।।
শ্রান্ত হইয়া বসিলেক গাছের গুড়ি।
সমুখে দেখিল গাছে ভেঙ্গরূলের হাড়ি।।
পদ্মার কপটে সাধু খিদায়ে বিকল।
ভেঙ্গরূলের হাড়ি বোলে পাকা কাটোয়াল।।
চান্দো বোলে গাছে দেখি পাকা কাঠাল।
ইহারে খাইয়া হাটীম গায় করি বল।।
দুই হাতে সাবুটীয়া আনিলেক ছিড়ি।
হাহা করি ভেঙ্গরূলে ধরিলেক বেড়ি।।
সর্ব্বাঙ্গ বেড়িয়া কামড়ায় পলাস গাছ এড়ি।
তলেত পড়িয়া সাধু পাড়ে গড়াগড়ি।।
আরে কাঠাল খায়া গায়ে হয় বল।
চান্দো কাঠাল খাইয়া হইল বিকল।।
অন্তবিক্ষে থাকি পদ্মা করে বিকল্পন।
বাদ্য নাই বাজনা নাই কিসের নাচন।।
চান্দো বোলে হাতের কাছে লাইগ পাম তর।
তবে সে মনের দুক্ষ খণ্ডিবেক মর।।
এহি হাড়ি ঝাড়ম তব মাথার উপবে।
এহি বুলি সদাগর পড়িল ভূমিতলে।।
পদ্মা বোলে লঘুছারের মুড়া গেল মাথা।
তেমত ছার মুখে কও বড় কথা।।
তবে পদ্মাবতি বোলে সঙ্কর কুমারি।
বান্দির হাতেত তোর উপারিব চুল দাড়ি।।
দুর্ব্বলিরে বসাইম আজি তোমার বুকে।
ছয় পুত্রের বধুয়ে জেন লাথি মারে মুখে।।
ভেঙ্গরূলের কামড়ে সাধু গড়াগড়ি পাড়ে।
ভবানি সঙ্কর বুলি ঘন ডাক ছাড়ে।।
আকাটা আফুটা চান্দো মহাদেবের সিস্য।
হরগৌরি স্মরণে তবে খণ্ডিল সব বিস।।
পদ্মারে গালি পাড়ি চলিল তথা হনে।
মনিস্য মেল এড়িয়া চলিল বনে ২।।
গুঞ্জড়ির তিরে গিয়া রহিল বনে বসি।
সোনাইর কাছে পদ্মা দৈবগ্য বেসে আসি।।

পাঞ্জিখান মেলি তবে বুলিল বচন।
সাচা মিছা কহিলেক অনেক কথঁন ॥
বোলে তথা কুসলে আছে চন্দ্রধর।
ছয় মাসে আসিবেক আপনার ঘর ॥
মাটিতে আকিয়া কহিল সোনাইর গোচর।
তোমাব সাধু তথাত কুসলে আছে বড় ॥
তোমার অন্তপুরি আজি বাঝিব হুড়াহুড়ি।
সন্ধ্যাকালে এক চোর আসিব তোমার বাড়ি ॥
সুকবি নারাযণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥ পঠমঞ্জরি রাগ ॥

পাঞ্জি মেলি দৈবগ্যে বোলে আসিব ভূত সন্ধ্যাকালে
আসিবেক খড়কী দুয়ারে।
ছয় পুত্রের ছয় রাড়ি ছয় ঝাটা হাতে করি
বোল তারা বহুক সতাড়ে ॥
গোসুতা চারি ভূটা চারি কোণে পোড় ঝাটা
সুন ২ সনকা সুন্দবি।
বুলিবেক মুঞি চান্দ বেড়িয়া তাহারে বান্দ
মুখে মারিয় ঝাটার বাড়ি ॥
ভূতে করিব মায়া তাহাকে না করিয় দয়া
ভূতে সব জানে নানা সুন্দী।
বিস্তর মায়া করি প্রবেসিব তোমার পুরি
ঘরে সামাইব এহি বুদ্ধি ॥
দুর্ব্বলি বসিয়া বুকে লাথি জেন মারে মুখে
দন্ত গোটা ফেলায় উপাড়ি।
টোনা পাগ আনিয়া মাথার উপরে থুইয়া
আগুনে পুড়িয় গোপ দাড়ি ॥
ভূতে করিব মায়া তাকে না করিয় দয়া
বুলিবেক ত্রিণ ধরি দাতে।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
কহিলো সকল কথা তর্ত্তে ॥

চন্দ্রধরের স্বগৃহে আগমন

দিসা ॥ পয়ার ॥

দৈবগ্যেরে দিল সোনাই সোনার নওবুড়ি।
তাহাকে পাইয়া হরিসে চলিল বিসহরি ॥
দৈবগ্যে কহিলেক জতেক প্রকার।
সেহিরূপে সোনাই তবে হইল সতাড় ॥
লক্ষিন্দর কোলে সোনাই রহিল বসিয়া।
ছয় বধু রহিল ছয় ঝাটা হাতে লয়া ॥
দাও হাতে রহিল নেঙ্গা আর দুর্ব্বলি।
ছয় বধু রহিলেক হাতে ঝাটা করি ॥
আইল তেলকা সাচুন হাতে লইয়া।
খড়কী দুয়াবে বেটা রহিল বসিআ ॥
মউর দেখিয়া জেন বাঘে ধরে খোপ।
ইন্দুর দেখিয়া জেন বিড়ালে ধরে ছোপ ॥
এহি মতে রহিলেক চান্দোর ঘরের ধাই।
ছয় পুত্রের বধুয়ে তবে রহিল ঠাই ২ ॥
তেড়ার কনিষ্ট ভাই নাম তার নেঙ্গা।
পৃষ্টে বড় গুজ বাম জাঙ্গ ভাঙ্গা ॥
গুজা বেটা কাপড় কাছে কাপে দুই পাও।
দ্বারে লাফে পড়ে হাতে লইয়া দাও ॥
দিবা অন্তে গেল সন্ধ্যাকাল হইল।
ঘরেত জাইতে চান্দো পথ মেঁলিল ॥
কামারহাটী নগর হাঁতের বাম করি।
দুর্ব্বাদলার ঘাটে পার হইল গুঞ্জরি ॥
গোয়ালপুব নগর হাতের ডাইন করি।
কালি সন্ধ্যার কালে জায় আপনার পুরি ॥
এক তেনা পরিধান বিক্রিত আকার।
খড়কী দুয়ারে জায় গড়ের মাঝার ॥
লাফ দিয়া সাধু গড়খাইত পড়িল।
তখনে পানির সব্দ ঝপরিয়া উঠীল ॥
হাতে সান দিয়া দুর্ব্বলি মারে তুড়ি।
ছয বধু সতাড় হও ভূতে লইল বাড়ি ॥
কতক্ষণে জলে হনে উঠীল সদাগর।
বেত কুচাই কাটা ফুটীল বিস্তর ॥

চোরের মত হইয়া জায় বাড়ির ভিতর।
দুর্ব্বলি দেখিয়া তারে কাড়িল কাপড়॥
মাথা গোটা ভিতর কৈল সরির বাহিরে।
দুর্ব্বলি মারিল বাড়ি গর্দ্দনার উপরে॥
ঝাপ ২ করি পড়ে চান্দো অচেতন হইয়া।
ছয় পুত্রবধু তারে ধরিল আসিয়া॥
কেহ মাবে লাথি চড় কেহ মারে ঝাটার বাড়ি।
আগুন হাতে লৈয়া কেহ পোড়ে গোপ দাড়ি॥
কেহ চুলে ধরি মারে নেয় ছেচুড়িয়া।
বজ্র লাথি মারে কেহ বুকেত বসিয়া॥
বান্দি বেটী বসিলেক সদাগরের বুকে।
বারে ২ লাথি মারে গালে আর মুখে॥
ততক্ষণে নেঙ্গা আইল নেঙ্গাপেঙ্গা করি।
হাতে দাও লইয়া আইল কাট ২ করি॥
চান্দোরে কাটীতে দাও লইল উঠাইয়া।
হাতের দাও পদ্মাবতি নিলেক কাড়িয়া॥
টানের আগে নেঙ্গা বেটা পড়িল চিতর হইয়া।
হাত ভাঙ্গা গেল বেটা মরে ডুকুরিয়া॥
তারে দেখি নারিগণ হাসিয়া বিকল।
লাজ পাইয়া নেঙ্গা বেটা রহিল গিয়া ঘর॥
দুষ্ট দুর্ব্বলি বেটী বড়ই নাটক।
মুকটী মারিয়া তবে কবয়ে ভাবট॥
পাপিষ্ট বান্দি বেটীব কি কহিব কথা।
চান্দোর বুকে বসি তবে কয় বড় কথা॥
রম্ভার ঘরের দাসি বসিতে জানে ভাও।
চান্দোর মুখের উপর মেলিল দুই পাও॥
তাহা দেখি নারিগণ পীক দিয়া হাসে।
দুই পায়ের গোড়া চান্দোর মুখের পর ঘসে॥
পায়ের ধুলা য়েড়ে বেটী সিরের উপরে।
কল্যাণ ২ কবি আসির্ব্বাদ করে॥
চান্দো বোলে বান্দী বেটী আদি রস ভর।
আমাকে না চিন আমি চান্দো সদাগর॥
টেকার চাউল জখন কাঠার উপরে।
পাচ কাহন কড়ি দিয়া কীনিছি তোমারে॥
এখনে বান্দি বেটি কি বলিব তোরে।
বুকেত বসিয়া প্রাণ লইলি আমারে॥

তোর পায়ের ধুলা মোর দিলি সিরের উপরি।
তোর ভাগ্যে হাতে নাহি হেমতাল বাড়ি ॥
এত সুনি বান্দি বেটা মারিল আহতা।
দৈবর্গ্যে জে কহিল না হইল অন্যথা ॥
চারি হাত পাও ভুত জানিলাম সন্দি।
চান্দোর নাম লও বেটা ভাড়িয়া জাইবার বুদ্ধি
চারি হাত পাও চান্দোর এক এক করি।
চাপীয়া বান্দিল দিয়া নেওয়াবের দড়ি ॥
আপদ পড়িলে দেখ বল বুদ্ধি ছাড়ে।
ঘরের বান্দিয়ে দেখ চড়াইয়া দাত পাড়ে ॥
বড় সুকর জেন বান্দিল বাথানে।
এহি মতে টান দিয়া ফেলাইল উঠানে ॥
এত কবিয়া বেটা তমু না গেল ঘর।
ভয় পাইয়া ক্রন্দন তবে করে সদাগব ॥
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
এহি মতে বন্দি হউক সভাপতির বৈরি ॥

লাচাড়ি ॥ ভাটীয়ালি রাগ ॥

ভয় পায়া সাধু কান্দে দুর্ব্বলি আমারে বান্দে
বাড়িয়ে ভাঙ্গিল মোর মাথা।
বুঝিল কার্য্যের গতি আগে আসি লঘুজাতি
না জানি কহিছে কোন কথা ॥
চৈদ্দখানি ডিঙ্গা মব রহিল জলের তল
চারি বিরে রাখিল আমারে।
চারি বির অতিসয় নায়ে বড় পাইলাম ভয
হেলায় ছাড়ি য়াইলাম তাবে ॥
তবে বন্দী পাটনে হাত পাও বন্ধনে
পাথর ছিল বুকের উপর।
কানি আসি বন্দি কৈল চণ্ডি আসি ছোড়াইল
তাহা হইতে অধিক দুক্ষ মোর ॥
কানি আসি কৈল বন্দি ছোড়াইয়া দিল চণ্ডি
কহে সাধু সকল দুক্ষের কথা।
লক্ষিপুর নগর তাথে ছিল এক ঘর
এত দুক্ষ না পাইলাম তথা ॥

কামরূপ নগরে গেলো মৎস বেচি কড়ি লৈল
কপটে করিল কানি সাপ।
গৃহস্তে আসিয়া নড়ে বন্দি করি নিল ঘরে
তথায়ে না পাইলাম এত তাপ॥
কেদাব মানিকপুবে মিছা চোব বুলি মোরে
তুলিলেক সালেব উপরে।
মারিলেক বিস্তব তবে নিল পোতা ঘর
চণ্ডি আসি ছোড়াইল মরে॥
খড়িগাছি লইল বান্ধি গৃহস্তে করিল বন্ধি
দুক্ষ পাই শ্রীপুব নগবে।
নাপীত কবি কৈল কথা ছোলাইতে দিল মাথা
কপটে মুড়িল কানি মরে॥
লজ্যায়ে গেলো বনে যুগনী বেস বিদ্যমানে
পথ কৈল ঘবে আসিবাবে।
অকাবণে আইল এথা নাহি গেল জথা তথা
বান্দিব লাথি না সহে সবিবে॥
লঘুকানি কৈল বল চৈদ্দ ডিঙ্গা হইল তল
বিসয বহিল পবাণ।
নাবাযণ দেবে কয স্থকবি বল্লভ হয়
ঘবে আসি কৈল অপমান॥

দিসা॥ পদ কহুনি॥

পূর্ব্বাপব স্ববিয়া কান্দে চান্দো সদাগব।
ছয বধু কৈল গীয়া সোনাইর গোচব॥
ভূতেব লক্ষণ হেন কিছু নহে চির্ন্ন।
স্থনা গিছে সগুবেব লাগিছে কোন দিন॥
কান্দিয়া কান্দিযা সগুর বুলিছে উর্ত্তর।
চৈদ্দ ডিঙ্গা তল হইল কালিদ সাগর॥
এত স্থনি বুলিলেক সোনকা স্থন্দরি।
ছয় বধু থাক মোব লখাইর পহবি॥
তবে সে জানিব আমি বাজা চন্দ্রধর।
এক চির্ন্ন আছে তাব হাতের উপর॥
প্রদিব জালিয়া দেখিমু তাহাব হাতে।
জদি প্রভু হয় চিনিমু সেহি হইতে॥

এতেক কহিয়া সোনাই ঘরের বাহির হইল।
প্রদিব জালিয়া আসি চাহিতে লাগিল।।
দুইজনে দেখা হইল চাইর লোচনে।
আপনার প্রভু সোনাই দেখিল বিদ্যমানে।।
চির্ন্ন দেখিল সোনাই হাতের উপর।
বিসাদ ভাবিয়া কান্দে চান্দোর গোচর।।
তখনে জানিলো প্রভু ফলিব প্রমাদ।
ছয় পুত্র খাইলা পদ্মার সনে বাদ।।
কথা রৈল ভাগী সাজি ডিঙ্গা চৈদ্দখান।
ঘরে আসি পাইলা কেন এত অপমান।।
কোন ভির্ন্ন নারির সনে কহিয়াছ কথা।
কোন কার্য্যে কোন দোসে মুড়াইলা মাথা।।
চান্দো বোলে পৃয়া স্থন আমার বচন।
দুক্ষের উপরে দুক্ষ দেও কি কারণ।।
ভাল মন্দ জত বোল কিছু নাহি চাই।
বিপত্যের কথা কহিতে অন্ত নাই।।
নাপীত রূপে কানি কহিয়া গেল কথা।
ছোলাইতে দিলো মুই মুড়িয়া গেল মাথা।।
মাথাত হাত দিয়া নিলোমে সখেদ হৈয়া।
মাথাত হাত দিয়া নিলাম খেদাইয়া।।
কথাত পলাইল কানি না পাইলো চাহিয়া।।
চান্দো বোলে না চিন্তিয় এসব বচন।
ভোজন করিতে ঝাটে চড়াও বন্ধন।।
খিধায়ে দহে তনু ধবাইতে না পারি।
বিলম্ব না কর তুমি জাও সিগ্র কবি।।
একজন পাঠাইয়া আনহ নাপীত।
পোড়া গোফ দাড়ি মর কামাউক তুবিত।।
এহি মতে আসি জদি লোকে দেখে মবে।
সাধু জনে উপহাস্য করিব আমাবে।।
জদি বাজার কারণ না বোলে বেকতে।
দসে বিসে বেড়িয়া হাসিব গোপতে।।
তেড়ার কনির্ষ্ঠ ভাই নাম তাব লেঙ্গা।
পৃষ্টে ঘড় গুজ বাম জাঙ্গ ভাঙ্গা।।
তারে পাঠাইয়া নাপীত আনিল সোনাই।
চান্দোর বচন তবে স্থনিল লখাই।।

জত্ন করিয়া নেজা আইল নাপিত লইয়া।
নাপীত লজ্জিত হইল চান্দোরে দেখিয়া॥
চান্দো বোলে চিন্তিয়া কার্য্য নাহিক তোমার।
ঝাটে করি প্রয়োজন কবহ আমাব॥
চান্দোব বচনে নাপীত বসিল চাপীয়া।
কামাইতে বসিল সোবর্ন্য খুব দিযা॥
পোড়া মুখে খুব ঠেকী উঠিলেক চাম।
নাড়া মুড়া হইল কবিয়া খেউব কাম॥
উঠীয়া বসিল সাধু বস্ত্র সিঙ্গাসনে।
বেড়িযা কবায় স্নান জত সখিগণে॥
সোবর্ন্য ঘটে আনে গঙ্গা জল ভবিয়া।
চান্দোবে স্নান কবায় গন্ধ তৈল দিযা॥
আনন্দে স্নান কৈল বণিক নন্দন।
পবিধান কবিল তবে উর্ত্তম বসন॥
কসই স্থানে সোনাই করিছে বন্ধন।
বসিলেক সদাগব কবিতে ভোজন॥
গামাবেব খাটেত বৈসে চম্পকেব নাথ।
থালেব উপবে নিঞা সোনাই দিল ভাত॥
ভাত দিযা সোনকা সাগ ভাজি দিল।
গণ্ডুস কবিযা সাধু ভোজনে বসিল॥
নিবামিষ্য ব্যেঞ্জন খায কি কহিম তাত।
মৎস্য ব্যেঞ্জন খাইযা পাখালিল হাত॥
একে ২ খাইলেক পবমান্য পিঠা।
দধি দুগ্ধ চিনি গুড আব জত মিঠা॥
ভোজন কবি আচমন কবিল সদাগবে।
আচমন কবিল তবে সোবর্ণ ডাববে॥
আচমন কবিযা সাধু মুখে দিল পান।
সয়ন কবিল গিয়া উত্তম বিছান॥
সর্য্যাব উপরে টানায় নেতেব মসারি।
সেত নেত চামর তাথে সোভে সাবি ২॥
আবিবেব গুডা ফালায় বিছান উপব।
নানা পুষ্প ফেলায় গন্ধে মনোহব॥
কেসবি কুসাবি এড়িল প্রচুর।
বাটা ভরি এডিলেক কর্পুর তাম্বুল॥
রজনি পুষ্পতি তাবা পাতিল বিছান।
তাহাতে বসিলা চান্দো কবিতে সয়ন॥

সোনাইর বিছানে বৈসে চন্দ্রধর রায়।
বেড়াব আউড়ে থাকী লক্ষিন্দর চায়॥
পণ্ডিত লখাই হয় বুর্দ্ধে বৃহস্পতি।
কোন কর্ম্ম কবিব না পায যুগতি॥
মাও সোনাই মব পতিব্রতা সতি।
ভাল মনে হেন নয পাপ দুর্ম্মতি॥
ছয ভাইর বউ ঘনে উর্ত্তম সুন্দর।
তাব লাগী পবপুরুস আসিয়াছে ঘব॥
হেট মাথা কবি বোলে সুন্দব লখাই।
মাও সোনকাব ঠাঞী জিঙ্গাসিয়া চাই॥
অলঙ্কাব সোনকাবে পবায সখিগণে।
হেন কালে লখাই জায মাও বিদ্যমানে॥
সর্জ্জ্যা হইতে উঠিল সুন্দব লক্ষিন্দব।
বিছানে থাকিযা দেখে বাজা চন্দ্রধব॥
লোড দিযা চান্দো গীযা লখাইব হাতে ধবে
খড়্গ হাতে কবি তবে চায কাটীবাবে॥
লক্ষিন্দবে ধবে তাবে গুণিবন্দ কবি।
কথাকাস ধাউব বেটা কব ধাউডালি॥
ঝাকাব মাবিযা চান্দো হাত ফেলাইযা।
লখাইবে পাডিয়া ধবে ঘাডমোডা দিযা॥
দুই হাতে ধবি চান্দো মাবে ঘন পাক।
মাথাব উপবে ফিনায জেন কমাবেব চাব॥
হাতেব পাকে চান্দোবে ফেলাইল উডাইযা।
ফিবিযা ধবিল চান্দো কুপীত হইযা॥
হাতাহাতি কিলাকিলী বাঝিল জডাজডি।
গাযেব হাড় ভাঙ্গে জেন কবি মডমডি॥
হুড়াহুডি মোকামকী দন্ত কটমটি।
চড চাপড় মাবে মুকটী উঝাটি॥
পায় ২ ভিড়াভিডি পাছডাপাছডি।
ভূমিতে পড়িয়া দুই জাযে গডাগড়ি॥
বুকে ২ পিঠে ২ বাজে ঠেসাঠেসি।
দুই জনেব হুডাহুডি বড ভয বাসি॥
দুইজন মহাবিব বণে নহে টুটা।
লখাইব গাযেত চান্দো নাবিল মুকটা॥
সুন্দব পণ্ডিত লখাই যুর্দ্ধেব জানে ভাও।
এড়াইল লখাই তারে টান দিয়া গাও॥

কোপে জলে লক্ষিন্দর কাপে সর্ব্ব গাও।
চান্দোর সিরেত মারে মুকটীর ঘাও॥
মাথা নামাএ চান্দো মুকটী গেল সুর্ণ্য।
আর এক মুকটী মারে বুক দরসন॥
সেহ মুকটী এডায চান্দো বসিয়া ভূমিত।
কেহ টুটা নহে দুই সমবে পণ্ডিত॥
লাফ দিয়া উঠে চান্দো করি তডবড়ি।
ধরাধরি বাঝিল হাত মোচডামুচুডি॥
দুর্ব্বলি কহিল গিযা সোনাইর গোচর।
বাপে পুত্রে যুর্দ্ধ করে ঘরের ভিতর॥
দুই বিরে যুর্দ্ধ করে অনেক সাহস।
দেখিযা সোনাই তবে পাইল তরাস॥
লোড দিযা সোনকা ঘরের মাঝে গেল।
দুইজনে ধরিযা তবে দুইপাস কৈল॥
তাহা দেখি সোনাইর দিগে চাহে চন্দ্রধর।
বাম হাতে ধরে সোনাইর কেসের উপর॥
হাতে খড্গা লইযা জার সোনাইরে কাটীবারে
ইহারে লইযা থাক তুমি কাটীমু তোমারে॥
পরপুরুস তুমিজে আনিয়াছ ধর।
তোর পাপে চৌদ্দ ডিঙ্গা তল হইল মর॥
সুকবি নারাযণ দেবের সরস পাচালি।
পদ্মার বরে সভাপতির বাডে ঠাকবালি॥

দিসা॥ পযার॥

কহ ২ সোনাই তুমি কহত সর্ত্তর।
কথাকার কুমার তব মন্দির মাঝার॥
বিষ্ণু ২ জপি বোলে সোনকা সুন্দরি।
দুরাইক্ষর বাক্য কেনে বোল অধিকারি॥
পূর্ব্ব জত কথা তর নাহিক স্মরণ।
জাত্রা কালে কৈলা তুমি রিতু অপক্ষণ॥
তাহাতে জন্মিল পুত্র নামে লক্ষিন্দর।
আজি কেনে না চিন আপন কোঙর॥
চান্দো বোলে স্মরণ নাহিক আমার।
শ্রীকলা পাতিযা চাহ আমাক ভাড়িবার॥
চান্দোর সুনিঞা তবে নির্ষ্ঠুর বচন।
পত্র ফেলাইয়া তারে দিলা ততক্ষণ॥

বাম হাত দিয়া তবে পত্রখান লইল।
প্রদিপ নিকটে নিঞা চাহিতে লাগিল।।
দিন ক্ষেণ মাস পুনি সাক্ষি চারিজন।
দেখিলেক পত্রে আছে সোমাইর লিখন।।
পত্র চিনি চন্দ্রধর হরসিত হইল।
লখাই কোলেত লইয়া চাহিতে লাগিল।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।

লাচাড়ি।।

দেখি লখাইর রূপ ছান্দ জেন পুনি্যমার চান্দ
চান্দোর মনে লাগীল কৌতুক।
কানি জত করিল মোবে সব পাসরিলো তাবে
দেখিয়া লক্ষিন্দরের মুখ।।
উত্তম পঞ্চ কন্যা চাইয়া লখাইরে করাইম বিহা
রূপে জেন জিনে বিদ্যাধরি।
নির্ম্মাইয়া এক পুরি পঞ্চাস জন দিব নাবি
লখাইর হইব ঠাকুরালি।।
বোলে চম্পকের নাথে কালি বড় প্রভাতে
রার্য্যেত দিব ঘোসনা।
নাগ পাইলে জে য়েড়ে হাত পাও কাটীম তাবে
মারিলে দিমু পঞ্চতোলা সোনা।।
সুনিঞা চান্দোর বাণি পদ্মা বুলিল পুনি
অখনে আমারে বোলে মন্দ।
নেতা বোলে বিসহরি থাক চিত্যে ক্ষেমা কবি
জবে মন্দ বুলিবেক চান্দো।।
লখাইরে কোলেত করি হরসিত অধিকারি
চুম্ব দিল কপাল উপর।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয
সয়ন করিল সদাগর।।

দিসা।। পয়ার।।

চান্দোর মনে কেলি করে নানা খেলা।
নানা বিধি প্রকারে ভুঞ্জিল রতি কলা।।
বারয় বৎসরের দুক্ষ জত ইতি পাইল।
সোনাইর সনে কৌতুকে সব বিসরিল।।

এহি মতে চন্দ্রধর সুখে বঞ্চে রাতি।
সভাপতিক বর দেউকা মাও পদ্মাবতি॥
সর্জ্যা হইতে প্রভাতে উঠিলা চন্দ্রধর।
হাতে ঝারি লইয়া গেল কৈবর্ত্তের ঘর॥
তথা হইতে আইল সবির করিয়া সোধন।
হাত মুখ পাখালিয়া করিল আচমন॥
বাপে পুত্রে স্নান করিল চন্দ্রধর।
পরিধান করিল ধুতি পিয়ে গঙ্গাজল॥
এহি মতে চলি গেল সিবলিঙ্গ ঘবে।
সঙ্খজল পরসিয়া মন্ত্র জাপ্য করে॥
নানা বিধি প্রকারে পূজে করি পরিপাটী।
সিবলিঙ্গ পূজা করে করিয়া ভ্রকুটী॥
সিবলিঙ্গ পুজি সাধু হরসিত মন।
বাপে পুত্রে গেল তবে করিতে ভোজন॥
আচমন করিয়া মুখেও দিল পান।
বাহির দখলে গীয়া কবিল দেওয়ান॥
পাত্রমিত্রগণ আসি মিলিল ত্বুরিত।
নানা বস্ত ভেটা লইয়া হইল উপস্থিত॥
চান্দো বোলে শুন ভাই পাত্র জয়ধর।
আমার জতেক সৈন্য আনহ সর্ত্তর॥
রাজার আঙ্গায়ে পাত্র চলি জায় ধাইয়া।
চারি পাসে সাজে সব ডেঙ্গরা ফিরাইয়া॥
বারয় বৎসরে বাজা আইল বাড়িত।
দেখিতে পুরুস সব চলহ ত্বুরিত॥
বন্ধু বান্ধব লোক দেখিতে রাজার মন।
জার জেহি বেসে জায় রাজা দরসন॥
সাঙ্গা পাঙ্গা আইলেক চঙ্গদার লস্কর।
নানা বিদ্যাধর আইল জতেক বাজিকর॥
চৌউদলে উঠিল সাধু দেখিতে সহর।
রাজা দেখিতে নারি সব আইল নিঞড়॥
দশ হাজার রাউত আইল ঘোড়াব উপর।
খাড়া পুরি তারা সব সোনার পাখর॥
চল্লিস হাজার আইল সুরটা সংহতি।
আসি হাজার আইল তেলাঙ্গার ফতি॥
হাতে বৈটা দাড়ি পাইক মাথে উভা ঝুটা।
হাতে ধনু পীঠে সর পীন্দন প্যানটা॥

দস হাজার পাইক আইল সর্ব্বে বাদক্ক।
বঞ্জরিয়া সরদার সঙ্গে এক লক্ষ ।।
এক লক্ষ নফর মিলিল সব ক্ষেম মতি।
পোনর হাজার আইল যুঝার লফতি ।।
নিসঙ্ক রায় আইল চান্দোর ভাইর বেটা।
সুপক্ষের প্রাণ সেহি বিপক্ষের কাটা ।।
তাক দেখি চন্দ্রধর আনন্দিত মন।
গলা ধরি দিল তারে সতেক চুম্বন ।।
পঞ্চ সত মশাল আইল হাতে লইয়া বাতি।
চান্দো লখাইর উপরে ধরে নবদণ্ড ছাতি ।।
সৈন্য দেখি চন্দ্রধর সানন্দিত মন।
গায় গায় দিল সব ফুল চন্দন ।।
সোবর্ন্যের তার খাড়ু সোবর্ন্যের টোপর।
চোউদলে চড়িয়া সাধু চলিল সহর ।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি ।।

লাচাড়ি ।।

দেখরে ভাই পরম সানন্দে দেখিতে লাগে চমৎকার।
বারয় বৎসর ধরি দেসে আইল অধিকারি
আচম্বিতে হইল আগুসার ।।
চোউদল উপরে চড়ি হরসিত অধিকারি
হাসিয়া বেড়ায় সদাগর।
সিঙ্গা দুন্দবি কাড়া ভেরু ভূরঙ্গ পাড়া
ধবল ছত্র সিরের উপর ।।
জত লোক নগরেতে সারি সারি কলা পোতে
চন্দন ছিটায় সর্ব্বলোকে।
নানা বাদ্য সারা পড়ে সিরে পতকা উড়ে
জোকার পড়ে প্রতি ঘরে ঘরে ।।
চৌদলে চান্দোর পাছে দারিগণে ফাগু সিচে
বাপে পুত্রে দেখয়ে কৌতুক।
তেলাঙ্গায় বাজির মনে সমুখ বিমুখ পেলে
দেখিয়া আনন্দ সর্ব্বলোক ।।

নানা বাদ্য নানা গীত লোকে দেখে চারিভিত
আনন্দে বেড়ায় চন্দ্রধর।
চৌদিকে পড়িল হাক হস্তি ঘোড়া বোলে রাখ
দেওয়ান কবিল সদাগব ॥
চৈৰ্দ্দয ডিঙ্গা কিবা হইল ভাগি সাজি কথা বৈল
কথায়ে বহিল প্রজাগণ।
চান্দোব জে গোচবে জযধবে যুক্তি করে
নাবায়ণ দেবেব সুরচন ॥

দিসা ॥ পযার ॥

জযধবে বোলে সুন চম্পকেব নাথ।
সরূপ কবিযা তুমি কহত আমাত ॥
চৈৰ্দ্দ ডিঙ্গা বৈল কথা কথা প্রজাগণ।
কথা বৈল ভাগি সাজি কেমন কাবণ ॥
কি কাবণে ঘবে আইলা সোমাইক উপক্ষি।
কুসল বাৰ্ত্তা কহিযা সব লোক কব সুকী ॥
কি কাবণে চলি আইলা তুমি একেস্বর।
নিশ্চয কহিয কথা বোলহ উৰ্ত্তর ॥
মন দুৰ্ক্ষ উঠী সাধু গদগদ মন।
পুৰ্ব্বাপব কহে সুন জত বিবরণ ॥
মনুস্য পাটন এড়ি গেলাম সাগব সঙ্গম।
দেব পিত্রি হিত আমি কবিলাম কিছু কৰ্ম্ম ॥
সিবপুজা কবি তথা চলিলাম সৰ্ত্তব।
বাঁকে বাঁকে পুজা আৰ্ঢা কবিলো বিস্তব ॥
গঙ্গাব নামে পুষ্প দিলো গন্ধে মহিত।
চৈৰ্দ্দ ডিঙ্গা বাহিযা গেলাম হইয়া হবসিত ॥
তাকে দেখি লঘু কানি বৈল ধাউবালি।
সমুদ্রেব মৈধ্যে নিৰ্ম্মাইল এক পুবি ॥
কোপ কবি ভাঙ্গি বৈল সমুদ্রেব তল।
ভয পাইয়া লঘু কানি উঠিয়া দিল লড ॥
লৰ্জ্জ্যা পাইযা লঘু কানি কবিলেক সন্দি।
চাবিজন পাঠিয়া ডিঙ্গা কৈল বন্দি ॥
মৎস্য কাকড় আব জোক কুম্বিব।
সাহসে য়েড়াইয়া গেলাম এই চাইব বির ॥
নিলক্ষেব বাকে ডিঙ্গা গেল ত আমার।
দিগবিদিগ নাই তথা ঘোর অন্ধকার ॥

তার মৈর্দ্ধে হইতে নাও বাওয়াইয়া দিলো।
রাক্ষসের রার্ধ্যে গিয়া লঙ্কাত উঠিলো॥
তথাতে য়েড়াইলো সোমাই ব্রাহ্মণের কাজে।
পাটনেত গেলাম চন্দ্রকেতুর রার্ধ্যে॥
তথা গিয়া লঘু কানি করিলেক সন্ধি।
রাত্রিত সপ্ন কহিয়া আমাকে কৈল বন্দি॥
চণ্ডিকায় সপ্ন গিয়া কহিল রাজারে।
উজ্‌জোগ করিয়া চণ্ডি ছোড়াইল মোরে॥
জে বস্ত বদলে পাইলো জে জে ধন।
মন দিয়া সুন কহি তাহার বিবরণ॥
হলৈদ বদলে পাইলো কাচা সিলাজতি।
একো নালিতা পাতে সোনা তের রতি॥
কুমড় বদলে পাইলো সোনার কুমড়া।
খাসা নেত লইলো দিয়া সোণের পাছড়া॥
মানিক লইলো ফটিকের কাঠি দিয়া।
ভূর্জ্জ পত্র লইলো কাঠের কাঠী দিয়া॥
জে রূপে আর্জিলো ধন সুনহ বৃত্তান্ত।
মূলা বদলে পাইলো পঞ্চাস হস্তির দন্ত॥
চইয়ে চন্দন পাইলো আদায়ে আগর।
মাসকালাই বদল লইলো মুকুতা বিস্তর॥
হংসডিম্ব বদলে লইলো সূর্য্যমণি।
দস সের চোয়া লইলো এক সের ঘৃত ননি॥
আবির বদলে লইলো সিন্দুরেব গুড়ি।
রাঙ্গা কাচ বদলে লইলো রত্নচুরি॥
একমোন রশুনে লইলো আসি মোন কড়ি।
ছাড়ভূটি বদলে লইলো সাড়ি আর কড়ি॥
ডউয়া বদলে লইলো ভাল জাতি ফল।
সোণ বদলে লইলো সেত চামর॥
সিঙ্গারি বদলে পাইলাম রঙ্গি ধটি।
সুবর্ণ্যের কাটী লইলাম দিয়া শুকটী॥
প্রকারে বদলে লইলাম বিস্তর কাকুব।
ফাগু বদলে লইলো কাম সিন্দুর॥
চট বদলে লইলো সোনা রূপার কাটী।
মহুয়া বদলে লইলো লক্ষিবিলাস পাটী॥
হাড়ির বদলে লইলো থাল আর ঝাড়ি।
জত বস্ত বদলে পাই কহিতে না পারি॥

জে রূপে আজিলো ধন না জায় কহন।
অল্প বস্তু বদলে পাইলাম বহু ধন।।
বিদায় করিলো তবে রাজার গোচর।
আসিবার কালে বেভার পাইলো বিস্তর।।
মনিময় হার পাইলো কেউর কঙ্কন।
সোবর্ণ্যের অলঙ্কাব নানা আভবণ।।
বেভার পাইলাম তথা লক্ষেকেব ধন।
বিদায় করিয়া তবে করিলো গমন।।
জাইবাব কালেত ছিল জতেক সংসয়।
আসিবাব কালেত তিলেক নাহি ভয়।।
তবেত আইলো পাছে কালিদ সাগর।
এথা আসি লঘু কানি পাতিল ঝগড়।।
জক্ষ গণেক পাঠিয়া দিল আর মেঘ বাও।
প্রজা সবেক ডুবাইল চৈদ্দ গোটা নাও।।
হেন কালে লঘু কানি কবিলেক বল।
চান্দো বোলে মহামায়া পাতিলেক ছল।।
কেমন পথে নিঞা আমাক থুইল লক্ষিপুরে।
কালি আসি উতবিছী রাত্রি নিসাকালে।।
প্রজাগণে স্থনি তবে রাজাব বচন।
বন্ধুবান্ধবেব সোকে করয়ে ক্রন্দন।।
স্থকবি নারায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
পদ্মাব ববে সভাপতিব বাড়ে ঠাকুরালী।।

ভাটীয়ালী বাগ।।

দুঃখ রোল চম্পক নগব।
চৈদ্দ ডিঙ্গা কিবা হৈল ভাগি সাজি কথা রইল
কান্দে প্রজা ভূমির উপর।।
সোমাইর মাও কলাবতি বাসুদেব জাব পতি
ক্রন্দন করএ বড় সোকে।
কার মৈল বাপ ভাই কার মৈল জামাঞী
বেড়িয়া কান্দয়ে বড় দুক্ষে।।
মনেত উঠিয়া দুক্ষ দুই হাতে কুটে বুক
দসে বিসে একত্র হইয়া।
জাহার স্বামি মৈল সে সোকে পাগল হৈল
হাতেব সঙ্খ ফেলাইল ভাঙ্গিয়া।।

দুলাই কাণ্ডারির নারি সে হয় পরম সুন্দরি
তাহার নাম চন্দ্রাবতি।
উছল বুকে কান্দে কেস পাশ নাহি বান্দে
.গলাএ তুলিযা ধরে কাতি ।।
আব জত মৈল লোক মাঝি মৃধা বুড়ি পাইক
আব জত গলুযা কাড়ার।
প্রতি ঘবে ২ বোল না সুনি কাহার বোল
চৈর্দ্দ ডিঙ্গাত সর্ত্তবি হাজাব ।।
তেডাব মাও নিবন্ধলি জাব বুইন দুর্ব্বলি
কান্দিয়া কহিছে সে বাণি।
ডাক দিযা বোলে চান্দো অধিক কেনে কান্দ
সুনিঞা হাসিব মোবে কানি ।।
সুনি চান্দোব বচন তেজিল সে ক্রন্দন
সোকানলে সর্ব্ব তনু দয।
কান্দিযা না গেল দুক্ষ পুডিযা উঠয়ে বুক
সুকবি নাবায়ণ দেবে কয ।।

দিসা ।। পযাব ।।

ক্রন্দন সুনিঞা চান্দ দন্ত কডমডি।
জত লোক কান্দে মালে দোহাতিয়া বাড়ি ।।
চান্দোব ক্রোধ দেখিযা লোক চমকিত মোন।
নিস্বব্দে বহিলা সোক তেজিযা ক্রন্দন ।।
জয ২ কবি হৈল লোকেব উল্লাস।
নানা ঢুলি ঢাক ঢোল বাজায বিসাল ।।
চান্দো আইল কঁবি হৈল লোকেব প্রচার।
ব্রাহ্মণ ভাট তথা আইল অপার ।।
ব্রাহ্মণে বেদ পডে করয় মঙ্গল।
পাঞ্জি মেলি দৈবগ্যে বোলে হউক কুসল ।।
ভাটে ছাপিয়া পড়ে নটে গায় গীত।
বেস্যায়ে নির্ত্ত করে চাহে চান্দোব ভিত ।।
মাধব ভাট কাঞ্চন নগবেতে বৈসে।
পূর্ব্বে বিরসিংহ বাজা আছিল সেহি দেসে ।।
সুনি সবে আসি দেখে লখাই চান্দোর পাসে।
রাজকুমাব জানি সবে বিসেষ প্রসংঙ্গে ।।
পুরহিত আদি করি লাগে বুলিবাব।
কার কন্যা জুড়িবা লখাই বিহা করিবার ।।

চান্দো বোলে পুরে মুঞি বিত্ত অপক্ষিয়া।
বানির্য্যে চলিয়া গেলাম চৌর্দ্দ ডিঙ্গা লইয়া ॥
তথায় হইল মোর বারয়ে বৎসর।
সকল হারায়া আমি আসিয়াছি ঘর ॥
বিবাহ করাইতে পুত্র বড় আছে মন।
হেন কালে আসি তুমি করিলা স্বরণ ॥
রাজ ভাটে উঠী বোলে করি পরিহার।
শিশুকাল হইতে ভ্রমি সকল সংসার ॥
কাসি কাঞ্চি উড়স্বিয়া মথুরা দ্বারিকা।
অজর্দ্ধা, কিস্কিন্দা আর অঙ্গ কলিঙ্গা ॥
দির্ল্লি পাটন আর পশ্চিম বেহার।
তিরথ কেকয় আর দক্ষিণ জোওয়ার ॥
পূর্ব্ব দেস দেখিয়াছি নাগাদ উদয় গীরি।
ত্রিপুরাব দেস জানি মগধেব পুবি ॥
উপাধিক জত কন্যা দেখিয়াছী আমি।
সাবধানে কহি কথা সুন সাধু তুমি ॥
জে কন্যার কথা সুনি তোমাব মনে লয়।
সেহি কন্যা ঘটাইয়া দিবত নিশ্চয় ॥
ভাটেব বচন সুনি সন্তোখ হইল।
কন্যা সবের নাম তবে কহিতে লাগিল ॥
সুকবি নারায়ণ দেবেব সবস পাচালি।
ভাটেব কথনে বোলম এক লাচাড়ি ॥

ভাটের বর্ণনা শ্রবণে লখাইর বিবাহ অভিলাষে চন্দ্রধরের উজানি নগর যাত্রা

লাচাড়ি ॥ ধানসি রাগ ॥

ভাটে বোলে সুন সদাগর।
জত দেস ভ্রমিছী আমি তার কথা সুন তুমি
বুলি কন্যা আছে জার ঘর ॥
দেখিলো উড়সিয়া দেসে ধার্ম্মিক লোক বৈসে
জথা বৈসে জগর্ন্নাথ দেবা।
কেসব রুদ্রেব ঘর কন্যা আছে সুন্দর
তার নাম জগত দুল্লভা ॥

কাস্যব গোত্র তার ধর্ম্ম বংশে অবতার
কুলে কুলিন বড় হয় ।
বুলিলেক সদাগর সহ গোত্র হয়ে মোর
তার সঙ্গে সম্বন্ধ না হয় ।।
হস্তিনাপুর নগর সুন রাজা সদাগর
জ্ঞাতি আছিল তোমার ।
তার পুত্র ভাস্কর কন্যা আছে তার ঘব
সসিরেখা নাম তাহার ।।
চান্দো বোলে ছার ২ দুষ্ট মতি হয় তার
তার সনে কুটুম্বে নাহি সাধ ।
বাচাউক মাও হব গৌরি দুরাক্ষর সেহি নাবি
তারসঙ্গে করিছী বিবাদ ।।
ভবানিপুর নগর গ্রিত্তুধর মণ্ডল
তার ঘবে কন্যা গুণবতি ।
নব বৎসরের হয় রূপে গুণে অতিসয়
তার নাম হয়ে পদ্মাবতি ।।
বিষ্ণু বুলি সদাগর জিভাতে খাইল কামড
সেই কন্যা নাহি মর কাম ।
রূপে গুণে সুনি নিধি দিয়াও না দিল বিধি
সেহ হয় কানিব সহ নাম ।।
বিজয়পুর নগর বিদ্যাধর নৃপবব
তার ঘরে কন্যা পদ্মানি ।
হরিসে সুন সদাগর জেন তব লক্ষিন্দর
তার রূপে ত্রিভুবন জিনি ।।
বোলে চন্দ্রধর রায় সেহ কন্যা নাহি দায়
বিদ্যাধর বোল নাহি বুঝে ।
চেঙ্গ বেঙ্গ খায় কানি কোন দেব নাহি জানি
পুরি সহিতে তারা পুজে ।।
সুন সাধু মহামতি কামরূপে উমাপতি
জার মহাদেবি চন্দ্রকলা ।
তার পুত্র মহেস্বর কন্যা আছে তার ঘর
সে কন্যার নাম রত্নমালা ।।
চান্দো বোলে হয় নয় মহাদেবের মিত্র হয়
সেহ নহে উচিত আমার ।
মহেস্বরে সুনিব জবে উপহাস্য করিব তবে
বুলিলেক চান্দ গোওয়ার ।।

উদয়গিরি দেস জথা বিরসিংহ রায় তথা
তার কন্যা রূপে অনুপম।
দেব বিদ্যাধবে তাবে লক্ষিবার না পারে
সোনকা সুন্দবি তার নাম ॥
নাম সুনি সদাগর বিরস বড় অন্তর
সুন ভাট তোব ঠাই কই।
পরম সানন্দ হয়া লখাইরে করাইম বিহা
এহ কন্যা হয় মোব সই ॥
মগধেব অধিপতি চন্দ্রকেতু মহামতি
তাব ঘবে আছে কন্যাখানি।
বয়সে অলপ বিচক্ষণ রূপে মহে ত্রিভুবন
তাব নাম চণ্ডিকা কামিনি ॥
হাত পাও আছাড়ে চান্দো আপনারে বোলে মন্দ
দুক্ষে চান্দো তিবস্কাব কবি।
জদি তর্ত্ত জানিয়া লখাইবে কবাইম বিহা
সুনিঞা বিবস হইল গৌবি ॥
উজানি নগব সাহে নাম সদাগব
তাব ঘবে বিপুলা সুন্দরি।
হাবাইলে বস্তু পায মৈলে মবা জিয়ায়
রূপে গুণে জেন বিদ্যাধরি ॥
সুন চম্পকেব নাথ লোহাব তণ্ডুল হয় ভাত
সতি কন্যা বান্দিবাব পাবে।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
সুনি সুকি হয়ে চন্দ্রধরে ॥

দিসা ॥ পয়ার ॥

হরসিত হৈল চান্দো ভাটেব বচনে।
এত কন্যাব কথা মোব কিছু না লয় মনে ॥
সাহের কন্যাব কথা সুনি পরম কৌতুক।
অহি কন্যা হইলে আমার খণ্ডিব সব দুক্ষ ॥
হাবাইলে বস্তু পায় মরা জিয়াইবার পারে।
কত পুণ্যেব ভাগ্যে পুত্র হেন বিহা করে ॥
জেষ্ট কনিষ্ট ভাই পুত্র আনি।
জাতি বর্গ আনি সাধু বোলে প্রিয় বাণি ॥

কার্য্যে সে বড় আমি হৈ তোমা হৈতে।
জাতি পক্ষে আমি বড় নহি কোন মোতে।।
সাহের কন্যা চাহি পুত্রেক বিহা করাইবার।
জদি তুমি সবে মিলি কর অঙ্গিকার।।
তাহা সুনি বোলে চান্দোর খুড়া বংসিধর।
সাহের বেবহার আমি জানি পুর্ব্বাপর।।
আজ্ঞা দিল সাহের খানিক দোস নাই।
বিলম্ব না কর বিহা করাও লখাই।।
চান্দো বোলে সুন খুড়া বচন আমার।
কাহাবে পাঠাইয়া দিব কন্যা যুড়িবার।।
কটক সহিতে জদি না জাই আপনে।
উপহাস্য তবে কবিব সর্ব্ব জনে।।
বংসিধরে বোলে সুন চম্পকের পতি।
অন্য সাজে না জাইবা কটক নেহ সংহতি।।
চান্দো বোলে ভাই সুন পাত্র জয়ধর।
কন্যা জোড়ার সর্য্য জতেক জড় কর।।
লোহাব কালাই গড়াও আনিয়া কম্মকার।
সতি কন্যা পরক্ষিয়া চাহি বুঝিবার।।
জত কিছু সৈন্য ঝাটে আনাও আমার।
সতেক তোলা সোবর্ণ্যেব গড়াও অলঙ্কার।।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার গঠীতে বুলিয়া।
ভোজন করিতে গেলা স্নান করিয়া।।
ভোজন করিয়া তবে করিলা আচমন।
কন্যা জোড়ার কারণে, স্থির নহে মোন।।
মুখ সুদ্ধি করি আসি বসিলা বাহিবে।
জতেক বাহিনি আসি মিলিল সত্তরে।।
সিংহজিত লস্কর আইল সৈন্য সমেতে।
সাটী হাজার লস্কর আইল দক্ষিণ দেস হৈতে।।
সিংহজিত রায় আইল হেন বার্ত্তা পায়া।
বিরসিংহ রায় তবে আইল চলিয়া।।
আভঙ্গ রায় লস্কর আইল চান্দোর অগ্রেতে।
পোনর হাজার কটক আইল উত্তর দিগ হইতে।।
চান্দোর কনিষ্ট ভাই চন্দ্রকেতু নাম।
তারপুত্র চন্দ্রচুড়া গুণে অনুপাম।।
সরিরের মাংস দিয়া থালের উপর।
চণ্ডিকার সেবা করে বারয় বৎসর।।

ভক্তিভাবে তুষ্ট তাকে হইলা মহামায় ।
আপনে থুইলা নাম লক্ষণ রায় ॥
তার সম বির নাহি সৈন্যের ভিতর ।
তার বাহু-বলে রাজ্য করে চন্দ্রধর ॥
জমের কটক মৈর্দ্ধে দিতে পারে হানা ।
আগে ধরি চলি জায় চণ্ডির জয় বাণা ॥
সৈন্য দেখি চান্দো হইল হরসিত মন ।
জাত্রা করি উজানিতে করিল গমন ॥
সুকবি নাবায়ণ দেবের সরস পাচালি ।
চান্দোর বচনে বোলম এক লাচাড়ি ॥

লাচাড়ি ॥

জায় সাধু নগব উজানি ।
হরসিতে সদাগর সঙ্গে করি লক্ষিন্দর
সাহেব কন্যা বিপুলাব জুড়নি ॥
জায় সাধু পথ মেলি সুমুখে দেখিল মালি
শ্রীকাল দেখিল বাম পাসে ।
দক্ষিণে জায় বিসধব দেখিয়া কৌতুক বড়
কার্য্য সিদ্ধি দেখি চান্দো হাসে ॥
বুলিলেক সদাগব পাছে রৈয়া আইস মোর
আমি জাইম গেবস্তভাব হইয়া ।
অতিতের বেশ ধবি জায় চান্দো সাহের বাড়ী
লোহাব কালাই খাইতে রান্দিয়া ॥
এড়ি সব সৈন্যগণ চলিলেক দুইজন
রহিল সৈন্য দিয়া পাটোয়াব ।
নারায়ণ দেবে কয় সুকবি বল্লভ হয়
নেতা লাগে পদ্মাক কহিবার ॥

বেহুলাকে পদ্মাদেবীর ছলনা

দিসা ॥ পয়াব ॥

নেতা বোলে সুন পদ্মা আমার বচন ।
নিশ্চিন্ত হইয়া তুমি আছ কি কারণ ॥
কন্যা জুড়িবাব দেখ জায় সদাগর ।
সপ্ন কহিতে জাও বিপুলার গোচর ॥

বধুর পরিক্ষা জদি সহচক্ষে দেখে।
তবে সে করাইব বিহা পরম কৌতুকে।।
কাইল জেন জায় ঘাটে তির্থ মুক্তাম্বর।
মনের বাঞ্ছিত তারে তুমি দিবা বর।।
বিধুবা ব্রাহ্মণি হইয়া তার পাছে জাইয়।
গোড়ালিঞা পানি করি মির্থা কথা কৈয়।।
বিধুবা হইবা বুলি তুমি দিয় সাপ।
তাহা সুনি বিপুলা মনেত পাইব তাপ।।
তোমা সনে বেউলা জদি জিনিবার চায়।
মায়া করি তাব ঠাই হইয পরাজয়।।
তাহা দেখি হরসিত হইব সদাগর।
বিহা করাইব তবে পুত্র লক্ষিন্দব।।
নেতার বচন পদ্মা সুনিঞা শ্রবণে।
সপ্ন কহিতে গেলা বিপুলার স্থানে।।
রাত্রি অবসেসে বেউলা সুখে নিদ্রা জায়।
হেনকালে পদ্মাবতি সপ্ন দেখায।।
উঠ ২ বিপুলা কতেক নিদ্রা জাও।
আমি পদ্মা আসিয়াছী চক্ষু মেলি চাও।।
কালি প্রভাতে জাইয তির্থ মুক্তাসব।
মনেব বাঞ্ছিত তোমাবে দিব বব।।
এত কহি পদ্মা গেলা আপন ভূবন।
প্রভাত কালেত বেউলা পাইলা চৈতন্য।।
বেউলা বোলে সুন ভুমি নামে বতি ধাই।
দেবশ্চার সর্জ্য লও মুক্তাসবে জাই।।
তাহা সুনি সাহে বাজা লাগে বুলিবাব।
কি কাবণে মাও তুমি বাড়িব হও বাইব।।
মোব বাড়িব নিকট আছে উত্তম সবোবব।
এথাত মজি স্নান কবহ সত্তব।।
বেউলা বোলে এথা আমি রহিতে না পারি।
আপনে সপ্ন কহিয়াছে জয বিসহরি।।
জতনে জাইতে কহিল তির্থ মুক্তাসব।
আপনার বাঞ্ছিত পদ্মা মবে দিব বব।।
এতেক সুনিযা বাজা সাহে বানিয়া।
নেতের কালোয়াব দোলা দিলেক আনিয়া।।
সুকবি নারায়ণ দেবের সরস পাচালি।
পয়ার এড়িয়া বোলম এক লাচাড়ি।।